পৃথ্বীরাজ

ঐতিহাসিক মহাকাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্তের চরিতলেখক

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বসু বি এ

বিরচিত।

ভৌতিক শকতি নহে নিয়ন্ত্রী বিশ্বের ;
রহি অন্তরালে তার, শক্তি আধ্যাত্মিকা
শাসন, পালন বিশ্ব করেন সতত।
কদাচারে, পাপাচারে সন্ধুক্ষিত যথা
বিধিরোষ, নিঃসন্দেহ, জানিও তথায়,
নিষ্ফল পুরুষকার, দৈব বলবান।

পৃথ্বীরাজ পঞ্চদশ সর্গ

কলিকাতা

১৩২২

মূল্য দুই টাকা

ওঁ

জননী

ভারতভূমি

ত্রিংশ বর্ষকাল, দেবি !
নামচিত্র তব
রাখিয়াছি চোকে চোকে ;
পূজেছি গোপনে ;
জানে না অপর কেহ,
কিন্তু জান তুমি।
নাহি পাদ্য, নাহি অর্ঘ্য,
নাহি উপচার ;
আছে শুধু ভক্তি-পুষ্প,
লও, মা আমার !

U. RAY & SONS, CALCUTTA

উপক্রমণিকা

বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস অবলম্বনে কাব্যরচনা নূতন প্রথা নহে। রঙ্গলালের পদ্মিনী-উপাখ্যান এবং নবীন চন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ বঙ্গভাষাবিৎ ব্যক্তি মাত্রেরই সুপরিচিত। পৃথ্বীরাজ এই দুই গ্রন্থে প্রদর্শিত পথ অনুসরণে রচিত হইয়াছে।

আধুনিক ইতিহাসলেখকদিগের মতে ঘটনাবলীর বিবৃতিমাত্র ইতিহাস-রচনার উদ্দেশ্য নয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ এবং উভয়ের পরিণাম দেখাইতে না পারিলে ইতিহাসরচনা সার্থক হয় না। ইতিহাসের ন্যায় ইতিহাস-প্রাণ কাব্য সম্বন্ধেও যে এই অভিমত প্রযোজ্য তাহা স্মরণ রাখিয়া আমি পৃথ্বীরাজ রচনা করিয়াছি।

পৃথ্বীরাজের এবং তাঁহার সঙ্গে হিন্দু স্বাধীনতার পতন এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। যে যে কারণে এই পতন ঘটিয়াছিল, আমি, যথা শক্তি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমাদিগের দেশের সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষে মুসলমান-অধিকার স্থাপন হইতে, এবং প্রকারান্তরে তাহারই ফলে, সর্ব্ববিষয়ে হিন্দুজাতির অধঃপতন ঘটিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন যে, রাম, যুধিষ্ঠিরের কালের পরেই মুসলমান রাজত্ব আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণোক্ত ও মহাভারতবর্ণিত কালের পর বহুশত বৎসর বিগত হইলে যে মুসলমান-সংস্পর্শ ঘটিয়াছিল এবং সেই মধ্যবর্ত্তী সুদীর্ঘ কালের মধ্যে, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুল উৎসাদিত হইবার এবং তৎপরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত ও বিধ্বস্ত হইবার ফলে, ভারতবাসীদিগের আচার ব্যবহারে, মানসিক ভাবে এবং প্রবৃত্তিতে যে মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহারা চিন্তা করেন না। যাঁহারা সংস্কৃত ভারতীয় সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচনা করিবেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে, মুসলমানেরা এদেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া আমরা অধঃপতিত হই নাই, আমরা অধঃপতিত হইয়াছিলাম বলিয়াই তাঁহারা এ দেশে আসিতে ও স্থায়ী ভাবে বসিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, ভারতবর্ষের উর্ব্বরতা, স্মরণাতীত কাল হইতে, বিজেতৃগণকে আকৃষ্ট করিয়া আসিতেছে। পারস্যরাজ দরায়ুস হইতে সিকন্দর, সিলিউকস, কাসিম, সবুক্তজীন, মামুদ

প্রভৃতি বহু বৈদেশিক বীর, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভারতবর্ষকে উপদ্রুত করিয়াছিলেন। কিন্তু মিতাচারে অভ্যস্ত, সবল দেহে রোগের ন্যায় তাঁহাদিগের আক্রমণ হিন্দুর জীবনী শক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। অমিতাচারে ভগ্ন দেহে রোগের ন্যায় বর্ত্তমান কাব্যে আলোচ্য আক্রমণ সেই শক্তিকে, একবারে নষ্ট না করুক, নষ্টপ্রায় করিয়াছিল।

সাধারণতঃ সামরিক শক্তির ন্যূনতার জন্যই একটী জাতি অপর একটী জাতির অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হন। কিন্তু যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, অসংখ্য লোক, মুষ্টিমেয় লোকের অধীন হইয়া, সুদীর্ঘকাল অতিবাহন করেন, তখন মনে হয়, কেবল সামরিক শক্তিতে নয়, তাহার পশ্চাতে অধীন জাতির অন্যবিধ দুর্ব্বলতা বিদ্যমান আছে এবং তাহাই তাঁহাদিগের দুর্দ্দশার প্রকৃত কারণ। আমার কাব্যে আমি তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

রাষ্ট্রীয় দুর্ব্বলতার সঙ্গে জাতীয় নৈতিক দুর্ব্বলতাই যে ভারতবর্ষে মুসলমান-অধিকার স্থাপনের কারণ তাহা আমরা ক্রমে বুঝিতে পারিতেছি। পূজ্যপাদ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মুসলমান-আক্রমণ বৌদ্ধ দুর্নীতির ও অসদাচারের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "এক একবার মনে হয়, তিন চারি শত বৎসর ধরিয়া, বৌদ্ধেরা, ইন্দ্রিয়াসক্ত, কুকর্ম্মান্বিত ও ভূত প্রেতের উপাসক হইয়া যে, নিজেও অধঃপাতে গিয়াছিল এবং দেশটাকেও সুদ্ধ অধঃপাতে দিয়াছিল, মুসলমানদের আক্রমণ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। বিধাতা, যেন তাহাদের পাপের ভরা সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য, মুসলমানদের এদেশে পাঠাইয়াছিলেন।" * কিন্তু বৌদ্ধগণ যে যে অপরাধে অপরাধী ছিলেন, হিন্দুগণ যে তাহাদের মধ্যে কোনওটী হইতে নির্ম্মুক্ত ছিলেন না, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় বলিতে হইলে, "ঘৃণিত উপাসনা, বিষ্ঠা, মূত্র ভক্ষণ করিয়া সিদ্ধি লাভের চেষ্টা, ভূত, প্রেত পূজা করিয়া বুজরুক হইবার চেষ্টা এবং উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তি" প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয়ের মধ্যে তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বলিয়াই ধারণা হয়। কে কাহার শিক্ষক তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। পরস্পরের সম্বন্ধ যাহাই হউক, কোন কোন স্থলে, ছাত্র শিক্ষককে পশ্চাৎবর্ত্তী করিয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব নয়।

---

* নারায়ণ, আশ্বিন ১৩২২।

বিধাতা যদি শাস্তি দিবার জন্যই পাঠাইয়া থাকেন, তবে কেবল বৌদ্ধদিগকে শাস্তি দিবার জন্য নয়, হিন্দু, বৌদ্ধ উভয়কেই শাস্তি দিবার জন্য মুসলমানকে পাঠাইয়া ছিলেন। এক দিকে হিন্দু, অপর দিকে মুসলমান উভয়ের পেষণে অপেক্ষাকৃত ন্যূনসংখ্যক বৌদ্ধগণ বিচূর্ণ হইয়াছিলেন; তাদৃশ কারণের অভাবে সংখ্যাধিক হিন্দুগণ হন নাই। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ও হিন্দু জাতির শক্তিক্ষয়ের "একাধিক কারণের" মধ্যে "রাজপ্রজাসাধারণ-ব্যভিচারই" এক "প্রধান কারণ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "মৌর্য্যবংশের পতনের পর হইতেই ভারতে রাজশক্তির বিলোপ আরম্ভ হয় ও উপর্য্যুপরি রাজবিপ্লব ও বৈদেশিক আক্রমণে উত্তর ভারত বিপ্লুত হইয়া পড়ে। এই শক্তিক্ষয় একাধিক কারণে সংঘটিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তবে রাজপ্রজাসাধারণ-ব্যভিচারই যে ইহার এক প্রধান কারণ তাহা নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে প্রতিভাত হইবে।" *

ইহার পর শাস্ত্রী মহাশয় বাৎস্যায়ন প্রণীত কামশাস্ত্রের পারদারিক অধিকরণ অবলম্বনে তৎকাল-প্রচলিত যে সকল প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য ব্যভিচার-রীতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে আমাদিগের অধঃপতনের কারণ বুঝিতে কালব্যাজ হয় না। † উভয় শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদিগের প্রবন্ধ সম্বন্ধে যাহা বলা আবশ্যক তাহাই মাত্র বলিয়াছেন; অপ্রাসঙ্গিক বোধে অপর কোন কারণ উল্লেখ করেন নাই। আমাকে, প্রয়োজনানুরোধে, এতদতিরিক্ত কারণ অনুসন্ধান ও নির্দ্দেশ করিতে হইয়াছে। দুর্নীতির ও অসদাচারের ফলে যে দৌর্ব্বল্য অবশ্যম্ভাবী তাহার উল্লেখের সঙ্গে আমি দেখাইয়াছি যে, ধর্ম্মগত ও প্রদেশগত পার্থক্যের জন্য ভারতবাসিগণ সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে অক্ষম ছিলেন; ঔদাসীন্যের, অজ্ঞতার ও অদূরদর্শিতার জন্য ভারতীয় জনসাধারণ মুসলমান-আক্রমণের পরিণাম বুঝিতেন না; উত্তর ভারতের দুইটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য পারিবারিক কারণে বিচ্ছিন্ন ও বিবদমান হইয়া বিজেতার পথ সুগম করিয়াছিল; তাহার উপর হিন্দুগণ উদ্যোগিতায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতায়, সামরিক শিক্ষায়, এবং

---

* "মধ্যযুগে ভারতে সামাজিক জীবন" সাহিত্য, সংহিতা, বৈশাখ ১৩২১।

† পঞ্চদশ সর্গের পাদটীকা দেখুন।

কূটরাজনীতি-কৌশলে প্রতিদ্বন্দ্বিদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন।* এই সকল কারণেই, বীর্য্যে ও বুদ্ধিমত্তায় হীন না হইলেও, তাঁহাদিগের পতন ঘটিয়াছিল। উপরি উক্ত কারণগুলির মধ্যে যেটী মুখ্য এবং আমার কাব্যের বর্ণনীয় আমি তাহা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি; গৌণ কারণগুলি নির্দ্দেশ করিয়াই নিরস্ত হইয়াছি।

আমার পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যে সামরিক শিক্ষার অভাব এবং অসদাচার জাতীয় পতনের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাত পৃথ্বীরাজে লক্ষিত হয় না; তবে তাঁহার পতন হইল কেন? ইহার উত্তর প্রথমতঃ এই যে, কাহারও পতন একটীমাত্র কারণে ঘটে না; কারণবিশেষের অভাব হইলেও অপর কারণসমূহের সমবায়ে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ এই যে, মনুষ্য কেবল নিজের কার্য্যের ফলভোগী নহেন; সামাজিক জীবরূপে তাঁহাকে অন্যকৃত কার্য্যের জন্য দণ্ডপুরস্কারের অংশভাগী হইতে হয়। পৃথ্বীরাজ, স্বয়ং বীর ও নির্ম্মলচরিত্র হইলেও, যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বলি অর্পিত হইয়াছিলেন। সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, এই জগৎ কেবলমাত্র ভৌতিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না। আধ্যাত্মিক শক্তি, ভৌতিক শক্তির পশ্চাতে থাকিয়া, ইহা শাসন ও পালন করিতেছে। হিন্দুজাতির দুষ্ক্রিয়ার ও পাপের শাস্তির জন্য বিধাতা যে দণ্ড প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা প্রতিহত করিবার শক্তি, পৃথ্বীরাজই হউন বা অপর কেহ হউন, মনুষ্যের আয়ত্ত ছিল না। যে ঘটনাসমবায়ে পৃথ্বীরাজ পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে পাঠক ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন।

এক্ষণে কাব্যোক্ত বিষয় ও ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতে প্রবৃত্ত

---

* রামায়ণ, মহাভারতের যুদ্ধ-বর্ণনা পাঠে অভ্যস্ত হিন্দুর নিকট মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু সামরিক শিক্ষায় নিকৃষ্ট ছিলেন, এ কথা অপ্রীতিকর এবং তজ্জন্য অনাস্থাযোগ্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, কাসিমের আলোরজয় হইতে আহম্মদ সা আব্দালির পানিপথ জয় পর্য্যন্ত, হিন্দুমুসলমানের জয়, পরাজয় গণনা করিলে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। তবে এ কথা সত্য বটে যে, হিন্দুরা, পরাজিত হইলেও মুসলমানকে প্রবল বাধা দিতে পারিয়াছিলেন এবং যখন পৃথ্বীরাজ, প্রতাপ বা শিবাজীর ন্যায় প্রতিভাশালী বীর হিন্দুর নেতা হইয়াছেন, তখন তাঁহারা, মধ্যে মধ্যে, মুসলমানকে পরাজিতও করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে সামরিক শিক্ষার প্রচার ও উৎকর্ষ না হওয়ায় তাঁহাদিগের স্বাভাবিক সাহস ও বীর্য্য যে পরশক্তি-প্রতিরোধে সম্যক্ কৃতকার্য্য হয় নাই, তাহা অবিশ্বাস করিলে চলিবে না।

হইব। পৃথ্বীরাজ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলেও তাঁহার সংসৃষ্ট ইতিহাসোচিত বিবরণ অধিক পাওয়া যায় না। হিন্দী ভাষায় পৃথ্বীরাজের সভাসদ চন্দ বরদাই প্রণীত পৃথ্বীরাজরাসো নামে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ আছে বটে, কিন্তু, কাব্যাংশে যাহাই হউক, ইতিহাসরূপে ইহার মূল্য অতি সামান্য। আধুনিক আবিষ্কৃত শিলালিপি ও মুদ্রা প্রভৃতি হইতে ইহার অনেক কথা বিচারাসহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অপর হিন্দু লেখক ও মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের উক্তির সহিত ইহার সামঞ্জস্য নাই। তাহার উপর দেবতা, অপ্সরা, কবন্ধ, ডাকিনী প্রভৃতির সমাবেশে এবং অতিরঞ্জন-প্রিয়তায় ইহার লৌকিকতা বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহার অনেক বিবরণ পরস্পর বিরোধী; স্থলে স্থলে ইহার রুচি নিতান্ত অমার্জ্জিত এবং গ্রন্থোক্ত ব্যক্তিগণের হীনতাকারক। প্রতিভাবান লেখকের রচিত হইলেও এরূপ হইবার কারণ এই যে, অধুনা-প্রচলিত গ্রন্থ আদ্যোপান্ত চাঁদবরদাইএর লিখিত নয়; বহুজনের হস্তক্ষেপে ইহা বিকৃত ও বীভৎস রূপ গ্রহণ করিয়াছে। মূলগ্রন্থ তিন চার হাজার মাত্র শ্লোকে সম্পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অধুনা প্রচারিত গ্রন্থে লক্ষাধিক শ্লোক দৃষ্ট হয়।* সুতরাং সমকালবর্ত্তী লেখকের রচিত বলিয়া ইহার উক্তি গ্রহণীয় ও আস্থাযোগ্য এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। তথাপি পৃথ্বীরাজ সম্বন্ধে কোন কথা লিখিতে হইলে উত্তরকালবর্ত্তীদিগের পক্ষে পৃথ্বীরাজরাসোর উপর নির্ভর করা ভিন্ন উপায় নাই। আমি তাহাই করিয়াছি; তবে, স্থলে স্থলে, স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনেও বাধ্য হইয়াছি। রাজস্থানের ইতিহাস লেখক টড যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পৃথ্বীরাজ-রাসো অবলম্বনেই লিখিত হইয়াছে। পৃথ্বীরাজরাসোর হিন্দী দুর্ব্বোধ্য বলিয়া আমি, প্রয়োজন মত, টডের মর্ম্মানুবাদ পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়াছি।

মুসলমান লেখকগণ মহম্মদঘোরীর সহিত যুদ্ধ ব্যতীত পৃথ্বীরাজ সম্বন্ধীয় অপর কথা লিখেন নাই। তাঁহাদিগের উক্তির সহিত বহু স্থলে পৃথ্বীরাজরাসোর

* According to the tradition current among the descendants of Cand at Nagore, the extent of Cand's original Prithwiraj Rasau was about three to four thousand slokas. Cand did not live to complete the work.

Bardic chronicles by Mahamahopadhyaya Hara Prasad Sastry p. 26.

কিন্তু চাঁদের মৃত্যুর পর Additions were made by descendants until Akber's time enlarging the work to 125000 verses.

V. Smith, The Early History of India p. 387.

বিশিষ্ট পার্থক্য আছে। পৃথ্বীরাজরাসোতে আছে যে, পৃথ্বীরাজ, বন্দীরূপে গজনীতে নীত হইবার পর, অন্ধাবস্থায় মহম্মদ ঘোরীকে শরবিদ্ধ করিয়া বধ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুচরগণের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। তবকাৎ ই নাসিরী নামক প্রামাণিক মুসলমান ইতিহাসে আছে যে, পৃথ্বীরাজ দ্বিতীয় তরায়ণের যুদ্ধের পর ধৃত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে নরকে প্রেরিত হন। ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলেন যে, পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর বহুদিন পরে, মহম্মদ ঘোরী গক্ষরদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজরাসোতে আছে যে, মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজের নিকট সাত সাত বার পরাজিত হইয়াছিলেন এবং একাধিক বার বন্দীরূপে দিল্লীতে আনীত হইবার পর নিষ্ক্রয়দানে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। * তবকাৎ-ই-নাসিরী প্রণেতা মিন্‌হাজ ও ফেরিস্তা দুইবার যুদ্ধের ও একবার পরাজয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, নিষ্ক্রয় সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। অপর এক মুসলমান লেখক পরাজয়ের উল্লেখ মাত্র করেন নাই। † এইরূপ পার্থক্যের মধ্যে সত্য নির্ণয় কঠিন। ইতিহাসোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে যাহা সামঞ্জস্যসহ ও সঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছে, আমি তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।

যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাসে অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহাদিগের জন্য কাব্যোক্ত কালে ও তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতবর্ষে মুসলমান অধিকার কিরূপে প্রসারিত হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিলে, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক উক্তি হইবে না। মুসলমানধর্ম্মপ্রচারক হজরৎ মহম্মদ ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার জীবনকালেই ধর্ম্মবিস্তারের ও সেই সঙ্গে রাজ্যবিস্তারের জন্য তাঁহার শিষ্যগণের বাসনা জন্মিয়াছিল। ভারতবর্ষ, স্বীয় ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের জন্য, চিরদিনই সর্ব্বজাতির লালসা উৎপাদন করিয়া আসিতেছে। মহম্মদের মৃত্যুর পর পাঁচ বৎসর গত না হইতে হইতে আরবগণ জলপথে আসিয়া ভারতবর্ষের সমুদ্র তটবর্ত্তী পশ্চিম প্রদেশ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এই সকল আক্রমণের ফল স্থায়ী হয় নাই। অবশেষে, খলিফা ওয়ালিদের সময়ে,

* The Hindu writers state that this was the seventh time the Sultan had invaded India, in all of which he had been defeated.

Tabakat i Nasiri, Foot note p. 466.

† Next season Sultan Maizzuddin made another expedition into India and killed Raja Pithora in a single action. Rauzatu T Tahirin Elliot'e History of India Vol. VI. p. 198.

পারস্যের শাসনকর্ত্তা তাঁহার জামাতা মহম্মদ কাসিমকে ভারতবর্ষ বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন। কাসিম, তরুণবয়স্ক হইলেও, বুদ্ধিকৌশলে ও বলবীর্য্যে অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। তিনি মাকরাণ ও বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। হিন্দুগণ, প্রভূত সাহস ও বিক্রম প্রদর্শন করিয়াও, তাঁহার আক্রমণ নিবারণে সমর্থ হন নাই।

৭১২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশের অন্যতম অধিপতি বীরবর দাহির কাশিমের সহিত যুদ্ধে নিহত হন এবং সমুদ্রতট হইতে মুলতান পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ মুসলমানদিগের অধিকৃত হয়। কিন্তু তাঁহাদিগের এই প্রথম অভিযানের ফল স্থায়ী হয় নাই। কাশিমের মৃত্যুর পর মুসলমান প্রভুত্ব ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে এবং বিজিত হিন্দুগণ পুনর্ব্বার আপনাদিগের স্বাধীনতা লাভ করেন। এইরূপে প্রায় আড়াই শত বৎসর গত হইলে আবার ভারতবর্ষে মুসলমান অভিযান আরব্ধ হয়। প্রথম আক্রমণকারিগণ আরব ছিলেন, এইবার তুর্কগণ আবির্ভূত হন। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে সবুক্তজীন নামে এক দৃঢ়চেতা মুসলমান বীর গজনীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি লাহোর প্রদেশের অধিপতি রাজা জয়পালকে পরাস্ত করেন এবং পেশওয়ার ও তাহার আসন্নবর্ত্তী প্রদেশ অধিকারভুক্ত করিয়া লন। সুপ্রসিদ্ধ সুলতান মামুদ ইঁহারই পুত্র। ইনি অষ্টাদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে রাজত্ব করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করেন নাই। প্রতিমাধ্বংস, বিজিত নগর ও দেবমন্দির লুণ্ঠন এবং পঞ্চনদ প্রদেশের কিয়দংশ অধিকার করিয়াই তিনি পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে মামুদের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর, শতবর্ষ গত হইতে না হইতে, তাঁহার বংশধরগণ ক্রমে দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়েন। এই সময় গজনী ও হিরাট উভয়ের মধ্যস্থলে ঘোর নামে একটী পার্ব্বত্যরাজ্য ছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঘোররাজ গজনী অধিকার করেন। ঘোরের অধিবাসী বলিয়া এই রাজবংশ ইতিহাসে ঘোরী নামে পরিচিত। ঘোরীবংশে গিয়াসুদ্দীন ও মইজুদ্দীন নামে দুই সহোদর ছিলেন। জ্যেষ্ঠ গিয়াসুদ্দীন নামে রাজা ছিলেন কিন্তু আধিপত্য কনিষ্ঠ মইজুদ্দীনেরই হস্তে ছিল। এই মইজুদ্দীনই ইতিহাসে মহম্মদ ঘোরী নামে সুবিদিত। তিনি মামুদের ন্যায় বহুবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহারই প্রতিনিধি কুৎবুদ্দীন ভারতবর্ষে প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

করিয়াছিলেন। ১১৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী প্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, এবং ক্রমশঃ রাজ্যবিস্তারে প্রবৃত্ত হন। পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশের উদ্যম করিলে পৃথ্বীরাজের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, পাঠক এই কাব্য হইতেই তাহা অবগত হইতে পারিবেন। ১১৯১ হইতে ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দ কিয়দধিক দুই বৎসরের মধ্যে তরায়ণের উভয় যুদ্ধ, তবরহিন্দ্ অবরোধ ইত্যাদি সংঘটিত হইয়াছিল।

কাব্যোক্ত প্রধান পাত্র, পাত্রীদিগের মধ্যে রাজগুরু তুঙ্গাচার্য্য এবং তন্ত্রোপাসিকা মেঘা ব্যতীত অপর সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি ও কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কুৎবুদ্দীন ও বক্তিয়ারের নাম বাঙ্গালী পাঠকদিগের অপেক্ষাকৃত অধিক পরিচিত বলিয়া তাঁহাদিগকে কাব্যের পাত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি। বর্ণনীয় বিষয় চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য কল্পিত ঘটনার সমাবেশ করিলেও কুত্রাপি ইতিহাসোক্ত ঘটনার বিকৃতি করি নাই। পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে যাহা সঙ্গত ও কাব্যোপযোগী বোধ হইয়াছে সেইরূপ সন্নিবেশ করিয়াছি।

কি রাষ্ট্রীয় ঘটনা, কি সামাজিক আচার, ব্যবহার, কি ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রামাণিক গ্রন্থ সমূহে যাহা পাইয়াছি, তাহাই কাব্যোচিত বর্ণে চিত্রিত করিয়াছি। যাহাতে হিন্দু, মুসলমান বা বৌদ্ধ কোনও শ্রেণীর পাঠক ব্যথিত হইতে পারেন, মনঃকল্পিত এরূপ কোন কথা বলি নাই। কোন অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ থাকিলে, পাঠক, ঐতিহাসিক সত্যের অনুরোধে, তাহা ক্ষমাযোগ্য বিবেচনা করিবেন। সুপরিচিত বিষয় ব্যতীত অন্যত্র সমর্থক মূল পাদটীকাকারে উদ্ধৃত করিয়াছি। এই পাদটীকা একটু বিস্তৃত হইয়াছে; কিন্তু, আশা করি, তত্ত্বান্বেষী পাঠকের নিকট তাহা অপ্রাসঙ্গিক বা বিরক্তিকর বোধ হইবে না। এ দেশে ইতিহাসের প্রচার থাকিলে এরূপ পাদটীকার প্রয়োজন হইত না। সাধারণ পাঠক, পাঠিকা সে গুলি ত্যাগ করিতে পারেন; তাহাতে রসভঙ্গের আশঙ্কা নাই।

পৃথ্বীরাজ পাঠ করিয়া যদি কোন হিন্দু আমাদিগের জাতীয় অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধানে ও প্রতিবিধানের উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আমি শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। কবিতা-রস-বিতরণ এই কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য; মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রতীকারের পথ দেখিলে, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, পতনের পর উত্থান অবশ্যই আরব্ধ হইবে।

পৃথ্বীরাজরচনায় আমি যে সাহায্য লাভ করিয়াছি, গ্রন্থপ্রকাশকালে, কৃতজ্ঞ চিত্তে তাহা স্মরণ করিতেছি। পুস্তকসংগ্রহে, স্থানীয় তত্ত্বানুসন্ধানে, গ্রন্থের ভাষা ও ভাবের উৎকর্ষসাধনে আমার কোন কোন সহৃদয় বন্ধু আমাকে পরামর্শ দান ও সাহায্য করিয়া উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে দুই একজনের নাম প্রকাশ্যভাবে উল্লেখ করা আমি অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করি। সহৃদয় ও সুরসিক কবি শ্রীযুক্ত রসময় লাহা, এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া, আমাকে যে সৎপরামর্শ দিয়াছিলেন; তাহার ফলে কাব্যের বহু উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। আমি সে জন্য তাঁহার নিকট হৃদগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আজমীরের ইতিহাসলেখক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরবিলাস সার্‌দা ও দিল্লীপ্রবাসী, পুরাতত্ত্বপ্রিয়, শ্রীযুক্ত সরোজনাথ বাগ্‌চি, সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও, আজমীর ও দিল্লী সম্বন্ধীয় সংবাদদানে ও চিত্রসংগ্রহ কার্য্যে সাহায্য করিয়া আমায় পরম উপকৃত করিয়াছেন। সার্‌দা মহাশয়ের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইতে আমি আজমীর সম্বন্ধে বহু উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং যথাস্থলে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি। কল্পিত চিত্রগুলি সুনিপুণ শিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসের অঙ্কিত। তাঁহার চিত্র আমার কল্পনা পরিস্ফুটনে যে সাহায্য করিয়াছে, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

উপসংহারকালে আমার নিবেদন এই যে, কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইলেও, আমি যে ইতিহাস অবলম্বনে কাব্য লিখিতেছি, তাহা আমি যেমন বিস্মৃত হই নাই, আমি যে কাব্য লিখিয়াছি, ইতিহাস লিখি নাই, আশা করি, আমার পাঠক-বর্গও তেমনি সে কথা বিস্মৃত হইবেন না। মন্দিরনির্ম্মাতা স্থপতির ন্যায় আমি ইতিহাসরূপ খনি হইতে প্রস্তর খণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু সে গুলিকে উপযুক্ত আকারদান ও যথাস্থানে সন্নিবেশ সম্বন্ধে আমি নিজের উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিয়াই অগ্রসর হইয়াছি। আমার পাঠক, পাঠিকা যদি স্মরণ রাখেন যে, ঐতিহাসিক সত্য নির্দ্ধারণ চাঁদ কবির এবং কবিতারসবিতরণ মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের চিন্তার বিষয় ছিল না, তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য ও অবলম্বিত উপায়, উভয়ই, তাঁহাদিগের নিকট প্রতিভাত হইবে। ইতি—

৩৫ এ গুয়াবাগান লেন
কলিকাতা।
চৈত্র ১৩২২

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু

বিষয় নিরূপণ।

গ্রন্থাভাস ঃ—

মহাশূন্য—সপ্তর্ষিমণ্ডল—সপ্তর্ষি ও দেবী অরুন্ধতী—বিশ্বাত্ম-স্তুতি—বশিষ্ঠ-বাক্য—অরুন্ধতী-বাক্য—মরীচিবাক্য—সপ্তর্ষির মর্ত্তলোকে আগমন-সঙ্কল্প—দৈববাণী—প্রায়শ্চিত্তাভাবে পাপমোচনের অসম্ভবত্ব—কাল-প্রতীক্ষা। ১—৬ পৃষ্ঠা।

প্রথম সর্গ—পৃথ্বীরাজের দিল্লীলাভ ঃ—

শরৎপ্রভাতে যমুনাতীর—অভিষেকোদ্‌যোগে দিল্লী নগরীর শোভা—নগরবাসিগণের আয়োজন ও আনন্দ—দিল্লীশ্বর অনঙ্গপালের সভা—অনঙ্গ পালের কন্যাদ্বয়ের পরিচয়—অনঙ্গপালের বদরিকাশ্রমে গমনের সঙ্কল্প—অনঙ্গপাল ও পৃথ্বীরাজ—অনঙ্গপালের পৃথ্বীরাজকে রাজ্যদান—অনঙ্গপালের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুন্দরীর আবির্ভাব—সুন্দরীর অনঙ্গপালের প্রতি রোষবাক্য—অনঙ্গপালের কন্যাকে সান্ত্বনা দান—সুন্দরীর প্রত্যুত্তর ও সভাত্যাগ—সভাসদগণের উদ্বেগ—পৃথ্বীরাজের আশ্বাস-বাক্য। ৭—১৫ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় সর্গ—মহম্মদ ঘোরীর মন্ত্রণা ঃ—

কল্পনাদেবীর নিকট কবির প্রার্থনা—গজনী নগরী মহম্মদ ঘোরী ও তাঁহার অমাত্যগণ—মহম্মদ ঘোরীর দূতমুখে ভারতবর্ষের অবস্থা শ্রবণ—প্রথম দূতের ভারতবর্ষের সম্পদ ও শোভা বর্ণন—দ্বিতীয় দূতের ভারতবাসীদিগের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার বর্ণন—তৃতীয় দূতের ভারতবাসিগণের প্রকৃতি ও যুদ্ধনৈপুণ্য বর্ণন—কুৎবুদ্দীনের পরামর্শ দান—মৈনুদ্দীনের পরামর্শ দান—হামজবীর পরামর্শ দান—মহম্মদ ঘোরীর ভারতবর্ষে রাজ্যস্থাপন-সঙ্কল্প। ১৬-৩৬ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় সর্গ—সংযুক্তার উপবন-বিহার ঃ—

উপবনস্থিতা সংযুক্তা—সংযুক্তার রূপ, গুণ—সংযুক্তার আকস্মিক বিষাদ—সংযুক্তাকে অন্যমনস্কা করিবার জন্য জয়চন্দ্রের আদেশ—ভাট চাঁদ

বরদাইএর আগমন ও সঙ্গীতের বিষয় নির্ব্বাচনার্থ প্রার্থনা—সখীগণের উক্তি—সংযুক্তার উক্তি—চাঁদের মহোবাযুদ্ধ গান—বীর আল্‌হ ও উদালের পরিচয়—পৃথ্বীরাজের বীরত্ব—সংযুক্তার প্রতি সখী প্রিয়ব্রতার উক্তি।

৩৭—৪৯ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ সর্গ—রাজসূয় ও স্বয়ংবরোদ্যোগ :—

সায়ংকালে গঙ্গাতীরস্থ কনোজ নগরীর শোভা—রাজসূয় ও স্বয়ংবর সম্বন্ধে নাগরিক গণের উক্তি প্রত্যুক্তি—বৌদ্ধ ও রাজপুত নাগরিকদ্বয়ের বাদানুবাদ—রাজগুরু তুঙ্গাচার্য্যের আশ্রম—তুঙ্গাচার্য্যের পরিচয়—দেবী শুভঙ্করী—তুঙ্গাচার্য্যের আশ্রমে জয়চন্দ্র ও রাজ্ঞী—তুঙ্গাচার্য্যের জয়চন্দ্রকে যুদ্ধোদ্যোগের কারণ জিজ্ঞাসা - জয়চন্দ্রের প্রত্যুত্তর—তুঙ্গাচার্য্যের জয়চন্দ্রকে বিবাদে নিরস্ত হইবার জন্য পরামর্শ দান—মুসলমানদিগের বীরত্ব ও মহম্মদ ঘোরীর যুদ্ধোদ্যোগ বর্ণন—জয়চন্দ্রের উক্তি—তুঙ্গাচার্য্যের জয়চন্দ্রকে তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন—তুঙ্গাচার্য্যের বাক্যে রাজ্ঞীর উক্তি—তুঙ্গাচার্য্যের সংযুক্তার সম্বন্ধে প্রশ্ন—জয়চন্দ্রের উত্তর—তুঙ্গাচার্য্যের উপদেশ। ৫০—৭০ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম সর্গ—পৃথ্বীরাজের সঙ্কল্প :—

সায়ংকালীন দৃশ্য—বিরামোদ্যানে পৃথ্বীরাজ—গোবিন্দ ও চাঁদবরদাই—পৃথ্বীরাজের চাঁদকে কনোজের সংবাদ জিজ্ঞাসা—চাঁদের রাজসূয়ের উদ্যোগ বর্ণন এবং পৃথ্বীরাজকে অপমানিত করিবার চেষ্টায় ক্ষোভ প্রকাশ—পৃথ্বীরাজের চাঁদকে সান্ত্বনাদান ও সংযুক্তার কথা জিজ্ঞাসা—চাঁদের প্রত্যুত্তর চাঁদকে বিদায়দানান্তে পৃথ্বীরাজের গোবিন্দের সহিত কথোপ-কথন পৃথ্বীরাজের ও সংযুক্তার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ বর্ণন—পৃথ্বীরাজের আক্ষেপ—গোবিন্দের সান্ত্বনা-বাক্য ও যুক্তিদান—পৃথ্বীরাজের স্বয়ংবর-গমনে সঙ্কল্প। ৭১—৮৫ পৃষ্ঠা।

সর্গ—সংযুক্তা-স্বয়ংবর :—

স্বয়ংবরপ্রভাতে কনোজ নগরী—গঙ্গা-বক্ষে অপূর্ব্ব তরণী ও রাজপথে অপরিচিত সৈনিক দল—স্বয়ংবর সভা—সভাস্থিত জয়চন্দ্র—পাণ্ডুরাজ্যে-শ্বরের আগমন ও তাঁহাকে সভার বহির্দ্দেশে থাকিবার জন্য জয়চন্দ্রের সম্মতি-দান—স্বয়ংবরনিমন্ত্রিত রাজগণ—সংযুক্তার সভায় আগমন—সংযুক্তার বেশ-

ভূষা—সংযুক্তার পিতাকে প্রণাম এবং পিতার আশীর্ব্বাদলাভ—সংযুক্তাকে দর্শনান্তে রাজগণের বিলাসচেষ্টা—ভট্টের আগমন ও সংযুক্তার সঙ্গে রাজগণের নিকট গমন—জম্মুপতিকে প্রত্যাখ্যান—গুর্জ্জরপতিকে প্রত্যাখ্যান—মহোবা রাজকুমারকে প্রত্যাখ্যান—কচ্ছবাহ রাজসুতকে প্রত্যাখ্যান—সংযুক্তার দ্বারপাল বেশী পৃথ্বীরাজের নিকট আগমন ও পৃথ্বীরাজকে দর্শন—দ্বারপাল মূর্ত্তিকে অর্ঘ্য ও মাল্য দান—পৃথ্বীরাজের সংযুক্তাকে গ্রহণান্তে অশ্বারোহণে গঙ্গাতীরাভিমুখে গমন—রাঠোর ও চৌহান দলের যুদ্ধ—রাঠোরদিগের পরাজয়—পৃথ্বীরাজের সংযুক্তাকে লইয়া নৌকারোহণে অন্তর্দ্ধান। ৮৬-১০১ পৃষ্ঠা।

সপ্তম সর্গ—মহম্মদ ঘোরীর দ্বিতীয় মন্ত্রণা ঃ—

সাংসারিক সুখ সম্পদের অস্থায়িত্ব—মহম্মদ ঘোরী ও তাঁহার অমাত্যগণ—কুৎবুদ্দীন ও বক্তিয়ার খিলিজী—মহম্মদঘোরীর বক্তিয়ারের সহিত কথোপকথন—মহম্মদ ঘোরীর উক্তি—ভেদনীতি—হিন্দু ও বৌদ্ধ—উচ্চবর্ণ ও নীচবর্ণ—রাজপুতের দোষগুণ—পৃথ্বীরাজবিজয়ে ভারত বিজয়ের সম্ভাব্যতা—বক্তিয়ারের প্রশ্ন—মহম্মদ ঘোরীর প্রত্যুত্তর—কৌশলে এবং সদসৎ যে কোনও উপায়ে হউক কার্য্যোদ্ধারের জন্য ইঙ্গিত—হামজবীকে পৃথ্বীরাজের নিকটে দূতরূপে গমনার্থ আজ্ঞাদান—কুৎবুদ্দীনকে যুদ্ধায়োজন করিতে আদেশ। ১০২—১১১ পৃষ্ঠা।

অষ্টম সর্গ—হর্ষে বিষাদ ঃ—

উপবনে পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তা—পৃথ্বীরাজের সংযুক্তা লাভে কৃতার্থতা—পৃথ্বীরাজের সংযুক্তার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা—সংযুক্তার উক্তি—পিতার স্নেহ—পিতার হৃদয়ে ব্যথাদানের জন্য অনিষ্টাশঙ্কা—মাতার ক্লেশ বর্ণন—পৃথ্বীরাজের সান্ত্বনা দান—সুখ দুঃখের অবিচ্ছিন্নতা। ১১২-১১৭ পৃষ্ঠা।

নবম সর্গ—দিল্লীতে প্রেতাবির্ভাব ঃ—

ভাদ্র অমানিশা—নিশীথে রাজপথে পিশাচীর আবির্ভাব—পিশাচীর আকৃতি প্রকৃতি—পিশাচীর রাজপুরী দর্শনে কোপ—পিশাচীর শ্মশানে গমন—শিবাকে মাংস দান—অস্থি সঞ্চয়—ক্রন্দন—নরমুণ্ডে আসন গঠন—চিতারচনা ও প্রলাপ—অপরিচিত যুবকের আগমন—যুবকের সহিত

পিশাচীর কথোপকথন—যুবকের প্রতিমাভঙ্গ-প্রস্তাব—পিশাচীর তিরস্কার—যুবকের প্রস্থান। ১১৮—১২৯ পৃষ্ঠা।

দশম সর্গ—দৌত্য ঃ—

আজমীর ধর্ম্মক্ষেত্র ও কর্ম্মক্ষেত্র—পুষ্কর বিশ্বামিত্রের তপঃক্ষেত্র—আজমীরে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম—ভর্ত্তৃহরিশিলা—দয়ামন্দ-সমাধি—চৌহান রাজপ্রাসাদ—রাজসভাস্থিত পৃথ্বীরাজ—যবন দূতগণ—হামজবীর উক্তি—আল্লা শব্দ শ্রবণে সভাসদগণের উৎকণ্ঠা—তুঙ্গাচার্য্যের, হামজবীর ও মদিনাবাসী সেখের উক্তি প্রত্যুক্তি—হিন্দু সাকারবাদ ও মুসলমান নিরাকারবাদ—হামজবীর পৃথ্বীরাজের জন্য কোরাণ ও কৃপাণ অর্পণ—পৃথ্বীরাজের কৃপাণ গ্রহণ এবং স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞা—দূতগণের প্রতি তুঙ্গাচার্য্যের উক্তি। ১৩০—১৪৫ পৃষ্ঠা।

একাদশ সর্গ—গৌরী পূজা ঃ—

আজমীরে গৌরীপূজা—নারীগণের উৎসব—বিশাল সাগরস্থিত দ্বীপ—দ্বীপস্থিত দেবালয়ে নারীগণের আগমন—রাজপুত নারী—পৃথা ও সংযুক্তা—পৃথার উমাতপস্যাকীর্ত্তন—সংযুক্তার অন্নদালীলাকীর্ত্তন—তুঙ্গাচার্য্যের কালীমাহাত্ম্যকীর্ত্তন। ১৪৬—১৬১ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ সর্গ—যুদ্ধোদ্যোগ ঃ—

দিল্লী আজমীর ও চিতোরে যুদ্ধোদ্যোগ—রাজপুতের উৎসাহ ও রণসজ্জা—তুর্কদিগের সম্বন্ধে সাধারণের সংস্কার—পৃথ্বীরাজের বীরত্বসম্বন্ধে প্রজার বিশ্বাস—রাজপুত রমণীর যুদ্ধায়োজন—গোবিন্দের ভ্রাতাকে সাহায্য—সমর্ষি—জয়লাভে বিশ্বাস—সমর্ষির ব্যঙ্গ ও পৃথ্বীরাজের প্রত্যুত্তর—পৃথ্বীরাজের অন্তঃপুরে গমন—উপবনস্থিতা সংযুক্তা—সংযুক্তার পৃথ্বীরাজকে স্বহস্তে সজ্জিত করিবার আয়োজন—পৃথ্বীরাজের সংযুক্তার প্রতি রাজ্যভার অর্পণ। .৬২—১৭৫ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োদশ সর্গ—তরায়ণের প্রথম যুদ্ধ ঃ—

হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যের যুদ্ধার্থ সমাবেশ—পৃথ্বীবাজের রণক্ষেত্রে আগমন—যুদ্ধারম্ভ—পৃথ্বীরাজের বীরত্ব—উভয় দলের পর্য্যায় ক্রমে জয় পরাজয়—রণক্ষেত্রে সমরসিংহ—হিন্দুসৈন্যের মুসলমান সৈন্যকে বেষ্টন—

মহম্মদ ঘোরীর বীরত্ব—গোবিন্দের সহিত মহম্মদ ঘোরীর যুদ্ধ—মহম্মদ ঘোরীর পতন—তাঁহার অচেতন দেহ গ্রহণের জন্য খালজী সৈনিকের প্রার্থনা ও পৃথ্বীরাজের সম্মতি দান—হিন্দু সৈন্যের বিজয় লাভ—পৃথ্বীরাজের দিল্লীতে প্রত্যাগমন—অভ্যর্থনার্থ নাগরিকগণের আয়োজন - বিজয়ী বীর-দিগের নগর ভ্রমণ - রাজমহিষীগণের উৎসাহ ও আনন্দ - ইঞ্ছিনী ও সংযুক্তা—পৃথ্বীরাজকে রাজমহিষীগণের বরণ—পুত্রশোকাতুরা মাতা ও পৃথ্বীরাজ—কবির আক্ষেপ। ১৭৬—১৯৪ পৃষ্ঠা।

চতুর্দ্দশ সর্গ—মহম্মদ ঘোরীর তৃতীয় মন্ত্রণা ঃ—

তরায়ণের যুদ্ধে জয়লাভের ফল—মহম্মদ ঘোরীর শিবির—পলায়িত সেনাপতিদিগকে মহম্মদ ঘোরীর তিরস্কার—কুতব ও বক্তিয়ার— যুদ্ধায়োজন সম্বন্ধে কুতবকে মহম্মদ ঘোরীর প্রশ্ন—কুতবের প্রত্যুত্তর—বক্তিয়ারকে পিশাচীর সহিত সাক্ষাতের ফল জিজ্ঞাসা—বক্তিয়ারের প্রত্যুত্তর—মহম্মদ ঘোরী ও কুতবের কথোপকথন—মহম্মদ ঘোরীর প্রতিজ্ঞা। ১৯৫—২০৬ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ সর্গ—তুঙ্গাচার্য্যের অগস্ত্য দর্শন ঃ—

অগস্ত্যোদয়ে উৎসব—অগস্ত্য ও লোপামুদ্রাকে অর্ঘ্যদান—অগস্ত্যাশ্রমে তুঙ্গাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্য - তুঙ্গাচার্য্যের শিষ্যকে গজনীর সংবাদ জিজ্ঞাসা—শিষ্যের মহম্মদ ঘোরীর যুদ্ধায়োজন ও প্রতিজ্ঞা কথন—তুঙ্গাচার্য্যের হিন্দু ও মুসলমানের আচরণে, জয়পাল ও মহম্মদ ঘোরীর ব্যবহার তুলনায়, ক্ষোভ—শিষ্যকে অপরাপর সংবাদ জিজ্ঞাসা—শিষ্যের সাধারণ প্রজার মনোভাব বর্ণন বৌদ্ধ-হিন্দু-সম্বন্ধ বর্ণন - সাধুসন্ন্যাসীদিগের মনোভাব বর্ণন—দাক্ষি-ণাত্যবাসিগণের ঔদাসীন্য বর্ণন—দেশব্যাপী জাতিগত ও ব্যবসায়গত সঙ্কীর্ণতা বর্ণন—তুঙ্গাচার্য্যের বিষাদ এবং পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তার সংবাদ জিজ্ঞাসা—শিষ্যের পৃথ্বীরাজের মহত্ব বর্ণন—সংযুক্তার গুণ বর্ণন ও তাঁহা-দিগের উভয়ের গুণে হিন্দুর বিপন্মুক্তির আশা—তুঙ্গাচার্য্যের আক্ষেপ—শিষ্যকে বিদায় দান এবং অগস্ত্যাশ্রমে তুঙ্গাচার্য্যের রাত্রি যাপন—শারদ নিশায় অগস্ত্যাশ্রমের শোভা—তুঙ্গাচার্য্যের অগস্ত্য দর্শন—অগস্ত্যের তুঙ্গাচার্য্যকে হিন্দু সমাজের তাৎকালিক অবস্থা প্রদর্শন—ব্রহ্মকুণ্ডস্নানার্থী বৈষ্ণব ও শৈব সন্ন্যাসীদিগের বিবাদ—শ্রাদ্ধসভা ও চণ্ডাল (পারিয়া)

নারী—মন্দিরে দেবদাসী—বৌদ্ধসঙ্ঘারাম ও হিন্দু শক্তিপীঠ—রাজান্তঃপুর—অগস্ত্যের উপদেশ—আধিভৌতিক শক্তির অন্তরালে আধ্যাত্মিক শক্তি—নির্ব্বেদ ও নৈরাশ্যের অপকারিতা—প্রায়শ্চিত্ত অন্তে হিন্দুজাতির পুনরুত্থানের আশা—অগস্ত্যের তিরোধান তুঙ্গাচার্য্যের নিদ্রাভঙ্গ ও জয়চন্দ্রের নিকট গমন সঙ্কল্প। ২০৭—২৪৩ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ সর্গ—জয়চন্দ্রের কূটসঙ্কল্প :—

কনোজের গঙ্গাতীরে নৃসিংহমন্দির—জয়চন্দ্রের বিষাদস্মৃতি—জয়চন্দ্রের আক্ষেপোক্তি—তুঙ্গাচার্য্যের জয়চন্দ্রের ক্ষোভের কারণ জিজ্ঞাসা—উভয়ের কথোপকথন—জয়চন্দ্রের ক্রোধ—রাজ্ঞীর সান্ত্বনা—জয়চন্দ্রের রাজ্ঞীকে তিরস্কার—তুঙ্গাচার্য্যের প্রবোধদান—জয়চন্দ্রের সংযুক্তার বৈধব্যকামনা—জয়চন্দ্রের মাতার ক্রোধ—রাজ্ঞীর সান্ত্বনা—তুঙ্গাচার্য্যের অনুরোধ—জয়চন্দ্রের প্রতিজ্ঞাপালন সঙ্কল্প। ২৪৪—২৫৬ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ সর্গ—তরায়ণের দ্বিতীয় যুদ্ধ :—

মহম্মদ ঘোরীর দ্বিতীয়বার আক্রমণ—পৃথ্বীরাজের যুদ্ধোদেযাগ—দিল্লীবাসীদিগের জল্পনা—পুরনারীগণের উৎসাহ—সংযুক্তার উৎকণ্ঠা—সংযুক্তা ও পৃথ্বীরাজের পূজায় ব্যাঘাত—পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তার শেষ বিদায়—পৃথ্বীরাজের যুদ্ধক্ষেত্রে গমন—মহম্মদ ঘোরীর পত্র—পত্র সম্বন্ধে সমরসিংহ ও গোবিন্দের কথোপকথন—সেনাপতির পিশাচসিদ্ধা নারীর আগমন বর্ণন ও কালীপূজার্থ আদেশ গ্রহণ—পূজার আয়োজন—পৃথ্বীরাজের উৎকণ্ঠা—মহম্মদ ঘোরীর অতর্কিত আক্রমণ—হিন্দু সৈনিকগণের বাধা দান—গোবিন্দের উক্তি—দ্বাদশ সহস্র মুসলমান অশ্বারোহীর আকস্মিক আগমন—গোবিন্দের জম্মুপতি নরসিংহের সহিত যদ্ধার্থ গমন—পৃথ্বীরাজের বীরত্ব—পৃথ্বীরাজের পতন। ২৫৭—২৮৩ পৃষ্ঠা।

অষ্টাদশ সর্গ—সংযুক্তার চিতারোহণ :—

তরায়ণ ও দিল্লীর অর্দ্ধপথস্থিত প্রান্তর—অশ্বত্থবৃক্ষমূলে কুটীর—আহত পৃথ্বীরাজ ও তুঙ্গাচার্য্য—দুগ্ধ লইয়া কৃষক নারীর আগমন—কৃষকনারীকে পৃথ্বীরাজের অঙ্গুরীয়দান—কৃষকনারীর রাজভক্তি—পৃথ্বীরাজের তুঙ্গাচার্য্যকে যুদ্ধসংবাদ জিজ্ঞাসা—তুঙ্গাচার্য্যের প্রত্যুত্তর ও ক্ষতে ঔষধদান—

তুঙ্গাচার্য্যের নিকট পৃথ্বীরাজের অন্তিম নিবেদন—তুঙ্গাচার্য্যের ঔষধ অন্বেষণে গমন—প্রত্যাগমনানন্তর ভগ্নকুটীর ও মৃত প্রহরীদিগকে দর্শন—বিজয়ী তুর্ক অশ্বারোহী ও শববাহিনী কাপালিকা -তুঙ্গাচার্য্যের দিল্লী অভিমুখে গমন—পরাজয় সংবাদে দিল্লীর অবস্থা—রায় পিথোরা—অন্তঃপুরে সংযুক্তা ও পৃথা—প্রহরীর আগমন ও শ্মশানে পৃথ্বীরাজের দেহ পিশাচী কর্তৃক ভক্ষণ সম্ভাবনা বর্ণন—সংযুক্তা ও পৃথার শ্মশানে গমন—মহাশ্মশান—সংযুক্তার পিশাচীর নিকট হইতে পৃথ্বীরাজের দেহ উদ্ধারের চেষ্টা—পিশাচীর পরিচয় দান—পৃথার পিশাচীর সহিত সমরসিংহের দেহান্বেষণে গমন—সংযুক্তার কাতরতা—তুঙ্গাচার্য্যের আগমন ও সংযুক্তার প্রতি উক্তি—সংযুক্তার চিতারোহণ সংকল্প—পৃথ্বীরাজের দেহসংস্কার—সংযুক্তার চিতারোহণ—তুঙ্গাচার্য্যের ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা। ২৮৪—৩০২ পৃষ্ঠা।

চিত্র সূচী

	বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
১।	পৃথ্বীরাজের দিল্লীলাভ	প্রারম্ভপত্র।
২।	দেবী শুভঙ্করী	৫৭
৩।	আজমীর স্থিত তারাগিরি	৭৯
৪।	চৌহান রাজসভা (আঢ়াইদিনকা ঝোপ্‌ড়া)	১৩৪
৫।	পুষ্পমাল্যরচনা-ব্যাপৃতা সংযুক্তা	১৭২
৬।	তারাগড়	২৫৯
৭।	রায় পিথোরাস্থিত ধ্বংসাবশেষ।	২৯৩

ব্রহ্মাভাস।

-:*:

মহাশূন্য সীমাহীন, অন্তহীন দেশ ;
নাহি সেথা অধঃ, ঊর্দ্ধ, উত্তর, দক্ষিণ ;
নাহি চন্দ্র, নাহি সূর্য্য ; নাহি সেথা বায়ু ;
কম্পহীন, স্পন্দহীন প্রসারিত ব্যোম ;
নিঃশব্দ, গম্ভীর, স্থির। সপ্তর্ষি মণ্ডল,
অখণ্ডিত জ্যোতির্ম্ময় বৃত্তের আকারে,
আবেষ্টিয়া ধ্রুবতারা, সেথা; অবিরাম,
ভ্রমিতেছে মহাবেগে। অনাহত নাদ,
ব্রহ্মাণ্ড করিয়া পূর্ণ, ও-ও-ও-ও-ও-ম্
উঠে তাহে অনুক্ষণ ; শুনে বিশ্ববাসী,
আনন্দে, বিস্ময়ে, ত্রাসে মুগ্ধ, স্তব্ধ হয়ে।

বসি সে মণ্ডল মাঝে সপ্ত মহাঋষি,
মরীচি, পুলহ, অত্রি, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা,
ক্রতু, তথা, মূর্ত্তিমান ব্রহ্মজ্ঞানরূপী
বশিষ্ঠ, না জানি সবে কোন্ মহাধ্যানে
মগ্ন, বাহ্যজ্ঞানশূন্য। বিশাল শরীর,
আতপ্ত কাঞ্চন কান্তি, প্রশস্ত ললাট,
স্ফার বক্ষস্থল, প্রীতি-প্রসন্ন বদন।
আপিঙ্গল জটাজাল পড়েছে ছড়ায়ে
স্থূল, সমুন্নত স্কন্ধে ; বদ্ধ জানুযুগ
পদ্মাসনে ; অঙ্কদেশে ন্যস্ত পাণিদ্বয়।
বামে বশিষ্ঠের বসি, ধ্যানস্থির তনু,

পতিপদে লগ্নদৃষ্টি, দেবী অরুন্ধতী;
মূর্ত্তিমতী তপঃসিদ্ধি যেন ব্রহ্মর্ষির।
কতক্ষণে সপ্তকণ্ঠে ফুটিল নিনাদ,
"জয় বিশ্বাত্মন্! জয় মঙ্গলস্বরূপ!
অভয়-করুণ-নেত্রে চাহ মর্ত্ত্যপানে,
কাঁদে মর্ত্ত্যবাসী জীর্ণ পাপে, তাপে, ক্লেশে।"
নীরবিলা সপ্তকণ্ঠ। সে গম্ভীর নাদ,
স্পন্দিত করিয়া ব্যোম, ধ্বনিল অমনি;
"জয় বিশ্বাত্মন্! জয় মঙ্গলস্বরূপ!"
ভেদি মেঘস্তর, পুনঃ উঠে বজ্ররবে,
"জয় বিশ্বাত্মন্! জয় মঙ্গলস্বরূপ!"
মর্ত্ত্যলোকে উঠে ধ্বনি পর্ব্বতকন্দরে,
"জয় বিশ্বাত্মন্! জয় মঙ্গলস্বরূপ!"
উঠে সিন্ধুবক্ষে ভীম তরঙ্গসঙ্ঘাতে,
"জয় বিশ্বাত্মন্! জয় মঙ্গলস্বরূপ!"
ভক্তহৃদে পশি, শেষে, হয় প্রধ্বনিত,
"জয় বিশ্বাত্মন্! জয় মঙ্গলস্বরূপ।"
স্তব্ধ পুনঃ ঋষিলোক। মধুর বচনে
কহিলা বশিষ্ঠ দেব;—
"হের, আর্য্যগণ!
ব্রহ্মাবর্ত্ত বলি যার খ্যাতি মর্ত্ত্যলোকে;
দেব-ঋষি-প্রিয়দেশ; দানে, যজ্ঞে, ব্রতে
নিরুপম ধরাধামে; জ্ঞানে সমুজ্জ্বল;
কি দুর্দ্দশা আজি তার; জাতিধর্ম্মদ্বেষে
জর্জ্জরিত; ভ্রাতৃভেদে ছিন্ন, বিখণ্ডিত।
না পারি দেখিতে আর; ইচ্ছা হয় মনে,

অবতরি মর্ত্ত্যলোকে, প্রচারি আবার
ভারতে সে মহাধর্ম্ম, আদর্শ যাহার,
পুত্র, পতি, ভ্রাতা, সখা, রাজা, প্রভুরূপে,
পরিস্ফুট রামচন্দ্রে। যে ধর্ম্মের গুণে
ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, ঋক্ষ, রাক্ষস, বানর
বদ্ধ হ'ল সমভাবে। ব্যথা পাই মনে,
ভাবি যবে রামচন্দ্র জন্মিলা যে দেশে
পুত্র সেথা পিতৃহন্তা *! আর্য্যসুতগণ
ভুলিয়াছে ধর্ম্মকর্ম্ম, শিখাইব পুনঃ।"
নীরব ব্রহ্মর্ষি। তবে দেবী অরুন্ধতী
কহিলা সম্বোধি সবে;
"নম আর্য্যগণ!
ব্যথিত হৃদয় মম নিরখি নয়নে

---

* মধ্যযুগে ভারতের বহু রাজপুত্র রাজ্যলোভে পিতৃহত্যা করিয়াছিলেন। এইজন্য চাণক্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে "কর্কটকসমধর্ম্মাণোহি জনকভক্ষ্যা রাজপুত্রাঃ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অধর্ম্মের এরূপ প্রাবল্য হইয়াছিল যে, মাতার শয্যায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত পুত্র শয়নার্থী পিতাকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। হর্ষ চরিতের ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে লিখিত আছে যে "মাতৃশয়নীয় তূলিকাতল নিষণ্ণশ্চ তনয়োঽন্যং তনয়মভিষেক্তুকামস্য দধ্রস্য করূষাধিপতেরভবন্মৃত্যবে।" শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর "মধ্যযুগে ভারতের সামাজিক অবস্থা" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, "এই যুগে শক্তিশালী ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে বিষম রাজ্যলালসা জাগরূক হইয়া উঠে। রাজ্যের পর রাজ্য, বংশের পর বংশ এই লালসা বহ্নিতে ভস্মীভূত হয়। অবিশ্বাস—নিজ স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, মন্ত্রী প্রভৃতির প্রতি অবিশ্বাস—রাজনীতির উপদেশের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। রাজপুত্রগণ এতই দুর্ললিত ও রাজ্যকামুক হইয়া উঠেন যে, তাঁহাদের ভয়ে রাজগণকে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিতে হইত।"

সাহিত্যসংহিতা বৈশাখ ১৩২১।

পৃথ্বীরাজের প্রপিতামহ (কাহারও কাহারও মতে তাঁহার পিতামহ) আর্ণোরাজকে তাঁহার পুত্র জুগদেব হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে।

Arnoraj was murdered by his son Jugdeva some time between 1150 and 1151 A D.

Ajmer Historical and Descriptive by Har Bilas Sarda Page 151.

ভারতনারীর দশা। যে দেশে জানকী,
উপেক্ষিয়া অযোধ্যার ভোগসুখ যত,
আদরে লইলা শিরে বনবাস-ক্লেশ,
পরিতৃপ্তা পতিপ্রেমে ; ঠেলিলা চরণে
লঙ্কার ঐশ্বর্য্য ; তুচ্ছ করিলা লাঞ্ছনা,
নির্য্যাতন, নির্ব্বাসন ; সে দেশে এখন
পত্নী পতিপ্রাণহন্ত্রী * ! পতন এ হ'তে
কি হবে অধিক আর ? যাব মর্ত্ত্যলোকে,
শিখাব আবার যত ভারতনারীরে
কি সাধনা, কিবা ব্রত সহধর্ম্মিণীর।"
নীরব হইলা দেবী। বীণা সপ্তস্বরা
ঝঙ্কারি থামিল যেন। ব্রহ্মর্ষি মরীচি,
ঋষিজ্যেষ্ঠ, সম্বোধিয়া কহিলা দোঁহারে।

* এই মধ্যযুগে রাজপুত্রগণেরও অপেক্ষা রাজমহিষীদিগের ব্যবহার অধিক শোচনীয় হইয়াছিল। বহু রাজমহিষী, কামান্ধা ও লোভান্ধা হইয়া, পতিহত্যা করিয়াছিলেন। হর্ষ-চরিতের ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস হইতে কয় জনের কথা উদ্ধৃত হইল ; মধুমোদিতং মধুরকসংলিপ্তৈ র্লাজৈঃ সুপ্রভা পুত্ররাজ্যার্থং :মহাসেনং কাশিরাজং জঘান। যোগপরাগবিরসবর্ষিণাচ মণিনূপুরেণ বল্লভা সপত্নীরুষা বৈরন্ত্যং রন্তিদেবম্ ; বেণীনিগূঢ়েন চ শস্ত্রেণ বিন্দুমতী বৃষ্ণিং বিদূরথম্ ; রস-দিগ্ধমধ্যেন চ মেখলা মণিনা হংসবতী সৌবীরং বীরসেনম্ ; অদৃশ্যাগদলিপ্তবদনা চ বিষবারুণী গণ্ডূষপায়নেন পৌরবী পৌরবেশ্বরম্ সোমকম্ ইত্যাদি।

হ্যামলেটে ডেন্মার্কের রাজ্ঞীর যাদৃশ ব্যবহারের উল্লেখ আছে, হর্ষচরিতে তাহার অনুরূপ একটী ঘটনারও উল্লেখ দেখা যায়। তাহাতে আছে যে, বিষচূর্ণচুম্বিত মকরন্দেন চ কর্ণেন্দী-বরেণ দেবকী দেবরানুরক্তা দেবসেনং সৌহ্ম্যং (জঘান)।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "রাজমহিষীদিগের এইরূপ ব্যবহারের জন্যই শাস্ত্রে লিখিত আছে যে রাজা "স্থবির স্ত্রীপরিশুদ্ধাং দেবীং পশ্যেৎ" অর্থাৎ প্রথমতঃ বর্ষীয়সী অন্তঃপুরিকারা পরীক্ষা করিয়া দেবীর পরিশুদ্ধি জ্ঞাপন করিলে রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

মনুসংহিতার প্রামাণিক টীকাকার মেধাতিথি ও কুল্লূক ভট্ট রাজাদিগের পক্ষে যে রাজমহিষী-গণের দুর্ব্ব্যবহার হইতে সাবধানে আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য তাহা সমর্থনের জন্য রাজমহিষীদিগের আচরিত স্বামিহত্যার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। পৃথ্বীরাজের সময়ে যে এই মহাপাপ বিরল হয় নাই, পাঠক যথাস্থানে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন।

"শুন, আর্য্যে অরুন্ধতি! শুন আর্য্য তুমি
বশিষ্ঠ! গরিষ্ঠ জ্ঞানে। জানি মোরা সবে
জীবদুঃখে বিগলিত প্রাণ উভয়ের;
তাই এ আনন্দধাম পরিহরি দোঁহে,
চাহ মর্ত্ত্যলোকবাস। তোমা দোঁহা বিনা
শূন্য রবে এ মণ্ডল; যাইব সকলে;
উদ্ধারিব আর্য্যসুতে একব্রত হয়ে।

"তথাস্তু তথাস্তু" বলি ঋষি পঞ্চজন
করিলা সম্মতি দান। সবার নয়নে
করুণার অশ্রুবিন্দু হইল উদিত;
বদনে উৎসাহ, স্ফূর্ত্তি সঞ্চারি, দ্বিগুণ,
উজ্জ্বল করিল কান্তি। হেন কালে তথা
অপূর্ব্ব আলোক এক হ'ল দীপ্যমান,
শত সূর্য্য বিনিন্দিত। অশরীরী বাণী,
সে আলোক হ'তে উঠি, মধুর গম্ভীর,
পশিল সবার কর্ণে। কহিল সে বাণী;—
"শুন, ঋষিগণ! এই বিধির আদেশ;
নহে কাল অনুকূল ভারত উদ্ধারে;
নিস্ফল প্রয়াস তবে করিবে কি হেতু?
অখণ্ড্য বিধান এই বিশ্ববিধাতার,
প্রায়শ্চিত্ত বিনা পাপ না হয় মোচন।
অনাচারে, অত্যাচারে, ইন্দ্রিয়বিকারে,
জাতিধর্ম্মদ্বেষে, ভ্রান্ত বীরত্বাভিমানে
শত শত বর্ষ হ'তে যে পাতক রাশি
হইয়াছে স্তূপীকৃত, প্রায়শ্চিত্ত কাল
আসিয়াছে তার এবে। দেখ ভাবি সবে,

দেশব্যাপী বিষবায়ু হইলে সঞ্চিত
মহা ঝড় বিনা কভু নাহি হয় দূর।
সঘনে গরজে বজ্র, বহে ঝঞ্ঝাবায়ু,
উৎপাটিত হয় তরু, ছিন্ন হয় লতা ;
ভাঙ্গে দেবালয়, ভাঙ্গে শৌণ্ডিক-বিপণি ;
তপোবন, উপবন চূর্ণ হয় দুই।
প্রাসাদ, কুটীর ভাঙ্গে, মরে পশু, পাখী ;
বাল, বৃদ্ধ, সাধু, চোর মরে অবিভেদে ;
কিন্তু পরিণামে হয় পরম কল্যাণ ;
ধ্বংসশেষে নব সৃষ্টি বিধি বিধাতার।
জেন স্থির, ঋষিগণ! বিপ্লব মহান্
যদি নাহি করে চূর্ণ, ভূমি-বিলুণ্ঠিত
মোহান্ধ, মদান্ধ যত আর্য্যসুতগণে ;
জ্ঞাননেত্র যদি নাহি হয় উন্মীলিত
কশাঘাতে তাহাদের, নূতন সমাজ,
ভ্রাতৃত্বে সুদৃঢ়, ধর্ম্মে জাতিগর্ব্বহীন,
উপেক্ষিতে, অনাদৃতে কর্ত্তব্য-নিরত,
না হ'বে গঠিত কভু। পুণ্য আর্য্যভূমি,
বৈরাগ্যে, সংযমে, প্রেমে অতুল ভূতলে,
কখন না পা'বে ধ্বংস ; কিন্তু মুক্তি তরে
চাহি প্রায়শ্চিত্ত তার। শুন ভবিষ্যৎ,
সমাগতপ্রায় কাল। ঘনীভূত অই
পশ্চিমে অমোঘ মেঘ ; আসিছে ঝটিকা ;
দেখ নিরখিয়া সবে।" নীরবিলা বাণী।

পৃথ্বীরাজ।

প্রথম সর্গ।

শরদে প্রসন্নকায়া যেন স্থির মেঘচ্ছায়া,
যমুনা বহিছে ধীরে ধীরে ;
মধুর প্রভাত বায় ঢেউগুলি ভেঙ্গে যায়,
কল কলে লোটে আসি তীরে।
ধবলিত করি কূল ফুটিয়াছে কাশফুল,
তরঙ্গিত মৃদু সমীরণে ;
হরি যূথী-জাতি-গন্ধ বহে বায়ু মন্দ মন্দ,
শেফালি-সৌরভ ছুটে বনে।
পাষাণে রচিত কায়, তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ প্রায়,
পুরী কত শোভে নদীতটে ;
নবোদিত রবিকরে মরি কিবা শোভা ধরে !
চিত্র সম নীলাম্বরপটে।
অট্টালিকা চূড়ে, চূড়ে বিচিত্র পতাকা উড়ে,
পূর্ণ কুম্ভ শোভা পায় দ্বারে ;
কুসুম-পল্লব-হার শোভে কিবা চমৎকার !
দ্বার-স্তম্ভে, গবাক্ষ মাঝারে।
সম্মার্জ্জিত করি ধূলি, কঙ্কর, কণ্টক তুলি,
স্নিগ্ধ করি ছড়াইয়া জল,

ইন্দ্রধ্বজ নিরমিয়া, * রাজপথ সাজাইয়া,
দাঁড়ায়েছে নাগরিক দল।
মঞ্চে করি অধিষ্ঠান কলাবৎ তোলে তান,
মুরজ, মন্দিরা, বেণু বাজে ;
কোথা চন্দ্রাতপ-তলে নর্ত্তক, নর্ত্তকী দলে
নৃত্য করে মনোহর সাজে।
পুরনারী হরষিত তুলে সুমঙ্গল গীত,
শঙ্খধ্বনি করে কোন জন ;
অলিন্দেতে দাঁড়াইয়া, চারু হস্ত বাড়াইয়া,
করে কেহ পুষ্প বরষণ।
দিব্য, বেশ, আভরণ পরি সভাসদগণ
ধান দ্রুত রাজপুরী পানে ;
অশ্ব, গজ আরোহণে চলেছেন কত জনে,
কেহ পদে, কেহ নরযানে।
রাজপুরী সুসজ্জিত, ধূপগন্ধে সুবাসিত,
মুখরিত জন-কোলাহলে ;
মুক্ত করি তরবার অশ্বারোহী রাখে দ্বার,
পদাতিক ভ্রমে দলে, দলে।
পাত্র, মিত্র, মন্ত্রিগণ, বেড়ি রাজসিংহাসন,
বসেছেন নিজ নিজ স্থানে ;
বেদমন্ত্রে পুরোহিত নৃপতির চা'ন হিত,
বৈতালিক রত জয়গানে।
ভূতলে বাসব সম, শৌর্য্যে, বীর্য্যে নিরুপম,
দিল্লীপতি শ্রীঅনঙ্গ পাল

* ইন্দ্রের তুষ্টির জন্য উত্থাপিত ধ্বজ। ইহা হইতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং শস্য জন্মে বলিয়া প্রাচীনকালে বিশ্বাস ছিল।

বসেছেন সভামাঝে, সাজি সন্ন্যাসীর সাজে,
কণ্ঠে শোভে তুলসীর মাল।
পরিত্যক্ত রাজবেশ, চূড়াবদ্ধ শুক্লকেশ,
ললাটেতে তিলক, চন্দন ;
নাহি অঙ্গে অলঙ্কার, অঙ্গদ, মুকুট, হার,
পরিধান গৈরিক বসন।
অপুত্রক নরপতি করেছেন এই মতি,
দৌহিত্ত্রেরে সঁপি সিংহাসন,
বদরিকাশ্রমে গিয়া, ইষ্টদেবে আরাধিয়া,
করিবেন জীবন যাপন।
বহু রূপ-গুণ-যুতা নৃপতির দুই সুতা,
জ্যেষ্ঠা কন্যা নামেতে সুন্দরী ;
কনিষ্ঠা কমলাবতী, স্নেহবতী, ভক্তিমতী,
রূপে যেন স্বর্গ-বিদ্যাধরী।
নরপতি কীর্ত্তিমান্ জ্যেষ্ঠারে করিলা দান
কনোজের অধিরাজ-করে ;
আজ্‌মীর পতির সনে কমলারে শুভক্ষণে
বিবাহ দিলেন অতঃপরে।
সুন্দরীর হ'ল সুত, রাজেন্দ্রলক্ষণযুত,
রিপুজয়ী জয়চন্দ্র নাম ;
বহুদিন পরে তার পুত্র হ'ল কমলার,
পৃথ্বীরাজ সর্ব্ব গুণধাম। *
লয়ে পাত্রমিত্রগণে পৃথ্বীরাজে সিংহাসনে
বসাইতে করিয়া মন্ত্রণ,

* পৃথ্বীরাজের এই পরিচয় পৃথ্বীরাজরাসোসম্মত। পৃথ্বীরাজবিজয় নামক সংস্কৃত কাব্যে স্বতন্ত্র কথা আছে।

প্রজাগণে ডাকি সবে নরপতি মহোৎসবে
করেছেন সভা আবাহন।
দক্ষিণেতে নৃপতির বসি পৃথ্বীরাজ বীর,
রাজবেশ অঙ্গে পরিধান,
অপূর্ব্ব মহিম-প্রভা উজ্জ্বল করেছে সভা,
বীরবপু, করে ধনুর্ব্বাণ।
চম্পকনিন্দিত বর্ণ, বাহু, বক্ষ, নাসা, কর্ণ
সর্ব্ব অঙ্গ, গঠিত সুন্দর ;
সপ্রেম প্রশান্ত দৃষ্টি করে যেন সুধাবৃষ্টি,
শালপ্রাংশু, দৃঢ় কলেবর।
চন্দনের রেখা ভালে, কণ্ঠে শোভে পুষ্পমালে,
অভিষেকে কান্তি নিরমল ;
অনিমেষে পৌরজন, করে সবে দরশন,
মন্ত্রমুগ্ধ, স্তব্ধ সভাতল।
ধরি দৌহিত্রের কর কহিলেন দিল্লীশ্বর ;
"শুন, প্রাণাধিক পৃথ্বীরাজ !
করে তব প্রজাগণ করিলাম সমর্পণ,
সিংহাসনে বোস তুমি আজ।
যে সাম্রাজ্য পাণ্ডুবীর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির,
এক দিন, করিলা শাসন, *
আজ সে অমূল্য নিধি তোমারে দিলেন বিধি,
সমাদরে করহ গ্রহণ।
দুষ্টে কোরো দণ্ডদান, রাখিও শিষ্টের মান,
গো, ব্রাহ্মণ রক্ষা কোরো, বীর !

* প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থই বর্ত্তমান দিল্লী বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। দিল্লীর একাংশ এখনও "ইন্দরপৎ" বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত।

স্বদেশ, স্বধর্ম্ম তরে দিও প্রাণ অকাতরে,
সম্পদে, বিপদে থেক স্থির।
এই পাত্র, মিত্র যত, পোষ্য, ভৃত্য, অনুগত,
সকলের লহ তুমি ভার;
হ'লে তুমি দিল্লীরাজ, রাজদণ্ড ধর আজ,
প্রজা আমি হইনু তোমার।"
পৃথ্বীরাজ মহাবীর, ভূমে লুটাইয়া শির,
মাতামহে করিয়া বন্দন,
প্রণমিয়া দ্বিজগণে, বসিলেন সিংহাসনে;
সবে করে জয় উচ্চারণ।
উচ্চে তুরী, ভেরী বাজে, আনন্দে নর্ত্তকী নাচে,
"স্বস্তি" উচ্চারয়ে বিপ্রগণে;
সহসা বিস্ময়ভরে সভাজন পরস্পরে
দেখায় অঙ্গুলি সঞ্চালনে।
দ্বারপালে শাসাইয়া, অগ্রস্থিতে সরাইয়া,
আসে এক নারী দীর্ঘাঙ্গিণী;
পৃষ্ঠে আলোলিত কেশ, শ্রমভরে শ্লথ বেশ,
প্রৌঢ়া, তবু লাবণ্যে দামিনী।
দূরাগমে পরিশ্রান্তা, অবসাদে যেন ক্লান্তা,
রবিকরে আরক্ত বদন;
ললাটেতে ঘর্ম্মজল বহি পড়ে অবিরল,
ঘন শ্বাস নাসায় ক্ষেপণ।
দীর্ঘ শূল শোভে করে, নেত্রে অগ্নিকণা ঝরে,
পৃথ্বীরাজে হেরি সিংহাসনে,
কুটিল ভ্রূভঙ্গী করি, ধীরে ধীরে অগ্রসরি,
দাঁড়াইলা ভূনত নয়নে।

দিল্লীশ্বর পদতলে প্রণমি রমণী বলে,
চিত্রার্পিত রহে সবে চেয়ে ;
"ক্ষম, পিতঃ মহারাজ ! আজ্ঞা বিনা সভামাঝ
আসিয়াছি, বড় ব্যথা পেয়ে।

শুনিনু এ কি সংবাদ ? কি করিনু অপরাধ ?
না পারি বুঝিতে কোন্ দোষে,
জ্যেষ্ঠের না রাখি মান, কনিষ্ঠেরে রাজ্যদান
করিলেন, কি হেতু ? কি রোষে ?

রূপে, গুণে নিরুপম দৌহিত্র উভয়ে সম,
কন্যা মোরা উভয়ে সমান ;
তবে পক্ষপাত হেন পিতঃ ! করিলেন কেন,
ন্যায়ধর্ম্ম দিয়া বলিদান ?

যদি কিছু থাকে দোষ, মহারাজ ! ত্যজি রোষ,
আজ্ঞা মোরে দি'ন, একবার,
এই মহাশূল দিয়ে, মর্ম্ম মোর বিদারিয়ে,
প্রায়শ্চিত্ত করিব তাহার।

এত বলি বক্ষ'পরে শূল হানিবার তরে
নৃপসুতা উঠাইলা কর ;
হেরি ব্যস্ত নররায়, বাহু ধরি, দুহিতায়
টানিয়া নিলেন বক্ষ'পর।

কহিলা বদন চুমি, "নহ সাপরাধা তুমি,
কোন(ও) দোষে দোষী নহে জয় ;
প্রজার মঙ্গল তরে রাজ্য পৃথ্বীরাজ-করে
স'পিয়াছি, পক্ষপাতে নয়।

দুর্দ্দান্ত যবনগণ * করিতেছে আয়োজন
আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণ তরে ;
বীর বিনা এ সময় রাজ্যরক্ষা সাধ্য নয়,
দেখ, বৎসে ! বিচারি অন্তরে।
বিভাগ করিলে রাজ্য বলহানি অনিবার্য্য,
প্রজার জন্মিবে অসন্তোষ ;
রাজকুলে জন্ম লয়ে, রাজ্ঞী, রাজমাতা হয়ে,
রাজনীতি না বুঝিলে দোষ।
মণি, মুক্তা মোর কাছে যা' কিছু সঞ্চিত আছে,
জয়চন্দ্রে করিব প্রদান ;
যথা বাণী, তথা রমা, তোমরা উভয়ে সমা,
ত্যজ, বৎসে ! বৃথা অভিমান।"

এত শুনি নৃপসুতা কহিলেন রোষযুতা ;—
"বিস্মৃত কি হেতু, নৃপবর !
ভিক্ষুক যাচক জন রাজদ্বারে চাহে ধন,
পুত্র মম রাজরাজেশ্বর।
ক্ষত্রকুলে জন্ম তার, থাকে যদি তরবার,
ল'বে রাজ্য নিজ বাহুবলে ;
সে আশা পূরিবে যবে, আবার আসিব তবে,
কনোজেতে যাই ফিরি চলে।"

এত বলি, প্রণমিয়া, জনসঙ্ঘ বিদারিয়া,
মহাকোপে যান নৃপবালা ;
সহসা চমকি যেন লুকাল চপলা হেন,
ভেদ করি ঘন মেঘমালা।

* প্রাচীন হিন্দুরা গ্রীক, মুসলমান উভয়কেই অবিভেদে যবন নামে অভিহিত করিতেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

সবে, মন্ত্রমুগ্ধপ্রায়, পরস্পর মুখ চায়,
ভাবে, একি জাগ্রৎ স্বপন ;
কেহ বলে, বিধি বাম, এ কার্য্যের পরিণাম
শুভ নাহি হ'বে কদাচন।"

ক্ষুব্ধ লোক সভামাঝ, নিরখিয়া পৃথ্বীরাজ
সম্বোধিয়া কহেন সবায় ;
"আজ এ আনন্দোৎসবে ম্লান কেন হেরি সবে ?
শুভাশুভ বিধির ইচ্ছায়।
দেখ ভাবি, বন্ধুগণ ! যাঁর রাজ্য, যাঁর ধন
তিনি যদি করেন প্রদান,
প্রতিবাদ করিবার কার আছে অধিকার ?
উচিত কি দ্বেষ, অভিমান ?
করি নাই কোন দোষ, কেন অকারণে রোষ ?
পূজ্যা তিনি জননী সমান ;
দেখায়ে গেছেন ভয়, চিত্ত তাহে ক্ষুব্ধ নয়,
আশীর্ব্বাদ করিতেছি জ্ঞান।
কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, চৌহানের যোগ্য কর্ম্ম,
ভুলিতে নারিব, বন্ধুগণ !
মাতামহ-দত্ত রাজ্য অবিভক্ত, অবিভাজ্য
রাখিব, আমার দৃঢ়পণ।
মন্ত্রিগণ ! শুন সবে, প্রচারহ ভেরী রবে
গ্রামে, গ্রামে আমার আদেশ ;
ঋণদায়ে বন্দী যারা মুক্ত আজ হ'ল তারা,
দিল্লীরাজ্যে পণ্যশুল্ক শেষ। *

---

* বিক্রেয় দ্রব্য এক স্থান হইতে অপর স্থানে লইয়া যাইবার সময় ঘাটিতে ঘাটিতে এখনকার চুঙ্গীর মত কর আদায় করা হইত। ইহাই পণ্যশুল্ক নামে অভিহিত হইয়াছে।

আছে যত তীর্থস্থান লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দান
দীনে, দ্বিজে করিবে তথায় ;
ব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধ জন, মাতৃহীন শিশুগণ
পয়স্বিনী গবী যেন পায়।
নাহি চিন্তা, নাহি ভয়, "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়,"
মহোৎসবে রত হও সবে।"

শুনি রাজসভামাঝে আবার দুন্দুভি বাজে,
তুরী, ভেরী বাজে উচ্চরবে।
কলাবৎ-কণ্ঠে গীত উঠে পুনঃ সুললিত,
পুনঃ উঠে নূপুর ঝঙ্কার ;
সসম্ভ্রমে পৌরজন আনি মণি, মুক্তা, ধন
রাজপদে দেয় উপহার।
ক্রমে দিবা অবসান, রবি অস্তাচলে যান,
যায় লোক নিজ নিজ ঘর ;
"নাহি চিন্তা, নাহি ভয়" "জয় পৃথ্বীরাজ জয়"
এই কথা কহি পরস্পর ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

কল্পনে ! প্রসাদে তব কত কবিজন
হেরেছেন কত দৃশ্য, লোকে অগোচর ;
আকাশে, পাতালে তথা স্বরগে, নরকে,
রাজার প্রাসাদ মাঝে, দীনের কুটীরে ;
শত ধন্য সেই, তুমি কৃপা কর যারে।
অকৃপা যাহারে তব, ভাগ্যহীন সেই
কবিকুলে, গন্ধহীন্ কুসুম যেমতি
অনাদৃত। দয়া, তবে, কর, দয়াময়ি !
শুনাও, অতীত স্মৃতি করি সঞ্জীবিত,
ভারতের ভূতকথা। হ'ক জ্বালাময়ী
সে কাহিনী, তবু, দেবি ! করিয়া শ্রবণ,
বুঝি নিজে, বুঝাইব স্বদেশীয় জনে
কোন্ দোষে, কোন্ পাপে পতিত আমরা ;
কারণবিহনে কার্য্য না ঘটে সংসারে।
শুনাও সে ইতিহাস মহাপতনের,
চূর্ণ যাহে, ভূমিকম্পে অট্টালিকা সম,
শত শত বর্ষব্যাপী সভ্যতা হিন্দুর।
অতীতের রুদ্ধদ্বার উন্মোচিয়া, দেবি !
দেখাও সমরক্ষেত্রে হিন্দুবীরগণ
স্বদেশ স্বধর্ম্মতরে হৃদয়শোণিত
কেমনে করিত দান। হিন্দুকুলনারী,
কেমনে, প্রফুল্ল মুখে, পতিপুত্ত্রগণে,
সাজাইয়া বীরসাজে, পাঠাইত রণে ;

যুদ্ধান্তে, কেমনে, পুনঃ, জয়মাল্য দিয়া,
লইত বরণ করি! নিরাশ, নিজ্জীব
যদিও এ জাতি, এবে, তবু সে কাহিনী
শুনাবে আশার গীত, উৎসাহ-অনল
জ্বালিবে হৃদয়মাঝে; এস, কৃপাগুণে।
প্রসারিত গিরিবর যোজন বিস্তৃত;
শিরে তার শোভা পায় গজনী নগরী,
ভুবনবিখ্যাতা পুরী; ভূষিতে যাহারে
কত দেবালয়, কত প্রাসাদ, কুটীর
লুণ্ঠিত করিলা বীর সুল্‌তান মামুদ, *
লাঞ্ছিত, দলিত করি ভারতসন্তানে।
চারিদিকে সুবেষ্টিত দুর্ভেদ্য প্রাচীর,
পাষাণে নির্ম্মিত কোথা, কোথা বা ইষ্টকে।
সগর্ব্বে প্রহরীস্তম্ভ, উচ্চ করি শির,
দাঁড়াইয়া স্থানে স্থানে। বন্ধ্য, নগ্ন গিরি,
তুষার-ঝটিকাবশে শ্যামশোভাহীন,
নিরন্তর রুদ্রমূর্ত্তি। নিম্নে নগরীর
প্রান্তর, কেদার শোভে শস্যগুচ্ছে ভরা,
হরিৎ সাগর সম। ছুটে গিরিস্রোত
কল কল স্বনে কোথা; তটদেশে তার
সুরম্য উদ্যান রাজে পূর্ণ ফুলে, ফলে।
সুবিশাল স্তম্ভদ্বয়, ইষ্টকরচিত,
মামুদবংশের কথা করিছে প্রচার

* গজনীর অধিপতি স্বনামখ্যাত বীর। ইনি, অষ্টাদশ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া, বহু নগর, তীর্থ ও দেবমন্দির লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন স্থলে একাধিকবার বর্ণিত হইয়াছে।

দাঁড়ায়ে অটল ভাবে। * অদূরে পুরীর
বিরাজে রওজাগ্রাম; যথা মামুদের
সমাধিমন্দির, শ্বেত-প্রস্তর নির্ম্মিত,
কহিছে দর্শকে, যেন, নীরব ভাষায়
'জেতা, জিত ধূলিশেষ বিধি বিধাতার'।
প্রাচীর মাঝারে দুর্গ, রাজহর্ম্ম্য তায়
উঠেছে গগন ভেদি! সে হর্ম্ম্যের মাঝে
নিভৃত প্রকোষ্ঠ এক, শোভা সজ্জাহীন;
বসি তাহে বীরবর মহম্মদ ঘোরী,
নিজ পাত্র, মিত্র লয়ে। দক্ষিণে কুতব, †
নবীন যৌবন কান্তি উজলিছে তনু,
উৎসাহে প্রদীপ্ত মুখ, বীর-দর্পে ভরা।
বামে বসি হামজবী, ‡ গম্ভীর মূরতি,

* এই দুইটী স্তম্ভের মধ্যে একটী মামুদের, অপরটী তাঁহার পুত্র মসাউদের নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। উভয়ই এখনও বর্ত্তমান আছে।

† ভারতের প্রথম মুসলমান সম্রাট্ সুপ্রসিদ্ধ কুৎবুদ্দীন আইবক। ক্রীতদাস হইতে, ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া, ইনি সেনাপতি, পরে মহম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধি এবং তৎপরে স্বাধীন সম্রাট হইয়াছিলেন। সাহস ও বীর্য্যের সঙ্গে প্রভুভক্তি, আশ্রিতবাৎসল্য এবং বদান্যতা প্রভৃতি বহুগুণে ইনি অলঙ্কৃত ছিলেন। ঐতিহাসিক ফেরেস্তা তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

Kootbooddeen was of a brave and virtuous disposition; open and liberal to his friends, courteous and affable to strangers. In the art of war and good government he was inferior to none, nor was he a mean proficient in literature.

Briggs' Ferista Vol. I. P. 190.

‡ Kowam-ool-moolk Humzvy মহম্মদ ঘোরীর অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। মহম্মদ পরে ইহাঁকেই দূতরূপে আজমীরে পৃথ্বীরাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

Briggs' Ferista Vol. I. P. 174.

তাজুল মাসির প্রণেতা হাসন নিজামী ইহাঁকে Hamza নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং ইহাঁর প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : -He had obtained distinction by the customs of embassage and the proprieties of missions, and his position in the service of the sublime court had met with approval and in the beauty of his moral character and the excellence of his endowments, the above mentioned person, in whose merits all concurred, and from the flames of whose wisdom and the light of whose penetration abundant delight and perfect good fortune arose.

Elliot's History of India, Vol. II. PP. 212-13

ললাটে চিন্তার রেখা। মধ্যে উভয়ের
সাধু ভক্ত মৈনুদ্দীন * করে জপমালা,
বিলম্বিত শ্মশ্রুজাল স্পর্শে নাভিদেশ,
প্রশান্ত বদনকান্তি। দাঁড়ায়ে অদূরে,
সম্ভ্রমে বিনত শির, রাজদূত ত্রয়।
সম্বোধিয়া দূতগণে কহিলেন ঘোরী,
মধুর গম্ভীর ভাষে ;—
"হিন্দুস্থান মাঝে
ছিলে সবে, এতদিন ; কি দেখিলে সেথা ?
কেমন সে দেশ বল ; সম্পদ, বিভব,
লোকের প্রকৃতি, ধর্ম্ম, যা কিছু দেখেছ,
বল বিস্তারিয়া সবে ; অগ্রে বল, আলি !"
সম্ভ্রমে নোয়াঁয়ে শির, ভূমিস্পর্শ করি,
আরম্ভিলা আলি ;
"জাঁহাপনা ! কি কহিব,
অদ্ভুত, অপূর্ব্ব দেশ। বিশ্বস্রষ্টা যেন
সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে তারে নিরূপম করি
গড়েছেন ধরামাঝে। সুনীল আকাশ ;
সমুজ্জ্বল দিবাভাগে তপন-কিরণে ;

---

* ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য মুসলমান সাধু। আজমীরে ইহাঁর যে সমাধি বর্ত্তমান আছে, তাহা মুসলমানদিগের একটী প্রধান তীর্থে পরিণত হইয়াছে। মুন্তাকবুল তোয়ারিক প্রণেতা বলেন যে Khaja Mainuddin chishti came with Sultan Shahabuddin when he invaded India again in 1192 A. D. ইহাঁর প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে ;—He is said to have passed days together in devotion and meditation. * * He never preached aggression, was a man of peace and good will towards all God's creatures. Ajmer Historical and descriptive PP. 90-91.

স্বধর্ম্মের আদর্শ অনুযায়ী ভক্তিমান্ ও আচারনিষ্ঠ হইলেও ইহাঁর রণদক্ষতার অভাব ছিল না। খান্দেশের অন্তর্গত নন্দুরবর ইনিই জয় করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

Imperial Gazetteer, Vol. XVIII. P. 362.

জ্যোতির্ম্ময় নিশাকালে তারকার করে ;
চন্দ্রালোকে দীপ্তিমান। তুষার-ঝটিকা
না জানে সে দেশে লোক। মধুর পবন
বহে সেথা সংবৎসর। স্রোতস্বতী যত
অমৃত সলিলে পূর্ণ। তরু লতাগণ
ফলে, ফুলে শোভাময়। নাহি জানি নাম,
আস্বাদে, সৌরভে কিন্তু চিত্ত বিমোহিত।
বিশাল সে দেশ ; কোথা গিরি সুমহান
গগনে তুলিয়া শির, আছে বিরাজিত।
কোথা বনভূমি, পূর্ণ ভীষণ শ্বাপদে ;
কোথা রম্য উপবন, পুষ্পে সুশোভিত,
মুখরিত বিহগের মধুর সঙ্গীতে।
যোজন যোজন ব্যাপী ক্ষেত্র স্নিগ্ধ শ্যাম
শোভে কোথা ; কোথা নদী বহে কল কলে
খনি গর্ভে জন্মে মণি ; সাগরে মুকুতা ;
নারী সেথা নিরুপমা। সমৃদ্ধা নগরী ;
ফলে, শস্যে পূর্ণ পল্লী। কি কব অধিক,
স্বর্গ স্বর্গ বলে লোক, স্বর্গ হিন্দুস্থান।"
হাসিয়া কহিলা ঘোরী ;

"হেন স্বর্গ হ'তে
কেন তবে এলে ফিরি ?"

উত্তরিলা দূত ;
"আসিলাম, জাঁহাপনা ! পথ দেখাইতে,
সঙ্গে পুনঃ যাব বলে।"

কহিলেন ঘোরী ;
"ক দূহ,ত ! কহ শুনি, কোন্ কোন্ স্থান

দেখিয়া এসেছ তুমি।"

নিবেদিলা দূত;

"এসেছি হেরিয়া, প্রভো! যমুনার তীরে
প্রাচীন নগরী দিল্লী, পূর্ণ ধনে, জনে;
জয়স্তম্ভে, দেবালয়ে, সুরম্য প্রাসাদে
অনুপম ধরামাঝে। দেখেছি কনোজ,
অবস্থিত গঙ্গাতটে, নানা দেশজাত
পণ্য-দ্রব্যে পরিপূর্ণ। দেখেছি আজ্‌মীর,
মরুসিন্ধু মাঝে, প্রভো! রম্য দ্বীপ সম
শোভাময়। হেরিয়াছি মথুরা নগরী,
বারাণসী, পুণ্যতীর্থ উভয় হিন্দুর।
আরও কত শত স্থান; হিন্দুস্থানে গিয়া
এসেছি যা' নিরখিয়া বর্ণিবার নয়।"

"কি তুমি দেখেছ, এবে, বলহ, হানিফ্‌!"
সম্বোধি দ্বিতীয় দূতে কহিলেন ঘোরী;
"কোন বেশে ছিলে সেথা?"

উত্তরিলা দূত;

"মৌনী সন্ন্যাসীর বেশে ছিনু আমি সেথা;
তীর্থে তীর্থে, গ্রামে গ্রামে করেছি ভ্রমণ;
দেখিয়াছি রাজা, প্রজা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ।
পশি কভু যজ্ঞশালে, কভু দেবালয়ে,
হেরিয়াছি ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার হিন্দুর;
শুনিয়াছি শাস্ত্রপাঠ হ্রীং, ক্লীং, ওঁ।
কিন্তু, জাঁহাপনা! আমি না পারি বুঝিতে
কেন বিশ্বস্রষ্টা হেন মনোহর দেশে
এ হেন অধম জাতি করিলা সৃজন,

ধর্ম্মহীন, জ্ঞানহীন! এক, অদ্বিতীয়
ভুলি পরমেশে আছে মূর্ত্তিপূজা লয়ে।
অদ্ভুত তাদের ধর্ম্ম; কেহ পূজে তরু,
কেহ নদী, কেহ গিরি। বিচিত্র তাদের
মনোভাব, পূজারীতি। কহে কোন জন
"অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"; আবার কেহ বা
নৃত্য করে নরবলি করিয়া প্রদান।
কেহ শাক্ত, কেহ শৈব, বৈষ্ণব কেহ বা;
কেহ পূজে বুদ্ধে, কেহ পূজে জিনদেবে।
নাহি হিতাহিত জ্ঞান; মুক্তিলাভ তরে
কেহ ডুবে নদীজলে; গিরিশৃঙ্গ হ'তে
পড়ে কেহ লম্ফ দিয়া; রথচক্র-তলে
হয় কেহ নিষ্পেষিত; বক্ষে বিঁধে শূল;
বিদারে রসনা বাণে। নির্ম্মম, নিষ্ঠুর
পুত্রে দেয় ভাসাইয়া সাগরের জলে;
দগ্ধ করে, অবিভেদে, মাতায়, সুতায়,
বাঁধি চিতাকাষ্ঠে, তার মৃত পতি সনে;
বাজায় দামামা, যদি করে আর্ত্তনাদ।
বলে সবে হিন্দু মোরা, কিন্তু পরস্পর
জাতিধর্ম্মদ্বেষে নিত্য রত বিসংবাদে;
নাহি সখ্য, নাহি প্রেম। উচ্চবর্ণ যদি
চামার, চণ্ডাল আদি হীন জাতি নরে
স্পর্শে কভু, স্নান করি শুচি হয় তবে।
নহে বুদ্ধিহীন তারা; তর্কে সুনিপুণ;
রচিয়াছে বহু গ্রন্থ। কিন্তু নাহি জানি,
কেন হেন মতিভ্রান্ত! ব্যথিত অন্তর,

হিন্দুর দুর্দ্দশা হেরি। সুল্‌তান মামুদ্
ভাঙ্গি দেবালয়, অর্থ করিয়া হরণ,
দণ্ডিলা বিধর্ম্মিগণে। কিন্তু, জাঁহাপনা!
ফলে নাই ফল তাহে। থামিলে ঝটিকা
দাঁড়ায় যেমন তরু, পুনঃ, তুলি শির,
তেমনি উঠেছে হিন্দু। তীব্র শাস্তি বিনা
না হইবে সচেতন; মস্‌লিম সমাজে
ধার্ম্মিকের বন্ধু এক জাঁহাপনা বিনা
এ অধর্ম্ম, অনাচার করিতে উচ্ছেদ
না আছে অপর কেহ। কালক্ষেপ আর
না হয় উচিত, প্রভো! সঙ্কটে, বিপদে
মস্‌লিমের বল যিনি, মহান্ ঈশ্বর,
হ'বেন সহায় তিনি”

নীরবিলা দূত।

ঘোরীর ললাটদেশ হইল কুঞ্চিত।
ত্যজি মালা জপ, ফিরি কুতবের পানে
চাহিলেন মৈনুদ্দীন।

কহিলেন ঘোরী;

“কি তুমি দেখেছ, সেথা, কহ, জাঁহান্দর!”
কহিলা তৃতীয় দূত;

সত্য, জাঁহাপনা!

হিন্দুস্থান সমদেশ নাহি এ ধরায়।
কিন্তু যে ফণীর শিরে থাকে মহামণি,
দন্ত তার বিষে ভরা। নিরখি তাদের
বলবীর্য্য, বুঝিয়াছি বীর হিন্দুজাতি;
দুৰ্দ্ধর্ষ সমরক্ষেত্রে। বুঝিয়াছি আর(ও)

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ; হ'ক ধর্ম্ম তাহাদের
ভ্রমাত্মক, তবু প্রাণ দিবে তার তরে।
প্রজা সেথা রাজভক্ত ; রাজার আদেশে
অনলে, গরলে, জলে না ডরে মরিতে।
আছে জাতিভেদ সত্য, কিন্তু হিন্দুনামে
এক সূত্রে বাঁধা সবে। না বুঝে, না ভেবে,
হিন্দুস্থান আক্রমণ উপযুক্ত নয়।
দেখিয়াছি হিন্দুস্থানে আছে তরু এক
বটনামে ; মহা বাহু করিয়া বিস্তার,
পূর্ণ করি রাখে গ্রাম ; শাখা হতে তার
সূক্ষ্ম সূত্রসম মূল, পরশিয়া ভূমি,
ক্রমে হয় মহাতরু ; আকর্ষিয়া রস,
রহে সঞ্জীবিত, মূল বৃক্ষ ধ্বংস হ'লে।
তেমতি এ হিন্দুজাতি ধরে, জাঁহাপনা!
অপূর্ব্ব জীবনীশক্তি ; হ'ক মূলচ্ছেদ,
উৎপাটন, শাখা তবু রহিবে বাঁচিয়া।*
কি কাজ বিবাদে তবে হেন শত্রু সনে ?
কি ফল প্রতিমাভঙ্গে, লুণ্ঠনে, পীড়নে ?
"কহ, দূত!" জাঁহান্দরে কহিলেন ঘোরী
"এতদিন আছিলে যে হিন্দুস্থান মাঝে,

* হিন্দুদিগের এই জীবনীশক্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—
Even when the overlord or central authority was vanquished the separate groups and units had to be defeated in detail and each state supplied a nucleus for subsequent revolt. ** The popular notion that India fell an easy prey to the Musalmans is opposed to the historical facts ** At no time was Islam triumphant throughout the whole of India. Hindu dynasties always ruled over large areas. Hunter's Indian Empire. PP. 322-23.

পার কি বলিতে তুমি সমরকৌশল
কিরূপ হিন্দুর? অশ্ব, গজ, পদাতিক
শিক্ষিত কেমন? অসি, শূল, ধনুর্ব্বাণ
কোন্ অস্ত্রে পটু তারা?"

উত্তরিলা দূত;

"নহি যোদ্ধা আমি, প্রভো! বর্ণিব তথাপি
দেখিয়াছি যাহা; হিন্দু বলী গজবলে।
সচল পর্ব্বত সম গজযূথ যবে
হয় যুদ্ধে অগ্রসর, নাহি শক্তি কার(ও)
রোধিতে তাদের বেগ; অরাতির সেনা
চূর্ণ হয় দণ্ডমাত্রে। দেখিয়াছি আর(ও)
শরক্ষেপে অদ্বিতীয় হিন্দু পদাতিক,
অব্যর্থ সন্ধানী সবে। বিশ্বাস আমার
না পারিবে মুসলমান আঁটিতে হিন্দুরে
গজে, পদাতিক সৈন্যে। দ্বিতীয় রস্তম *
জাঁহাপনা! করুন্ তা' উচিৎ যা হয়।"

ইঙ্গিতে বিদায় করি রাজদূতগণে
কহিলেন তবে ঘোরী;

"শুনিলেত সবে
যা কহিলা দূতগণ; কিবা যুক্তি বল।"

কহিলা কুতব;

"প্রভো! বীরভোগ্যা ধরা,
চিরদিন ঘোষে লোক। এ হেন সম্পদ,

* রস্তম মুসলমানদিগের ভীম ছিলেন। মহম্মদ ঘোরীর অসাধারণ বল বীর্য্যের জন্য তবকাৎ ই নাসিরীপ্রণেতা তাঁহাকে Haidar (সিংহ) of the time and a second Rustom বলিয়াছেন। Page 460.

এ সৌন্দর্য্য ভোগ যদি, পুরুষ হইয়া,
না করিনু, বৃথা জন্ম অবনীমণ্ডলে।"
"সত্য! কিন্তু শুনিলেত ?"
কহিলেন ঘোরী;
"দুর্দ্ধর্ষ সমরে হিন্দু; না করি বিচার,
উচিৎ কি যুদ্ধারম্ভ তাহাদের সনে ?"
কহিলা কুতব;—
"প্রভো! না করি বিচার,
কখন কর্ত্তব্য নয়; কিন্তু, জাঁহাপনা!
দেখুন বারেক ভাবি, বালক কাসিম *
করেছিল জয় যবে এই হিন্দুগণে,
বীরত্ব, শূরত্ব কোথা আছিল তাদের ?
অষ্টাদশ বার বীর সুল্‌তান মামুদ
লুণ্ঠিলা হিন্দুর দেশ, ভাঙ্গিলা মন্দির,
বিচূর্ণিলা সোমনাথ। কোথা ছিল তবে
হিন্দুর বীরত্ব ? হিন্দু নহে বীর্য্যহীন,
সত্য; কিন্তু অন্ধপ্রায় ভ্রমে, কুসংস্কারে।
কাসিম দেবলপুরী আক্রমিলা যবে,
ঘোষণা করিল হিন্দু; মন্দির-চূড়ায়
যাবৎ পতাকা এক রহিবে উড্ডীন,
না পারিবে শত্রুসৈন্য প্রবেশিতে পুরে।
কৌশলী কাসিম শুনি, ধ্বজা লক্ষ্য করি,
হানিলা অজস্র অস্ত্র; ছিঁড়িল পতাকা;
নিরাশা-পীড়িত হিন্দু হ'ল পরাজিত। †

---

* ভারতবর্ষ আক্রমণ কালে কাসিমের বয়স বিংশতি বর্ষ মাত্র ছিল।

† While Kasim was considering the difficulties opposed to him, he was informed by some of his prisoners that the safety of the place was

ব্যবহারে শিশু তারা; আলোর ভূপতি
দাহির, দৈবজ্ঞে ডাকি জিজ্ঞাসিলা তারে;
"কোথা শুক্রগ্রহ এবে করিতেছে স্থিতি?
কি হবে যুদ্ধের ফল?" দৈবজ্ঞ কহিল;
"সম্মুখে তোমার শুক্র পশ্চাতে তাদের
যুদ্ধে তারা হবে জয়ী।" কহিলা ভূপতি,
"কর কিছু প্রতীকার।" ডাকি স্বর্ণকারে
শুক্রের স্বর্ণ মূর্ত্তি গড়ায়ে ত্বরায়
রাজার পশ্চাতে বাঁধি অশ্বের পর্য্যাণে
দিল পাত্রমিত্রগণ; কহিল বুঝায়ে;
"পশ্চাতে যখন শুক্র যুদ্ধে হবে জয়।"
নির্ব্বোধ দাহির, নাহি বুঝি নিজ বল,
পশিল সমরে; যুঝি সিংহের বিক্রমে
মুসলমান-অসিঘাতে প্রাণ দিল শেষে। *
জানে প্রাণ দিতে হিন্দু; কিন্তু নাহি জানে

believed to depend on the flag which was displayed on the tower of the temple. He directed his engines against that sacred standard, and at last succeeded in bringing it to the ground which occasioned so much dismay in the garrison as to cause the speedy fall of the place. ** The fall of the temple seems to have led to that of the town.]

Elphinstone's History of India. Cowell's Edition. P. 308.

* Dahir then said to an astrologer, "I must fight to day; tell me in what part of the heavens the planet Venus is and calculate which of the two armies shall be successful, and what will be the result." After the computation, the astrologer replied. According to the calculation the victory shall be to the Arab army, because Venus is behind him and in front of you. Rai Dahir was angry on hearing this. The astrologer then said, "Be not angered, but order an image of Venus to be prepared of gold." It was made and fastened to his saddle-straps in order that Venus might be behind him, and he might be victorious.

Chachnama Elliott's History of India vol. I. P. 169.

শৃঙ্খলা, সমরনীতি ; স্বভাবে সরল ;
দেখে দিন, দেখে ক্ষণ, শুভাশুভ যোগ ;
নাহি বুঝে, রোগ-অগ্নি-সমর-সঙ্কটে
ক্ষণমাত্র কালক্ষেপে ঘটে সর্ব্বনাশ।
না জানে পুরুষকার, দৈব, দৈব করি
নয়ন থাকিতে অন্ধ ; হুঁছটে, হাঁচিতে
কাক শৃগালের রবে গণে পরমাদ।
অল্পে হয় বিশৃঙ্খল ; নায়ক অভাবে,
ভাঙ্গি ব্যূহ, মেষ সম করে পলায়ন।
দাহির, অনঙ্গপাল * হস্তী আরোহণে
এসেছিল যুদ্ধে দোঁহে ; তীক্ষ্ণ শরাঘাতে,
জ্বলন্ত কন্দুকে করী গেল পলাইয়া,
বিধ্বস্ত বিপুল সেনা হইল নিমেষে।
শুনিয়াছি আছে লেখা শাস্ত্রে তাহাদের,

* During the heat of the attack which was made on him a fire ball struck the Raja's elephant and the terrified animal bore its master off the field, and could not be stopped until it had plunged into the neighbouring river. The disappearance of the chief produced its usual effect on Asiatic armies, and although Dahir, already wounded with an arrow, mounted his horse and renewed the battle with unabated courage, he was unable to restore the fortune of the day, and fell fighting gallantly in the midst of the Arabian Cavalry.

Elphinstone's History of India. P. 309.

অনঙ্গপাল লাহোরের অধিপতি জয়পালের পুত্র। মামুদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ সম্বন্ধে এই-রূপ বর্ণিত আছে ;—The elephant, upon which the prince who commanded the Hindoos rode, becoming unruly from the effects of the naptha-balls, and the flights of arrows turned and fled. This circumstance produced a panic among the Hindoos, who, seeing themselves deserted by their general, gave way, and fled also.

Briggs' Ferista Vol. I. P 47.

মুসলমান হিন্দুস্থান আক্রমিবে যবে
হ'বে তারা পরাজিত ; সাম্রাজ্য তুর্কের
প্রতিষ্ঠিত হবে সেথা। হিন্দু, শাস্ত্রভীরু,
আছে চিন্তান্বিত হ'য়ে ; প্রবেশিলে মোরা
হিন্দুস্থানে, নিরাশায় হ'বে পদানত। *
নাহি চিন্তামাত্র, প্রভো ! জিনিব নিশ্চিৎ,
জিনিব হিন্দুরে রণে। মামুদনির্ম্মিত
অই জয়স্তম্ভ † হ'তে স্তম্ভ উচ্চতর
স্থাপিব হিন্দুর দেশে ; চূড়া হ'তে তার
ঘোষিবে মোঝীন "আল্লা আকবর" বলি ;

* এই বিশ্বাসে প্রকৃতই কোন কোন ভারতীয় রাজা মুসলমানদিগের নিকট একরূপ বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেনের বৃত্তান্ত সকলেরই সুপরিচিত। সিন্ধু-দেশের অন্যতম শাসনকর্ত্তা কাকা কোটাল কাসিমের নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়া তাঁহার যুযুৎসু স্বজাতীয়গণের বিরুদ্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন ;—He also said that the Almighty God misled them (his countrymen) in their way, so that they were wandering about the whole night in darkness and chagrin ; and that the astrologers and credible persons of his country had found out by their calculations of the stars that this country would be taken by the Muhammadan army. He had already seen this miracle, and he was sure that this was the will of God, and that no device or fraud would enable them to withstand the Muhammadans.

Chachnama Elliot's History of India, Vol. I PP. 161-62.

† এই জয়স্তম্ভ সম্বন্ধে লিখিত আছে ;—The only remains retaining architectural characters are two remarkable towers rising to the height of 140 ft. They belong, on a smaller and far less elaborate scale, to the same class as the Kutb Minar at Delhi.

Encyclopaedia Britanica, Vol. XI. P. 234.

গজনীস্থিত স্তম্ভ ১৪০ ফিট কুতব মিনার ২৩৮ ফিট উচ্চ। কুতব মিনার যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত তৎসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে ;—The original purpose of the minaret was doubtless as Muazzin's tower whence the call to morning and evening prayer might be heard throughout the whole city.

Imperial Gazetteer, Vol. XI. P. 234.

বুঝিবে তা' হ'লে হিন্দু, বীর মুসলমান
কা'র বলে বলী ; যুদ্ধে অজেয় কি হেতু।"
সম্বোধিয়া মৈনুদ্দীনে কহিলেন ঘোরী ;
"কহ, সাধুবর ! তব কিবা অভিপ্রায়।"
কহিলেন সাধু, ধীর মধুর বচনে ;—
"পরধনে, পরদারে অকর্ত্তব্য লোভ,
কিন্তু প্রাণপণে সত্যধর্ম্ম প্রচারিতে
বলেছেন হজরৎ। কত ধর্ম্মবীর
আরবে, ঈরাণে, রুমে সত্যধর্ম্ম তরে
করেছেন প্রাণদান ; স্বর্গবাসী তাঁরা।
মোহান্ধ, ভ্রমান্ধ হিন্দু, ভুলি পরমেশে,
আছে মূর্ত্তিপূজা লয়ে ; ভ্রম তাহাদের
হ'বে ঘুচাইতে। অগ্রে পাঠাইয়া দূত
কহিতে হইবে, "হিন্দু ! ত্যজ মূর্ত্তিপূজা,
লহ সত্যধর্ম্ম, পূজ এক, অদ্বিতীয়ে" ;
সম্মত হইলে যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন।
কিন্তু মোহগর্ব্বে তারা না শুনিলে কথা
হ'বে যোগ্য শিক্ষা দিতে ; শিক্ষক যেমতি
শিক্ষা দেন দণ্ড দিয়া অশিষ্ট বালকে।"
"কহিল যে জাঁহান্দর বীর হিন্দুজাতি,
চিন্তামাত্র নাহি তাহে ; হ'ক শূর, বীর,
চূর্ণ হ'বে রেণু সম ; সহায় মোদের
নিজে সর্ব্বশক্তিমান্। কে রক্ষিল, বল,
সুল্‌তান মামুদে, যবে, মরুভূমি মাঝে,
প্রতিহিংসাপর হিন্দু ভুলাইয়া তাঁরে
আনিল কুপথে ? বীর, তৃষ্ণায় আকুল,

অবসন্ন, পথশ্রান্ত, কণ্ঠাগত প্রাণ,
ডাকিলা কাতর হ'য়ে "রক্ষ, প্রভো" বলি। *
উপধর্ম্মসেবী হিন্দু না পারিবে কভু
রোধিবারে সত্যধর্ম্মসেবী মুসল্‌মানে।"
"সুসঙ্গত বটে কথা।"
কহিলেন ঘোরী;
"বল এবে, হামজবী! অভিপ্রায় তব।"
কহিলেন হামজবী;
"রাজরাজেশ্বর!
ধর্ম্ম, অর্থ ভূমণ্ডলে প্রিয় মানবের।
প্রশংসিত সেই, এই উভয়ের মাঝে,
একটীও আছে যার। মহা ভাগ্যবান্
সেই নর, দুই যদি পারে অর্জ্জিবারে।

* After the army had marched all night and next day and the time had come round for the troops to halt although search was made for water none was no where to be found. The Sultan directed that the Hindu guide should be brought before him. This was done, when the Hindu guide replied to the Sultan saying: "I have devoted my life to the idol Somnath, and I have led you and your army to this desert, in any part of which water is not to be found, in order that you may all perish. The sultan commanded that the Hindu should be despatched to hell, and that the troops should halt and take up their quarters for the night. He then waited until night had set in, after which he left the camp, and proceeded some distance from it aside. Then kneeling down and with his forehead to the ground he prayed devoutly and fervently unto the most High for deliverance. After a watch of the night had passed, a mysterious light appeared in the horizon, and the Sultan gave orders for the troops to be put in motion, and to follow him in the direction of the light. When the day broke, the Almighty God had conducted the army of Islam to a place where there was water, and all the Musalmans were delivered safely out of this impending danger.

The Tabakat i Nasiri, P. 83.

ধর্ম্মে, কর্ম্মে, জ্ঞানে, বীর্য্যে জাঁহাপনা সম
আছে কেবা ভাগ্যবান্ ? * দেখুন চিন্তিয়া,
আক্রমিলে হিন্দুস্থান, বিধির কৃপায়,
উভয় হইবে লাভ। অর্থে অগণিত
পূর্ণ হ'বে রাজকোষ ; ততোধিক লাভ
হ'বে হিন্দুস্থানে সত্যধর্ম্মের প্রচারে।
কিন্তু এই মহাকার্য্য না হবে সাধিত
সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা বিনা ; লুণ্ঠনে, পীড়নে
না হইবে স্থায়িফল। সুলতান মামুদ,
রাজা, প্রজা লুণ্ঠি সবে, আনিলা যে ধন,
কোথা গেল ? স্বর্ণ, হীরা, মণি, মুক্তা রাশি
অশ্রুবিন্দু সনে তাঁর গিয়াছে মিশিয়া,
জলে জলবিম্বপ্রায় ; চিহ্ন নাহি এবে। †
ভাঙ্গিলা যে দেবমূর্ত্তি কি ফলেছে ফল ?
ত্যজেছে কি মূর্ত্তিপূজা হিন্দু নর, নারী ?
বৃথা সেই অভিযান ; বিদ্যুতের জ্যোতি,
ঝলসিয়া আঁখি, মাত্র ডুবায় আঁধারে।

* হিন্দুদিগের দৃষ্টিতে যিনি যাহাই হউন, মুসলমানের নিকট মুসলমান কিরূপ লক্ষিত হইতেন তাহা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

মহম্মদ ঘোরীর প্রকৃতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ফেরেস্তা এইরূপ লিখিয়াছেন ;— Muhammad Ghoury bore the character of a just monarch, fearing God and ever having the good of his subjects at heart. He paid good attention to learned and devout men and was never deficient in serving them to the utmost of his power.

Briggs' Ferista, Vol. I. P. 187.

† It is a well established fact, that two days before his death, he commanded all the gold and caskets of precious stones in his possession to be placed before him : when he beheld them he wept with regret, ordering them to be carried to the treasury. * *

Briggs' Ferista Vol. I. P. 84.

ধর্ম্মে, অর্থে স্থায়ী ফল চাহি যদি মোরা,
পুত্র পৌত্রক্রমে যদি চাহি সুখভোগ,
স্থাপিতে হইবে রাজ্য হিন্দুস্থান মাঝে ;
একবার বসি যদি উঠিব না আর।"

"সুযুক্তি, সুপরামর্শ !"

কহিলেন ঘোরী ;

"নাহি অভিলাষ মোর মামুদের সম,
ঝটিকার বেগে পড়ি, ঝটিকার প্রায়,
হ'তে পুনঃ অন্তর্হিত ; বাঞ্ছা সংস্থাপিতে
স্থায়ী রাজ্য হিন্দুস্থানে। কুতব ! তোমারে
দিনু এ কার্য্যের ভার ; কর আয়োজন ;
দেশ দেশান্তর হ'তে আন সেনাদল।
শুনেছ ত জাঁহান্দর যা' কহিল এবে,
গজসৈন্যে, পদাতিকে হিন্দু বলবান্ ;
কিন্তু নাহি চিন্তা তাহে। সুবিদিত তব,
রণক্ষেত্রে মত্তগজ ঘটায় বিপদ,
শত্রুমিত্র উভয়ের ; পায় যদি ত্রাস,
না মানে অঙ্কুশ, করে উভে বিদলিত।
পদাতিক শ্রান্ত হয়, রণক্ষেত্র যদি
হয় দীর্ঘ, সুবিস্তৃত ; না পারে সহিতে
দূর পর্য্যটন ক্লেশ, লৌহবর্ম্মভার ;
চালনায় শ্লথগতি। অশ্ব আমাদের,
পরিশ্রমী, দৃঢ়কায়, তুষ্ট অল্পাহারে,
উল্লম্ফনে, সন্তরণে, গিরি-আরোহণে
শ্রেষ্ঠ প্রতিপক্ষ হতে। অশ্ববলে মোরা
গজ, পদাতিক দুই করিব বিজয়।

কর আয়োজন তুমি ; বুঝিলে সময়,
শ্যেন যথা পড়ে গিয়া কপোতমাঝারে
পড়িব হিন্দুর দেশে। প্রকৃতি তাদের
বুঝেছি উত্তম আমি। বীরত্বে, বিক্রমে
যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী তারা ; ধরে বহুগুণ।
কিন্তু জাতি-জ্ঞাতি-বৈরে জর্জ্জরিত তারা ;
ভ্রষ্ট সত্যধর্ম্ম হ'তে ; পতন তাদের
অনিবার্য্য। শিলাখণ্ড বাঁধা পরস্পর
রোধ করে গিরিস্রোত, তরঙ্গ উত্তাল ;
কিন্তু অনাবদ্ধ হলে, উলটি পালটি,
হয় ক্রমে রেণুশেষ। হিন্দু বটে দৃঢ়,
বন্ধন না আছে কিন্তু তাহাদের মাঝে।
শত জাতি, শত ধর্ম্ম, শত রাজ্য যেথা
ধ্বংসে রত পরস্পর, কেমনে তথায়
বন্ধন, মিলন হবে? কিন্তু মোরা সবে
এক জাতি, এক ধর্ম্মী, এক ভূপতির *
আজ্ঞাধীন ; মোরা যবে হ'ব অগ্রসর,
স্রোত-মুখে বালুসম যাবে ভাসি তারা।
আর(ও) শুন গূঢ় কথা ; মূঢ় হিন্দুজাতি
গৃহচ্ছিদ্র প্রকাশিতে না হয় বিমুখ।
চিরদিন এই রীতি শুনিতেছি আমি,
যখন(ই) বিদেশী কেহ প্রবেশে ভারতে
স্বদেশ-স্বধর্ম্মদ্রোহী হিন্দু কোন জন
আসি পক্ষ লয় তার। সিকন্দর বীর

* মহম্মদ ঘোরী কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেও তৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজা এবং আপনাকে তাঁহার অধীন সেনাপতি বলিয়া প্রচার করিতেন।

পশিলা পঞ্জাবে যবে, তক্ষশিলাপতি
অশ্ব, অর্থ, খাদ্য সনে শিবিরে তাঁহার
পাঠাইয়া দিল দূত। * সুল্‌তান মামুদে
লয়ে অশ্বসৈন্য তুষ্ট শিবানন্দ রায় †
করিল সাহায্য দান। প্রবেশিলে মোরা
হিন্দুস্থানে, সাহায্যের না হবে অভাব।
জান সবে হিন্দুস্থানে ঐশ্বর্য্যে, গৌরবে
অগ্রগণ্যা দিল্লী। আমি পেয়েছি সংবাদ,
বিবাদের বিষবীজ হয়েছে রোপিত
দিল্লীরাজ্যে। বৃদ্ধ রাজা গেলে তীর্থবাসে
বাধিবে বিবাদ ঘোর ভ্রাতায় ভ্রাতায় ;
একে করি হস্তগত নাশিব অপরে।
দিল্লী যদি একবার হয় অধিকৃত,
ইস্‌লামপ্রভুত্ব স্থায়ী হবে হিন্দুস্থানে।"

---

* At Ohind Alexander was met by an embassy from Ambhi (Omphir), who had then succeeded to the throne of Taxila, the great city three marches beyond the Indus The lately deceased king had met the invader in the previous year at Nikaia and tendered the submission of his kingdom. This tender was now renewed on behalf of his son by the embassy, and was supported by a contingent of 700 horse and the gift of valuable supplies comprising thirty elephants, 3000 fat oxen, more than 10000 sheep, and 200 talents of silver.

V. Smith's Early History of India, P. 60.

† এই শিবানন্দ রায় বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সহ মামুদের সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর পর গজনীর আভ্যন্তরীণ বিরোধে লিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

A numerous body of Hindoo cavalry under Sewand Rai is stated to have taken part in the troubles at Ghazni within two months after the Sultan's death : when it is obvious that he must, during his lifetime, have avaited himself of the services of his subjects.

Elphinstone's History of India, P. 350.

নীরব হইলা বীর।

কহিলা কুতব;

"ধন্য জাঁহাপনা ধন্য! প্রভুর আদেশে
স্থাপিব বিজয়স্তম্ভ, দিল্লীর মাঝারে,
করিনু প্রতিজ্ঞা এই।" * সহসা মস্‌জিদে
উচ্চে মোঝীনের † ডাক "আল্লা হু আক্‌বর"
পশিল সবার কর্ণে। শশব্যস্ত হয়ে
উঠিলেন সর্ব্বজন, ভাঙ্গিল মন্ত্রণা। ‡

* সুপ্রসিদ্ধ কুতবমিনার হিন্দু অথবা মুসলমান কাহাদিগের দ্বারা নির্ম্মিত তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। যে মতই প্রকৃত হউক, কুতব তাঁহার নামে পরিচিত স্তম্ভ আমূল নির্ম্মাণ করিয়া থাকুন, বা পূর্ব্ব নির্ম্মিত স্তম্ভের যাবনিক আকার প্রদান করিয়া থাকুন, তাঁহার মুখে আরোপিত কথাগুলি, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই।

† মোঝান নমাজের জন্য আহ্বানকারী।

‡ এই সর্গে বক্তাদিগের মুখে যে সকল কথার আরোপ করা হইয়াছে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের পক্ষে সেই সকল কথা বলা সম্ভবপর কি না যদি কাহারও তৎবিষয়ে সন্দেহ হয়, তবে, তাঁহাকে পৃথ্বীরাজের শতাধিক বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান লেখক অলবিরুণীর গ্রন্থ পাঠ করিতে বলি। তাহাতে মুসলমানের হিন্দুজাতি সম্বন্ধে জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

তৃতীয় সর্গ।

সংযুক্তা সুন্দরী, জয়চন্দ্র-সুতা,
বসি উপবনে, সখীজনযুতা,
দেববালা, যেন, হ'য়ে স্বর্গচ্যুতা,
মরতে আসিয়া বিহরে।
বনলতিকায় বসন্ত যেমন
সাজায়, পরায়ে ফুল-আভরণ,
তেমতি বালার দেহেতে যৌবন
সুষমা ঢেলেছে ঢু'করে
সলাজ কটাক্ষ দিয়াছে নয়নে,
স্নিগ্ধ অরুণিমা কপোল-বরণে,
কটিতে ক্ষীণতা, পীনতা জঘনে,
মৃদুমন্দ গতি চরণে।
শিরে কেশজাল চমরগঞ্জিত,
অঙ্গের বরণ কনক-লাঞ্ছিত,
কমলকলিকা উরসে শোভিত,
মুকুতার ভাতি দশনে।
নহে সে তরুণী, নহে সে বালিকা,
অর্দ্ধস্ফুট যেন কুসুমকলিকা,
গুরুজনপ্রিয়া, আশ্রিতপালিকা,
পরিমিত মৃদুভাষিণী।
দেবদ্বিজে বালা সদা ভক্তিমতী,
ললিত কলায় অনুরাগবতী,
জ্ঞান গরিমায় যেন সরস্বতী,
প্রীতিময়ী, চারুহাসিনী।

সে রূপমাধুরী করি দরশন,
না জ্বলিত কার(ও) চিত্তে হুতাশন,
(দেবী প্রতিমায় নিরখি যেমন)
ভক্তিমুগ্ধ লোক রহিত।

"রমার জনম ভীষণ সাগরে,
জনমিলা উমা পাষাণের ঘরে,
তাই এ কুমারী"—সবে পরস্পরে
কনোজনিবাসী কহিত।

মা বাপের বালা বড় সোহাগিনী,
ভাই বোনদের ক্রীড়ার সঙ্গিনী,
ব্যথিত জনের সন্তাপহারিণী,
দেবী নিরুপমা ভূতলে।

কিন্তু সে কোমল হৃদয়ের মাঝে
ক্ষত্রতেজ-গর্ব্ব নিভৃতে বিরাজে,
হ'ত নত শির হেরি তারে লাজে
কামুক যুবক সকলে।

পিতার সহিত করী আরোহণে
প্রবেশিত যবে গহন কাননে,
সুতীক্ষ্ণ শায়ক যুড়ি শরাসনে,
উৎসাহে বদন ভাতিত।

নিরখি আসিছে শার্দ্দূল ভীষণ,
নেত্রে বহ্নিকণা, বিকট দশন,
দৃঢ় করে বাণ করিত ক্ষেপণ,
উল্লাসে হৃদয় মাতিত।

আবার যখন, বসি দেবালয়ে,
রামায়ণ-কথা, পূতচিতা হয়ে,

শুনিত, না জানি কি ভাবি হৃদয়ে,
বালার নয়ন ঝরিত।
গভীর নিশীথে মৃতপতি সনে
বসি একাকিনী সাবিত্রী কেমনে
কাটাইলা কাল, ভাবি মনে মনে
আঁখি দু'টী জলে ভরিত।
না ছিল ভাবনা, নাহি ছিল ভয়,
জীবন বালার সদানন্দময়;
কিন্তু অকস্মাৎ কাল মেঘোদয়
হয়েছে সুনীল গগনে।
রাজপুরে সবে কহে পরস্পর,
"পৃথ্বীরাজ সনে হইবে সমর,
ব্যস্ত, তাই, সদা কনোজ-ঈশ্বর
বিপুল বাহিনী গঠনে।
উঠে কোলাহল নগর মাঝার,
আসে সেনাদল কাতারে কাতার,
ব্যথিতা কুমারী ফেলে নেত্রাসার,
একাকিনী বসি বিরলে।
সখীগণ আসি বুঝাইয়া কয়,
ক্ষত্রিয়কুমারি! রণে কেন ভয়?
কনোজের সেনা সমরে দুর্জ্জয়,
কে আঁটিবে, বল, ভূতলে?
জয়, পরাজয় কুমারীর মন
ক্ষণেকের তরে না করে চিন্তন,
ভাবিত সরলা কি হেতু এ রণ,
এ দারুণ দ্বেষ কি রোষে?

দাতা যদি দেন ধন আপনার,
লইলে গ্রহীতা কিবা পাপ তার ?
পৃথ্বীরাজে পিতা সমরে সংহার
চাহেন করিতে কি দোষে ?
সুধা'তে পিতারে সাহস না হয়,
জিজ্ঞাসিলে মাতা বিরস হৃদয়,
সখীরা বুঝায় হবে রণজয়,
পীড়িতা কুমারী মরমে।
পিতামহী আসি ডাকিয়া আদরে
কহেন বালায়, চিবুকেতে ধরে,
"সংযুক্তে ! কিহেতু আঁখি তোর ঝরে ?"
নিরুত্তরা বালা সরমে।
করিতে সুতার চিত্তবিনোদন
বলেছেন রাজা ;
"শুন, সখীগণ !
গীতবাদ্যে তোষ কুমারীর মন,
কলাবৎ জনে লইয়া।"
মিলি তাই যত সখীগণ আজ,
বসেছেন, রাজ-উপবন মাঝ,
পরায়ে বালারে কুসুমের সাজ,
সুসজ্জিতা সবে হইয়া।
চম্পক-মুকুট শোভে শির'পরে,
মল্লিকার হার কণ্ঠে শোভা ধরে,
কেহ বা বকুল লয়ে থরে থরে
রচেছে বলয়, কঙ্কণে।
কেহ নাচে, কেহ সুখে করে গান,

পিক সনে কেহ তুলে কুহুতান,
নবীন যৌবনে উল্লসিত প্রাণ,
রত সখী-চিত-তোষণে।
কোন সখী কহে ;
"করিনু শ্রবণ
এসেছে নগরে ভাট একজন,
গীত, বাদ্যে তার জ্ঞান অতুলন,
অনুপম মর্ত্ত্য ভুবনে।
অনুমতি হ'লে, রাজার কুমারি !
উপবনে তারে আনিবারে পারি,
ঘুচিবে তোমার নয়নের বারি
সুললিত গীত শ্রবণে।
জানে ইতিহাস, জানে সে পুরাণ,
রূপে, বেশে যেন রাগ মূর্ত্তিমান্,
ত্রিতন্ত্রী বীণায় তোলে যবে তান
পাষাণের তনু শিহরে।
তুলে মল্লারেতে জলদ-গর্জ্জন,
দীপকেতে কভু জ্বালে হুতাশন,
তোলে গুন্ গুন্ ভ্রমর গুঞ্জন,
পিকসম কভু কুহরে।"
আদেশিলা বালা আনিতে তাহায়,
শুনিয়া উল্লাসে সখীগণ ধায়,
অবিলম্বে ভাট, আসিয়া তথায়,
সসম্ভ্রমে নমি কহিল ;—
"কি গান গাইব, ভূপাল-নন্দিনি !
শুনাব কি কিছু পুরাণ কাহিনী,

অথবা নূতন ? কহ, সুহাসিনি !"
বলি নত শিরে রহিল ;
সবে বলে ;
"গাও, গান পুরাতন,
পাণ্ডবের কথা, কিম্বা রামায়ণ,
কা'র কথা বল শুনা'বে নূতন,
ভারতে পুরুষ কে আছে ?
যবনের পদে নত হয়ে যারা
বিকাইছে দেশ, পুরুষ কি তারা ?
দুর্দ্দশা তাদের ভেবে হই সারা,
আর্য্যের গৌরব গিয়াছে।
কাসিম, মামুদ আসিল যখন,
পুণ্য আর্য্যভূমি করিতে লুণ্ঠন,
পুরুষ এদেশে থাকিলে তখন
শিখাতেন তাঁরা যবনে।
বালাদিত্য আর যশোধর্ম্ম রায় *

* The cruelty practised by Mihirgula became so unbearable that the native princes under the leadership of Baladitya, king of Magadh, (the same as Narsinha Gupta) and Jasodorman a Raja of central India, appear to have formed a confederacy against the foreign tyrant. About the year A.D 528 they accomplished the delivery of their country from oppression by inflicting a decisive defeat on Mihirgula who was taken prisoner, and would have forfeited his life deservedly, but for the magnanimity of Baladitya.

The Early History of India by V. Smith, P. 318.

যশোধর্ম্মদেবকেই উজ্জয়িনীপতি শকারি বিক্রমাদিত্য বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন। মিহির কুলের পর ভারতবর্ষ পাঁচ শত বৎসর কাল বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

* India enjoyed, so far as is known, almost complete immunity from foreign attack for nearly five centuries after the defeat of Mihirgula.

Ibid, P. 322.

শক হূণগণে একদিন, হায় !
শিখাইয়াছিলা ; লুটি তারা পায়,
পলাইয়াছিল গহনে।
চাহিনা নূতন, কর তুমি গান,
দ্বাপরে কেমনে পার্থ ধনুষ্মান,
যদুবীরগণে করি শাস্তিদান,
লভিলা সুভদ্রারতনে।
কহে রাজসুতা ;
"কি বলিলে আজ,
পুরুষ নাহি এ ভারতের মাঝ ?
হয় হেঁঠমাথা, শুনে পাই লাজ,
আর্য্যের এ ঘোর পতনে।
গাও, ভাট ! তুমি করিয়া স্মরণ
তাঁর কথা, এই ভারতে যে জন
পুরুষকেশরী ; করিলে শ্রবণ
মাতিবে পরাণ হরষে।
কেমন তাঁহার সমরের রীতি,
সাহস, ঔদার্য্য, কিবা রাজনীতি,
বিপদে অটল, কিম্বা পান ভীতি
সম্মিলিত অরি দরশে।"
অমনি উঠিল বীণার নিঃস্বন,
দ্রিম্, দ্রিম্, দ্রিম্ ঝিম্ ঝন্ ঝন্,
ক্রমে উঠে গুরু গভীর গর্জ্জন,
শবদের প্রতি গমকে।
না ফুটিতে বাণী, না উঠিতে গান,
উল্লাসে পূরিল কুমারীর প্রাণ,

কিবা সুসঙ্গতি! কিবা লয়, তান!
সখীগণ সব চমকে।
"শুন রাজসুতে" গাইল ভাট,
"ধূ ধূ ধূ ধূ করে আখোরি মাঠ, *
নাহি তৃণ, তরু, নাহিক বাট,
চন্দেল্লেরা সেথা সেজেছে।
অযুত তুরগ, শতেক হাতী,
আহির, রাঠোর বিবিধ জাতি,
রণরঙ্গে সবে এসেছে মাতি,
রাজাদেশে ভেরী বেজেছে
ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ শিঙার রবে
চলে গম্ গম্ পদাতি সবে,
কহিছে নায়ক, "বিজয় হ'বে
চৌহান ভূপালে ধরিলে।
লহ অসি, শূল, ধরহ বাণ,
রাজাদেশে কর জীবন দান,
চন্দেল্লের সবে রাখহ মান,
কি ভয় সমরে মরিলে?"
বাজে তুরী, ভেরী, বাধিল রণ,
যুঝিছে চন্দেল্ল চৌহানগণ,
তীর শন্ শন্, অসি ঝন্ ঝন্
আকাশ ভেদিয়া উঠিছে।

* The great battle in which Prithwiraj of Delhi defeated Parmal the last great Chandel ruler of Bundelkhand is said to have taken place at a village called Akori in the Orai tahsil. (Jalaun district.)
I. Gazetteer vol. XIV. P. 20.

ধরি সাপটিয়া ভীম মুদ্গর
চলে মদভরে বারণবর,
কাঁপে ধরা সহি পদের ভর ;
অশ্বারোহী আগে ছুটিছে।
অসিঘাতে কার(ও) কাটিল শির,
বুকেতে কাহার(ও) বাজিল তীর,
ছিন্ন করপদ, কতই বীর
লুটিছে পড়িয়া ভূতলে।
মার্ মার্ মীর্ সেনানী হাঁকে,
ধর্ ধর্ ধর্ নায়ক ডাকে,
নাহি দয়ালেশ, যে পায় যা'কে
শূলাঘাত করে সবলে !
আলহা, উদাল দোহাঁর নাম *
চন্দেল্লরাজের বীর প্রধান,
আকারে প্রকারে দৈত্যপ্রমাণ,
আসিল দু'জনে ছুটিয়া।
পৃথ্বীরাজ একা করেন রণ,
অন্য দিকে যত সেনানীগণ,
কহিল হেরিয়া "শুন, রাজন্ !
গর্ব্ব তব দিব টুটিয়া।"
যশোরাজসুত তারা দু'ভাই,
মল্লযুদ্ধে সম তাদের নাই,

* The two Banaphar warriors of the chandel Rajas Alha and Údul are popular heroes and their fiftytwo battles are celebrated in song. Alha is still supposed to live in the forests of Orcha and nightly to kindle the lamp in a temple of Devi on a hill in the forest.
I. Gazetteer Vol. XXII. P. 234.

ললাটে মাখিত শ্মশান-ছাই,
দ্বীপিচর্ম্মবাস পরিত।
ধৃত করে শূল অতি বিশাল,
রুদ্ররূপী যেন তাল, বেতাল,
ভূমে ফেলি অসি, ছুড়িয়া ঢাল,
প্রমত্ত মহিষে ধরিত।
নারী এক পটু তন্ত্র-সাধনে
পিয়াইলা স্তন বাল্যে দু'জনে,
রক্ষাকবচ বাঁধিয়া, গোপনে,
বীজমন্ত্র দিলা শ্রবণে।
আকৃতি, প্রকৃতি হেরিয়া তার
লোকমুখে কথা হ'ল প্রচার,
অবধ্য নরের দু'টী কুমার
হইয়াছে শবসাধনে।
অভিমানে দোঁহে রাজার'পর *
অস্ত্র ত্যজি ছিল আপন ঘর,
জননী কহিলা, "ত্যজি সমর
রয়েছিস্ বল্ কেমনে ?
ছিছি ধিক্ ধিক্ ! বৃথা জনম,
হয়ে রাজপুত্ এ কি করম !

* মাহোবাপতি পরিমল আলহার একটী ঘোটকীর প্রতি লোভ প্রদর্শন করিলে আলহা তাহা দিতে অসম্মত হন। সেই কোপে রাজা তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিলে আলহা ও উদাল কনোজপতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরিমলের বিপদে সাহায্য করিতে অসম্মত হইলে আলহা উদালের জননী দেবলদেবী পুত্রদিগকে বলিয়াছিলেন ;—Unworthy offspring ! the heart of the true Rajput dances with joy at the mere name of strife but ye, degenerate ! can not be the sons of Jessraj.

Tod. Vol. I. P. 650.

ভুলিলি কি দোঁহে বীর-ধরম ?
কি কাজ এ হেন জীবনে ?"
মাতার আদেশে আসি সমরে
পৃথ্বীরাজে দোঁহে আঘাত করে,
ব্যাকুল হইয়া ভূপের তরে
কত জন ছুটি আসিল।
ইঙ্গিতে নিষেধ করি সবায়,
দাঁড়াইলা বীর অচল প্রায়,
নিবারয়ে অসি অসির ঘায়,
রক্তস্রোতে তনু ভাসিল।
একা দোঁহা সহ অসম রণ,
তবু নহে বীর ব্যাকুল মন,
ঢালে বাজি অসি ঠ-ঠ-ঠ-ঠন
কঠোর শবদ উঠিছে।
নিকটে কখন, কখন দূরে,
দেখি দেখি যেন না দেখি শূরে,
কভু পড়ে অসি, কখন ঘুরে,
অরাতির বল টুটিছে।
চিন্তি ক্ষণ বীর, সিংহ সমান,
করিলেন বেগে লম্ফ প্রদান,
পুনঃ লম্ফে করি দূরে প্রয়াণ,
ধনুক লইলা স্ব-করে।
গর্জ্জিল উদাল, "ধিক্ রাজন্ !
পলায়ে বাঁচিবে করেছ মন ?"
বুকে বাজে তীর শ-শ-শ-শন
লুটে তনু ভূমি উপরে।

লম্ফ দিয়া পড়ি আলা যথায়
মুহূর্ত্তেকে আসি দাঁড়া'ল রায়,
পলেকে দারুণ অসির ঘায়
লুটাইলা শির ভূতলে।

মরিল সেনানী, চন্দেল্লগণ
মেষসম ধায় ত্যজিয়া রণ ;
রাজা পরিমলে * করি বন্ধন
আনিল সৈনিক সকলে।

হেরি পৃথ্বীরাজ ধরিয়া করে
বসাইলা দিব্য আসন'পরে,
ম্রিয়মাণ হেরি সান্ত্বনা তরে
বুঝাইলা প্রিয় বচনে।

"জয় জয় জয়" গভীর রবে
পৃথ্বীরাজ জয় ঘোষিল সবে,
তুলনা ভূপের নাহি এ ভবে,
পুরুষকেশরী ভুবনে।

এ হেন বীরেরে করে বরণ
নারীমাঝে সেই নারী রতন,
বিনা শূলপাণি উমার মন
চাহে কি কখন অপরে ?

হরের ধনুক ভাঙ্গিলা যিনি,
জানকীর মন মোহিলা তিনি ;
খুঁজি দেশ দেশ ধায় তটিনী
মিলিবারে মহাসাগরে।" †

---

* মাহোবাপতি রাজা পরমর্দ্দিদেবের অপর নাম।

† আলহা ও উদালের বৃত্তান্ত অপ্রাকৃতিক কল্পনাজড়িত বলিয়া আমি পৃথ্বীরাজ রাসোর অনুসরণ করি নাই। আমার কাব্যের উপযোগী করিয়া রচনা করিয়াছি। পৃথ্বীরাজ রাসোতে

নীরবিলা ভাট। খুলি কণ্ঠহার,
আদরে কুমারী দিলা পুরস্কার।
কহে সখীগণ "ভারত মাঝার
　　　　পৃথ্বীরাজ(ই) পুরুষ বটে।"
প্রিয়সখী আসি কাণে কাণে কয়,
"যদি, রাজসুতে! স্বয়ংবর হয়,
পৃথ্বীরাজে তুমি বরিও নিশ্চয়,
　　　　ঘটুক কপালে যা' ঘটে।"

আছে যে উদাল যুদ্ধে নিহত হইলে তাহার কবন্ধ পৃথ্বীরাজের সৈন্য ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং গোরক্ষনাথ রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া আলহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। এই দুই বীর পৃথ্বীরাজের বিক্রমে পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন, এই টুকু মাত্র ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া বোধ হয়।

চতুর্থ সর্গ।

প্রক্ষালি কনোজপুরী, * মন্থরগমনে,
চলেছেন ভাগীরথী সিন্ধু দরশনে।
চারু হর্ম্ম্য, উপবন, প্রাসাদ, মন্দির
শোভিত করিয়া আছে তটিনীর তীর।
দিবাশেষ; অস্তাচলগামী দিনকর;
মৃদুপদে আসে সন্ধ্যা মুরতি ধূসর।
ধাতুময় গৃহচূড়া সান্ধ্য রবি-করে
অনলের ছটা যেন বিকীরণ করে।
সন্ধ্যা হেরি বক, হংস, জলচরগণ,
পুলিনে উঠিয়া, করে পক্ষ বিধূনন।
সারস সদলে ফিরি নীড়মুখে ধায়;
আর্ত্তস্বরে চক্রবাক সঙ্গিনীরে চায়।
একে একে দীপাবলী ফুটে গৃহমাঝে;
প্রসারিত ধূপগন্ধ; শঙ্খ, ঘণ্টা বাজে।
উঠে তারা; শশিকরে তটিনীর জল
গলিত সুবর্ণ সম করে ঝলমল।
কুসুম-সুবাস ধীরে করিয়া বহন
পুলকিত করে চিত সান্ধ্যসমীরণ।

* কনোজ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ফরকাবাদ জিলায় গঙ্গার দক্ষিণ তটে অবস্থিত। পূর্ব্বকালে ইহা উত্তর ভারতের একটী পরাক্রান্ত ও বহুবিস্তৃত রাজ্য ছিল। ইহার রাজধানী শোভা সমৃদ্ধিতে ও ঐশ্বর্য্যে অতুলনীয় ছিল বলিয়া মুসলমান ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন।

He (Mahmood) there saw a city which raised its head to the skies, and which in strength and beauty might boast of being unrivalled.

Briggs' Ferista, Vol. I, P. 57.

গঙ্গাতীরে আসে লোক পূজা পাঠ তরে;
হৃষ্টচিত্তে নানা কথা আলাপন করে।
কৌতুকে নগরবাসী কহে পরস্পর,
রাজসুতা সংযুক্তার হবে স্বয়ংবর।
দেশে দেশে গেছে ভাট লয়ে নিমন্ত্রণ,
আসিবেন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজগণ।

কেহ বলে;
"রাজসুতা রূপে নিরুপমা,
বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়া যেন অবতীর্ণা রমা।
ধরাতলে নাহি নারী তাঁহার সমান,
না জানি লভিবে তাঁরে কোন্ ভাগ্যবান্।"

কেহ বলে;
"হ'বে এক বিশাল ব্যাপার,
হয় নাই কলিযুগে তুল্য কিছু তার।
স্থান নাহি হ'বে এই কনোজনগরে,
বস্ত্রাবাসে র'বে কেহ, কেহ নৌকা'পরে।
পর্ব্বত-প্রমাণ দ্রব্য রাজভৃত্যগণ
রাখিতেছে, দেখিলাম, করি আয়োজন।
ভোজ্যে, বস্ত্রে পরিপূর্ণ করেছে ভাণ্ডার,
করিয়াছে অস্ত্রে, শস্ত্রে পূর্ণ অস্ত্রাগার।"

কেহ কহে;
"শুধু যদি হ'ত স্বয়ংবর,
নির্ব্বিঘ্নে হইত কার্য্য, না থাকিত ডর।
কিন্তু রাজসূয় হ'বে স্বয়ংবর সনে,
কি জানি কি ঘটে ভাবি চিন্তা হয় মনে।"

আর জন কহে,

"চিন্তা কেন অকারণ ?
বাধা দিবে রাজকার্য্যে কে আছে এমন ?
সেনা, অর্থ নৃপতির গণনা না হয় ;
সুসিদ্ধ হইবে কার্য্য, জেন সুনিশ্চয়।"

অন্য বলে ;

"ভবিষ্যৎ অবিজ্ঞাত, ভাই !
শুনেছি সংবাদ গূঢ়, চিন্তা আছে তাই।
আছেন ভূপতি যত ভারত ভিতর,
আসিবেন, শুনিয়াছি, বিনা দিল্লীশ্বর।
রাজসূয়ে নিমন্ত্রণ করিলে স্বীকার
দিল্লীর প্রাধান্য, তবে, না রহিবে আর।
কহিতেছে নগরেতে, তাই, বিজ্ঞজনে
সুসিদ্ধ এ যজ্ঞ তবে হইবে কেমনে।
যাজ্ঞিকের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা যদি রয়,
"সিদ্ধ রাজসূয়" ইহা শাস্ত্রে নাহি কয়।"

কেহ বলে ;

"এ সংবাদ জানেন ভূপতি,
করেছেন প্রতীকারে উচিত যুকতি।
প্রতিমূর্ত্তি গড়াইয়া দিল্লীর রাজার
রাখিবেন নগরের যথা সিংহদ্বার ;
দিবেন প্রহরিবেশ ; বেত্র র'বে করে ;
নিরখিবে সর্ব্বজন পশিতে নগরে।
না আসেন দিল্লীশ্বর পেয়ে নিমন্ত্রণ,
যেমন গরব, শাস্তি হইবে তেমন।"

শুনিয়া অপর কহে ;

"সম্মানিত জনে
অপমান হেন, ভাল নাহি লাগে মনে।
হয়ত হইবে, ইথে, যুদ্ধ সংঘটন;
বহু প্রাণী ধ্বংস হবে, ক্ষয় বহু ধন।
সাধারণ রাজা ন'ন দিল্লী অধিপতি,
তাঁর সনে যুদ্ধে নাহি অল্পে অব্যাহতি।
আজ্ঞাবর্ত্তী আছে তাঁর অসংখ্য চৌহান,
বীর তারা, মহাযুদ্ধে দিবে সবে প্রাণ।
লুণ্ঠনে, পীড়নে দেশ হবে ছারখার,
দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ হ'বে পরিণাম তার।
হিংসা, দ্বেষ, রক্তপাত অনুচিত কাজ,
বলেছেন আমাদের বুদ্ধ ধর্ম্মরাজ।" *
শুনি নাগরিক এক মহাক্রোধে কয়,
"বৌদ্ধ তুমি, যুদ্ধে তাই পাইতেছ ভয়।
তোমাদের উপদেশে গেল যশ, মান;
কাপুরুষ হ'ল যত ভারত সন্তান।
অহিংসা অহিংসা এই প্রচারি ধরম
পুরুষেরে করিয়াছ নারীর অধম।
তা' নাহ'লে তোমাদের সহধর্ম্মিগণ
কাশিমের পদ কেন করিবে লেহন?
রক্ষিবারে আর্য্যধর্ম্ম, দেশের সম্মান,
দাহির ব্রাহ্মণ, তবু যুদ্ধে দিলা প্রাণ।

* কনোজ এক সময় বৌদ্ধধর্ম্মের একটী প্রধান কেন্দ্র ছিল।
"চীন পরিব্রাজক ইয়ুয়ান চোয়াঙ্ খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে লিখিয়া গিয়াছেন; নগরের দক্ষিণাংশে ও গঙ্গার ধারে তিনটী সঙ্ঘারাম, তন্মধ্যে মণি-মাণিক্য-বিভূষিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। বহুদূর হইতে যাত্রিগণ এখানে পূজা করিতে আসেন।"

বিশ্বকোষ, ৩য় ভাগ, ৭৯ পৃষ্ঠা।

তোমরা অধম বৌদ্ধ, আত্মরক্ষা তরে,
পত্নীরে স'পিলে তাঁর বিধর্ম্মীর করে।*
ভাবিলে সে কথা, হায়! বুক ফেটে যায়;
ধিক্ বুদ্ধে! ধিক্ বৌদ্ধে! ধিক্কার তোমায়!
অসিঘাতে, রক্তপাতে এত যদি ডর,
মাথায় সিন্দূর পর, নাসায় বেশর।
রাজপুত হ'তে যদি বুঝিতে অন্তরে,
কি আনন্দ দাঁড়াইলে অসি, চর্ম্ম করে!
অহিংসা অহিংসা বলি কর যে চীৎকার,
কোথায় অহিংসা, খুঁজে বল ত্রিসংসার।
পতঙ্গেরে মারে পক্ষী, পক্ষী মারে ব্যাধ;
প্রাণীতে প্রাণীতে, দেখ, নিত্য বিসংবাদ।
মারি কিম্বা মরি এই ক্ষত্রিয়ের রীতি,
তোমরা শিখাও কিনা কাপুরুষ-নীতি!

* দাহিরের মৃত্যুর পর মুণ্ডিতশীর্ষ, পীতবসনধারী কতকগুলি ব্যক্তি আসিয়া কাশিমের নিকট বলিয়াছিল;—O faithful noble, our king was a Brahman; you have killed him, and have taken his country. As now the almighty God has given this country into your possession, we have come submissively to you, just Lord! to know what may be your orders for us." Muhammad Kasim began to think and said, "By my soul and head they are good and faithful people. I give them protection but on this condition that they bring hither the dependents of Dahir, wherever they may be." Thereupon they brought out Ladi (the wife of Dahir.) P. 181.

Chach Nama Elliot's History of India, Vol. I. P. 182.

এই মুণ্ডিতশীর্ষ, পীতবসনধারী ব্যক্তিদিগকে মুসলমান ঐতিহাসিক ভ্রমবশতঃ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহারা যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিল তাহার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ তাঁহার গ্রন্থেই পাওয়া যায়। সিন্ধুদেশস্থ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের ব্যবহার সম্বন্ধে বহুপূর্ব্ব হইতে যেরূপ কুখ্যাতি আছে, তাহাতে তাহাদিগের দ্বারা দাহিরের পত্নীকে কাশিমের হস্তে সমর্পণ অসম্ভব মনে হয় না। চীন পরিব্রাজক ইয়ুয়ান চোয়াঙ্ এই সকল সন্ন্যাসীদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন;—"Idle fellows given over to self-indulgence and debauchery."

V. Smith's Early History of India, P. 354.

পাপ বৌদ্ধধর্ম্ম যদি না হ'ত প্রচার,
ভারতে প্রবেশে হেন শক্তি হ'ত কার ?
লোলিত দেহের মাংস, দন্ত বিগলিত,
শ্লেষ্মা, কফ, নাসা, নেত্রে সদা প্রবাহিত।
চলিতে শকতি নাই, দেহ কম্পমান,
মল, মূত্রে লিপ্ত হয়ে শয্যায় শয়ান ;
এইরূপে মৃত্যু হলে বুঝি বড় সুখ ?
মুক্তকচ্ছ ! * তুমি আর দেখায়োনা মুখ।"
বৌদ্ধ নাগরিক কহে ;
"ক্ষান্ত হও, ভাই !
রাঠোরের বীর্য্য মোর অবিদিত নাই।
মামুদ কনোজপুরী আক্রমিল যবে,
ক্ষত্রবীর হয়ে কেন নত হ'লে সবে ? †
নিন্দা ত করিলে তুমি বৌদ্ধ ভিক্ষুগণে,
কিন্তু এই কথা স্থির রাখিও স্মরণে।
বৌদ্ধ শিক্ষা, দীক্ষা যদি না হ'ত প্রচার,
রাজপুত নর-মাংস করিত আহার।
তোমাদের জাতিবৈর, রণ-কণ্ডূয়ন
বৌদ্ধশিক্ষা কথঞ্চিৎ করেছে দমন।

* বৌদ্ধদিগের সম্প্রদায় বিশেষ, বস্ত্র পরিধানের রীতি হইতে সম্ভবতঃ তাহারা এই ব্যঙ্গাত্মক উপাধি লাভ করিয়াছিল।

† The Indian Prince of this rich city (Kunowj) was Koowar Roy. He affected great state and splendour, but, being thus unexpectedly invaded, had not time to put himself in a position of defence or to collect his troops. Terrified by the great force, and the formidable appearance of the invaders, he resolved to sue for peace ; and accordingly, going out with his family to the camp, he submitted himself to Sooltan Mahmood.

Briggs' Ferista, Vol. I, P. 57.

সে কথা বারেক কভু নাহি ভাব মনে,
অকারণ নিন্দা কর হিতকারী জনে।
আছি মোরা অহিংসক বৌদ্ধ জন কত,
আমাদের 'পরে দর্প তোমাদের যত।
পৃথ্বীরাজ বৌদ্ধ ন'ন; বাধে যদি রণ,
চৌহান কেমন বীর বুঝিবে তখন।"

উত্তেজিত রাজপুত, খুলি তরবার,
কহে;
"এই বলিতেছি সম্মুখে সবার।
রণক্ষেত্রে চৌহানের সঙ্গে দেখা হলে
তর্পণ করিব তার রক্তগঙ্গা-জলে।
বলিলে যে বড় বীর দিল্লীর ঈশ্বর,
পরীক্ষা হইবে তার বাধিলে সমর।
মহারাজ জয়চন্দ্র ন'ন পরিমল,
চূর্ণ করিবেন দুষ্ট চৌহানের বল।
রাঠোরের মুষ্টি ধরে কেমন কৃপাণ
শিক্ষা পাবে রণক্ষেত্রে গর্ব্বিত চৌহান।"

এইরূপ মহাতর্ক হয় পরস্পর,
রাজদ্বারে ঘণ্টা পড়ে দ্বিতীয় প্রহর।

ক্রমে স্তব্ধ, জনহীন জাহ্নবীর তীর;
শূন্য ঘাট, শূন্য বাট, নিঃশব্দ মন্দির।
নদীগর্ভ হ'তে এক মহাকায় বট
উঠিয়াছে এক দিকে, শিরে দীর্ঘ জট।
পর্ণশালা খান কত শোভে তার তলে,
চারিদিকে তরু কত পূর্ণ ফুলে, ফলে।

ভারত ভূমির মূর্ত্তি নিরখিয়া ধ্যানে
স্থাপন করিলা গুরু খোদিয়া পাষাণে

তথা হতে শ্রুত হয় নর-কণ্ঠস্বর,
দীপ এক জ্বলে সেই আশ্রম ভিতর।
রাজগুরু তুঙ্গাচার্য্য, ইষ্টদেবী লয়ে,
করেন তথায় বাস, সর্ব্বত্যাগী হয়ে।
নাহি তাঁর পত্নী পুত্র, নাহি ধন জন ;
কার্য্য তাঁর জনসেবা, তীর্থ-পর্য্যটন।
শাস্ত্রবিৎ, ভাষাবিৎ, অদ্বিতীয় জ্ঞানে,
ত্রিকালজ্ঞ বলি তাঁরে সর্ব্বলোকে জানে।
কনোজ, আজ্‌মীর, দিল্লী গুরু সবাকার,
তথাপি সম্বলমাত্র কৌপীন তাঁহার।
দেবী শুভঙ্করী তাঁর আশ্রমে স্থাপিত ;
শ্যামা, সুবদনা, কৃষ্ণমর্ম্মরে রচিত।
ভারতভূমির মূর্ত্তি নিরখিয়া ধ্যানে
স্থাপন করিলা গুরু-ক্ষোদিয়া পাষাণে।
নিজ করে অঙ্গরাগে করি সুশোভন
পরাইলা যথাযোগ্য বসন, ভূষণ।
হিমাদ্রি-মুকুট তাঁর শিরে শোভা ধরে,
ভাগীরথী-হার বক্ষে ঝলমল করে।
বিন্ধ্যাটবী, কটিদেশে, কাঞ্চী শোভা পায়,
সোণার কমল লঙ্কা শ্রীপদে লুটায়।
এক হস্তে প্রাণরূপী শস্যগুচ্ছধরা,
অন্য হস্তে শোভে ঘট সলিলেতে ভরা।
মলয়জে লিপ্ত অঙ্গ, নীলাব্জ নয়ন,
মাতৃভাব প্রকাশক প্রসন্ন বদন।
হেরি সে পবিত্র মূর্ত্তি প্রশান্ত, গম্ভীর
রাজা প্রজা, হিন্দু বৌদ্ধ, হন নতশির।

ফিরেছেন গুরু, করি তীর্থ পর্য্যটন,
এসেছেন জয়চন্দ্র বন্দিতে চরণ ;
মহিষী আছেন সঙ্গে। স্বতন্ত্র আসনে
কুটীরের দ্বারদেশে আসীন দু'জনে।
রক্ষক, প্রহরী, দূরে দাঁড়াইয়া সবে,
পরস্পর কহে কথা অতি মৃদুরবে।
আচার্য্য, আরতি-পূজা করি সমাপন,
হয়েছেন ধ্যানমগ্ন, হ'ল বহুক্ষণ।
দীপালোক পড়ি তাঁর মুখের উপরে
প্রশান্ত, পবিত্র কান্তি প্রকাশিত করে।
স্থির, অবিচল দেহ ; নাহি মুখে ভাষ ;
নয়নে নিমেষ নাই ; নাসায় নিঃশ্বাস।
কিন্তু তাঁর নেত্র হতে ধারা অবিরল,
প্রবাহিত হয়ে, করে সিক্ত গণ্ডতল।
বিস্মিত নৃপতি হেরি ; নেত্রে মহিষীর,
নিরখিয়া, ঝরিতেছে বিন্দু বিন্দু নীর।
কতক্ষণ পরে গুরু, উন্মীলি নয়ন,
কহিলেন ;
"জয়চন্দ্র ! করিনু শ্রবণ
সেনাগণ ব্যস্ত তব যুদ্ধ-আয়োজনে ;
আছিনু প্রবাসে ; বৎস ! যুদ্ধ কা'র সনে ?
আবার কনোজপুরী করিতে লুণ্ঠন
আসিছে কি অর্থলোভী, দুরন্ত যবন ?
কিম্বা কোন প্রতিবাসী দ্বন্দ্বী নৃপবর
আসিতেছে তব সনে করিতে সমর ?
বল, বৎস ! দেশব্যাপী এই আয়োজন

করিছ কি হেতু ? কার সনে হবে রণ ?”
“কি আর কহিব, দেব !”
কহিলা নৃমণি ;
“আছি মর্ম্মাহত হয়ে, শুনুন আপনি।
নহে এই আয়োজন রোধিতে যবনে,
না আছে বিরোধ কোন প্রতিবাসী সনে।
দেবের প্রসাদে মোর সর্ব্বত্র বিজয়,
রাঠোরের তরবারী সবে করে ভয়।
সবে বলে, “আর্য্যাবর্ত্তে রাঠোর প্রধান”
প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র তার গর্ব্বিত চৌহান।
যুদ্ধ হ’বে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ সনে,
তাই, সেনাগণ মম রত আয়োজনে।”
কহিলেন গুরু ;
“কিবা অপরাধ তার ?
করেছে সে কোনরূপ ক্ষতি কি তোমার ?
প্রজার অনিষ্ট কিছু ? তব শত্রু সনে
দিয়াছে কি যোগ ? বল, তব মিত্রগণে
করেছে কি অপমান ? কিবা তার দোষ ?
কি হেতু বিবাদ ? এত মর্ম্মান্তিক রোষ ?”
উত্তরিলা রুক্ষস্বরে কনোজ-ভূপতি ;
“কি সাধ্য তাহার, দেব ! করে মোর ক্ষতি ?
প্রজার অনিষ্টে যদি হ’ত অগ্রসর
উপযুক্ত শাস্তি তার পাইত পামর।
করে নাই ক্ষতি, কিন্তু তাহার(ই) কারণে
রাঠোরসম্ভ্রম লুপ্ত ভারতভুবনে।
উপযুক্ত শিক্ষা তারে না করিলে দান

না র'বে গৌরব মোর, না থাকিবে মান।"
কহিলেন গুরু;
"বৎস! বল, বিবরিয়া,
লুপ্ত যশ, মান তব কিসের লাগিয়া।
করে নাই ক্ষতি যদি কোন(ও) পৃথ্বীরাজ
এত ক্রোধ তার প্রতি কেন তব আজ?"
উত্তরিলা জয়চন্দ্র;
"ক্ষত্রিয়ের মান
ক্ষতি হ'তে বড়; তুচ্ছ তার কাছে প্রাণ।
মাতামহ, বসি দিল্লী রাজসভাতলে,
বলেছেন, "দিনু রাজ্য সক্ষম, সবলে।
হীনবীর্য্য জয়চন্দ্র রাজ্য রক্ষিবারে
পারিবে না তাই আমি না দিলাম তারে।"
এর চেয়ে কিবা, দেব! হ'বে অপমান?
রাঠোর দুর্ব্বল হ'ল, সবল চৌহান?
জননীর উপরোধ করিয়া স্মরণ
করি নাই, এতদিন, কৃপাণ গ্রহণ।
তা' না হ'লে চৌহানের হৃদয়-শোণিত
যমুনার নীলজল করিত লোহিত।
রাঠোরসমাজ, কিন্তু, মর্ম্মাহত প্রায়,
কে সবল, কে দুর্ব্বল দেখাইতে চায়,
ছলে, বলে। তাই, দেব! করেছি মন্ত্রণ,
রাজসূয় মহাযজ্ঞ করি উদ্‌যাপন,
ল'ব সার্ব্বভৌমপদ। ভারতমাঝার
কলিযুগে রাজসূয় হয় নাই আর।
পৃথ্বীরাজ যজ্ঞে যদি লয় নিমন্ত্রণ,

কৌশলে উদ্দেশ্য মোর হইবে সাধন।
রাঠোরপ্রাধান্য যদি করে সে স্বীকার,
না রহিবে তার প্রতি বিদ্বেষ আমার।
কিন্তু শুনি লোকমুখে, দগ্ধ ঈর্ষানলে,
না আসিবে দুরাচার রাজসূয়-স্থলে।
প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মোর যজ্ঞ-উদ্‌যাপনে
দিবে বাধা ; তাই, আমি ভাবিয়াছি মনে,
দ্বারপাল-মূর্ত্তি তার করায়ে গঠন
বেত্রকরে সভাস্থলে করিব স্থাপন।
হেরি তারে অন্য দুষ্ট লভিবেক বোধ,
শক্তি থাকে, আসিয়া, সে ল'বে প্রতিশোধ।
বিনা প্রতিবাদে যদি সহে অপমান
কে দুর্ব্বল, কে সবল হইবে প্রমাণ।
করিলাম শ্রীচরণে সব নিবেদন ;
দোষ, গুণ আপনার বিচারে এখন।”

কহিলেন গুরু ;

"দোষ না দেখি তোমার ;
দোষ তাঁর, রাজপুত স্বজিত যাঁহার।
হেন অভিমানী জাতি নাহি এ ধরায়,
ধরে তরবারী, তাই, কথায় কথায়।
কহিলা অনঙ্গপাল "বীর পৃথ্বীরাজ”,
অমনি পরিলে তুমি সমরের সাজ ?
অন্যে তারে প্রশংসিলে তার কিবা দোষ ?
কেন তাহে এ জিঘাংসা, কেন এত রোষ ?
বিশেষতঃ এই মোর সঙ্কট সময়
ভ্রাতৃভেদ, জাতিবৈর উচিত কি হয় ?

গিয়াছিনু হিঙ্গলাজে * তীর্থ-পর্য্যটনে,
শুনিয়া সংবাদ এক শান্তি নাই মনে।
ভারতে তুর্কের রাজ্য করিতে স্থাপন
করিছে মহম্মদঘোরী মহা আয়োজন।
যথা, যথা যবনের আছে অধিকার
চর-মুখে এই বার্ত্তা করেছে প্রচার।
যুদ্ধলাগি হিন্দুস্থানে যাইবে যেজন,
পা'বে জাইগীর, পা'বে মণি-মুক্তাধন,
পা'বে মনোরমা দাসী। ধর্ম্মাচার্য্য যারা
গ্রামে, গ্রামে এই কথা প্রচারিছে তারা;
কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধে মৃত্যু যদি হয়,
অপ্সরা-শোভিত স্বর্গ লভিবে নিশ্চয়। †
ধর্ম্মান্ধ, লালসা-মত্ত, তুর্ক সেনাগণ
আসিতেছে দলবদ্ধ তরক্ষু যেমন।
পাইয়াছে জয়লাভে রক্তের আস্বাদ,
ফিরিবে না, না পাইলে শিরে দণ্ডাঘাত।
কি দুর্দ্ধর্ষ বীর জাতি এই মুসল্‌মান ‡
হয় নাই আমাদের এখন (ও) সে জ্ঞান।

---

* বেলুচিস্থানের অন্তর্গত লা বেলা প্রদেশে অবস্থিত। ইহার অবস্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে;—সিন্ধুনদের মোহানা হইতে ৮০ মাইল পশ্চিমে ও আরব সমুদ্র হইতে ১১ মাইল দূরে * * গিরিমালার প্রান্তভাগে হিঙ্গলাজ অবস্থিত। গিরির শিরোভাগে একটী ভীষণা কালী মন্দির আছে। এই দেবীর জন্য এই স্থান হিন্দুগণের নিকট মহাপীঠস্থান বলিয়া পূজিত। এখানে দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র পতিত হয়।

বিশ্বকোষ, ২২ খণ্ড, ৫৯১ পৃষ্ঠা।

† "and theirs shall be the Houris (Arabic hur) with large dark eyes, like pearls hidden in their shells, in recompense for labours past.

Suratu'l Waqiah (lvi) [illegible] Hughes' Dictionary of Islam P 449.

‡ আমরা এক্ষণে মুসলমানদিগকে আমাদিগেরই ন্যায় হতবীর্য্য ও নিরুদ্যম দেখিতেছি। কিন্তু ভারতবিজেতা কাশিম, মামুদ, মহম্মদঘোরী, কুতব্‌দ্দীন, বাবর, প্রভৃতি মুসলমান বীর দৃঢ়তা, সাহস, উদ্‌যোগিতা প্রভৃতি গুণে এক একজন অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন। সের

আছে বহু দোষ, কিন্তু ইষ্টসিদ্ধি তরে
বাধা, বিঘ্ন, মৃত্যু তারা কিছু নাহি ডরে।
শুনেছ কি সোমনাথ করিতে লুণ্ঠন
করিলা মামুদ পূর্ব্বে কি সুদৃঢ় পণ ?
দূর পথ, মরু মাঝে, নাহি তৃণ, জল ;
ধূ ধূ ধূ ধূ করে শুষ্ক বালুকা কেবল।
ঢালেন মার্ত্তণ্ড সেথা প্রখর কিরণ ;
সোঁ সোঁ সোঁ সোঁ রবে বহে উত্তপ্ত পবন।
বিশুষ্ক কঙ্কাল, পড়ি হেথায় সেথায়,
পথিকের পরিণাম নীরবে দেখায়।
মামুদ, অকুতোভয়, করি দৃঢ়পণ,
বিংশতি সহস্র উষ্ট্র করি আহরণ,
পৃষ্ঠে তার খাদ্য, জল, তাম্বু, অস্ত্র লয়ে
সে দুর্গম মরুপথে চলিলা নির্ভয়ে।
সোমনাথে আসি যবে উপনীত বীর,
মন্দির-রক্ষক এক হইয়া বাহির
কহিল চীৎকার করি ;
"এস না, যবন !
এ পুরী করেন রক্ষা দেব ত্রিলোচন।
প্রাণের মমতা থাকে যাও ফিরি দেশ,
দেবতার কোপে কেন হ'বে ভস্মশেষ।"
মামুদ, সে বৃথা দম্ভ না করি শ্রবণ,
প্রবেশিলা পুরে, করি প্রাচীর লঙ্ঘন।

সার নিকট পরাজয় হইতে সাধারণে দিল্লীশ্বর হুমায়ুনকে দুর্ব্বল ও ভীরু বলিয়া মনে করেন। কিন্তু দুর্গম চম্পানীর গিরিদুর্গের পর্ব্বতগাত্রে কীলক প্রোথিত করিয়া যে তিন শত দুঃসাহসী বীর দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন, এই হুমায়ুন তাঁহাদিগের অন্যতম ছিলেন।
Elphinstone's History of India P. 443.

রক্ষক, পূজক, মিলি, যোড় করি কর,
কহিল কাঁদিয়া "রক্ষ, প্রভো দিগম্বর !" *
কিন্তু না হইলা তুষ্ট দেব আশুতোষ ;
হেরি বহু পাপ প্রভু প্রকাশিলা রোষ।
পরিণাম হ'ল যাহা বিদিত তোমার,
সেই মুসল্‌মান জাতি আসিছে আবার।
কিন্তু মামুদের মত লুণ্ঠনে কেবল
তৃপ্ত না হইবে, এবে, যবনের দল।
হেরি আয়োজন মোর শঙ্কা হয় মনে,
চাহে তারা চিরস্থায়ী রাজ্য সংস্থাপনে।
পুত্র, পৌত্র ক্রমে হেথা করিবেক বাস ;
রাজা হয়ে র'বে তারা, মোরা হ'ব দাস।
উদ্দেশ্য তাদের, বৎস ! সিদ্ধ যদি হয়,
অস্তিত্ব মোদের ক্রমে ঘুচিবে নিশ্চয়।
না থাকিবে জাতি, ধর্ম্ম, গৌরব, সম্মান ;
লুপ্ত হ'বে বেদ, বিধি, দর্শন, বিজ্ঞান।
দ্বেষ, বৈর, অভিমান করি পরিহার
নিজেদের পরিণাম ভাব একবার।
অধিক কি কব আর, দেখহ দু'জনে
দেবী শুভঙ্করী অই, সজল নয়নে,
রহেছেন চাহি যেন। এহেন সময়
অভিমানে ভ্রাতৃভেদ উপযুক্ত নয়।"
নীরবিলা গুরু। রাজা, মহিষী দু'জন
একদৃষ্টে রহিলেন চাহি বহুক্ষণ।

* Briggs' Ferista Vol. I. PP. 68-74. সুবিস্তৃত বলিয়া মূল উদ্ধৃত হইল না

প্রতিমার নেত্র হতে বিন্দু বিন্দু নীর
বোধ হ'ল উভয়ের হ'তেছে বাহির।
ভক্তিভরে মহারাণী লুঠিয়া ভূতলে
করিলেন প্রণিপাত, "ক্ষম, গো মা!" বলে।
কহিলেন জয়চন্দ্র;

"দেবের প্রসাদে
নাহি ভয় যবনের সহিত বিবাদে।
সিন্ধুনদ অতিক্রম করিলে যবন
দেশে পুনঃ ফিরি নাহি যাবে একজন।
করিল মামুদ পূর্ব্বে যত অত্যাচার,
এইবার প্রতিশোধ লইব তাহার।"
নীরবিলা রাজা। গুরু মধুর বচনে
কহিলেন;

শুন, বৎস! বৃথা আস্ফালনে
নাহি ফল। কূপবাসী মণ্ডূকনিচয়
ভাবে বিশ্ব কূপটুকু; আর কিছু নয়।
তেমতি আমরা যত ভারতসন্তান
ভাবি, এ ভারত বিনা নাহি অন্য স্থান।
সভ্যতা, ভব্যতা, নীতি, ধর্ম্ম, ব্যবহারে,
কহি, আমরাই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডমাঝারে।
অপরের গুণ যাহা দেখিতে না পাই,
নিজেদের দোষ যাহা খুঁজিতে না চাই।
শিখি নাই অপরের সমরকৌশল,
বুঝি নাই অপরের অস্ত্র-বাহুবল।
তাই, যুগে যুগে, আসি, বৈদেশিকগণ

করিয়াছে পদাঘাত, লুটিয়াছে ধন।*
বীরত্বে, সাহসে কিম্বা শারীরিক বলে
না ছিলেন ন্যূন পুরু। সমরকৌশলে
কিন্তু তাঁরে পরাজিয়া বীর সিকন্দর
স্থাপিল যবনরাজ্য আর্য্যবক্ষ'পর। †
রাজা জয়পাল, ‡ তথা বীরেন্দ্র দাহির
না ছিলা বিক্রমহীন এই দুই বীর।
তবু কেন পরাজিত হইলা সমরে
দেখেছ কি, একবার, বিচারি অন্তরে ?
মুসল্‌মান হ'তে হিন্দু বীর্য্যে ন্যূন নয়,
কিন্তু বীর্য্যমাত্রে লভ্য নহে যুদ্ধজয়।
শৃঙ্খলায়, দৃঢ়তায়, ধৈর্য্যে, আয়োজনে
শ্রেষ্ঠ যারা, জয়লাভ করে তারা রণে।
আমাদের সৈন্য, শুনি আদেশ রাজার,
লাঙ্গল ছাড়িয়া আসি ধরে তরবার।
যে অশ্ব গৃহের কার্য্যে পৃষ্ঠে ভার বয়,
সেই অশ্বে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হয়।

* মহম্মদ ঘোরীর পূর্ব্বে দরায়ুস, সিকন্দর, সিলিউকস, কাসিম, সবুক্তজীন, মামুদ প্রভৃতি বৈদেশিক বীর বহুবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। শক হূণদিগের আক্রমণ যে কতবার ঘটিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই।

† What it (Alexander's force) lacked in numbers was compensated for by its perfect mobility and the genius of its general.

V Smith's Early History of India p. 95.

Looked at merely from the soldier's point of view, the achievements wrought in that brief space of time are marvellous and incomparable. The strategy, tactics, and organisations of the operations give the reader of the story the impression that in all these matters perfection was attained.

Ibid p 118.

‡ জয়পাল লাহোর প্রদেশের অধিপতি। মামুদের নিকট পরাজিত হইয়া ক্ষোভে চিতারোহণ করিয়াছিলেন।

কুঠার, খনিত্র, যষ্টি সম্মুখে যা' পায়,
তাই লয়ে মহোৎসাহে যুদ্ধ-আশে ধায়।
জয়লাভে হয় তারা প্রদীপ্ত অনল,
পরাজয়ে হয়, ক্ষণে, তুষার-শীতল।
এ হেন সৈনিক, হেন রণসজ্জা লয়ে
কেমনে করিছ আশা বল যুদ্ধজয়ে?
সত্য বটে, দৈব যদি হন অনুকূল,
পর্ব্বত বিচূর্ণ করে ঈষিকার মূল।
কিন্তু, বৎস! স্বজাতির স্মরি ব্যবহার,
বল, দৈববলে আশা আছে কি তোমার?
পাপাচারে আমাদের পাছে চক্রধর
হন প্রতিকূল, মোর চিন্তা নিরন্তর।
কাব্যের কল্পনা, স্বপ্নলব্ধ সুখ লয়ে
থাকিও না, বৎস! যেন ভ্রান্ত, মুগ্ধ হয়ে।
সুদর্শন, পাশুপত নাহি পা'বে আর,
রণস্থলে দেখা নাহি পা'বে দেবতার।
পদব্রজে, হিঙ্গলাজে করিয়া গমন,
ঘোরীর দুর্গম রাজ্যে করেছি ভ্রমণ।
বুঝিয়াছি যবনের ধর্ম্ম, রাজনীতি,
দেখিয়াছি তাহাদের সমরের রীতি।
ব্যূহসন্নিবেশে, তথা, বাহিনী-চালনে,
আক্রমণে, নিষ্ক্রমণে, পশ্চাৎ-ধাবনে
দক্ষ তারা। দৃঢ়পণে, ক্ষিপ্রকারিতায়
শ্রেষ্ঠ আমাদের হ'তে; নেতার আজ্ঞায়
চলে যন্ত্রসম। অস্ত্রে, রণ-তুরঙ্গমে
বহুগুণে শ্রেষ্ঠ; বৎস! পড়িও না ভ্রমে

শত্রুরে উপেক্ষা করি। চলিবে না আর,
রণে মুষ্টামুষ্টি, হল-মুসল-প্রহার।*
গুরু আমি তব, মোর শুন উপদেশ,
ভুলে যাও অভিমান, জিঘাংসা, বিদ্বেষ।
সম্মিলিত হও বীর পৃথ্বীরাজ সনে,
শিখাও সংগ্রাম-নীতি মিলি দুই জনে
রাঠোর-চৌহান-দলে। যদি হুতাশন
মিলে বায়ুসনে, তারে কে করে বারণ?
আত্মীয়-কলহে যদি তৃপ্তি এত হয়,
করিও পশ্চাতে; এবে, উপযুক্ত নয়।
হিন্দু হ'ক, বৌদ্ধ হ'ক, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ
এ সময় রক্ষা নাই বিনা সম্মিলন।
যথা প্রিয়শিষ্য তুমি, তথা পৃথ্বীরাজ,
ভেদ নাহি হেরি আমি উভয়ের মাঝ।
কিন্তু স্পষ্টবাদে, বৎস! করিও না রোষ,
তোমার(ই) হেরি আমি সমধিক দোষ।
যোগ্যতর যদি তারে কহে কোন জন
কি দোষ তাহার? কোপ কেন অকারণ?
কনোজ সদৃশ দিল্লী নহেকি প্রাচীন?
পাণ্ডবের রাজধানী কিসে বল হীন?
রাঠোর-প্রাধান্য মানি লইবে চৌহান,
এ বাসনা কেন তুমি মনে দিলে স্থান?
দিল্লীশ্বরে অপমান করি অকারণ
কেন জ্বালাইবে সর্ব্বগ্রাসী হুতাশন?

* বলরাম যুদ্ধে হল ও মুসল ব্যবহার করিতেন এবং তাহার দ্বারাই শত্রুর অধৃষ্য হইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে।

কি করিলা যুধিষ্ঠির প'ড়েনা কি মনে ?
সমাপিলা যজ্ঞ, তুষি রাজা দুর্য্যোধনে।
অগ্রে যদি হ'ত কুরুক্ষেত্র আয়োজন
তা'হ'লে কি হ'ত রাজসূয় উদ্‌যাপন ?
যাব আমি, পৃথ্বীরাজে কহিব বুঝায়ে,
গুরু আমি. দুই হাতে ধরিব দু'ভায়ে।
ভ্রাতৃভেদে কভু কার(ও) হয় নাই হিত,
উভয়ে পাইবে ধ্বংস, জানিও নিশ্চিত।"
স্তব্ধ গুরু। জয়চন্দ্র রহিলা নীরবে ;
হেরি মহিষীরে গুরু কহিলেন তবে।
"কেন, মা.! নীরব তুমি ? সতী বিনা আর
বুঝা'তে পতিরে, বল, শক্তি আছে কার ?
এসেছে হিন্দুর মহা সঙ্কট সময়,
হিন্দুনারী মৌনে র'বে উপযুক্ত নয়।"
কহিলা মহিষী ;
"আমি হীনবুদ্ধি নারী ;
রাজধর্ম্ম, রাষ্ট্রনীতি কি বুঝিতে পারি ?
কেমনে বুঝাব তাঁরে.? কিছু শিখি নাই ;
যা করেন মহারাজ জানি ভাল তাই।
একটী জিজ্ঞাস্য মাত্র আছে শ্রীচরণে,
কহিতেছি ; ক্ষমা মোরে করুন দু'জনে।
রাজসূয় অন্তে, য'বে হ'বে স্বয়ংবর,
পা'বেত সংযুক্তা তার যোগ্য প্রাণেশ্বর ?
সুখীত হইবে বাছা ? এই মাত্র চাই ;
অন্য যা' ঘটুক, মোর কথা তাহে নাই।
হাসিয়া কহিলা গুরু ;

"শুন, রাজেন্দ্রাণি!
কি ঘটিবে ভবিষ্যতে নাহি আমি জানি।
করুন মঙ্গল তার দেবী শুভঙ্করী,
পা'ক মনোমত বর সংযুক্তাসুন্দরী;
করি এই আশীর্ব্বাদ। কিন্তু দুইজন
বল মোরে, বুঝেছ কি সংযুক্তার মন?
কারে ভালবাসে বালা?

কহিলা নৃপতি;
"কি ফল বুঝিয়া, দেব! সংযুক্তার মতি?
আসিবেন বহু নৃপ স্বয়ংবরস্থলে,
যারে ইচ্ছা, বরমাল্য দিবে তার গলে।"

কহিলেন গুরু;

তুমি চেন নাই তারে;
দিবেনা সে মাল্য কভু অপর কাহারে,
বিনা তার প্রিয়তমে। তুষার-শীতল
বহির্দ্দেশ তার, কিন্তু সুতীব্র অনল
আছে অন্তর্লীন প্রাণে। তুমি তার পিতা,
সে অনলে দগ্ধ নাহি করিও দুহিতা।
জানিছেন দেবী, হ'বে কি যে পরিণাম
কার্য্যের তোমার। এবে গত মধ্যযাম
রজনীর; জাগরণে কেন আর ক্লেশ?
যাও ফিরি গৃহে, ভুলি অভিমান, দ্বেষ।
স্বদেশ, স্বধর্ম্ম বাঞ্ছা থাকে রক্ষিবার
এক পন্থা প্রেম, নাহি অন্য পন্থা আর।
প্রণমিয়া রাজা, রাণী গুরুর চরণে
ফিরিলেন পুরে পুনঃ শিবিকারোহণে।

পঞ্চম সর্গ।

সমাপিয়া রাজকাজ
অপরাহ্নে পৃথ্বীরাজ
বসেছেন বিরাম-উদ্যানে ;
চারিদিকে মনোলোভা
ধরেছে অপূর্ব্ব শোভা
প্রকৃতি দিবস-অবসানে।
পশ্চিমে ডুবিছে রবি,
আরক্ত কাঞ্চন ছবি,
নভঃপ্রান্তে কিরণের ঘটা ;
আরঞ্জিয়া মেঘস্তর
ছড়ায়েছে রবিকর
নীল, পীত, লোহিতের ছটা।
নতোন্নত শ্যামক্ষেত্র
হেরি তৃপ্ত হয় নেত্র,
গ্রামপার্শ্বে সহকার-কুঞ্জ ;
কোথা প্রলম্বিত জট
শোভে মহাকায় বট,
পলাশ, বাবুল পুঞ্জ, পুঞ্জ।
উড়ায়ে পথের ধূলি
ফিরে ধেনু বৎসগুলি,
গোষ্ঠ হ'তে গ্রাম অভিমুখে ;
কূপ হ'তে তুলি জল
ফিরে কুলবালাদল,
পরস্পর কথা কহি সুখে।

আশ্রয়-তরুতে আসি
কত সুমধুর-ভাষী
　　　　বিহগ তুলিছে কলরব ;

দাঁড়ায়ে যমুনাজলে
কোথাও বা বিপ্রদলে
　　　　পড়িছেন সায়ংসন্ধ্যা-স্তব।

গন্ধ ঢালি সমীরণে
ফুল ফুটে উপবনে,
　　　　আকাশেতে উঠে তারাদল ;

পূর্ব্বদিকে পরকাশ
ক্রমে চন্দ্রমার হাস,
　　　　জ্যোতির্ম্ময় যমুনার জল।

দূরে, দেবালয় মাঝে,
সঘনে দুন্দুভি বাজে,
　　　　সমারব্ধ সন্ধ্যার আরতি ;

শ্রবণে পশিল শব্দ,
নৃপতি রহেন স্তব্ধ.
　　　　পূজাশেষে করেন প্রণতি।

দক্ষিণেতে নৃপতির
দিব্যকান্তি, মহাবীর
　　　　গোবিন্দ ভূপের সহোদর ; *

* ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাসে এই নাম সম্বন্ধে পার্থক্য দেখা যায়। তবকাৎ ই নাসিরীর অনুবাদক মেজর রাভার্টী লিখিয়াছেন ;—All the Mahammadan historians and three Hindu chronicles agree in the statement that this person styled Gobind by some and Khandi by others was Pithora's (Prithwiraj's) brother and that he was present in both battles and killed in the last. Foot note p. 460.

বামে, নতশির হয়ে,
দাঁড়াইয়া সবিনয়ে
রাজভট্ট চাঁদ কবিবর। *
চিন্তাযুক্ত নররাজ
ভাবেন হৃদয় মাঝ,
কি করি এ সঙ্কট সময়ে ;
চৌহানের যশোমান
করিব কি বলিদান,
এত দিনে, রাঠোরের ভয়ে ?
কি ভাবিবে প্রজাগণ,
কি বলিবে বন্ধুজন,
কাপুরুষ গণিবে আমায় ;
গৌরব, বিক্রম, বল
সব যাবে রসাতল ;
হে বিধাতঃ! একি হ'ল দায়!
যদি করি হানাহানি
মরিবে অসংখ্য প্রাণী,
বৃথা কাজে হ'বে বলক্ষয় ;
সদলে যবনগণ
করে যদি আক্রমণ
নিশ্চিত ঘটিবে পরাজয়।
যদি উদাসীন হয়ে
থাকি অপমান সয়ে
সংযুক্তার মনে হবে জ্ঞান,

* সুপ্রসিদ্ধ পৃথ্বীরাজরাসো-প্রণেতা মহাকবি চন্দ বরদাই। পৃথ্বীরাজের অন্যতম সভাসদ, সুহৃদ এবং রাজকবি।

বুঝি কোন অপরাধে
আমি তার চির সাধে
না করিনু যোগ্য প্রতিদান।
রয়েছে সে আশালয়ে,
নির্ম্মম, নিষ্ঠুর হয়ে,
আমি যদি ভুলে থাকি তায়,
বিষম বেদনা পা'বে,
শুকায়ে ঝরিয়া যাবে,
হিমপাতে নলিনীর প্রায়।
আরাধ্যা দেবতা সম
যে প্রতিমা নিরুপম
সংগোপনে করেছি পূজন,
শিরে করি দণ্ডাঘাত
কোন্ প্রাণে ভূমিসাৎ
করিব তা' থাকিতে জীবন।
বিধির বিধান যাহা
অবশ্য ঘটিবে তাহা,
কার সাধ্য রোধ করে তায়,
দেখি, কিবা কহে চাঁদ,
আনি দেয় কি সংবাদ ;
গোবিন্দের বুঝি অভিপ্রায়।
এত ভাবি কবিবরে
সম্বোধি মধুর স্বরে
নরপতি কহেন হাসিয়া ;
"বল, চাঁদ ! যেই কাজে
আছিলে কনোজ মাঝে,
কি তাহার আসিলে সাধিয়া ?

রাজসূয় আয়োজন
হ'য়েছে কি সম্পূরণ ?
যজ্ঞান্তে কি হ'বে স্বয়ংবর ?
ক্ষত্রকুলে যত বীর
সবাই কি নতশির
হইয়াছে, ভারত ভিতর ?
ভাট করযোড়ে কয় ;
"জয় মহারাজ জয় !
চির দিন থাকুন কুশলে ;
সংগ্রামে বিজয় হ'ক,
প্রজাগণ সুখে র'ক,
কীর্ত্তিকথা রটুক ভূতলে।
কনোজপুরীতে গিয়া
এসেছি যা' নিরখিয়া
রাজপদে করিব জ্ঞাপন ;
মিলি যুবরাজ সনে,
যুক্তি করি সংগোপনে,
করুন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ।
পেয়ে রাজ-নিমন্ত্রণ,
হেরিলাম, নৃপগণ
সমাগত কনোজের মাঝে ;
কেহ ভোজ্য-বিতরণে,
অভ্যর্থনে, আবাহনে
নিয়োজিত এক এক কাজে।
অনাগত দিল্লীশ্বর
শুনি ইহা নৃপবর
মূর্ত্তি তব করি নিরমাণ

রেখেছেন দ্বারদেশে,
সাজায়ে প্রহরিবেশে,
করে বেত্র করিয়া প্রদান।
উল্লাসে রাঠোর যত
ব্যঙ্গ করিতেছে কত,
কি তার বর্ণিব, নরেশ্বর !
নিদারুণ শেল সম
বিঁধিয়াছে কর্ণ মম,
বিদারিত করেছে অন্তর।”
হাসি ক’ন নরপতি ;
“কেন এত লঘুমতি
হ’লে, চাঁদ ! প্রাচীন বয়সে ?
পুরুষ ত বলি তাঁয়,
স্থির, ধীর রাখে যাঁয়
স্তুতি, নিন্দা, বিষাদ, হরষে।
করি মোর অপমান
যদি তাঁর বাড়ে মান
বাড়ুক, কি ক্ষতি মোর তায় ?
অন্য যা’ সংবাদ আছে
বল, এবে, মোর কাছে,
যা’ব কি না বিবাহ-সভায়।
দেখেছ কি সংযুক্তায় ?
কি বলেছে সে তোমায় ?
মোর কথা বলেছ কি তারে ?
সখী তার প্রিয়ব্রতা
বড় মোর অনুগতা,
বল, সে কি বলেছে তোমারে ?”

ভাট সবিনয়ে বলে ;
"মহারাজ! আঁখিজলে
সংযুক্তা ভাসিছে নিশিদিন ;
কৃষ্ণপক্ষে শশী সম
সে সৌন্দর্য্য নিরুপম,
হেরিলাম, হইয়াছে ক্ষীণ।
তুষিতে সুতার মন
গীত-বাদ্য-আয়োজন
ভূপতির আছিল আদেশ ;
সুযোগ বুঝিয়া আমি,
শুন, পাণ্ডুরাজ্য-স্বামী!
রাজপুরে করিনু প্রবেশ।
বীণায় তুলিয়া তান
গাইনু সমরগান,
চন্দেল্লরাজের পরাজয় ;
খুলি নিজ কণ্ঠহার
দিল বালা পুরস্কার,
গান শুনি প্রফুল্ল হৃদয়।
দেখাইতে, মহারাজ!
সে হার এনেছি আজ"
শুনি ভূপ লইয়া আদরে
এক দৃষ্টে বহুক্ষণ
করি তাহা দরশন
রাখিলেন হৃদয় উপরে।
ভাট পুনঃ নমি কয় ;
"বুঝিয়াছি সুনিশ্চয়
তোমাগত সংযুক্তার মন,

মোর কাছে বার বার
বলিয়াছে সখী তার
স্বয়ংবরে করিতে গমন।
লক্ষ্মী চান নারায়ণে,
ত্রিনয়না ত্রিনয়নে,
তাই বালা চাহে আপনারে ;
নিজ বলাবল গণি
করুন্ তা', নৃপমণি !
যাহা হয় উচিত বিচারে।"
ভাটেরে বিদায় করি,
গোবিন্দের কর ধরি,
কহিলেন তবে পৃথ্বীরাজ ;
"সখা, মন্ত্রী, তুমি ভাই !
বিচারিয়া বল তাই,
এ সঙ্কটে কি কর্ত্তব্য আজ।
কৈশোর হইতে প্রাণ
তারে যে করেছি দান
জান তুমি ; অন্যে জ্ঞাত নয় ;
সরলা, বিমুগ্ধচিতা,
সোহাগেতে পুলকিতা,
সেও মোরে সঁপেছে হৃদয়।
ভাই ! তব পড়ে মনে,
পূজা-যজ্ঞ-নিমন্ত্রণে
আজমীরে আসিত সে যবে,
কি আনন্দ-পারাবারে
ডুবিতাম হেরি তারে ;
যেত দিন নিত্য নবোৎসবে।

আজমীরস্থিত তারাশৈল।
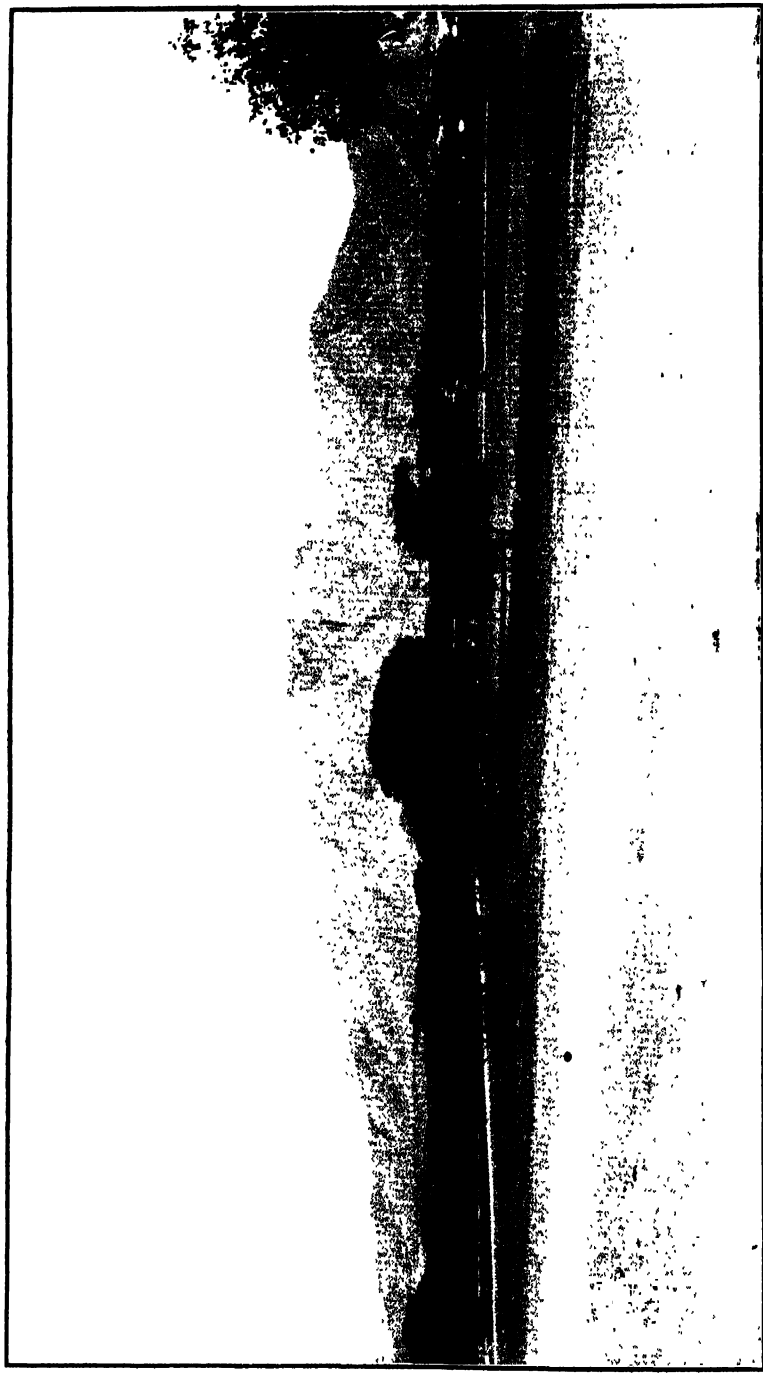
লয়ে তারে তরী'পরে
কভু আনাসরোবরে *
করিতাম আনন্দে বিহার ;
তুলি মৃদু কল কল
নাচিত সরসী-জল,
ঊর্ম্মিমালা করিয়া বিস্তার।
হরি বনফুলগন্ধ,
সন্ধ্যানিল, মন্দ মন্দ,
কাঁপাইত অলক তাহার ;
জ্যোছনা পড়িত মুখে,
নিরখি, নিরখি সুখে
তৃপ্তি মনে না হ'ত আমার।
কভু তার ধরি কর,
তুলি তারাগিরি'পর, †
ফুলে ভরি দিতাম আঁচল ;
কভু শিলাতলে বসি,
ধরি ধনু, লয়ে অসি,
দেখাতাম সমর-কৌশল।

* আজমীরস্থিত প্রসিদ্ধ আনাসাগর। পৃথ্বীরাজের পিতামহ, কাহারও কাহারও মতে প্রপিতামহ, আর্ণোজী একটী গিরিস্রোতকে আবদ্ধ করিয়া সরোবরে পরিণত করিয়াছিলেন। উত্তরকালে এই আনাসাগর মোগল বাদসাহদিগের প্রিয় বিহারক্ষেত্র হইয়াছিল। সাহজহানের নির্ম্মিত শ্বেতপ্রস্তরময় প্রাসাদ এখনও ইহার কূলে বর্ত্তমান আছে। জ্যোৎস্নালোকে আনাসাগর অতি মনোহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করে।

সুপ্রসিদ্ধ কেন (Caine) সাহেব ইহাকে ভারতবর্ষের মধ্যে one of the loveliest tanks বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

† আজমীরের স্বনামখ্যাত তারাগড়শৈল। ইহার উপর অবস্থিত চৌহানদিগের নির্ম্মিত দুর্গ এখনও বর্ত্তমান আছে।

অব্যর্থ আমার শর *
হেরি, মোর ধরি কর,
কখন সে কহিত হাসিয়া,
যেন তার স্বয়ংবরে
বিনা লক্ষ্যভেদ করে
কেহ তারে না ল'ন আসিয়া।
তখন না ছিল রোষ,
নাহি ছিল অসন্তোষ,
মাতৃস্বসা, তাই, কতবার,
উভয়েরে সম্বোধিয়া,
কহিতেন শুনাইয়া,
"যোগ্য মোরা দোঁহে দোঁহাকার।"
দিল্লী লয়ে হ'ল বাদ,
ঘুচে গেল সব সাধ,
না হইল বাসনা পূরণ ;
কিন্তু একসূত্র দিয়া
বাঁধা আছে দুই হিয়া ;
অচ্ছেদ্য সে অদৃশ্য বন্ধন।
চিনি আমি ভাল তারে,
না বরিবে অন্য কারে,
দেহে বালা থাকিতে জীবন ;
চির ব্রহ্মচর্য্য লয়ে
র'বে সে অনূঢ়া হয়ে,
বুদ্ধভক্তা ভিক্ষুণী যেমন।

* পৃথ্বীরাজের শরচালনায় এরূপ অসাধারণ দক্ষতা ছিল যে, কেবল শব্দমাত্র শুনিয়া তিনি লক্ষ্যভেদ করিতে পারিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

শুনিলে ত সব, ভাই!
কর্ত্তব্য যা', বল তাই,
বিচারিয়া যুক্তি কর দান;
এক দিকে বলক্ষয়,
সম্মিলিত শত্রু-ভয়,
অন্যদিকে প্রেম, সুখ, মান।"
নীরবিলা নরপতি;
গোবিন্দ, করিয়া নতি,
কহিলেন; "কি চিন্তা, নৃমণি!
তুমি গোবিন্দের ধর্ম্ম,
তুমি তীর্থ, পুণ্য-কর্ম্ম,
তব বাক্য ইষ্টমন্ত্র গণি।
কর তুমি আজ্ঞাদান,
লইব দুষ্টের প্রাণ,
কনোজ করিয়া আক্রমণ;
তব প্রতিমূর্ত্তি যথা
কাটি শির, স্থাপি তথা,
বলিরূপে করিব অর্পণ।
যজ্ঞ করি লণ্ড ভণ্ড
রাঠোরেরে দিব দণ্ড,
সংযুক্তারে আনিব ধরিয়া;
কি ভাবনা, মহাপাল!
সুখে যাপিবেন কাল,
তাঁর সাথে, বিবাহ করিয়া।
থাকুন দাহিমী সতী,
শশিব্রতা, ইন্দ্রাবতী *
যোগ্যা পত্নী সংযুক্তা তোমার;

---

* পৃথ্বীরাজের অপরা পত্নীগণ।

রাধা বিনা ঘনশ্যাম
কে না জানে শূন্যবাম,
থাকুন সহস্র গোপী তাঁর ?”
ধরিয়া ভ্রাতার করে
পৃথ্বীরাজ স্নেহভরে
কহিলেন, “তুমি মহাবীর,
এ তব অসাধ্য নয়,
কনোজ করিতে জয়
পার তুমি, কিন্তু হও স্থির।
আমারে প্রহরিবেশে
রাখি যদি দ্বারদেশে
হয় তাঁর গৌরব প্রচার,
হ’ক্ ; কিবা ক্ষতি তায় ?
মানীর না মান যায়,
প্রতিমূর্ত্তি লাঞ্ছিলে তাহার।
সংযুক্তা আমার তরে
আছে সত্য প্রাণ ধরে,
কিন্তু আমি নিজ সুখ তরে,
বৃথা করি বলক্ষয়
রাজ্য, ধর্ম্ম সমুদয়
দিব শেষে ম্লেচ্ছের কি করে ‘
জানেন অন্তরযামী,
কি নৈরাশ্যে, ভাই ! আমি
কহিতেছি এ কথা তোমায় !
সুযুক্তি এখন যাহা
ভেবে, বুঝে বল তাহা,
তুমি মোর ভরসা, সহায়।

শুনি যবনের চরে
জয়চন্দ্র ঈর্ষাভরে
করেছেন কনোজে আহ্বান ;
আছে গুপ্ত অভিসন্ধি
আমারে করিয়া বন্দী
ঘোরীরে করিতে দিল্লী দান।”
গোবিন্দ গম্ভীর স্বরে
জিজ্ঞাসিলা নৃপবরে
“কি আজ্ঞা হইল, দাদা! আজ ?
রাঠোর-যবন-ভয়ে
দিল্লীশ্বর ভীত হয়ে
ত্যজিবেন ক্ষত্রিয়ের কাজ ?
খর যদি বৃষ সনে
সন্ধি করি সংগোপনে
যুঝিবারে করে অভিলাষ,
তা’ হলে কি পশুরাজ
ভুলে যান নিজ কাজ ?
ফেলি দেন আপনার গ্রাস ?
সত্য বটে মাল্যদান
হয় নাই ; কিন্তু প্রাণ
বিনিময়ে বাঁধা দোঁহাকার ;
বুঝেছে সংযুক্তাসতী,
তুমি মাত্র তার পতি,
মানস-মহিষী সে তোমার।
তবে, দাদা! তুমি তারে
কোন্ ধর্ম্ম অনুসারে
বল, এবে, থাকিবে ভুলিয়া ?

রুক্মিণী ডাকিলা যবে
নারায়ণ, বল, তবে,
ছিলেন কি বিস্মৃত হইয়া ?
যদি নিজ অপমান
হয় তব তুচ্ছ জ্ঞান,
প্রজাগণে কিন্তু, বল, বীর !
সক্ষম, সবল হয়ে,
বৃথা অপমান সয়ে,
উচিত কি করা নতশির ?
তুমি জ্ঞানী, নৃপবর !
সব তব সুগোচর,
আমি কিবা বুঝাব তোমায় ?
রাঠোরের বীরগর্ব্ব
যদি নাহি হয় খর্ব্ব
চৌহানের বাঁচা হ'বে দায়।"
গোবিন্দেরে বক্ষ'পর
ধরি হর্ষে নৃপবর
কহিলেন, করি আলিঙ্গন ;
"তব বাক্য সত্য, বীর !
করিলাম মনে স্থির,
স্বয়ংবরে করিব গমন।
মনোমত সেনা লয়ে
থাকহ প্রস্তুত হয়ে,
ছদ্মবেশে যাইব দু'জনে ;
যুক্তি ভাবিয়াছি যাহা,
কহিব তোমারে তাহা,
যথাকালে, অতি সংগোপনে।"

"যে আজ্ঞা, নৃমণি" ! বলি
গোবিন্দ গেলেন চলি,
পৃথ্বীরাজ যান নিজস্থান।
উচ্চে সিংহদ্বার 'পরে
"জয় পৃথ্বীরাজ" স্বরে
বাজে বাঁশী ইমনকল্যাণ।

ষষ্ঠ সর্গ।

এখন(ও) অরুণ-রাগ পূরব আকাশ
করে নাই আরঞ্জিত ; তরুকুঞ্জ হ'তে
উঠে নাই বিহগের কলকণ্ঠ ধ্বনি ;
বহেনি প্রভাতানিল, জাহ্নবী-সলিলে
স্নানস্নিগ্ধ। কিন্তু তবু সুপ্তোত্থিতা আজ
বিশাল কনোজপুরী। গৃহে, পথে, ঘাটে
উঠিতেছে কলরব। বর্ত্তি শত শত,
সহস্র সহস্র দীপ জ্বলে নানাস্থানে ;
প্রবুদ্ধ নগরবাসী। প্রহর-বিগমে,
রাজসুতা সংযুক্তার হ'বে স্বয়ংবর ;
ব্যস্ত তাই পৌরজন। রাজপুরী মাঝে
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য। দাস, দাসী যত,
সুসজ্জিত নববেশে, প্রফুল্ল অন্তরে,
রত নিজ নিজ কার্য্যে। রক্ষক, প্রহরী,
শূল, অসি, গদা করে, দাঁড়াইছে আসি
আপন আপন স্থানে। চলে রাজপথে
অশ্ব, গজ, পদাতিক। বাড়িছে জনতা,
আলোক-সঞ্চার সহ। ক্রমে দিনমণি,
লোহিতচন্দন-লিপ্ত, স্নাত কলেবর,
হেরিতে কৌতুক, শির তুলিলা আকাশে।

বিস্ময়ে নগরবাসী হেরিলা প্রভাতে
সুসজ্জিতা তরী এক, রাজহংসাকৃতি,
ভাসিছে জাহ্নবী-বক্ষে। কারুকার্য্যময়

শোভে কক্ষ তরী মাঝে। কৌষেয় বসন
যবনিকাকারে তার প্রলম্বিত দ্বারে ;
ঝালরে মুকুতাপাঁতি। তরঙ্গ-কম্পনে
উঠিছে পড়িছে তরী, নাচে যেন সুখে।
লোহিত পতাকা এক ত্রিশূল-অঙ্কিত
উড়ে সে তরণী-শিরে। দৃঢ় কলেবর
বহিত্রবাহক তাহে পঞ্চাশৎ জন
বসি নিজ নিজ স্থানে। মধুর সঙ্গীত
উঠে সে তরণী হ'তে। সুবেশা কিঙ্করী
ব্যজনী লইয়া করে আছে দাঁড়াইয়া ;
মালা লয়ে আছে দাসী। শয্যা ঊর্ণাময়
প্রসারিত কক্ষ মাঝে। দিব্য উপাধান,
তাম্বূলকরঙ্ক, পুষ্প, অগুরু, চন্দন,
প্রসাধন-দ্রব্য কত, নির্ম্মল মুকুর,
কঙ্কতিকা, গোরোচনা, অলক্তক আদি
রহিয়াছে, যথা স্থানে, যতনে সজ্জিত।

বিচিত্র পতাকাধারী শত অশ্বারোহী,
সহস্র পদাতি সহ, গঙ্গাতীর হ'তে
স্বয়ংবর সভা যথা, পথের দু'পাশে,
দাঁড়াইয়া স্থিরভাবে। ভীম কলেবর,
লৌহবর্ম্মাবৃত দেহ, দীর্ঘ শূল করে ;
পৃষ্ঠে যুগ্ম তূণ, স্কন্ধে বিলম্বিত ধনু।
উষ্ণীষ কাঞ্চনময় ঝলসয়ে আঁখি
তরুণতপন-করে ; চমকে চপলা
প্রলম্বিত, কোষমুক্ত কৃপাণ-ফলকে।

কার এ তরণী, কার এ হেন সৈনিক,

সবিস্ময়ে, পুরবাসী কহে পরস্পরে।
জিজ্ঞাসিলে কেহ মাত্র পায় প্রত্যুত্তর,
অবোধ্য ভাষায় ; কহে "মালায়ালায়ম।" *
বলে লোক ; "আসিয়াছে রাজ-নিমন্ত্রণে
আসমুদ্র হিমাচল ; কেবা চিনে কারে ?"
প্রাসাদ সম্মুখে শোভে সমতল ভূমি,
শ্যাম শষ্পাবৃত ; তাহে স্তম্ভ দারুময়,
কুসুমে, পল্লবে, ফলে আপাদভূষিত,
দাঁড়াইয়া সারি সারি ; শিরে চন্দ্রাতপ
খচিত কাঞ্চন-সূত্রে। তন্দ্রাতপ হ'তে
সুবর্ণ শৃঙ্খলে বদ্ধ স্ফটিক আধারে
শোভে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, সদ্যঃপ্রস্ফুটিত,
সৌরভে পূরিয়া সভা। নিম্নদেশে তার
সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত রেখাকারে পথ
রহিয়াছে প্রসারিত ; সলিল-সিঞ্চনে
স্নিগ্ধ, ধূলিকণাশূন্য। পথের দু'পাশে,
সম অন্তরালে, রত্ন কাঞ্চনে খচিত
শোভিছে আসনশ্রেণী। সুবেশ কিঙ্কর
দাঁড়ায়ে আসন পার্শ্বে। কার(ও) করে শোভে
সুবর্ণ ভৃঙ্গার, পূর্ণ শীতল সলিলে
কর্পূরবাসিত। কেহ ধরেছে ব্যজনী
রচিত ময়ূরপুচ্ছে ; ধবল চামর
লয়ে দাঁড়াইয়া কেহ ; উষীর, চন্দন
কার(ও) হাতে স্বর্ণপাত্রে। প্রতি চতুষ্পথে,

* পাণ্ড্যরাজ্যের অর্থাৎ বর্ত্তমান মাদুরা, টিনাভেলি প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যস্থিত প্রদেশের ভাষা।

ধূপদানে পুড়ে ধূপ ; কস্তূরী, চন্দন
রক্ষিত সুবর্ণাধারে। ঘিরি সভাস্থল
অশ্বারোহী, পদাতিক বেড়ায় নীরবে।
বৈতালিক গায় গীত ; উঠে বেদধ্বনি ;
বাজে বেণু, বাজে বীণা মধুর নিক্কণে।
সভামধ্যস্থলে শোভে মঞ্চ শিলাময়।
আসীন সে মঞ্চ'পরে, দিব্য সিংহাসনে,
মহারাজ জয়চন্দ্র সার্ব্বভৌম-বেশে ;
গলে পুষ্পমাল্য, যজ্ঞ-বিভূতি ললাটে,
বর্ত্তুল মুকুতা মালা শোভে বক্ষস্থলে,
মাণিক্য কিরীট শিরে, রাজদণ্ড করে।
দক্ষিণে ভূপের, বসি স্বতন্ত্র আসনে,
রাজগুরু তুঙ্গাচার্য্য প্রশান্ত মূরতি।
পাত্র, মিত্র, সভাসদ ঘিরিয়া চৌদিকে।
একে একে ভট্টগণ জানাইছে আসি
সমাগত কোন্ রাজা। মধুর বচনে
কহিছেন মহারাজ নিরূপিত স্থানে
বসাইতে প্রতিজনে। হেনকালে দূত
কহিল আসিয়া এক ;
"প্রণিপাত, দেব !
এসেছেন দ্বার দেশে পাণ্ডুরাজ্যেশ্বর ;
কোথায় আসন তাঁর ? কহিলেন তিনি,
আসিয়াছি যোদ্ধৃবেশে ; বেশ-বিন্যাসের
পাই নাই অবকাশ দূর পর্য্যটনে ;
নাহি ইচ্ছা প্রবেশিতে সভার মাঝারে ;
রহিব এখানে, যদি হয় অনুমতি।"

• কুঞ্চিত ললাট ভূপ কহিলেন ধীরে ;
"পাণ্ডুরাজ্যেশ্বর ! ভট্ট ! পাণ্ডুরাজ্য কোথা ?"
বিনয়ে কহিল ভট্ট
"আছে, মহারাজ !
চের, চোল, পাণ্ড্যরাজ্য সুদূর দক্ষিণে।
কিন্তু হীন ক্ষত্র তারা ; আদান, প্রদান
নাহি তাহাদের সাথে ; প্রভুর যা রুচি।"
"হীন ক্ষত্র" ?
সবিস্ময়ে কহিলা নৃমণি ;
"কিবা প্রয়োজন তবে আনি সভা মাঝে ?
থাকুন বাহিরে, তাঁর যথা অভিরুচি ;
কহিও, সাক্ষাৎ হবে স্বয়ংবর পরে।"
বিদায় লইলা দূত। সমাগত ক্রমে
মালব, গুর্জ্জর, সিন্ধু, সুরাষ্ট্র, কাশ্মীর
নানা দেশ হ'তে যত ক্ষত্র নরপতি ;
কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ রথোপরে ;
সঙ্গে ভৃত্য, পরিজন। আদরে সবারে
বসাইছে যথাস্থানে পাত্র-মিত্রগণ।
কেহ যুবা, বৃদ্ধ কেহ, শিরে শুক্ল কেশ,
দন্ত বিগলিত ; কিন্তু ঘোচেনি লালসা ;
এসেছেন বরবেশে। সুরূপ, সুন্দর
বহুজন ; কেহ কৃষ্ণ, পিঙ্গল কেহ বা।
নানারূপ বেশ ভূষা ; শোভে কার(ও) শিরে
বিশাল উষ্ণীষ, স্থূল রথচক্র সম ;
টোপর কাহার(ও) শিরে। মল্লবেশে কেহ
পরেছেন বীরধটী, দেহ অনাবৃত ;

কেহ বা যবনবেশী। উত্তরীয় কার(ও)
বাঁধা কটিদেশে, কার(ও) স্কন্ধে প্রলম্বিত।
কুণ্ডল শোভিছে কর্ণে, কণ্ঠে রত্নমালা,
অঙ্গদে, বলয়ে যুগ্ম বাহু বিভূষিত।
কৌষেয় বসনে, মণি মুক্তার আলোকে
ঝলসিত সভাস্থল। ভাবে পুরবাসী,
আবার দ্বাপর যুগ এসেছে ধরায় ;
তাই হেন মহাযজ্ঞ, হেন স্বয়ংবর।
ধন্য ধন্য মহারাজ ! স্বর্গে সুরপতি,
মর্ত্ত্যে জয়চন্দ্র মাত্র তুল্য পরস্পর।
সমাগত শুভক্ষণ ; অন্তঃপুর হ'তে
নিনাদিল শত শঙ্খ। স্ত্রীকণ্ঠসম্ভব
উলু লু মঙ্গলধ্বনি, পূর্ণ করি পুরী,
পশিল সবার কর্ণে। সুবর্ণ শিবিকা,
কুসুম-পল্লবাস্তৃত, মুকুতার মালা
ঢুলিছে ঝালর তাহে ঝলসিয়া আঁখি,
বাহিরিল ধীরে ধীরে। পশ্চাতে তাহার
শূল করে ভীম মূর্ত্তি দৌবারিক দ্বয়।
শিবিকার এক পার্শ্বে সখী প্রিয়ব্রতা
ব্যজনী লইয়া করে। স্বর্ণপাত্রে লয়ে
দধি, দূর্ব্বা, পুষ্পমাল্য, অক্ষত, চন্দন
দাসী এক, অন্য পার্শ্বে, চলে সাথে সাথে।
বসি সে শিবিকামাঝে সংযুক্তাসুন্দরী
সাজি স্বয়ংবরবেশে। সে রূপ-মাধুরী
কেমনে বর্ণিবে কবি। পূর্ণচন্দ্র সম
শোভিছে বদন-কান্তি, স্নিগ্ধ আভাময়ী ;

বিশাল, সুনীল নেত্র ; প্রবালনিন্দিত
শোভে চারু ওষ্ঠাধর ; বক্ষ পীনোন্নত ;
ক্ষীণ কটিদেশ, তনু ললিত, সুঠাম।
কাঞ্চনে, রতনে, পুষ্পে সে সুচারু দেহ
দ্বিগুণ শোভিছে এবে। অরুণ-বরণ
অঙ্গে পরিধেয় বাস ; মাণিক্য-কুণ্ডল
ঝলসি দুলিছে কর্ণে ; কণ্ঠে মুক্তামালা,
যূথীকার হার সনে ; হীরক-বলয়
উজলিছে করযুগ ; মঞ্জীর চরণে।
সভামধ্যস্থলে, যথা, স্বর্ণসিংহাসনে,
বিরাজিত জয়চন্দ্র, শিবিকাবাহক
আসি দাঁড়াইল তথা। সম্ভ্রমে কুমারী
নামিলা শিবিকা হ'তে মঞ্চের সম্মুখে ;
অচলা চপলা যেন নামিলা সভায়।
সহস্র সহস্র নেত্র, নির্নিমেষ হয়ে,
আবদ্ধ হইল ক্ষণে কুমারীর দেহে।
স্পন্দিল সহস্র বক্ষ ; রোমাঞ্চ উঠিল
দেহে দেহে ; তীব্রতর বহিল নিঃশ্বাস।
অগ্রসরি রাজসুতা নমিলা প্রথমে
গুরু তুঙ্গাচার্য্য-পদে। কহিলেন গুরু ;
"লভ মনোমত পতি, সংযুক্তাসুন্দরি !"
নমিলা কুমারী পরে জনকের পদে ;
কহিলেন জয়চন্দ্র গদগদ ভাষে ;
"লভ, প্রাণাধিকে ! লভ যোগ্যপতি তব।"
নিশ্চল, নিঃশব্দ সভা। পিতার আদেশে
দাঁড়াইলা উঠি বালা মঞ্চের উপরে

নিরখিতে সভাস্থল। হেরিলা সুন্দরী,
যত দূর চলে দৃষ্টি, শ্রেণী শ্রেণী পরে,
উপবিষ্ট নৃপগণ। ঘিরি চতুর্দ্দিকে
অগণ্য দর্শকবৃন্দ; দাঁড়াইয়া দূরে
অশ্ব, গজ, পদাতিক, নাহি জানি কত।
উৎসুক নয়নে বালা হেরিলা চৌদিকে;
আতঙ্কে কাঁপিল বক্ষ, টলিল চরণ;
কিন্তু, ক্ষণপরে, চাহি সভা-দ্বারপানে
আনন্দে ভাতিল মুখ, উদিল অধরে
মধুর হাস্যের রেখা। স্থির পদক্ষেপে
নামি মঞ্চ হ'তে বালা, পূর্ব্বমুখী হয়ে,
প্রণমিলা করযোড়ে ইষ্টদেব-পদে।
নিরখিয়া কুমারীরে আগতা সভায়
আকারে, ইঙ্গিতে যত বিবাহার্থী ভূপ
প্রকাশিলা মনোভাব; গুণ যাহা যাঁর
দেখাইতে ব্যগ্র সবে। মল্ল বীর কেহ
স্কন্ধ, বক্ষ, বাহুযুগ চন্দন-চর্চ্চিত,
আস্ফালিয়া মুহুর্ম্মুহু বসিলা গৌরবে।
অসিযুদ্ধে পটু বীর অর্দ্ধ মুক্ত করি
রাখিলা পিধানে অসি। কাকপক্ষ সম
সুচারু কুন্তল কেহ অঙ্গুলি-মার্জ্জনে
মসৃণ করিলা শিরে। কোন মহামতি
দীর্ঘ গুম্ফ, বিনাইয়া দীপশিখাকারে,
মুকুর লইয়া যত্নে লাগিলা হেরিতে,
হরষে আন্দোলি শির। বসন, ভূষণ
কিরীট, অঙ্গদ, হার যাঁর যা' সুন্দর

করিলেন সুবিন্যস্ত। আবার কেহ বা,
পাছে শুক্লকেশ পড়ে নয়নে বালার,
তাই, অতি সাবধানে টানিয়া উষ্ণীষ,
আবরিলা কর্ণমূল। বয়োগুণে যিনি
কুব্জপৃষ্ঠ, নতদেহ, তিনিও আবেগে
বসিলেন ঋজু হ'য়ে সিংহাসন'পরে।
সম্ভ্রমে নমিয়া ভূপে, কুমারীর পাশে
আসি দাঁড়াইল ভট্ট। বয়সে প্রবীণ,
তবু ঋজু দীর্ঘকায় ; হেমদণ্ড করে,
কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা স্বর্ণসূত্রে গাঁথা,
পরিধান পীতবাস, চন্দন ললাটে।
সঙ্গে লয়ে কুমারীরে অগ্রসরি ভাট
দাঁড়াইল আসি, যথা কনক আসনে
বসি রাজপুত্র এক ; কহিল বিনয়ে ;
"সম্মুখে তোমার হের, সুচারুহাসিনি !
জম্মুরাজপুত্র এই, পাণিপ্রার্থী তব। *
দান, ব্রত করে লোক স্বর্গলাভ তরে ;
কিন্তু স্বেচ্ছালভ্য তব হ'বে স্বর্গবাস,
বরিলে এ রাজসুতে। সৌন্দর্য্যে, শোভায়
ভূস্বর্গ বলিয়া যার খ্যাতি মর্ত্ত্যলোকে
সে কাশ্মীর, অবিভিন্ন জম্মুরাজ্য হ'তে ;
হেরিবে মানবী হয়ে স্বরগের শোভা।
তটিনী রজতস্রোতা ; ক্ষেত্র চিরশ্যাম,
নির্ঝর মুকুতাস্রাবী, তুঙ্গ মহীধর,

* জম্মু এক্ষণে বর্ত্তমান কাশ্মীররাজ্যের একটী বিভাগ। কাশ্মীররাজ শীতকালে জম্মুতে বাস করেন।

সজ্জিত বিচিত্র বর্ণে আলোক-সম্পাতে,
জুড়াইবে আঁখি তব। অনাদরে তথা
জনমে যে ফুল, শৈলে, প্রান্তরে, পুলিনে,
দুর্ল্লভ তা' রাজোদ্যানে। কমল-সুরভি
বহে সেথা স্নিগ্ধানিল। সুধা সম স্বাদু
জনমে বিবিধ ফল। নর, নারী যত
দিব্যমূর্ত্তি, দেবলোকে গন্ধর্ব্ব যেমতি।
তীক্ষ্ণবুদ্ধি জম্মুরাজ রাজনীতি-গুণে
করেছেন বশীভূত গজনী-অধীশে; *
নাহি বহিঃশত্রুভয়। নিশ্চিন্ত হইয়া
উভয়ে রহিবে সুখে। শারদ নিশায়
পুষ্পিত যূথীকা-কুঞ্জে করিবে বিহার,
শচী সুলোচনা যথা দেবেন্দ্রের সনে
নন্দনকানন মাঝে। দেখ বিচারিয়া।"

বুঝি কুমারীর মন, ত্যজি জম্মুরাজে
চলিল সম্মুখে ভট্ট, উপবিষ্ট যথা
গুর্জ্জরের অধিপতি; কহিল সম্বোধি;

"হের, চারুনেত্রে! এই সম্মুখে তোমার
সেই বীর্য্যবান ভূপ, নিজে জলনিধি
বিশাল পরিখারূপে রম্য রাজ্য যাঁর

---

* He (Norsingh dew, the son of Bijay Dew) was presented to the Sultan through Hussain-i Khormil, and received with honour. The Raja's son and his agent were dismissed with honorary robes, and the town of Sialkot, together with the fort, was entrusted to the care of the Rajah.

The Tabakat-i Nasiri, P. 454.

উত্তরকালে এই নরসিংহ দেব, কনোজ রাজের সহিত মিলিত হইয়া, তরায়ণের দ্বিতীয় যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীকে সাহায্য করিয়াছিলেন। স্বতন্ত্র পাদটীকা দেখুন।

রক্ষিছেন দিবানিশি। দুর্দ্ধর্ষ সমরে
গুর্জ্জর-ভূপতিগণ। ইন্দ্রজাল-বলে
বলী ভূপ সিদ্ধরাজ প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপে
আনিলা পিঞ্জরে ভরি; তাই কোন ভূপ
না করে সাহস যুদ্ধে গুর্জ্জরের সনে;
রহিবে নিঃশঙ্ক তুমি। কহে সর্ব্বজন,
বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস; সত্য, লোকমাতা
বিরাজেন মূর্ত্তিমতী গুর্জ্জরের মাঝে।
দেশ দেশান্তর হ'তে সার্থবাহগণ
আনে সেথা পণ্যদ্রব্য। যখন যা রুচি,
অশনে, বসনে, যানে, বিলাসভবনে,
লভিবে তা'; দেখ এবে বিচারিয়া চিতে।" *
চাহিয়া সখীর পানে কহিলা কুমারী
"চল অন্য কোথা"। ভট্ট চলিল যথায়
নৃপতিকুমার এক বসি নত শিরে।
কহিল মধুর ভাষে;
"শুন, ব্রতশীলে!
বিখ্যাত চান্দেল কুল রাজপুতমাঝে;
গিরিদুর্গ কালিঞ্জর, অধৃষ্য শত্রুর,
যে কুলের পরাক্রম করিছে প্রচার;
বীরের আশ্রয় যাঁরা, শিল্পীর সুহৃদ,

---

* Gujurat owed its greatness partly to the wealth which flowed in through the seaports of Broach and cambay and partly to the long reign of four sovereigns. ** Siddharaj (AD 1093—1143 was the most celebrated of his race, and a great magician. He waged a twelve years war against the Ponwars, and carried about their king in a cage.

I. Gazetteer. Vol. II. P. 313.

নিত্য ধর্ম্ম কর্ম্মে রত। যে বংশের কথা
গগনে তুলিয়া শির দেবালয় শত
ঘোষণা করিছে লোকে। সে বংশললাম
এই রাজপুত্র, শুনি রূপ, গুণ তব,
সমাগত পাণিপ্রার্থী। ভক্তিমতী তুমি
দেব দ্বিজে, দেবালয় চিরপ্রিয় তব।
শত শত শিল্পী, গুণে দেবশিল্পী সম,
সেবে এই রাজকুলে। ইচ্ছা থাকে তব
প্রতিষ্ঠিতে দেবালয়, অনুকূল পতি
না পা'বে এমন আর ; দেখ ভাবি মনে।"
নীরব রহিলা বালা। বুঝি অভিপ্রায়,
আবার চলিল ভট্ট। নিরখিয়া বামে
ব্যাকুল, সতৃষ্ণ নেত্র রাজসুত এক
দাঁড়াইল পুরোভাগে ; কহিল সম্বোধি।
"ক্ষম অপরাধ মম, রাজেন্দ্র-নন্দিনি !
নিবেদিব গূঢ় কথা। কহে কবিজন ;
কোমল নারীর প্রাণ ; চাহে পরিণয়ে
অনন্ত, অশ্রান্ত প্রেম। যদি, বরাননে !
চাহ হেন প্রেম তুমি করহ বরণ
এই নৃপসুতে, কচ্ছবাহ-বংশোদ্ভূত।

* The chandels laid the foundation of their fortune by the capture of Mahoba in Hamirpur (circa A.D. 831) and of the strong fort of Kalinjor in A.D. 925. They were famous not only for their exploits, but for the great group of temples which they erected at Khajraho, one of the finest examples of Rajput architecture in existence.

I. Gazetteer, Vol. II. P. 312.

প্রসিদ্ধ বীর আলহা এবং উদাল ইঁহাদিগেরই আশ্রিত ছিলেন।

প্রেমিক এ রাজবংশ ; জনক ইঁহার,
“বর-নৃপ” বলি যাঁর খ্যাতি ভূমণ্ডলে,
রহি, অনুদিন, নব মহিষীর সনে,
প্রমোদকক্ষের মাঝে, হারাইয়াছিল
রাজ্য, ধন ; প্রিয়াসঙ্গ না ত্যজিল তবু ;
এ হেন অপূর্ব্বপ্রেম দুর্ল্লভ এ ভবে।
পিতৃগুণ লভে পুত্র ; যদি সুহাসিনি !
চাহ অবিচ্ছেদ প্রেম ইনি যোগ্য তব।” *

ঈষৎ হাস্যের ভাতি বালার অধরে
হল প্রস্ফুটিত। হেরি আনন্দসলিলে
ডুবিল সে নৃপসুত ; কিন্তু ক্ষণপরে,
শুনিল কহিছে ভট্টে সখী প্রিয়ব্রতা ;
“চল, ভট্ট ! এই পথে ; বাড়িতেছে বেলা।”

যথায়, সভার প্রান্তে, জনতার মাঝে,
দ্বারপালবেশী নিজ প্রতিমূর্ত্তি পাশে,
উপবিষ্ট পৃথ্বীরাজ, আসিলা কুমারী।
ছদ্মবেশে নৃপবর, দীর্ঘজটা শিরে,
শ্মশ্রু-বিমণ্ডিত মুখ, গলে গুঞ্জমালা,
শঙ্খের কুণ্ডল কর্ণে। বামে নৃপতির
ধবল তুরঙ্গ এক, মহা বলবান্,
চাহি প্রভুমুখ পানে, হ্রেষাধ্বনি করি,
মুহুর্ম্মুহু খুরাঘাত করিছে ভূতলে।

* The kachwahas built the fort of Gwalior in the ninth century and held Gwalior and Nardar till A. D. 1129 when Tejkaron the "bride-groom prince" for love of the fair Maroni, devoted a whole year to his honey-moon, and his nephew a Parihar, usurped the throne in his absence.

I. Gazetteer Vol. II. P. 312.

চেনেনি অপরে নৃপে ; কিন্তু সংযুক্তার
উৎসুক, আকুল নেত্র, চিনিয়া নিমেষে,
রোমাঞ্চ তুলিল দেহে। চিত্রার্পিতপ্রায়
নিরখে বিস্ময়ে ভট্ট। সখীকর হ'তে
লয়ে অর্ঘ্য, লয়ে মাল্য নৃপতিনন্দিনী,
দ্বারপাল-মূর্ত্তিপদে, অর্ঘ্য সমর্পিয়া,
কণ্ঠে পরাইয়া মাল্য, নমিলা সম্ভ্রমে।
অমনি সহস্র কণ্ঠে উঠিল নিনাদ,
"জয় পৃথ্বীরাজ জয়" চমকিল সভা।
আতঙ্কে, বিস্ময়ে লোক নিরখে নয়নে,
পাণ্ডুরাজ্যেশ্বর, ধরি সংযুক্তার কর,
লম্ফ দিয়া বসি নিজ তুরঙ্গম 'পরে
কশাঘাত করি বেগে দিল ছুটাইয়া
গঙ্গাতীর পানে। ক্ষণ রহি চমকিত,
উত্তোলিল মহাশূল শিবিকারক্ষক
প্রহরী, সহসা কিন্তু জড়ীভূত বাহু
হইল আতঙ্কে, ভাবি, কি জানি সে শূল
বিদ্ধ করে কুমারীর স্থকোমল তনু।
না হ'তে মুহূর্ত্তগত, হায়! অভাগার
ধৃতশূল হস্ত, ছিন্ন অসির আঘাতে,
পড়িল ভূতলে, করি স্তম্ভিত দর্শকে।
ভাঙ্গিল চমক ; যত রাঠোর-সৈনিক,
ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, মর্ম্মাহত, সিংহনাদ করি,
ধাইল পশ্চাতে। কিন্তু চৌহানের দল,
দুর্ভেদ্য প্রাচীর সম, নত করি শূল,
দাঁড়াইল মধ্যপথে। অগ্রে সবাকার

গোবিন্দ, মাতঙ্গ যথা দলে নলবন,
দলিতে লাগিলা তথা রাঠোর-সৈনিকে।
আর্ত্তনাদ, সিংহনাদ, রণভেরীরব
পূরিল কনোজপুরী। যুদ্ধার্থে প্রস্তুত
আছিল রাঠোরগণ; কিন্তু নাহি ছিল,
অতর্কিত আক্রমণ নিবারণ তরে,
অস্ত্রে, শস্ত্রে সুসজ্জিত। কোথায় নায়ক,
কে করে আদেশ দান? তথাপি নির্ভয়ে
দাঁড়াইল আসি, ক্রমে, ব্যূহবদ্ধ হয়ে,
ঘিরিয়া চৌহানগণে। শত্রুসংখ্যা হেরি
গোবিন্দ জলদমন্দ্রে বাজাইলা তুরী।
অযুত সৈনিক, সাদী, নিষাদী, পদাতি,
ছদ্মবেশে নিমন্ত্রিত রাজসৈন্যচ্ছলে,
আছিল নগরে, আসি দাঁড়াইল সবে।
বাধিল তুমুল রণ; পথ, ঘাট, মাঠ
রাঠোর-চৌহান-রক্তে হইল লোহিত,
হতাহতে পরিপূর্ণ হইল নগরী।
দিবা শেষ; সারানিশা চলিল সমর;
কত যে উভয় দলে মরিল সৈনিক,
আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু হানি পরস্পর
কে পারে গণিতে? তবু তৃপ্ত নহে কোপ।
ধন্য শিক্ষা গোবিন্দের; দুর্ব্বার সংগ্রামে
চৌহান-সৈনিক রণে মথিল রাঠোরে।
না পারি সহিতে, শেষে, ভয়ে ভঙ্গ দিয়া,
ধাইল কনোজ-সেনা। জয়ধ্বনি করি
গোবিন্দ ফিরিলা হর্ষে দিল্লী অভিমুখে।

হেথা পৃথ্বীরাজ, অশ্বে লয়ে সংযুক্তারে,
আসিলেন গঙ্গাতীরে। রাঠোর-সৈনিক,
নৃপের পশ্চাতে ছুটি, আসি বাধা দিতে,
অব্যর্থ শায়কে বহু ত্যজিল পরাণ,
অনলে পতঙ্গ প্রায়। কাতরা কুমারী
চাহিলা ভূপের পানে। সম্বরিয়া শর,
সান্ত্বনিয়া সংযুক্তায় করে ধরি বীর
তুলিলেন তরী'পরে। অমনি ইঙ্গিতে
লৌহ-দৃঢ় শতবাহু আকর্ষিলা বলে
বহিত্র, ছুটিল তরী ঝটিকার বেগে।
অনুকূল স্রোত, বায়ু হইল সহায়,
অদৃশ্য হইল তরী মুহূর্ত্তের মাঝে।
বসিলেন পৃথ্বীরাজ তরণী মাঝারে
ধরি সংযুক্তার কর, নির্নিমেষ আঁখি
দুইজনে; বাক্য নাহি স্ফুরিতে বদনে
কি কাহিনী নয়ন যে কহিল নয়নে
উভয়ের, কেবা বল পারে বর্ণিবারে?
বুঝহে, ভাবুক! কবি অক্ষম বর্ণনে।

---

* এই সর্গে বর্ণিত ঘটনা, পৃথ্বীরাজ রাসো-সম্মত নহে। অন্যান্য ভট্ট কবিদিগের কথিত বিবরণ হইতে প্রামাণিক ইতিহাসে যাহা উল্লিখিত আছে আমি তাহাই বর্ণন করিয়াছি। ইতিহাসের বিবরণ এইরূপ:—

At such a feast (রাজসূয়) all menial offices had to be filled by royal vassals; and the Delhi monarch was summoned as a gate-keeper, along with the other princes of Hindustan. During the ceremony, the daughter of the king of Kanauj was nominally to make her Swayamvara or own choice of a husband, a pageant survival of the reality in the sanskrit epics. The Delhi Raja loved the maiden, but he could not brook to stand at another man's gate. As he did not arrive, the Kanauj king set up a mocking image of him at the door. When the princess entered the hall to make her choice, she looked calmly round the circle of kings, then stepping proudly past them to the door, threw her bridal garland over the neck of the ill-shapen image. Forthwith, says the story, the Delhi monarch rushed in, sprang up with the princess on his horse, and galloped off towards his northern capital.

W. W. Hunter's Indian Empire. P. 329.

সপ্তম সর্গ।

হে করুণ, হে কঠোর, বিশ্বপাতা দেব !
নাহি বুঝি কি দুর্জ্জেয়, দুর্ব্বোধ্য নিয়মে
পালন করিছ সৃষ্টি ; কুটিল, সরল,
মধুময়, তিক্ত, পূর্ণ-অমৃত-গরল।

আরঞ্জিতা সান্ধ্যরাগে হাসে বসুমতী,
শান্ত বিশ্ব, চরাচর আনন্দে মগন ;
অকস্মাৎ কোথা হ'তে এল ঘূর্ণিবায়,
চূর্ণ দেশ ; আর্ত্তনাদ উঠিল ধরায়।

সুখের সংসার, আহা ! পূর্ণ ধনে, জনে ;
পিতা পুত্র, শ্বশ্রূ বধূ, বদ্ধ স্নেহডোরে ;
এক মন, এক প্রাণ। উঠিল কি বিষ !
জর্জ্জরিত সর্ব্বজন, কাঁদে অহর্নিশ।

নবীন যুবক, সুখে আশান্বিত কত ;
স্বাস্থ্য অনবদ্য ; শ্রমে, কূর্দ্দনে, ধাবনে
সকলের অগ্রবর্ত্তী ; গ্রাসিল কি রোগ,
জীর্ণ, ভগ্নদেহ যুবা, লুপ্ত সুখভোগ।

হর্ষে মগ্না দিল্লী আজ, না ধরে গরব,
বিজিতা রাঠোর-লক্ষ্মী চৌহানের ঘরে ;
আর্ত্ত, পঙ্গু, গৃহে যার অন্ন নাহি হয়,
সেও মহোৎসাহে বলে "পৃথ্বীরাজ জয়।"

লাঞ্ছিত কনোজবাসী, ম্রিয়মাণ প্রায়,
রোষানলে দগ্ধ ; কহে ; "এত আয়োজন
বৃথা হ'ল ! হল শেষে এই পরিণাম !
ডুবে গেল চিরতরে কনোজের মান !

কি বলিব, হে বিধাতঃ ! বুক ফেটে যায়,
রাজসুতা হ'তে হ'ল এই সর্ব্বনাশ !
দেখিয়াছি নিজে তিনি, বসি অশ্ব'পরে,
যোগায়ে দেছেন বাণ পৃথ্বীরাজ-করে।"

সংযুক্তা মিলিতা সুখে পৃথ্বীরাজ সনে,
আশৈশব-পুষ্ট আশা পূর্ণ দোঁহাকার ;
মহোৎসবে উভয়ের কাল কেটে যায়,
বৎসর দিবস সম, দিন ক্ষণপ্রায়।

এ সুখের, এ দুঃখের কিবা পরিণাম
তুমি বিনা, হে সর্ব্বজ্ঞ ! অন্য নাহি জানে ;
মতিভ্রান্ত, তাই, এই রাঠোর, চৌহান
নাহি গণে ভাবী, শুধু হেরে বর্ত্তমান।

চল হে পাঠক ! তবে, ত্যজি আর্য্যভূমি,
যাই পুনঃ ফিরি সেই গজনীনগরে,
নিরখি সেথায় ঘোরী, লয়ে মন্ত্রিগণে,
চূর্ণিতে হিন্দুরে রত কোন্ আয়োজনে।

বসি সেই কক্ষমাঝে মহম্মদ ঘোরী ;
বামে তাঁর হামজবী, দক্ষিণে কুতব ;
কিন্তু নাহি নিজস্থানে বসি মৈনুদ্দীন,
দাঁড়ায়ে তথায় এক যুবক নবীন।

লক্ষি সে যুবকে, ঘোরী কহিলা কুতবে,
এই কি সে বক্তিয়ার ? * যাঁর কথা তুমি
বলেছিলে ? দেখি এঁর নবীন বয়স,
আছে কি দূতের যোগ্য বিজ্ঞতা, সাহস ?

কহিলা কুতব ; "সত্য অল্পবয়া ইনি,
কিন্তু দৃঢ়তায়, প্রভো ! চাতুর্য্যে, কৌশলে
সমতুল্য এ যুবার আছে অল্প জন,
প্রাণপণে রাজকার্য্য করিবে সাধন।"

"উত্তম" কহিলা ঘোরী ; "পরীক্ষা করিতে
নাহি বাধা ; ক্ষমতার দিলে পরিচয়
উন্নতি হইবে ক্রমে। বল, বক্তিয়ার !
কোন্ কার্য্যে দক্ষ তুমি ? ল'বে কোন্ ভার ?"

কহিলেন বক্তিয়ার : "যে কার্য্যে প্রভুর
অভিরুচি, সেই কার্য্য করিব সাধন ;
রণে, দৌত্যে, চরকার্য্যে লভিয়াছি জ্ঞান,
শিখিয়াছি ভাষা, ইচ্ছা যাই হিন্দুস্থান।

* বঙ্গবিজেতা মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার। ইনি সাধারণের নিকট বক্তিয়ার খিলিজী নামে পরিচিত। মত্ত হস্তীর সহিত যুদ্ধে, বঙ্গবিজয়ে এবং ওদন্তপুরীর মহাবিহার-ধ্বংসে ইহাঁর প্রকৃতির বিভিন্ন লক্ষণ সুব্যক্ত হইয়াছে। তবকাৎ-ই নাসিরী গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে ;—he was a man impetuous, enterprising, intrepid, bold, sagacious and expert. He came from his tribes to the court of Ghaznin and to the audience hall of the dominion of the Sultan Muizzuddin Muhammad -ē-sam. In the Diwani Arêz (department of the Muster Master) because in the sight of the head of that office, his outward appearance was humble and unprepossessing ; but a small stipend was assigned him. This he rejected, and he left Ghaznin and came into Hindustan.

PP. 548-49

"শিখিয়াছ ভাষা ? অতি উত্তম সংবাদ ;"
কহিলেন ঘোরী ; "তবে হামজবী সনে
যাও হিন্দুস্থানে ; দোঁহে র'বে সাথে সাথে ;
কার্য্যের সুসিদ্ধি যেন তোমাদের(ই) হাতে।

পথ, ঘাট, অস্ত্রশালা, সৈনিক-নিবাস
দেখিবে সতর্ক হ'য়ে ; প্রকৃতি প্রজার,
রাজভক্তি, ল'বে বুঝি। মন্দির-লুণ্ঠন
নহে লক্ষ্য মম, চাহি রাজ্য সংস্থাপন।

ভেদনীতি আমাদের হইবে সহায় :
হিন্দু, বৌদ্ধ মাঝে আছে তাঁর দ্বেষানল ;
অনভ্যস্ত বৌদ্ধ রণে, অস্ত্র-ব্যবহারে,
মরিবে সহজে ; হিন্দু না রক্ষিবে তারে। *

উচ্চবর্ণ জন কত মাত্র হিন্দুস্থানে,
অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, শূদ্র শুনি অগণন ;
লাঞ্ছিত, দলিত এই নীচ জাতি যারা
বুদ্ধিহীন, বীর্য্যহীন মেষ সম তারা।

---

* ওদন্তপুরীর মহাবিহারধ্বংসে বক্তিয়ার প্রভুর কথা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। যাহা তিনি দুর্গ ভাবিয়া ধ্বংস করিয়াছিলেন তাহা একটী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও বিদ্যালয় মাত্র ছিল। যাহাদিগকে মুসলমান ইতিহাসলেখক হিন্দু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা বৌদ্ধ ছিল। এই বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ বাধা দানে অক্ষম হইয়া পশুর ন্যায় নিহত হইয়াছিল। মুসলমান ইতিহাসলেখক বিস্তৃত বর্ণনার পর লিখিয়াছেন ; —There were a great number of books there ; and when all these books came under the observation of the Musalmans they summoned a number of Hindus that they might give them information respecting the import of those books ; but the whole of the Hindus had been killed. On becoming acquainted with the contents of those books it was found that the whole of that fortress and city was a college and in the Hindu tongue, they call a college Bihar.

The Tabakat-i Nasiri. P. 552.

এইরূপে বহুকাল-সঞ্চিত অমূল্য গ্রন্থরাশি নষ্ট হইয়াছিল।

না আছে দৃঢ়তা, ধৈর্য্য, না আছে সাহস,
শৃঙ্খলা, সমরনীতি না পারে বুঝিতে ;
পদাঘাতভয়ে আসি অসি ধরে রণে ;
কি শক্তি তাদের যুঝে আমাদের সনে ?

আছে রাজপুতজাতি বটে বীর্য্যবান,
সম্মিলিত হ'লে তারা অজেয় সমরে ;
কিন্তু গ্রামে, গ্রামে তারা রাজা জনে, জনে ;
সবে সার্ব্বভৌম, হবে মিলন কেমনে।

নাহি সখ্য, নাহি মৈত্রী রাজপুত মাঝে ;
অল্পে রুষ্ট, হানে অসি বক্ষে পরস্পর ;
তথাপি দুর্জ্জয় এই রাজপুত দল ;
বুঝে ল'বে তাহাদের কিবা বলাবল।

যে যে শ্রেষ্ঠ রাজপুত আছে হিন্দুস্থানে
সৈন্য, অর্থ কার কত লইবে সংবাদ ;
পৃথ্বীরাজ প্রতি দৃষ্টি রাখিবে সতত ;
সে হইলে জিত, অন্যে হ'বে পদানত।

দিল্লীতে তোমরকুল ছিল রাজপদে,
মাতামহ-রাজ্য পেয়ে বসেছে চৌহান ;
আছে বাহ্য শিষ্টাচার চৌহানে, তোমরে,
কিন্তু মনোগত প্রীতি নাহি পরস্পরে।

পৃথ্বীরাজ নিজে ভদ্র, জ্ঞাতিগণ তার
কিন্তু মহাদর্পী ; শুনি কাহ্লাই চৌহান
সভামধ্যে, ধৈর্য্যহীন হয়ে, বিনাদোষে,
প্রতাপ চালুক্যে বধ করিয়াছে রোষে।*

* কাহ্লাই পৃথ্বীরাজের পিতৃব্য ছিলেন। চাঁদকবি তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত উগ্র বলিয়া বর্ণন

ক্ষতিগ্রস্ত, ঈর্ষাপন্ন, লাঞ্ছিত, বিজিত,
বহুশত্রু চৌহানের আছে হিন্দুস্থানে,
আক্রমিলে মোরা, তারা যদি সবে ভয়ে
নাহি দেয় যোগ, র'বে উদাসীন হয়ে।

শত্রুর যে শত্রু তারে মিত্র ভাবি মনে
পৃথ্বীরাজ শত্রুসনে হইবে মিলিত ;
উচ্চ, নীচ যে যা' হক, পুরুষ কি নারী
যথাযোগ্য কার্য্যে সবে কোরো সহকারী।

থাকে শত্রু রাজা, তার যাইবে সভায়,
থাকে শত্রু সাধু, তার যাইবে কুটীরে ;
যাইবে শ্মশানে, শুনি শত্রুধ্বংস তরে
ভ্রান্ত হিন্দু শব লয়ে পূজা সেথা করে।

পৃথ্বীরাজ শত্রু মাঝে শ্রেষ্ঠ দুই জন,
কনোজের রাজা আর জম্মু-অধিপতি ;
হয়েছে নৃসিংহদেও পদে মোর নত,
তুমি গিয়া জয়চন্দ্রে কোরো হস্তগত।

উত্তরিলা বক্তিয়ার ; প্রভুর আদেশ
শিরোধার্য্য ; কিন্তু শুনি মুসলমান প্রতি
দারুণ বিদ্বেষ, ঘৃণা হিন্দুদের মনে ;
কি করিব, অকস্মাৎ বিরোধ ঘটনে ?

করিয়াছেন। আনহালওয়ারার অধিপতি ভোলা ভীমের পিতৃব্য সারঙ্গদেবের পুত্রগণ স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া পৃথ্বীরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অন্যতম প্রতাপ চালুক্য রাজসভায় বসিয়া অন্যমনস্ক ভাবে গোঁফে তা' দিয়াছিলেন, এই অপরাধে কান্হাই চৌহান তাঁহাকে ও তাঁহার ভ্রাতাদিগকে বধ করেন। পৃথ্বীরাজ কান্হাইএর এই ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া, পিতৃব্য হইলেও, তাঁহাকে চক্ষু বাঁধিয়া থাকিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

পৃথ্বীরাজরাসো কান্হাপট্টি সময়।

"নাহি চিন্তা"
বক্তিয়ারে কহিলেন ঘোরী;
"বলে যাহা সাধ্য নয় সাধিবে কৌশলে।
বিচারিলে ধর্ম্ম জয় নাহি হয় রণে;
বিশেষতঃ কিবা ধর্ম্ম কাফেরের সনে। *

দুর্গম উচারগড় জান কি কৌশলে
জয় করেছিনু আমি? করিনু শ্রবণ,
রাজা, রাণী পরস্পর ঘৃণা করে মনে;
শুনি এক দাসী বাধ্য করিলাম ধনে।

তার হাতে প্রেমলিপি দিনু পাঠাইয়া,
দেখাইয়া অনুরাগ লিখিনু রাণীরে,
যদি সে রাজারে বধি খুলে দুর্গদ্বার
করিব তাহারে মুখ্যা মহিষী আমার।

প্রত্যুত্তরে হতভাগী লিখিল আমায়,
প্রবীণা হয়েছি আমি; বিবাহের সাধ

* বিধর্ম্মীর সহিত সত্য রক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন এই সংস্কার বহু মুসলমান বীরের চরিত্র কলঙ্কস্পৃষ্ট করিয়াছে। বীরবর সের সার আদেশে রৈসিন দুর্গে হিন্দুদিগকে হত্যা করা সম্বন্ধে মুসলমান ঐতিহাসিক এইরূপ লিখিয়াছেন;—The siege was protracted for a length of time, and Poorunmul capitulated by which the garrison were permitted to march out with their arms and property. But Mirza Ruffeaooddin Sufvy, one of the learned men of that age, gave it as his opinion that it was by no means necessary to observe faith with infidels and recommended that the Rajputs should be attacked. Sheer Shah having occupied the fort drew out the army and surrounding the followers of Poorunmul ordered his troops to cut them off * * till not an individual of the Hindoos survived the horrid catastrophe.

Briggs' Ferista. Vol. II. P. 120.

হিন্দুগণও সত্যরক্ষা সম্বন্ধে সর্ব্বত্র দোষমুক্ত নহেন। কিন্তু সে কথার উল্লেখ এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

নাহি মোর ; আছে কিন্তু ষোড়শী তনয়া,
বিবাহ করেন যদি প্রকাশিয়া দয়া,

সম্পদ, বিভব মোর যাহা কিছু আছে
থাকে যদি অবিবাদে, সপ্তাহ ভিতর,
বধিব রাজারে। আমি করিনু স্বীকার ;
পতিরে সে কালসর্পী করিল সংহার। *

---

* Mahomed in the year 1176 led an army towards Mooltan, and having subdued that province marched to Oocha (It was at this place that Alexander was so severely wounded after scaling the walls, and where he so narrowly escaped with his life Quint. Curt. lib IX cap. IV. V) The Raja was besieged in his fort : but Mahomed Ghoory finding it would be difficult to reduce the place sent a private message to the Raja's wife, promising to marry her if she would deliver up her husband. The base woman returned for answer that she was rather too old herself to think of matrimony ; but that she had a beautiful and young daughter whom if he would promise to espouse, and leave her in free possession of her wealth, she would in a few days remove the Raja. Mahomed Ghoory accepted the proposal and this princess in a few days found means to assassinate her husband and to open the gates to the enemy.

এই মাতার ও কন্যার পরিণাম কি হইয়াছিল তাহাও উল্লিখিত আছে।

Mahomed only partly performed his promise by marrying the daughter, upon her embracing the true faith ; but he made no scruple to depart from his engagements with the mother ; for instead of trusting her with the country, he sent her to Ghizny, where she afterwards died of sorrow and disappointment. Nor did the daughter long survive, for in the space of two years she also fell a victim to grief.

Briggs' Ferista Vol I. P. P. 169-170.

হিন্দু রমণীর এরূপ ব্যবহার মুসলমান ঐতিহাসিকের বিদ্বেষকল্পিত বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। ঠিক এইরূপ না হউক, আরও কোন কোন হিন্দু রমণীর বিসদৃশ আচরণ ইহার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করে। গুজরাটের রাজা করণরায়ের মহিষী কমলা আলাউদ্দীনের পত্নীত্বগ্রহণ করিয়া যতদিন না আপনার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাতা বিবাহিতা কন্যাটিকে কাড়িয়া আনিতে পারিয়াছিল তত দিন সম্রাটকে উত্তেজিত করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। দাহিরের এক পত্নী কাসিমকে সতী ধর্ম্মবিক্রয় করিয়া হিন্দু বীরদিগকে মুসলমান জাতির অধীনতা গ্রহণে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। এমন কি স্বদেশপ্রেমিক মহাবীর রাণা সংগ্রাম সিংহের এক পত্নী বাবরের সহিত ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া টড্‌ সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ;—
Polygamy is the fertile source of evil, moral and physical in the east.

নিজ পাপে ধ্বংস নিজে হ'বে হিন্দুজাতি,
উপলক্ষ্য মাত্র মোরা হস্তে বিধাতার;
কাননমাঝারে তরু শুষ্ক, জীর্ণ রয়,
বিদ্যুৎপরশে কালে ভস্মীভূত হয়।

বুঝিলে ত? রাজকার্য্য কোরো সাবধানে
"হামজবী! শুন এবে আদেশ আমার,
পৃথ্বীরাজ যথা তথা করিয়া গমন
কহিবে ইস্‌লাম ধর্ম্ম করিতে গ্রহণ।

সাধু মৈনুদ্দীন যাহা করিলা প্রস্তাব
নহে অসঙ্গত; কিন্তু জানি আমি ভাল,
না ছাড়িবে নিজ ধর্ম্ম বীর পৃথ্বীরাজ,
আক্রমিব সেই ছলে, সিদ্ধ হ'বে কাজ।"

কুতব! যুদ্ধের ভার তোমার উপর,
দেখ, যেন ক্রটী নাহি হয় আয়োজনে;
নহে ইহা মামুদের মন্দির-লুণ্ঠন,
যুদ্ধ বীর সনে, ফল রাজ্য-সংস্থাপন।

It is a relic of barbarism and primeval necessity affording a proof that ancient Asia is still young in knowledge. The desire of each wife that her offspring should wear a crown, is natural but they do not always wait the course of nature for the attainment of their wishes and the love of power too often furnishes instruments for any deeds however base. When we see shortly after the death of Sanga, the mother of his second son intriguing with Baber and bribing him with the surrender of Rinthumber and the trophy of victory, the crown of the Malwa king to supplant the lawful heir, we can easily suppose she would not have scrupled to remove any other bar.

Tod's History of Rajastan, vol. I. P. 327.

নর নারী উভয়ের হীনতা না হইলে জাতীয় অধঃপতন হইবে কেন?

বুঝ ভাবি পাত্র, মিত্র, অমাত্যের মাঝে,
কোন্ কার্য্যে কেবা পটু ; অনুগামী সেনা
কা'র আছে কত ? রাজভক্তি কিবা কা'র ?
রণক্ষেত্রে, মন্ত্রগৃহে কিবা ব্যবহার।

জীর্ণ অট্টালিকা পরে দেখিয়াছ তরু,
কেমন চালায়ে মূল, ভেদ করি তায়,
নিষ্পেষিয়া লয় রস ; হিন্দুস্থানে গিয়া
ল'ব রস মোরা তার বক্ষেতে বসিয়া।

বলেছিনু, উপযুক্ত হলে আয়োজন,
শ্যেন যথা পড়ে গিয়া কপোত মাঝারে,
পড়িব হিন্দুর দেশে ; এসেছে সময়,
কাল ব্যাজ করা আর উপযুক্ত নয়।

অধিকৃত আমাদের হয়েছে পঞ্জাব,
কর স্থির কোন্ পথে যাবে সেনাগণ ;
হিন্দু শ্রেষ্ঠ হস্তিবলে, মোরা তুরঙ্গমে,
রণক্ষেত্র নির্ব্বাচনে পড়িওনা ভ্রমে।

উত্তরিলা তিন জন ; দ্বিতীয় হারুণ *
জহাঁপনা ! হিন্দুস্থান লইব নিশ্চিত।"
বিদায় করিয়া সবে, প্রফুল্ল অন্তরে,
চলিলেন মহম্মদ বিশ্রামের তরে।

* বাগদাদের সুপ্রসিদ্ধ খলিফা (কালিফ্) হারুন অল রসিদ পাণ্ডিত্য, বীর্য্য, বদান্যতা সর্ব্বগুণে মুসলমানের আদর্শস্থানীয় হইয়া আছেন।

অষ্টম সর্গ।

"কৃতার্থ কৃতার্থ আমি তোমারে লভিয়া, প্রিয়ে!"
সংযুক্তার কর ধরি কহিলেন পৃথ্বীরাজ,
উপবন-গৃহে বসি। উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়ে
জ্যোছনা পশিতেছিল বিরাম-প্রকোষ্ঠ মাঝ।

যমুনা বহিতেছিল প্রাসাদের পাদমূলে;
কে গাইতেছিল গান দূরে, তটিনীর তীরে;
মলয় ভ্রমিতেছিল গন্ধ লাগি ফুলে ফুলে;
আনন্দে নাচিতেছিল শশিবিম্ব নীল নীরে।

"যে স্বর্গ লভেছি আমি তোমারে হৃদয়ে ধরি,
জানিনা সে জীবনের কোন্ সুকৃতের ফল;
রোগ, শোক, দুঃখজ্বালা কিছু আর নাহি ডরি,
হাসিতে উজল, প্রিয়ে! হইয়াছে আঁখিজল।

পৃথিবী নন্দন সম, ভবন বৈকুণ্ঠধাম,
লুপ্ত পুরাতন, বিশ্ব পরেছে নূতন সাজ;
রাজ-ধর্ম্ম-ঋষি-ধর্ম্ম আগে নাহি জানিতাম,
অন্ন, জল সুধাপূর্ণ, মানব দেবতা আজ।

সেই দিন, সেই দিন দিবানিশি পড়ে মনে,
না লয়ে প্রণাম মোর যেদিন জনক তব
বিদায় করিলা মোরে; ডাকি তুমি সংগোপনে
কহিলে, "তোমারি আমি জীবনে, মরণে র'ব।

"না হয় হ'বেনা দেখা, ক্ষতি কিবা বল তায়"
বলেছিলে, "প্রাণে প্রাণে হয় যদি বিনিময়,
কেবা দরশন চাহে, কেবা পরশন চায়,
সেইত মিলন, সেই অপার্থিব পরিণয়।"

অনুকূল বিধি, তাই, পাইয়াছি তোমা ধনে,
যত দেখি, বাড়ে সাধ আর(ও) দেখি ; তৃপ্তি নাই।
কি বলিব, নাহি পারি বলিতে যা' সাধ মনে,
কৃতার্থ, কৃতার্থ আমি, এই বলিবারে চাই।

কিন্তু, প্রাণাধিকে ! তুমি বল মোরে একবার,
সুধাইব ভাবিয়াছি, সুধাইনি এত দিন,
মিটেনি কি সাধ তব ? কেন ঝরে অশ্রুধার ?
আনন্দের মাঝে চিত্ত কেন হেরি স্ফূর্ত্তিহীন ?"

উত্তর করিলা সতী, ধরিয়া পতির কর,
মুকুলিত আঁখি দু'টী, মুদে গদ গদ ভাষ :
"ক্ষমা করো অধীনীরে, কি বলিব, প্রাণেশ্বর !
ভগ্ন হয়ে আছে প্রাণ, মিটে নাই অভিলাষ।"

"কি বলিলে ?" কৌতূহলী জিজ্ঞাসিলা পৃথ্বীরাজ ;
"আজ এ নূতন কথা কি এক শুনালে, প্রিয়ে ?
মিটে নাই কোন্ আশা ? বল মোরে, বল আজ,
মিটাব তা', কহিতেছি, আমার এ প্রাণ দিয়ে।"

কহিলা বিনয়ে সতী ; "শুন, তবে, প্রাণেশ্বর !
তোমারে লভিব পতি, সত্য, মনে ছিল সাধ,
কিন্তু আর(ও) সাধ ছিল সাঙ্গ হ'লে স্বয়ংবর,
পিতা করিবেন দান ; ঘটিয়াছে তাহে বাদ।

মিটিয়াছে আধ আশা, আধ আশা মিটে নাই,
লভিয়াছি পতিপ্রেম, পিতৃস্নেহ-বিসর্জ্জনে ;
দিবা নিশি প্রাণ মোর কেঁদে কেঁদে উঠে তাই,
পুণ্যে করিয়াছি পাপ, শান্তি তাই নাহি মনে।

কত বাসিতেন ভাল আমারে যে পিতা মম
কি আর বলিব ? ভাবি আঁখি মোর ভাসে জলে ;
ছিনু হৃদয়ের ধন, নয়নের মণি সম,
ডাকিতেন নিদ্রাবেশে "সংযুক্তা সংযুক্তা" বলে।

আমি না বসিলে কাছে রহিতেন অর্দ্ধাহারে,
আমি না রচিলে শয্যা রহিতেন অনিদ্রায়,
পাত্র, মিত্র পরামর্শ যা' কিছু দিন না তাঁরে,
কহিতেন ; "জিজ্ঞাসিয়া এস কেহ সংযুক্তায়।"

না জানি কতই ব্যথা পিতা পেয়েছেন মনে ;
দেবতা আমার তুমি, লুকাইতে সাধ নাই ;
সদা ভয়, অবিনীত, অকৃতজ্ঞ আচরণে,
বিধাতার কোপাবেশে, পাছে, কোন দণ্ড পাই।

কিন্তু স্বাধীনতা মোর নাহি ছিল, প্রাণেশ্বর !
আমি যাঁর, আপনারে করিয়াছি তাঁরে দান ;
বলিয়াছিলেন পিতা, "লভ, বৎসে ! যোগ্যবর"
পালিয়াছি আজ্ঞা তাঁর, তবু কেন কাঁদে প্রাণ।

কি বলিব, কি দশায় রয়েছেন মা আমার,
সেবিকা আছিনু আমি, ছিনু সুতা, সহচরী ;
কহিতেন মোর কাছে দুঃখ, সুখ যত তাঁর,
ভর্ৎসনা করিলে পিতা কাঁদিতেন গলা ধরি।

শুভঙ্করী মায়ে যবে পূজিবারে দুইজনে
যাইতাম, দেবীপদে অর্ঘ্য দিয়া মা আমার
কহিতেন ; "পারি যেন আসিতে ও শ্রীচরণে
জামাতা, সুতারে লয়ে বিবাহান্তে সংযুক্তার।"

বড় সাধ ছিল তাঁর, আমারে তোমার বামে
বসায়ে, ডাকিয়া যত অন্তঃপুর-নারীগণে,
কহিবেন—"দেখ সবে, দেখ মোর সীতা রামে ;"
কিন্তু আজ মোর তরে শান্তি তাঁর নাহি মনে।

আমি যে শৈশব হ'তে ছিনু তোমাগত প্রাণ,
জানিত তা' প্রিয়ব্রতা, জানিতেন মা আমার,
না জানিত অন্য কেহ ; সহি পিতা অপমান,
নানা ছলে মায়ে, এবে, করিছেন তিরস্কার।

দিবানিশি বুক মা'র ভাসিতেছে আঁখি-জলে,
কহে লোক আসি মোরে ; হে মম হৃদয়নিধি !
ভাবিলে সে কথা প্রাণ পুড়ে যেন দাবানলে,
এত সুখে এত দুখ কি হেতু দিলেন বিধি ?

ভাবি কভু, দোঁহে মিলি, কনোজপুরীতে গিয়া,
যা' ইচ্ছা করুন পিতা পদাঘাত, অপমান,
করজোড়ে দুইজনে বলি তাঁরে বুঝাইয়া,
"ক্ষমুন ক্ষমুন, পিতঃ ! শ্রীচরণে দি'ন স্থান।"

আবার কখন ভাবি, একা আমি সেথা যাই,
মায়ে, ঝিয়ে, দোঁহে মিলে, পড়ি তাঁর শ্রীচরণে ;
যা কিছু বলিতে পারি, বুঝাইয়া বলি তাই,
কি জানি কি ঘটে ভাবি সাহস না হয় মনে।

নীরব হইলা সতী ; হেরিলেন পৃথ্বীরাজ,
নলিন-নয়ন হ'তে অশ্রু ঝরে দরদর ;
অমনি আদরে টানি, লইয়া হৃদয়মাঝ,
মুছায়ে নয়ন, চুম্ব দিলেন কপোল 'পর।

কহিলেন ; "প্রাণাধিকে ! কর দুঃখ সম্বরণ ;
শর সম অশ্রু তব বিঁধিছে আমার প্রাণ ;
লঙ্ঘিবারে বিধিলিপি পারে বল কোন্ জন ?
তা' না হ'লে মাতামহ-দত্ত কেন ল'ব দান ?

শত দিল্লী এক দিকে, সত্য কহি, প্রাণেশ্বরি !
অন্য দিকে তুমি। করি পাতার কুটীরে বাস,
মধ্যাহ্নে শাকান্ন খেয়ে, জীর্ণ বস্ত্র অঙ্গে পরি,
তোমা লয়ে তৃপ্ত মোর হ'ত সব অভিলাষ।

কিন্তু নাহি গতি এবে ; যদি দিল্লী দিতে চাই
না লবেন পিতা তব ; চেন তুমি ভাল তাঁরে ;
কি করিলে মিটে বাদ উপায় না ভেবে পাই,
গুরুদেবে তাঁর কাছে পাঠায়েছি বারে বারে।

পিতার সদৃশ মোর তোমার জনক যিনি,
করিলেও পদাঘাত আশীর্ব্বাদ ভাবি ল'ব ;
কিন্তু, প্রিয়ে ! কনোজের অধীশ্বর যথা তিনি,
আমি তথা দিল্লীশ্বর, কেমনে বিস্মৃত হ'ব ?

সমগ্র চৌহানকুল চেয়ে আছে মোর পানে ;
জানে তারা শৌর্য্যে, বীর্য্যে তাহাদের সম নাই ;
আমি হ'লে নত, তারা ক্ষিপ্ত হ'বে অপমানে ;
কি বলিবে পাত্র, মিত্র, গোবিন্দ প্রাণের ভাই।

শুনি, প্রিয়ে! পিতা তব মোরে দণ্ডিবার তরে
করিছেন আয়োজন, মিলি জম্মুপতি সনে ;
দূত মম রাজ্যে তাঁর হেরিয়াছে তুর্ক-চরে,
এ সময় যাই যদি কি ভাবিবে লোকে মনে।

ঘোষিবে রাঠোরগণ, করি মোরে উপহাস,
অনুগ্রহপ্রার্থী আমি হইয়াছি প্রাণভয়ে :
বিকায়েছি স্বাধীনতা কনোজের হ'য়ে দাস,
কেমনে এ অপমান স'ব দিল্লীপতি হ'য়ে ?

একা তোমা ছেড়ে দিতে সাহস না হয় মনে,
অভিমানে পিতা তব শিলা সম নিরদয়,
ব্যথিবেন প্রাণ তব নিন্দি মোরে কুবচনে ;
হয় ত আবার হ'বে সতীলীলা-অভিনয়।

রাঠোর-দুহিতা মাত্র নহ তুমি এবে আর,
চৌহানের রাণী তুমি, তুমি দিল্লী-অধীশ্বরী,
তুল্য তব দুই পক্ষ ; বল তুমি দোষ কা'র,
করিব তা', যা' বলিবে, প্রেয়সি ! বিচার করি

নীরব রহিলা সতী, বাক্যহীন পৃথ্বীরাজ,
আঁখি ঝরে উভয়ের, ভাষা নাহি ফুটে আর ;
চির দিন এই দেখি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-মাঝ,
সুখে দুঃখ, দুঃখে সুখ বিধি বিশ্ব-বিধাতার।

নবম সর্গ।

ভাদ্র অমানিশা,
তিমির-ভীষণা,
এসেছে ধরণীতলে ;
লুপ্ত গ্রহ, তারা,
ঢেকেছে আকাশ
ধূম্রবর্ণ মেঘদলে।
থাকিয়া থাকিয়া
চমকে দামিনী,
বায়ু বহে শন্ শন্ :
বজ্ররবে ঘন
কাঁপে গৃহ, দ্বার
শব্দ তুলি ঝন্ ঝন্।
অবিরল ধারে
বর্ষে কভু মেঘ,
স্তব্ধ কভু ক্ষণতরে ;
কাণায় কাণায়
ভরেছে যমুনা,
স্রোত বহে বেগভরে।
না হ'তে প্রহর
শূন্য রাজপথ,
রুদ্ধ গৃহস্থের দ্বার ;
না জ্বলে অনল,
নির্ব্বাপিত দীপ,
ঘনীভূত অন্ধকার।

কিছুদিন হ'তে
প্রচার দিল্লীতে
কে যেন, নিশীথ হ'লে,
আঘাতিয়া বক্ষ,
ধায় রাজপথে,
"আয় আয় আয়" বলে
অট্ট অট্ট হাসি
হাসিয়া কখন
মহাবেগে ধায় ছুটি ;
শুনিলে সে হাসি
নিদ্রিত যে জন
চমকিয়া বসে উঠি।
মানব কি প্রেত
নাহি বুঝে কেহ,
মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্করী ;
ধাইলে পশ্চাতে
মিলায় আঁধারে,
বিকট চীৎকার করি।
শবের কন্থায়
ঢাকা অধোদেশ,
কণ্ঠে গাঁথা অস্থিমাল ;
দীর্ঘ, স্থূল জটা
পৃষ্ঠে বিলম্বিত,
সঙ্গে চলে ফেরুপাল।
আনাভিলম্বিত
স্থূল স্তনযুগ
গতিবেগে ঘন দোলে ;

কটিতে কিঙ্কিনী
বাজে পদক্ষেপে
টুনু ঠুনু ঝুনু বোলে।
কজ্জলে, সিন্দূরে
বিলেপিত মুখ,
নয়নে স্ফুলিঙ্গ ঝরে;
বিলোল রসনা
করে লক্ লক্,
কৃপাণ দক্ষিণ করে।
বিদ্যুৎ-আলোকে
কেহ যদি কভু
হেরে তারে একবার,
মূর্চ্ছিত হইয়া
পড়ে ভূমিতলে,
বাক্য নাহি স্ফুরে আর।
নগর-প্রহরী
যদি কোন দিন
পথে তারে দেখা পায়,
নত করি অসি,
নমি করজোড়ে,
অন্য পথে চলি যায়।
পরিত্যক্ত গৃহে,
জীর্ণ দেবালয়ে,
কিম্বা কোন তরুতলে,
বসি একাকিনী
করে আর্ত্তনাদ,
"আয় তোরা আয়" বলে

নাহি বুঝে কেহ,
কারে ডাকে ভীমা,
কার তরে করে শোক ;
হতপুত্রা কেহ
হয়েছে পিশাচী,
পরস্পর কহে লোক্ ।
ভ্রুভঙ্গী করিয়া
রাজপুরী পানে
চাহি কহে বার বার ;
"আসিছে শমন,
থাক থাক থাক,
দিন কত সুখে আর ।"
যমুনার তীরে
বিকট শ্মশান
অবিরাম চিতা জ্বলে,
অস্থি, ভস্মে ঢাকা,
শিবা-সমাকুল,
সেই দিকে ভীমা চলে ।
দূর হ'তে তার
শুনি কণ্ঠস্বর
"আয় আয় আয় আয়"
অর্দ্ধদগ্ধ শব
ফেলি শববাহী
ভয়ে পলাইয়া যায় ।
স্রোতে ভাসমান
মৃত পশু তুলি
খড়্গে খণ্ড খণ্ড করি

পালিত জম্বুকে,
ডাকি নাম ধরি,
মাংসবলি দিল ধরি। *
চিতাকাষ্ঠ জ্বালি,
এ দিক ওদিক
করি মুহু অন্বেষণ,
অস্থিখণ্ড আনি,
উলটি পালটি,
কহে, করি নিরীক্ষণ ;
"ছিলি তোরা বীর,
এ অস্থি কখন
তোদের দেহের নয় ;
মোর স্তন্যে যারা
পালিত তাদের
অস্থি কি এমন হয় ?
কতই শ্মশান
দেখিলাম খুঁজি,
মিলিল না কোথা, হায় !
মেষের অস্থিতে
মাতঙ্গের দেহ
গঠন কি করা যায় ?
অস্থিগুলি যদি
পেতাম তোদের
বাঁচাতাম মন্ত্রবলে ;

* আহার্য্যের লোভে শৃগালেরাও কুক্কুরের ন্যায় পালকের অনুগত হয়। অনেক সন্ন্যাসী এখনও শৃগাল পালন করিয়া "শিবাবলি" প্রদান করিয়া থাকেন।

পাপিষ্ঠ চৌহান
ভস্ম করি, তাই,
ফেলিয়াছে নদীজলে।”
এত বলি ভীমা,
আঘাতি ললাট,
আঘাতিয়া বক্ষপর,
লাগিল কাঁদিতে;
বহি গণ্ডতল
অশ্রুঝরে দর দর।
নরমুণ্ড আনি
সাজায়ে আসন
বসিয়া তাহার ’পরে
“আয় দু’টী ভাই!
আয় আয় বলি”
পুনঃ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
ধরি দুই হাতে
স্তন আপনার
কহে; “তোরা কোথা, বাপ!
একবার এসে
টান্ মুখ দিয়ে
ঘুচুক মনের তাপ।
কত জ্বালা সয়ে
জননী তোদের
মানুষ করিল যবে,
নিঠুর সন্তান!
দুঃখিনী মায়েরে
ছাড়িতে কি হয় তবে?”

রহি স্তব্ধ ক্ষণ
জটা আপনার
আকর্ষিয়া রোষভরে,
কহে ; "দোষ নাই,
তোদের ত, বাছা !
বীর যারা রণে মরে।

কপট সংগ্রামে
যে নিঠুর, শঠ
হরেছে তোদের প্রাণ,
দেখিব সে ধরে
কত পরমায়ু,
কার বলে বলীয়ান।

পেয়েছে সে রাজ্য,
পেয়েছে প্রেয়সী,
আছে বড় মনসুখে ;
নহে দিন দূর,
জ্বলিবে আগুন
দু'জনার পোড়া মুখে।

শমনের দূত,
আসিয়া নিকটে,
বেড়াইছে ঘুরে ঘুরে ;
এইবার তারে
দেখাইব পথ,
প্রবেশ করুক্ পুরে।"

শ্মশানের প্রান্তে,
আদেশে রাজার
অনাথ মৃতের তরে,

শুষ্ক কাষ্ঠরাশি
ছিল স্তূপীকৃত,
আনি তাহা থরে থরে,
আপনার মনে
সাজাইয়া চিতা
পিশাচী ডাকিয়া কয়,
"হয়েছে হয়েছে,
না না হয় নাই,
দু'জনার যোগ্য নয়।"
পুনঃ কাষ্ঠ আনি
সাজায় আবার,
কহে পুনঃ মৃদুস্বরে ;
"পাগল কি আমি ?
সাজা'তেছি চিতা
জীবিত জনের তরে ?"
এত বলি ভীমা
"হাহা হাহা হাহা"
হাসিল বিকট হাসি ;
হেন কালে তথা
যুবা এক জন
সম্মুখে দাঁড়া'ল আসি।
বীরত্ব-ব্যঞ্জক
সুগঠিত দেহ,
কৃপাণ দক্ষিণ করে ;
বর্ত্তি বাম হাতে
জ্বলি দপ্ দপ্
শ্মশানের তম হরে।

নাহি ভীতিলেশ,
কোতূহলী হয়ে
করে শুধু নিরীক্ষণ,
ভাবে মনে মনে,
"হিন্দুস্থানে হেন
আছে আর কত জন'
কহিল পিশাচী,
"এসেছিস্ তুই ?
সাহস ত দেখি বেশ'
তা' না হলে কেন
স্পর্দ্ধা হবে মনে
গ্রাসিতে হিন্দুর দেশ।
ধর্ এই ভস্ম,
আন্ নদী হতে
অঞ্জলি ভরিয়া জল,
কেন মোর পিছে
বেড়াস্ ঘুরিয়া,
কি চা'স্ জানিতে বল্।
কহিল যুবক,
"ত্রিকালজ্ঞা তুমি,
বল, ক'বে হ'বে জয় ;"
পিশাচী কহিল,
"হ'বে ভবিষ্যতে,
এখন কিছুতে নয়।
নিজে বৃহস্পতি
কেন্দ্রস্থিত তার,
আছে বহু সুখভোগ ;

সিদ্ধি সর্ব্ব কার্য্যে,
যাবৎ না ঘটে
প্রতিকূল গ্রহযোগ।
কনোজনগরে
গিয়া একবার
দেখে আয় সাবধানে ;
কোন্ কোন্ গ্রহ
কোথা করে স্থিতি,
গোধূলির অবসানে।
কহিস্ আসিয়া,
করিব গণনা
যুদ্ধজয় কবে হ'বে,
যা' চলি এখন"।
এত বলি ভীমা
ডাকে "আয় আয়" রবে।
কহিল যুবক,
"প্রহেলিকা বলি
কেন ভুলাইতে চাও ?
বিদেশী পথিকে
সরল যে পথ
তাই দেখাইয়া দাও।
শত্রু যে তোমার,
আমার সে শত্রু,
বলেছি ত বার বার ;
কহে শুনি লোক,
অজেয় সে রণে,
কি সে এত শক্তি তার ?"

কহিল পিশাচী ;
"আছে তারাগড়ে
দেবী এক শিলাময়ী,
চৌহান-স্থাপিতা ;
প্রসাদে তাঁহার
সমরে সে বিশ্বজয়ী।
যুবক কহিল,
"কিবা কহে শাস্ত্র,
দেহ গেলে যায় প্রাণ
ভাঙ্গিলে প্রতিমা
থাকে কি তাহাতে
দেবতার অধিষ্ঠান ?"
ভ্রূভঙ্গী করিয়া
কহিল পিশাচী,
"দুর্ দুর্ দুরাচার !
ভাঙ্গিবি প্রতিমা ?
বক্ষদেশে তোর
হানিব এ তরবার।"
সহসা আসিল,
ঝম্ ঝম্ ঝম্
মুসলধারায় জল,
নিবিল আলোক,
গভীর আঁধারে
ডুবিল শ্মশানতল।
স্রোতে ক্ষতমূল
তট তরু এক
সশব্দে পড়িল জলে ;

পূরিল শ্মশান
চকিত ফেরুর
কর্ণভেদী কোলাহলে।
কহিল পিশাচী,
"অই আসে তারা,
শিবা করে আহ্বান ;
যা চলি, যা চলি,
থাকিস্ না হেথা,
কি হেতু ত্যজিবি প্রাণ ?"
"চলিলাম এবে,
দেখা দিও পুনঃ"
এত বলি যুবা যায় ;
শুনে দূর হ'তে
কে যেন ডাকিছে,
"আয় আয় আয় আয়।"

দশম সর্গ।

বিপুল সাগর-বারি বিদারি যেমন
সিন্ধুচর মহানাগ জাগায় শরীর, *
তেমতি বালুকাসিন্ধু করি বিদাবিত
বিরাজে অর্ব্বলিগিরি রাজোয়ারাদেশে,
ব্যাপি শতক্রোশাধিক। কোথা বক্রদেহ,
ঋজু কোথা, কোন স্থলে কুণ্ডলিতপ্রায়,
কোথা মগ্ন, অবিদূরে ভাসমান পুনঃ।
শিরোমণি রূপে তার শোভে আজমীর,
শৈল-কিরীটিনী পুরী; যুগ যুগ হতে,
একাধারে ধর্ম্মে, কর্ম্মে অতুল ভারতে।

এই আজমীর-বক্ষে ভক্তিসরোরূপী
বিরাজিছে তীর্থরাজ সুধন্য পুষ্কর;
দেশ দেশান্তর হ'তে, ব্যাকুলহৃদয়,
আসে যেথা নর, নারী, প্রক্ষালন তরে
কায়মনোগত পাপ। এই তীর্থতটে
আচরিলা মহাতপ ব্রহ্মজ্ঞান আশে
প্রত্যক্ষ পুরুষকার বিশ্বামিত্র ঋষি,
পুণ্যে, পাপে, জীবনের উত্থানপতনে
শিক্ষা দিয়া নরকুলে ইন্দ্রিয়-বিজয়,
ইষ্টসিদ্ধি সাধ্য, যদি রহে দৃঢ়পণ। †

* সিন্ধুচর এই মহানাগ এক্ষণে কিংবদন্তী মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রাচীন নাবিকগণের বর্ণনা স্মরণ করিয়া এই উপমাটী প্রদত্ত হইয়াছে।

† বিশ্বামিত্রোপি ধর্ম্মাত্মা ভূয়স্তেপে মহাতপাঃ
পুষ্করেষু, নরশ্রেষ্ঠ! দশ বর্ষ শতানি চ। বালকাণ্ডম্।

এই আজমীর মাঝে নাগশৈল 'পরে *
আচরিলা তপ সেই মহাপ্রাণ ঋষি
অগস্ত্য, স্বেচ্ছায় যিনি, ত্যজি চিরতরে
স্বদেশ, স্বজাতি, প্রাণ করিলা অর্পণ
উদ্ধারিতে উপেক্ষিত অনার্য্য-সন্তানে ;
রচি শাস্ত্র, সৃজি বিধি, নবীন জীবন
সঞ্চারিলা দাক্ষিণাত্যে। † প্রশান্ত, সুন্দর
এখন(ও) আশ্রম তাঁর বিরাজিছে হেথা।
এই আজমীর মাঝে রাজা ভর্ত্তৃহরি,

---

* রাজস্থানের ইতিহাসলেখক টড্ সাহেব আজমীর স্থিত নাগপাহাড় সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—The serpent rock is also famed as being one of the places where the wandering Bhartrihari, prince of Oojein lived for years in penitential devotion ; and the slab which served as a seat to this Royal saint has become one of the objects of veneration * * There are many beautiful spots about the serpent mount, which, as it abounds in springs has from the earliest times been the resort of Hindu sages whose caves and hermitages are yet pointed out. * * One of the latter issuing from a fissure in the rock is sacred to the Muni Agastya.

Rajastan, Vol. I. P. 817.

† Tradition refers the commencement of literature in the Tamil country to the Brahman saint Agastya, the mythical apostle of the Deccan. The oldest Tamil grammar, the Tolkappiyam, is ascribed to one of his pupils.

I. Gazetteer Vol. II. P. 434.

আজমীরস্থিত অগস্ত্যাশ্রম বা অগস্ত্যজী সেখানকার একটী উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থান। ভারতবর্ষের আরও কোন কোন স্থান মহর্ষি অগস্ত্যের সহিত সংস্পৃষ্ট আছে। দাক্ষিণাত্যের অগস্ত্যমলয়ে বা সহ্য পর্ব্বতের (পশ্চিম ঘাটশ্রেণীর) একটী শৃঙ্গে, মহর্ষি, এখনও, অদৃশ্যভাবে, বাস করিতেছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

The orthodox believe that the sage Agastya Maharshi, regarded by Modern scholars as the pioneer of modern civilization in southern India, and the name-father of the hill, still lives on the peak as a yogi in pious seclusion.

I. Gazetteer Vol. V. P. 71.

জর্জ্জরিত মনস্তাপে, করি বিসর্জ্জন
সাম্রাজ্য, সম্ভ্রম, সুখ, কাটাইলা কাল
চীর, কমণ্ডলু লয়ে। "শতক" তাঁহার
এখনও মধুর রসে তৃপ্ত করে নরে। *
এই আজমীর মাঝে দয়ানন্দ স্বামী,
কর্ম্মিষ্ঠ, নির্ভীক ঋষি, ব্যথিত হৃদয়,
নিরখিয়া আর্য্যসুতে বেদমার্গ হ'তে
পরিভ্রষ্ট, দৃঢ়পণে, ভ্রমি দেশে দেশে,
লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, স্তুতি তুল্য উপেক্ষিয়া,
প্রচারিয়া বেদধর্ম্ম, লভিলা বিশ্রাম।
কিন্তু তপঃক্ষেত্র মাত্র নহে আজমীর,
প্রকৃতির রম্যোদ্যান; ভূধরে, নির্ঝরে
নিরন্তর চিত্তহারী। পার্শ্বে নগরীর
দাঁড়াইয়া নাগশৈল, শ্যাম শোভাময়;
মুখরিত বিহগের মধুর সঙ্গীতে;
সুমন্দ অনিলে স্নিগ্ধ; বরষা আগমে
ঝঙ্কৃত নির্ঝর-রবে। অদূরে পুরীর
নীল গিরি, রত্নগিরি, গিরি স্বর্ণচূড়
প্রাচীর আকারে বেড়ি রক্ষিছে পুষ্করে।
মাতৃবক্ষে স্তন সম অমৃত-পূরিত

* সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক প্রণেতা ভর্তৃহরি সম্বন্ধে জনশ্রুতি যাহা বলে খ্যাতনামা অধ্যাপক সি এচ্ টনি তাঁহার Two centuries of Bhartrihari নামক পুস্তকের উপক্রমণিকায় এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন;—He is said to have been the brother of the celebrated Vikramaditya, who reigned at Ujjayini, the capital of Avanti or Malwa about the year 56 before Christ. On discovering the faithlessness of his wife Anangasena he became disgusted with the world, abdicated in favour of his brother Vikramaditya, and retired to the forest.

এই জনশ্রুতির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

নগরীর মধ্যে শোভে রম্য হ্রদদ্বয়,
আনাসরোবর তথা বিশাল সাগর,
চৌহানের পুণ্যকীর্ত্তি। শিরে নগরীর
বিরাজিত তারাগিরি ; দুর্ভেদ্য প্রাকারে
পরিবৃত দুর্গ যার, উচ্চে তুলি শির,
করে উপহাস দর্পী অরাতি-সৈনিকে।
এই আজমীর তরে মহাযুদ্ধ কত
হিন্দু মুসলমানে, তথা মোগল পাঠানে,
রাজপুতে রাজপুতে, মার্হাঠা ইংরাজে,
ঘটিয়াছে যুগে যুগে *। প্রতি গিরি, নদী,
প্রতি শিলা, প্রতি রেণু কহিছে ইহার
গৌরব-কাহিনী কত, মর্ম্ম-বিঘাতিনী
পাপ-পুণ্যময়ী কথা। রাজ-নিকেতন
হইয়াছে পান্থশালা, হিন্দু দেবালয়
ধরেছে মস্‌জিদ মূর্ত্তি। সর্ব্বধ্বংসী কাল,
অতীতের চিহ্নগুলি মুছি একে একে,
জানাইছে আধিপত্য। হে পাঠক! যদি
তপঃক্ষেত্রে রণক্ষেত্র চাহ দেখিবারে
এস মোর সাথে, যাই আজমীর মাঝে।
চৌহানের রাজপুরী শোভে আজমীরে,
দুর্ভেদ্য প্রাচীরে ঘেরা। শিলাময় পথ ;

* History tells us that from the twelfth to the nineteenth century, Ajmer has not only been the cynosure of all eyes, but has always adorned the brow of the victor in the race for the political supremacy in India. The possess'on of Ajmer by a power is the index to its political predominance in Upper India.

Ajmer, Historical and Descriptive, P. 145.

বিশেষ বিবরণ সম্বন্ধে I. Gazetteer Vol. V. ১৪০-৪১-৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কোথাও বন্ধুর, কোথা চারু সমতল,
বেড়িয়া নগরী, ধায় সে পুরীর পানে।
সুবিশাল সিংহদ্বার; অসিশূলধারী
ভ্রমে তথা পদাতিক। পুরীর মাঝারে
অন্তঃপুর, দেবালয়, বিরাম-উদ্যান,
হস্তিশালা, অশ্বশালা, কোষ, অস্ত্রাগার
বিরাজিছে যথাস্থানে। কোথা প্রেক্ষাগৃহে
নর্ত্তক, নর্ত্তকী নাচে; কোথা মল্লশালে
ধূলি-ধূসরিত দেহ যুঝে মল্লদল;
কোথা দেবালয়ে উঠে বেদপাঠ ধ্বনি;
সজীব সতত পুরী স্ফূর্ত্তি, বল, সুখে।
সে পুরীর মাঝে শোভে পাষাণরচিত
বিশাল প্রকোষ্ঠ এক। কারুকার্য্যময়
উচ্চ স্তম্ভ, সারি সারি, বিরাজিছে তাহে,
শিরোদেশে বহি ছাদ। গত কতকাল;
কত ঝঞ্ঝাবাত, কত বরষার ধারা
কত বংশধ্বংস, কত রাষ্ট্রীয় বিপ্লব
সহি সে প্রকোষ্ঠ আজ(ও) আছে দাঁড়াইয়া,
গৌরবে, গাম্ভীর্য্যে করি বিস্মিত দর্শকে। *

---

* আজমীরের সুপ্রসিদ্ধ আড়াই দিনকা ঝোঁপরা পৃথ্বীরাজের পিতামহ (কাহারও কাহারও মতে জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য) বিশালদেবের নির্ম্মিত। বিজেতৃগণের আদেশে ইহার আকার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র। আজমীরের ইতিহাসলেখক এইরূপ লিখিয়াছেন;—In its conception and execution, this building was a fit monument of the reign of Visal deva. As a work it was an exquisite ornament of the capital of his empire. The name Adhai dinka Jhonpra was given to it as fakirs began to assemble here * * to observe the Urs anniversary of the death of their leader Panjaba Shah which lasted for two and half days.

Ajmer Historical and Descriptive, 68, 69.

"শ্রীবিগ্রহরাজদেবেন কারিতমায়তনমিদং" ক্ষোদিত একখানি শিলালিপি কিছু দিন হইল ইহার মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে।
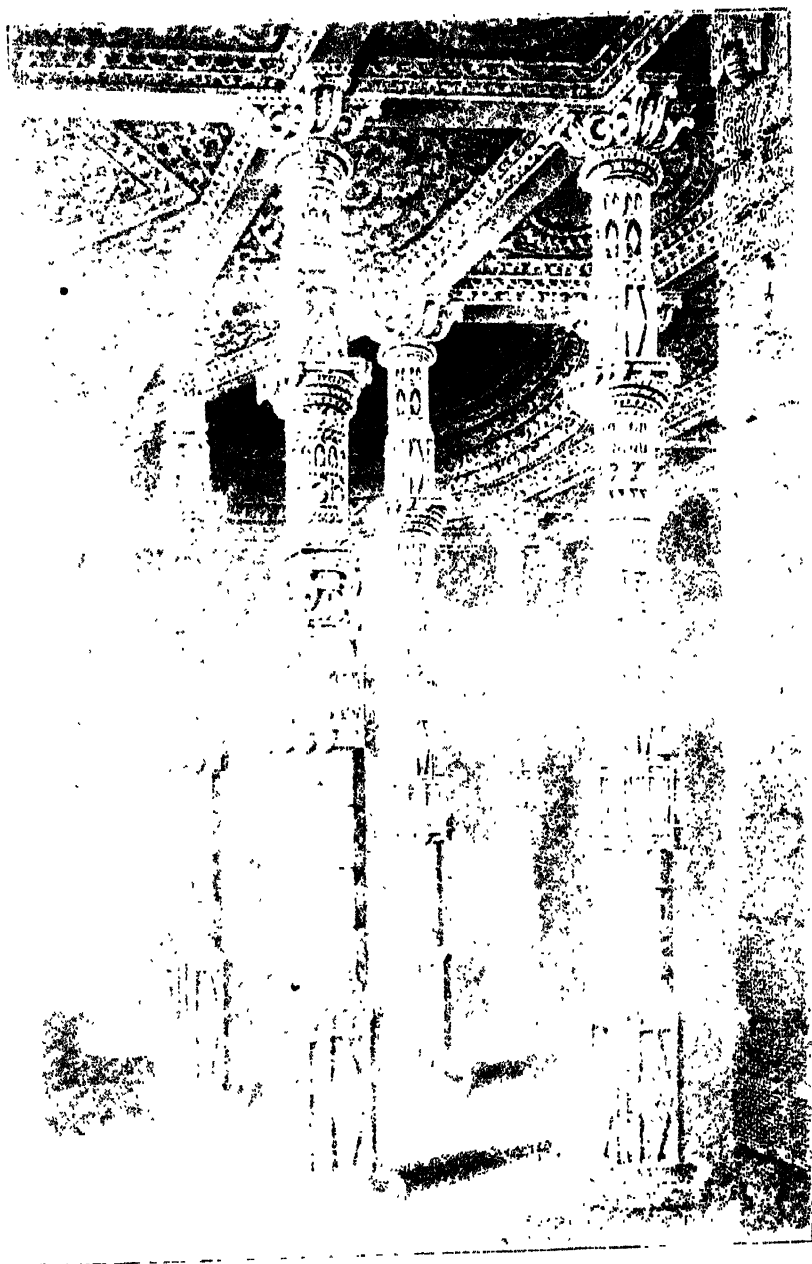
চৌহান প্রাসাদ ; বর্ত্তমান নাম আঢ়াই দিন্‌কা ঝোপ্‌ড়া ।

বিশাল সে কক্ষ রাজসভা নৃপতির।
মধ্যস্থলে শোভে বেদী, বেদীর উপরে
স্বর্ণময় সিংহাসন খচিত রতনে।
প্রসারিত সভাতলে শয্যা উর্ণাময়;
একদিকে পাত্র, মিত্র, অমাত্যের স্থান,
অন্যদিকে বিরাজিত আয়স বেস্টনী,
বিচারার্থী জন আসি দাঁড়ায় সেখানে।
জনপূর্ণ সভা আজ। গজনী হইতে
এসেছে যবন দূত লইয়া সংবাদ;
তাই, সভাসদ-জন, উৎসুক হৃদয়ে,
হয়েছেন সমবেত। সিংহাসন 'পরে
উপবিষ্ট পৃথ্বীরাজ। মহিমমণ্ডিত,
প্রশান্ত, গম্ভীর মূর্ত্তি উজলিছে সভা;
শিরে চারু শ্বেতচ্ছত্র, ধবল চামর
দোলায় কিঙ্কর পার্শ্বে। দক্ষিণে ভূপের
রাজগুরু তুঙ্গাচার্য্য বসি দিব্যাসনে;
রাজমন্ত্রী, সেনাপতি, সান্ধিবিগ্রহিক
ন্যায়াধীশ উপবিষ্ট নিজ নিজ স্থানে।
সিংহাসন হ'তে দূরে, শূন্য কক্ষ তলে,
দাঁড়াইয়া দূতগণ। বীর-অবয়ব,
সুতপ্ত কাঞ্চন বর্ণ; শ্মশ্রু-বিমণ্ডিত
বদনে দৃঢ়তা, গর্ব্ব বাহিরিছে ফুটি;
নিবিড় কুঞ্চিত কেশ শোভে শিরোদেশে
বিশাল প্রোজ্জ্বল নেত্র; উন্নত নাসিকা।
সুদীর্ঘ উষ্ণীষ শিরে; বদ্ধ কটিদেশে
করবাল সারসনে; দীর্ঘ শূল করে;

লোমজ কঞ্চুকে বীরবপু সমাবৃত।

সর্ব্ব অগ্রে হামজবী, * গম্ভীর মূরতি,
সম্ভ্রমে নমিয়া ভূপে, ভূমি স্পর্শ করি,
কহিলা বিনীত ভাষে ;

"গজনীর পতি,
প্রতাপে তপন, বীর মহম্মদ ঘোরী
প্রভু আমাদের, তিনি হ'ন দীর্ঘজীবী।
আদেশে তাঁহার মোরা আসিয়াছি হেথা,
কহিব কি প্রয়োজন হ'লে অনুমতি।

কহিলা দ্বিভাষী এক দূতের বারতা।
কহিলেন পৃথ্বীরাজ ;

"বল, দূত! তুমি
নির্ভয়ে সন্দেশ তব ; চিন্তা নাহি কোন ;
অবধ্য, অদণ্ড্য দূত ক্ষত্রিয়ের নীতি।

বিনয়ে কহিলা দূত ;

"সুবিদিত তব,
মহারাজ! ধর্ম্মমাত্র অবনীমণ্ডলে
নিত্য, সত্য ; রাজ্য, ধন যাহা কিছু আর
অনিত্য, অসত্য, শূন্য মরীচিকা সম।

* He (Mahomed Ghory) then proceeded to Lahore, from whence he despatched KowamoolMoolk Humzvy one of his principal chiefs ambassador to Ajmer, with a declaration of war should the Indians refuse to embrace the true faith.

Ferista, P. 175.

ফেরিস্তা তরায়ণের প্রথম যুদ্ধের পর, দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্ব্বে, দূত প্রেরণের কথা লিখিয়াছেন। একবার তাদৃশ যুদ্ধের পর এরূপ দৌত্য ও প্রস্তাব স্বাভাবিক কি না সন্দেহজনক। আমি সেইজন্য প্রথম যুদ্ধের পূর্ব্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

হজরত মহম্মদ বলেছেন, তাই,
পৃথিবীতে সত্য ধর্ম্ম করিতে প্রচার,
নরের উদ্ধার তরে। আরব, ইরাণ,
তাতার, তুরুক্, রুম, মিসর, কাবুল,
একে একে, সত্যধর্ম্ম করেছে গ্রহণ।
শুধু হিন্দুস্থানবাসী, ডুবি মহাভ্রমে,
ভুলি এক, অদ্বিতীয়, মহান্ ঈশ্বরে,
আছে মূর্ত্তিপূজা লয়ে। মৃত্তিকা, পাষাণে
নিজ করে গড়ি মূর্ত্তি, মাগে তার কাছে,
পরিত্রাণ, অচেতনে চেতন ভাবিয়া।
সত্যধর্ম্ম সেবী, বীর প্রভু আমাদের
বলেছেন, তাই, এই ভ্রম করি দূর,
লইবারে সত্য ধর্ম্ম। অভিলাষ তাঁর
"আল্লা হু আক্বর" ধ্বনি উঠে হিন্দুস্থানে।
নীরব হইলা দূত! "আল্লা হু আক্বর"
শ্রুতিমাত্র সভাজন অঙ্গুলি-প্রবেশে
রোধিলা শ্রবণপথ। তুঙ্গাচার্য্য শুধু
রহিলেন অবিচল। সম্বোধিয়া দূতে
কহিলেন ;—
"বল, দূত! বল বুঝাইয়া,
কে তিনি, যাঁহার নাম উচ্চারিলে তুমি।"
"তিনি এক, অদ্বিতীয়, মহান্ ঈশ্বর"
উত্তর করিলা দূত। জিজ্ঞাসিলা গুরু ;
"কোথা অধিষ্ঠান তাঁর পার কি বলিতে?"
কহিলেন হামজবী ;
"পুণ্য স্বর্গলোকে"।

মর্ত্ত্য কি ঈশ্বরশূন্য তবে ? কহ, দূত !"
জিজ্ঞাসা করিলা গুরু। চাহি মুখপানে
কহিলেন হামজবী ;

"না না কভু নয়,
স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, সর্ব্বস্থানে, বিরাজিত তিনি।"
উত্তরিলা শুনি গুরু ;

"হেন জ্ঞান লয়ে
বুঝিবারে হিন্দুধর্ম্ম কেন কর ভ্রম ?
শিখেছ তোমরা যাহা বর্ষ পঞ্চশত,
যুগ যুগান্তর হ'তে শাস্ত্র আমাদের
প্রচার করিছে তাহা। তোমাদের(ই) মত
জানে হিন্দু, তিনি এক, তিনি অদ্বিতীয় ;
নাহি তাঁর দেহ, রূপ। চাহ কি শুনিতে
কি বলে মোদের শাস্ত্র ? কহিতেছি, শুন।

"যা কিছু জগতে এই হের স্পন্দমান
উদ্ভূত তা' ব্রহ্ম হ'তে, তিনি বিশ্বপ্রাণ। *
অশব্দ, অস্পর্শ তিনি অরূপ, অব্যয় ;
রসহীন, গন্ধহীন, অনাদি, অক্ষয়।"

বুঝিলে কি, দূত ! এই শাস্ত্রের বচন ?
নাহি পূজি মোরা জড় পাষাণ, মৃত্তিকা ;
পূজি সেই অদ্বিতীয়, অনাদি, অরূপে।

* যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্,
অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।

এই শ্লোকগুলি কঠোপনিষদের ভিন্ন ভিন্ন বল্লী হইতে এবং অনুবাদ গ্রন্থকারকৃত কঠোপনিষদের অনুবাদ হইতে গৃহীত।

বিস্ময়ে কহিলা দূত ;
"এই শাস্ত্র যদি
তোমাদের, কেন তবে পূজ নদী, গিরি ?"
কহিলেন রাজগুরু ;
"শুন আরবার
শাস্ত্র-বাক্য, হবে দূর ভ্রম তোমাদের।"

"তিনিই আকাশচারী দেবতা তপন,
অন্তরীক্ষবাসী তিনি দেব সমীরণ।
অগ্নি তিনি, বেদী মধ্যে বসতি তাঁহার,
তিনি সোমরস, স্থিত কলসমাঝার।
নররূপে, দেবরূপে তিনি বিরাজিত ;
কিবা যজ্ঞে, কিবা ব্যোমে তিনি প্রতিষ্ঠিত।
মুকুতা, মকর তিনি সাগরের জলে,
তিনি ব্রীহি, যব, যাহা জন্মে ধরাতলে।
তিনি নদী জলময়ী, পর্ব্বতবাহিনী ;
তিনি সত্য, সুমহান্, সর্ব্বময় তিনি।" *

তিনি সর্ব্বময়, তাই, সর্ব্বভূতে মোরা
হেরি তাঁর অধিষ্ঠান ; সাকারের মাঝে
পূজি সেই নিরাকারে। হিন্দু পৌত্তলিক
যে কহে, সে ভ্রান্ত, নাহি বুঝে ধর্ম্ম তার।
দূতগণ মাঝে সেখ মদিনানিবাসী
আছিলেন একজন, কঠোর মূরতি,
দৃঢ়কায় ; রুক্ষ ভাষে কহিলেন তিনি।

---

* হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরীক্ষ সৎ,
হোতা, বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোম স
দব্‌জা, গোজা, ঋতজা, অদ্রিজা, ঋতং, বৃহৎ ॥

"ধর্ম্মাচার্য্য! হিন্দুধর্ম্ম বুঝাইলে ভাল;
কিন্তু আসিবার কালে, পুষ্করের তীরে,
দেখিলাম, শত শত হিন্দু নরনারী
করিতেছে স্নান, মোক্ষলাভ অভিলাষে।
জলে, স্থলে, অগ্নিমধ্যে, আকাশে, অনিলে,
ব্যাপ্ত তিনি বলি যদি পূজ সর্ব্বাধারে,
কেন পুষ্করের জল সুপবিত্র এত?
পুষ্করে আছেন তিনি, নাহি বিশালায়?*
"উত্তম কহিলে, সেখ!"
উত্তরিলা গুরু;
"বাদ বিনা সন্দেহের মীমাংসা না হয়।
দিতেছি উত্তর; কিন্তু বল অগ্রে তুমি,
সর্ব্বব্যাপী বলি তাঁরে তোমরা সকলে
জান যদি, কেন তবে পশ্চিমাস্য হয়ে
কর আরাধনা? সেখ! সর্ব্বব্যাপী যিনি
আছেন পশ্চিমে, নাহি পূরবে, দক্ষিণে?
কেন মক্কা তীর্থ তবে? অধিষ্ঠান তাঁর
সর্ব্বদেশে, সর্ব্বভূতে। শিলা মাত্র কাবা, †
কিহেতু তোমরা, বল, স্পর্শিতে সে শিলা,

---

* আজমীরস্থিত বিশাল সাগরের প্রচলিত নাম বিশ্‌লা বা বিশালা।

† Kabah Lit a cube. The cube like building in the centre of the mosque at Makkah which contains the Hajaru'l Aswad or the black stone. * * The block is an irregular oval, about seven inches in diameter, with an undulating surface, composed of about a dozen smaller stones of different shapes and sizes. * * Ibn Abbas relates that the prophet said, the black stone when it came down from Paradise was whiter than milk but that it has become black from the sins of those who have touched it. (Mishkat book XI. Ch. iv. pt. 2.)

Hughes' Dictionary of Islam. P. 256-57.

মিলে যবে যাত্রিদল মক্কার মস্‌জিদে,
হও ঘর্ম্মসিক্ত, কর দ্বন্দ্ব পরস্পরে ?
শুনি, মুসল্‌মান কহে, যতদিন কাবা
ছিল স্বর্গে, ছিল শুভ্র দুগ্ধফেন সম।
কিন্তু মর্ত্ত্যে আসি কাবা হয়েছে মলিন
পাপীর পরশে। সেখ ! বিবেচক তুমি,
বল, জড় শিলা ধরে কি হেন শকতি
যার গুণে পাপে হয় বর্ণভেদ তার ?
কেন কটু, রোগপ্রসূ জম্‌জমের জল *
পানে মুসল্‌মান ভাবে ধন্য আপনারে ?
বল বিচারিয়া তুমি ; পাইলে উত্তর
কহিব, কি হেতু হিন্দু পূজে নদী, গিরি।"
নিরুত্তর দূতগণ। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে
সভাজন রহে চাহি তুঙ্গাচার্য্যপানে।
নতশিরে হামজবী কহিলেন তবে ;
"ধর্ম্মাচার্য্য ! বৃথা তর্কে নাহি প্রয়োজন ;
নাহি প্রভুর আদেশ। জানাইব আমি
বলেছেন প্রভু যাহা ; কর্ত্তব্য নির্ণয়
করিবেন দিল্লীশ্বর। আদেশে প্রভুর
কোরাণ, কৃপাণ আমি আনিয়াছি সাথে ;
রাখিনু উভয় এই। লইলে কোরাণ
মদিনানিবাসী এই সেখ মহামতি

* Captain Burton says it is apt to cause diarrhœa and boils and I never saw a stranger drink it without a wry face. ** Religious men break their lenten-fast with it, apply it to their eyes to brighten vision, and imbibe a few drops at the hour of death. *** every where the nauseous-draught is highly meritorious in a religious point of view

Hughes' Dictionary of Islam, P. 701.

করিবেন দীক্ষা দান। লইলে কৃপাণ
লক্ষ অশ্বারোহী, লক্ষ পদাতিক সহ,
ঘিরিবে আজ্‌মীর, দিল্লী ;—যথা অভিরুচি
শুনেছেন আমাদের প্রভু লোকমুখে
দিল্লীর অসংখ্য শত্রু আছে হিন্দুস্থানে।
তাই বলেছেন তিনি ; সত্যধর্ম্ম যদি
ল'ন বীর পৃথ্বীরাজ, কেশাগ্র তাঁহার
স্পর্শিতে কাহারও কভু না হবে শকতি ;
কোটি মুসল্‌মান প্রাণ দিবে তাঁর তরে।
স্বেচ্ছায় বিপক্ষগণে করি পরাজয়
পালিবেন সুখে রাজ্য। প্রভু আমাদের
না চান অপর কিছু, চাহেন কেবল,
সত্য ধর্ম্মে দীক্ষা, তাঁর প্রভুত্ব-স্বীকার।"
নীরব, নিশ্চেষ্ট সভা। সহস্র নয়ন
প্রোজ্জ্বল হইল কিন্তু। বামা-কণ্ঠধ্বনি,
কঙ্কন-শিঞ্জন সহ, পার্শ্ব-কক্ষ হ'তে
সুস্পষ্ট হইল শ্রুত। আকর্ষিয়া অসি
চাহিল চৌহানগণ সিংহাসন পানে।
কহিলেন পৃথ্বীরাজ ; আষাঢ় প্রথমে
নবীন নীরদ যেন গর্জ্জিল গগনে।
"শুন, দূত ! লহ গ্রন্থ, দাও তরবারী ;
কহিও প্রভুরে তব ; জন্মজন্মান্তরে
থাকে যদি পুণ্য নর জন্মে হিন্দুকুলে,
পারে বুঝিবারে হিন্দুধর্ম্মের মহিমা।
নাহি অভিলাষ মোর ধর্ম্ম অপরের
নিন্দিবারে ; কিন্তু, দূত ! জানিও নিশ্চিত,

কি শান্তি, কি তৃপ্তি আছে হিন্দুর ধরমে,—
জগতের স্রষ্টা, পাতা, হর্ত্তা, প্রভু যিনি,
নাহি যাঁর নাম, রূপ, জাতি, লিঙ্গ, দেহ,
বাক্যমন অগোচর চিৎস্বরূপে সেই,
আরাধিলে মাতৃভাবে, প্রাণপ্রিয়-রূপে
ভক্তিপ্রীতিপুষ্পদানে,—কি আনন্দ, দূত!
জানে হিন্দু মাত্র তাহা, না বুঝে অপরে।
না ছাড়িব ধর্ম্ম আমি। কহিলে যে, দূত
আছে বহু শত্রু মোর, মিথ্যা তাহা নয়।
কিন্তু প্রাণাত্যয়ে আমি দণ্ডিতে হিন্দুরে
না ডাকিব মুসল্‌মানে। মূষিক যদ্যপি
করে উপদ্রব, তবে কোন্ গৃহী বল
ডাকে কালসর্পে তার বিনাশের তরে?
কহিলে যে তুমি, দূত! প্রভু তোমাদের
না চা'ন অপর কিছু, চাহেন কেবল
প্রভুত্ব-স্বীকার, কিন্তু ত্যজে যদি নর
স্বাধীনতা, কিবা আর রহে তার মাঝে?
যতক্ষণ র'বে শ্বাস স্বধর্ম্ম, স্বদেশ,
স্বাধীনতা, না ছাড়িব, না ছাড়িব কভু।
লইলাম তরবারী; কহিও প্রভুরে
হইবে সাক্ষাৎ দোঁহে সমর-প্রাঙ্গনে।
কিন্তু বৃথা রক্তপাতে, সৈনিকবিনাশে
কিবা প্রয়োজন? থাকে সাহস যদ্যপি
আসুন দ্বৈরথ-যুদ্ধে। ধনুর্ব্বাণ, অসি,
গদা, শূল, যাহা ইচ্ছা, করুন গ্রহণ;
অশ্বে, গজে, পাদচারে, যথা অভিরুচি,

প্রস্তুত সমরে আমি। হ'বে বিনির্ণীত
দণ্ডমাত্রে বলাবল, জয় পরাজয়।”
নীরব হইলা ভূপ। সভাসদ্‌গণ,
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি, ভুঞ্জিলা অন্তরে
কি যেন অপূর্ব্ব শান্তি। তুঙ্গাচার্য্য, তবে,
সম্বোধিয়া দূতগণে, কহিলেন পুনঃ।
“শুন, দূত! কহ গিয়া প্রভুরে তোমার,
পাপী, ধর্ম্মী যাহা হ'ক, হিন্দুস্থানবাসী
করে নাই ক্ষতি তাঁর। কেন অকারণে,
বীর তিনি, অহিংসক জনে হিংসা করি,
অর্জ্জিবেন মহাপাপ। আত্ম-বঞ্চনায়
ধর্ম্ম প্রচারের নামে অধর্ম্ম প্রচার
কেন চা'ন করিবারে? চাহে মুসল্‌মান,
রাজ্য, ধন, দাস, দাসী, ভোগ্য ইন্দ্রিয়ের;
তবে বৃথা ধর্ম্মযুদ্ধ কিহেতু ঘোষণা?
পঞ্চবিংশ বষাধিক সুল্‌তান মামুদ
উৎপীড়িলা হিন্দুগণে; পর্ব্বতপ্রমাণ
কাঞ্চন, মুকুতা, মণি করিলা লুণ্ঠন;
অবিভেদে নর, নারী, বাল, বৃদ্ধ, যুবা
বধিলা; বাঁধিলা লয়ে দাসত্ব-শৃঙ্খলে।
কিন্তু, দূত! বল তুমি, বিতরিলা তিনি
সত্য ধর্ম্ম কয় জনে? ধর্ম্ম জ্ঞানে, প্রেমে;
নহে অসি, শূলে; নহে লুণ্ঠনে, ভঞ্জনে।
কহিও প্রভুরে তব, হিন্দু দিবে প্রাণ,
না ছাড়িবে ধর্ম্ম তবু। ধর্ম্ম ব্যপদেশে
কেন এ অধর্ম্ম যুদ্ধে অভিলাষ তাঁর?

ন্যায়দণ্ডে চরাচর হইছে শাসিত ;
করে যদি পাপ হিন্দু, বিধির বিধানে,
অবশ্য পাইবে শাস্তি ; কিন্তু মুসল্‌মান,
শাস্তি দিতে তারে, যদি করে পাপাচার,
অধর্ম্ম ধর্ম্মের নামে, না পা'বে নিষ্কৃতি।
কোথা মামুদের অর্থ ? বংশধর তাঁর
আছে কি রক্ষিতে নাম ? কোথা সেনাদল ?
ছায়াবাজী সম শূন্যে গেছে মিলাইয়া।
লুপ্ত গজনবী বংশ ; * হিমাচল সম,
অটল, এখন(ও) হিন্দু আছে দাঁড়াইয়া।
নির্ভয়ে কহিও দূত প্রভুরে তোমার,
বিনা দোষে বক্ষে কারও হানিলে ছুরিকা
শতধারে পড়ে তাহা ঘাতকের বুকে।" †

স্তব্ধ রাজদূতগণ। ডাকি অনুচরে
কহিলেন পৃথ্বীরাজ ; "যোগ্য পানাহার
দাও লয়ে দূতগণে, পুরস্কার দানে
করি তৃপ্ত, দিও পরে বিদায় সবারে।"

বাজিল মধ্যাহ্ন-ভেরী সিংহদ্বার হ'তে ;
ভঙ্গ হ'ল রাজসভা। সভাজন যত,
আনন্দে, গৌরবে, দর্পে নমি গুরুদেবে,
নমি রাজপদে, সবে ফিরিলা ভবনে।

* The race of Sabuktigin expired with this prince, khusrou Malik 1186 A. D.

Elphinstone's History of India. P. 357.

† মহম্মদ ঘোরীর সম্বন্ধে এ কথা ব্যর্থ হয় নাই। গক্করদিগের হস্তে তিনি অতি নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাসলেখক বলেন ;—The Gukkurs * * sheathed their daggers in the king's body, which was afterwards found to have been pierced by no fewer than twenty-two wounds.

Briggs' Ferista, Vol. I. P. 185-86.

একাদশ সর্গ।

ফল্‌গূৎসব অবসানে আজ্‌মীর নগর
ধরিয়াছে অভিনব বেশ মনোহর।
আবির-কুঙ্কুম-রাগ নাহি সেথা আর,
গোরোচনা, হরিদ্রার হেরি অধিকার।
অশোক-কিংশুক-ফুলে না শোভে ভবন,
চম্পকে, কাঞ্চনপুষ্পে গৃহের শোভন।
যবাঙ্কুর, পুষ্প, দূর্ব্বা লয়ে পুরনারী,
গৌরীপূজাব্যগ্রা, পথে যান সারি সারি।*
"হোলী হোলী" রবে কেহ নাহি করে গান,
নারী-কণ্ঠে শুনি সদা গৌরীগুণ-তান।
হরগৌরী প্রতিমূর্ত্তি করায়ে গঠন,
পরাইয়া মনোমত বসন, ভূষণ,
অঙ্গনে স্থাপিত করি চন্দ্রাতপ-তলে,
কুমারী, সধবা মিলি পূজেন সকলে।
নারীর উৎসব, সেথা নাহি হেরি নর,
নৃত্যগীতে, সর্ব্বকার্য্যে, নারী অগ্রসর।

---

* এই গৌরীপূজা আজমীরের একটী প্রধান উৎসব এবং এক্ষণে "গাঙ্গোর" নামে পরিচিত। আজমীরের ইতিবৃত্ত-লেখক এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন;—a number of other festivals are observed in Ajmer amongst which the chief is that of Gangaur which with the two Tej festivals are peculiar to Rajputana. These three are in reality ladies' festivals. The Gangaur festival in honour of Goury, wife of Siva, is celebrated by the Rajputs and Mahajans. ** It begins ** seven days after the Holi ** The places are decorated and ladies assemble and sing. Four times the images are taken out to the public gardens and brought back accompanied by music.

Ajmer Historical and Descriptive. P. 19.

স্বাধীনা, সঙ্কোচহীনা, নাহি ভয়, লাজ,
যার যথা অভিরুচি পরেছেন সাজ।
নর্ত্তকী, গায়িকা কেহ, কেহ বাদ্যকরী,
অভিনয়ে কেহ দেবী, গন্ধর্ব্বী, কিন্নরী।
সমররঙ্গিনী কেহ, উগ্রচণ্ডা ভীমা,
নাচেন তাণ্ডবে, নাহি কৌতুকের সীমা।
গৌরী-গুণ-গীতি মাত্র মুখে সবাকার,
গৌরীলীলা অভিনয়ে আনন্দ অপার।
কেমনে ছিলেন গৌরী শঙ্করের ঘরে,
কথাচ্ছলে, কোন নারী শুনান অপরে।
কেমনে হইলা দেবী পতি-সোহাগিনী
শুনান সঙ্গীতে তাহা কোন সিমন্তিনী।
দিব্য বস্ত্র, অলঙ্কার করি পরিধান
মূর্ত্তি লয়ে কভু সবে বাহিরেতে যান।
সঙ্গে চলে বাদ্যকর, ভৃত্য, পরিজন ;
ভোজ্য, বস্ত্র নানারূপ হয় বিতরণ।
পথে, ঘাটে, উপবনে ভ্রমিয়া চত্বরে
দীপালোকে সাজাইয়া ফিরি ল'ন ঘরে।
এইরূপে গৃহে, গৃহে গৌরীপূজা হয়,
প্রাসাদ, কুটীর সম মহোৎসবময়।
আজমীর মাঝে শোভে "বিশালসাগর, *
বিশালদেবের কীর্ত্তি, রম্য সরোবর।

* This beautiful lake was in ancient times one of the most notable features of Ajmer. It is an artificial lake oblong in shape built by the Emperor Visaldev. * * It is about two and a half miles in circumference. The surrounding embankment was faced in stones with steps leading to the bottom of the lake. Temples and houses stood all round, and there were two islands in the lake on which stood palaces for the king.

দৃঢ়গাঁথা শিলাখণ্ডে বাঁধা চারিধার ;
পূরবে, দক্ষিণে রাজে পর্ব্বতপ্রাকার।
নির্ম্মল সলিল তাহে কাণায় কাণায় ;
রাজহংস দলে দলে কেলি করে তায়।
দ্বীপ এক শোভে সেই সরোবর মাঝে,
প্রাসাদ, মন্দির চারু তথায় বিরাজে।
রাজেন্দ্র বিশালদেব প্রতাপে তপন
নির্ম্মাণ করিলা তথা রম্য নিকেতন।
জ্ঞানে, বীর্য্যে অদ্বিতীয় ভূপতি ধীমান,
রাখিলা যবনে জিনি আর্য্যের সম্মান। *
দ্বীপমাঝে তরুকুঞ্জ শোভে মনোহর,
অবিরাম পিক সেথা তুলে কুহুস্বর।
বসন্ত আগমে সেই রম্য উপবন
নন্দনকানন-শোভা করেছে ধারণ।
পাদপে, পাদপে শোভে নানাজাতি ফুল,
মধুলোভে ঝঙ্কারিয়া ভ্রমে অলিকুল।
রসালমঞ্জরী হ'তে মধুধারা ক্ষরে,
চম্পক, বকুল ফুটি সৌরভ বিতরে।
বিলাসতরণী কত, পতাকা-শোভিত,
দ্বীপের চৌদিকে এবে হয়েছে মিলিত।

* * fit to adorn the capital of an Emperor distinguished as much for letters as for valour.

Ajmer, Historical and Descriptive, PP. 65-66.

* The famous Sibalık pillar (Firoz shah Ki Lat) inscription dated 1163 A.D. stating that he had cleared the country of the Musalmans and made it again Arya Bhumi, * * He was as great a scholar and poet as he was a warrior and his Drama Harkeli Natak is a composition not unworthy of Bhavabhuti.

Ibid PP. 151-152.

বিশালদেব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পাদটীকা দেখুন।

তরণীমাঝারে বসি পুরনারীগণ
করিছেন মহোল্লাসে গৌরী-সঙ্কীর্ত্তন।
কুসুম সুবাস বহি মধুর মলয়
হ্রদবক্ষে উর্ম্মি তুলি মৃদু মৃদু বয়।
দোলে তরী, নাচে কেতু সমীরণ ভরে,
হিল্লোল সলিলে উঠে, উঠে গীতস্বরে।
নূপুর শিঞ্জন, মিলি কলকণ্ঠ সনে,
তালে তালে উঠে, পড়ে তরঙ্গকম্পনে।
কি আনন্দধাম দ্বীপ ছিল একদিন,
হায়রে কালের গর্ভে সকল(ই) বিলীন।
লুপ্ত পুরী, উপবন ; স্মৃতি আছে পড়ি ;
ভগ্ন শিলা মাত্র এবে যায় গড়াগড়ি। *

পাষাণ-রচিত হরগৌরীর মন্দির
দ্বীপতট হ'তে উর্দ্ধে তুলিয়াছে শির।
শুভ্র শিলাময় সেই মন্দির-অঙ্গনে
সম্মিলিতা আজ যত পুরনারীগণে।
রাজ্ঞী, রাজবধূ, কেহ রাজার নন্দিনী,
নিমন্ত্রিতা সভাসদ-সচিব-গৃহিণী।
গৌরীপূজা শেষ আজ, তাই সর্ব্বজনে
এসেছেন প্রণমিতে দেবীর চরণে।

---

* বিশাল সাগরে ছোট, বড় দুইটী দ্বীপ, ধ্বংসশেষ অবস্থায়, এখনও বর্ত্তমান আছে। বড়টীর পরিমাণ ফল প্রায় পনর বিঘা এবং ছোটটীর পরিমাণ ফল প্রায় পাঁচ বিঘা হইবে। তাহাদিগের পূর্ব্বশোভা এখন কিছুই নাই। সম্প্রতি বাঁধ ভগ্ন হওয়ায়, বিশাল সাগর একবারে জলশূন্য হইয়াছে। তাহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে সাধু ভক্ত রূপসনাতনেরবাক্য স্মরণ হয়।

"যদুপতেঃ ক গতা মথুরা পুরী,
রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা,
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়।"

বিচিত্র বসন অঙ্গে শোভে সবাকার,
পরিধান রত্নময় দিব্য অলঙ্কার।
অপূর্ব্ব ভূষণচ্ছটা ঝলসে নয়ন,
ততোধিক আভা ঢালে রূপের কিরণ।
অঙ্গের বরণ তপ্তকাঞ্চননিন্দিত,
পুষ্ট, পরিপূর্ণ দেহ, কিবা সুললিত।
পীন, সমুন্নত বক্ষ নেত্রতৃপ্তিকর,
বিপুল নিতম্ব, ঊরু সুগোল, সুন্দর।
গ্রীবা, বাহু মরি কিবা বর্ত্তুল গঠন,
রক্ত ওষ্ঠাধর, স্ফুট সুনীল নয়ন।
কি আনন্দ, কিবা স্ফূর্ত্তি ব্যক্ত মুখে করে,
পদক্ষেপে সজীবতা, লাবণ্য নিঃসরে।
নাহি দেহে রোগচিহ্ন, মুখে শোকচ্ছায়া,
পৌত্রবতী নারী, তবু দৃঢ়া, ঋজুকায়া।
কোমলে কাঠিন্য ভরা, কাঞ্চননলিনী,—*
বীরসুতা, বীরজায়া, বীরপ্রসবিনী।

নারীর সমাজ, নাহি অন্য কোন নর,
তুঙ্গাচার্য্য বসি শুধু বেদীর উপর।
বয়সে, গাম্ভীর্য্যে, জ্ঞানে, তপঃ-সাধনায়
দেশপূজ্য গুরু, সবে নত তাঁর পায়।
রোগে চিকিৎসক তিনি, শান্তিদাতা শোকে,
আবালবনিতাবৃদ্ধ পূজে সর্ব্বলোকে।
মন্ত্র-গৃহে, অন্তঃপুরে সর্ব্বত্র গমন,
এসেছেন কহিবারে আশীষবচন।

---

* ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চনপদ্মনির্ম্মিতং
মৃদু প্রকৃত্যা চ সসারমেব চ।
কুমারসম্ভবম্।

প্রণমি চরণে তাঁর নারীগণ সবে
যথাযোগ্য স্থানে গিয়া বসিলা নীরবে।
অনুপমরূপা সেই নারীগণ মাঝে
দু'জনার 'পরে নেত্র সবার বিরাজে।
প্রথমা, ভূপের স্বসা, পৃথা গুণবতী,
দ্বিতীয়া, সংযুক্তা, রাজলক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
রাজর্ষি সমরসিংহ, চিতোরাধীশ্বর,
জ্ঞানে, বীর্য্যে, অদ্বিতীয় ভারত ভিতর।
হেরি তাঁর শিবমূর্ত্তি, যোগ, আরাধন
"যোগীন্দ্র" বলিয়া তাঁরে কহে সর্ব্বজন। *
তাঁর পত্নী পৃথা, আজ পূজা-নিমন্ত্রণে,
এসেছেন আজমীরে ভ্রাতার ভবনে।
যথা পতি তথা পত্নী, উভয়ে সমান,
নাহি কর্ম্ম উভয়ের বিনা যজ্ঞ, দান।
সম্পদ, ঐশ্বর্য্য কত গণনা না হয়,
আকৃষ্ট, আসক্ত চিত্ত কিন্তু তাহে নয়।
এসেছেন পৃথাদেবী তপস্বিনী বেশে,
গৈরিক বসনা, বেণী দোলে পৃষ্ঠ দেশে।
বিনা অলঙ্কারে দেহ কিবা শোভা পায়,
অঙ্কিত ললাট, বাহু বিভূতি-রেখায়।
শঙ্খের বলয় তাঁর বিরাজিত করে,
পদ্মবীজমাল্য কণ্ঠে কত শোভা ধরে!

---

* সমর্ষি বা সমরসিংহের বেশভূষা এবং উপাধি সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে :—A simple neck-lace of the seeds of the lotus adorned his neck ; his hair was braided and he is addressed as Jogindra or chief of ascetics.

Tod, Vol. P. 276.

সমর্ষির অন্যান্য গুণ সম্বন্ধে দ্বাদশ সর্গের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

বদনে মাতৃত্ব ব্যক্ত, মধুরহাসিনী,
উমা যেন তপোনিষ্ঠা, যৌবনে যোগিনী।
সংযুক্তা আনন্দময়ী পতির আদরে,
গর্ব্ব, স্ফূর্ত্তি, প্রীতি যেন বদনে না ধরে।
অধরে প্রস্ফুট হাস্য, উল্লাস নয়নে,
তুষিছেন সর্ব্বজনে প্রিয় সম্ভাষণে।
যে অঙ্গে যা' শোভা পায় বসন, ভূষণ,
পরেছেন পতিব্রতা করিয়া যতন।
রতন-মুকুটে তাঁর সুশোভিত শির,
রুণু রুণু বোলে বাজে শ্রীপদে মঞ্জীর।
সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু করে ঝলমল,
অলক্তকে শোভা পায় চরণযুগল।
নিরখিয়া নারীগণ করেন বিচার,
কৈলাস ত্যজিয়া গৌরী সম্মুখে সবার।
পূজাবিধি ক্রমে সব হ'ল সম্পূরণ,
এইবার গৌরীকথা হ'বে সঙ্কীর্ত্তন।
পৃথা দেবী, ছোট রাণী করিবেন গান,
উভয়ের মুখপানে সর্ব্বজনে চা'ন।
সকলের মনোগত বুঝি অভিপ্রায়
নতমুখে পৃথাদেবী দাঁড়ান সভায়।
একতন্ত্রী বীণা করে করিয়া গ্রহণ
আরম্ভ করিলা দেবী গৌরী-সঙ্কীর্ত্তন।

দক্ষযজ্ঞ হইল শেষ,
পিনাকপাণি পাগল বেশ,
ভ্রমিতে লাগিলা দেশ, দেশ
পরাণপ্রিয়ার কারণে।

চক্রচ্ছিন্ন সতীর দেহ
খুঁজিতে ধান, ত্যজিয়া গেহ,
সঙ্গী নাহিক অপর কেহ,
একাকী ভূধরে, কাননে।
অদ্রি কোথা তুলিয়া শির,
তটিনী কোথা গভীরনীর,
সাগর কোথা বিশালতীর,
দাঁড়ায়ে সেখানে কাতরে ;
বক্ষে আয়, আয়রে সতি !
ডাকেন উচ্চে প্রমথপতি
অবশ তনু, বিভোলমতি,
নয়নে সলিল নিঃসরে !
চূতকুঞ্জে কোকিল গায়,
ডাকেন ভব আয় রে আয়,
দামিনী যদি মেঘে লুকায়,
আঁখিতে নিমেষ না রহে।
ছিন্ন, শুষ্ক হেরিলে লতা
হৃদয়ে জাগে, সতীর কথা
ছুটেন ভাবি শ্মশান যথা
তনু যেন তাঁর না দহে।
মাস, বর্ষ চলিয়া যায়,
ডাকেন শুধু আয়রে আয়,
কি ব্যথা তাঁর হৃদয়ে, হায় !
বুঝিবে অপরে কেমনে।
শান্ত ক্রমে প্রমথপতি,
বুঝিলা বিশ্বে ব্যাপিয়া সতী ;

জীবে চেতনা, জড়ে শকতি
বিরাজে তাঁহারি কারণে।
হেথা সতী হরের তরে
জন্মিলা গিরিরাজের ঘরে,
বরণ হেরি আদর করে
গৌরী সবে তাঁরে ডাকিত;
মুগ্ধচিত্ত অচলবাসী
নিরখি নেত্রে সে রূপরাশি,
কি দেহ ভঙ্গী, কি চারু হাসি,
জন্মিলা ভবানী ভাবিত।
শ্রান্ত, ক্লান্ত ভ্রমিয়া হর
আসিলা ক্রমে হিমভূধর,
বিজনে বসি পাষাণ'পর,
লইলা কঠোর সাধনা;
ধ্যানে বিধি না পান যাঁরে,
বর্ণিতে গুণ বচন হারে,
না জানি, তিনি ভাবেন কা'রে,
কিবা মনোগত বাসনা।
বার্ত্তা শুনি অচলরাজ
চলিলা সেই শিখর মাঝ;
গৌরী লইয়া সখী সমাজ
চলিলা ভেটিতে শঙ্করে।
ধ্যানমগ্ন বসি ঈশান,
না বহে শ্বাস, না আছে জ্ঞান,
অঙ্গ রজতগিরি সমান
উজলিছে হিম ভূধরে।

ভালে শোভে তরুণ ইন্দু,
জটা জড়িত ত্রিদশসিন্ধু,
ক্ষরিছে নেত্রে করুণাবিন্দু,
দূরিত জীবের চিন্তনে।
মুগ্ধা গৌরী নিরখি ভবে,
কহিলা নিজ জনকে তবে,
"ধন্য আমার জনম হ'বে
এ চরণ চারু সেবনে।"
আজ্ঞা লভি হরষভরে
গৌরী নিয়ত সেবেন হরে ;
সাজায়ে অর্ঘ্য আপন করে
সঁপিতেন, পদ পূজিয়া।
মাতা তাঁর করি যতন
পরা'ত কত বেশ, ভূষণ,
কবরী করি ফুলে শোভন,
মৃগমদে তনু মাজিয়া।
স্থানুসম বসিয়া হর,
চিত্ত আপন সাধনা 'পর
বিগত ক্রমে কত বৎসর,
না হেরেন তাঁরে লোচনে।
গৌরী মনে করি বিচার
খুলিলা নিজ মুকুট, হার,
শোভিল শিরে জটার ভার,
ভূষিতা বিভূতি-ভূষণে।
প্রীত প্রভু মেলিলা দৃষ্টি,
বিশ্বে হইল অমৃতবৃষ্টি,

দেখিলা নেত্রে নূতন সৃষ্টি,
সতীধন তাঁর দাঁড়ায়ে ;
কোথা, সতি ! ছিলি রে বল্‌
আয়রে প্রাণ কর শীতল,
বলিয়া মুছি নয়নজল
ধরিলেন বাহু বাড়ায়ে।
ধন্য জন্ম করিয়া জ্ঞান
গৌরীরে রাজা করিলা দান ;
নিখিল বিশ্বে উঠিল তান,
"জয় গৌরী হরভাবিনী।"
গৌরী সমা নাহিক সতী,
লভিলা গুণে ভুবনপতি,
চরণে এস করি প্রণতি
মিলি যত কুলকামিনী।"

মুগ্ধচিত্তা নারীগণ শুনি সঙ্কীর্ত্তন,
সংযুক্তার পানে তবে করে নিরীক্ষণ।
আরক্ত কপোল লাজে সংযুক্তাসুন্দরী
দাঁড়াইলা গৌরীপদে প্রণিপাত করি।
আপনার প্রিয় বীণা বাহু 'পরে লয়ে
আরম্ভ করিলা গীত পূতচিতা হয়ে।

"মন্দ মলয় বয়, কোকিল কুহরয়
মোদিত হেরি ঋতুরাজে ;
নীল গগন'পর রাজিছে শশধর,
চৌদিকে তারাগণ সাজে।
সুন্দর মধুমাস, অঙ্গে হরিত বাস
অঞ্জলি রচি ফুল জালে,

গৌরী-চরণ-তলে হর্ষে পাদপদলে
নীরবে উপহার ঢালে।
মধুকর, গুঞ্জরি, সহকার মঞ্জরী
চুম্বিয়া, পিয়ে মকরন্দ ;
আধ মুকুল খুলি, চম্পক ফুলগুলি
কৈলাসে বিতরে সুগন্ধ।
রত্ন বেদীর'পর বিরাজিত শঙ্কর,
গৌরী বামেতে সুখাসীনা ;
কিন্নর গায় গান, বো বো বোম্ উঠে তান,
বাজে মুরজ, বেণু, বীণা।
কার্ত্তিকে লয়ে সাথ আসিয়া গণনাথ
গৌরীরে কহে হেন কালে ;
"দারুণ ক্ষুধানলে অম্ব ! শরীর জ্বলে,
পায়স পূরি দেহ থালে।"
না হ'তে কথা শেষ, নন্দী, বিকট বেশ
তাল, বেতাল, ভূত সঙ্গে,
মা মা বলি ডাকিয়া ঘন ঘোর হাঁকিয়া
অন্ন মাগিল নাচি রঙ্গে।
ইঙ্গিতে বুঝি সতী ক্ষুধিত পশুপতি,
আসন করি পরিহার,
মধুময় পায়স পিষ্টক সুধারস
যত্নে লইলা ভারে ভার।
বিল্বপাদপ তলে বেষ্টিত ভূতদলে,
ভোজনে রত শূলপাণি ;
সবে বলে, অন্নদে ! ত্বরা আনি অন্ন দে,
গৌরী ত্বরিতা দেন আনি।

ভূত ভোজন-পটু মিষ্ট, লবণ, কটু
আননে উভ হাতে ঢালে ;
দৰ্ব্বী লইয়া হাতে অন্নদা সাথে সাথে
পায়স ঢালি দেন থালে।
মণিময় কুণ্ডল গতি বেগে চঞ্চল,
অঙ্গে ঝরিছে শ্রম-বারি ;
ঘন বহে নিঃশ্বাস, অঙ্গে শিথিল বাস,
মুগ্ধ নিরখি ত্রিপুরারি।
কৈলাসে হেন মত সংসার-সুখ-রত
গৌরী গৃহিণী গুণধামা,
নাশিবে ভবভীতি, গৌরী-মহিমাগীতি
গাও সকল পুররামা।”

সমাপ্ত হইল গীত। পুরনারীগণ
পরস্পর মুখপানে করেন দর্শন।
দেববালা আসি কেহ করিল কি গান,
কি মধুর বীণাধ্বনি, কিবা লয়, তান।
ব্রহ্মলোক ত্যজি বাণী, আসিয়া ভূতলে,
গৌরীগুণগীতি কিবা শুনা'ল সকলে।
নৃপতির জ্যেষ্ঠা পত্নী ছিলা সেথা যাঁরা,
সংযুক্তাই পতিযোগ্যা বিচারেন তাঁরা।
পূজ্যা কুটুম্বিনীগণ, চুম্ব করি দান,
আলিঙ্গনে, সম্ভাষণে, বাড়ান সম্মান।
থাকুক অন্যের কথা, আচাৰ্য্য বিস্ময়ে
“ধন্যা ধন্যা !” ক'ন মুহু পুলকিত হয়ে।
নত শিরে গুণবতী বসিলা আসনে ;
আচাৰ্য্য সম্বোধি, তবে ক'ন নারীগণে।

"গৌরী লীলা আদি, মধ্য করিলে শ্রবণ,
অন্ত্য যাহা তাহা আমি কহিব এখন।
চরাচর ব্যাপি গৌরী করিছেন স্থিতি,
সত্ব-রজ-তমোময়ী ত্রিগুণা প্রকৃতি।
সত্ব-গুণময়ী গৌরী, উমা তপস্বিনী;
রজোগুণময়ী গৌরী, অন্নদা গৃহিণী।
তমোগুণময়ী গৌরী, কালী খড়্গধরা,
অসুরনিধনরতা, ভক্তদুঃখহরা।
অরিশিরমালা তাঁর গলে শোভা পায়,
বিলোলরসনা রিপু-শোণিত-তৃষায়।
লজ্জাভয়হীনা দেবী, ভ্রুকুটীভীষণা,
যুদ্ধজয়ে মহোল্লাসে নৃত্যপরায়ণা।
এসেছে হিন্দুর মহা সঙ্কট সময়,
জননীর এইরূপ মনে যেন রয়।
সমররঙ্গিণী মায়ে চিত্তে করি ধ্যান
কি আনন্দ রণক্ষেত্রে বিসর্জ্জিলে প্রাণ!
দাহির ব্রাহ্মণ, কিন্তু মহিষী তাঁহার
দেখাইলা ক্ষত্রিয়ানী-যোগ্য ব্যবহার।
অগ্রণী হইয়া সতী, খড়্গ লয়ে করে,
বহু ম্লেচ্ছে বধি, প্রাণ অর্পিলা সমরে। *

The widow of Raja Dahir resolved to adopt the measure abandoned by her son; and with a truly masculine spirit, placing herself at the head of fifteen thousand Rajputs prepared to meet the Mahomedans. Mahomed Kasim, however, giving orders to his troops not to attack they merely stood on the defensive; and the Rajputs quietly withdrew with their female chief into the fort of Ajdur, which was now closely invested. The siege being protracted to a great length of time, the garrison were nearly starved out when they came to the final alternative of performing the Jowhur, a ceremony which required

বীরপত্নী, বীরমাতা তোমরা সকলে ;
ডরিবে কি যুদ্ধে যেতে প্রয়োজন হ'লে ?
শুনেছ ত আসিতেছে দুরন্ত যবন ?
যার যা কর্ত্তব্য কর প্রাণ করি পণ।
স্তন্য দিয়া বাঁচায়েছ প্রিয় সুতগণে,
শিখাও স্বদেশপ্রেম তা' সবে এক্ষণে।
প্রিয়তমে কর যবে আলিঙ্গন দান,
কহিও, পৌরুষ চায় রমণীর প্রাণ।
অবলা রমণী বলি না ভাবিও মনে ;
মহাশক্তিরূপা নারী রাখিও স্মরণে।

the Hindoos to sacrifice their women and children on a burning pile and the men after bathing rush on the point of the enemy's lances sword in hand. This dreadful step being taken, the gates of the fortress were thrown open and a body of Rajputs, headed by the widow of Dahir, attacked the Mahomedans in their camp, and all lost their lives.

Briggs' Ferista, Vol. iv. P. 409.

সিন্ধুদেশের ইতিহাস চাচনামায় এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে ;—Bai Main the wife of Dahir, together with some of the generals prepared for battle. She reviewed the army in the fort and fifteen thousand warriors were counted. They had all resolved to die. * * Bai Main assembled all her women and said ; Jaisia (Dahir's son) is separated from us and Muhammad Kasim is come. God forbid that we should owe our liberty to these outcast coweaters ! Our honour would be lost ! our respite is at an end, and there is no where any hope of escape ; let us collect wood, cotton, and oil, for I think that we should burn ourselves and go to meet our husbands.

Elliot's, History of India, Vol. I. P. 172.

চাচনামায় দাহিরের একাধিক পত্নীর কথা দেখা যায়। লাদি নামে এক পত্নী, বৌদ্ধদিগের দ্বারা কাসিমের হস্তে সমর্পিতা হইয়া, কেবল যে নিজের সতীধর্ম্ম বিক্রয় করিয়াছিল তাহা নয় ; কাসিমের প্ররোচনায় স্বদেশবাসীদিগকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া বৈদেশিকদিগের দাসত্বগ্রহণে বিশিষ্টরূপে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। স্বতন্ত্র টীকা দ্রষ্টব্য।

Ibid, P. 193.

যথা শিব তথা শক্তি, না আছে অন্তর,
দোঁহার মিলনে চলে বিশ্ব চরাচর।
আদর্শ গৌরীর যার চিত্তে সদা রয়,
সে নারীর কিবা দুঃখ, কিবা বল ভয় ?
আদর্শ তাপসী গৌরী, আদর্শ গৃহিণী,
ত্রিপুরারি-জায়া গৌরী, অসুরনাশিনী।
"স্বস্তি শান্তি" লভ সবে, কি বলিব আর ?
অধিষ্ঠিতা হ'ন গৌরী হৃদয়ে সবার।"
নীরব হইলা গুরু। নারীগণ, তবে,
ভক্তিভরে পদে তাঁর প্রণমিলা সবে।
আশীষ করিয়া গুরু আশ্রমেতে যান,
নারীগণ, একে একে, যান নিজ স্থান।

দ্বাদশ সর্গ।

"আসিছে তুরুক্"   "আসিছে তুরুক্"
পড়িয়াছে কোলাহল ;
রাজার আদেশ   হয়েছে প্রচার,
সাজিছে সৈনিক দল।
ঘাটে, বাটে, হাটে   শুধু এই কথা,
অন্য কথা নাহি আর ;
দিল্লী, আজমীর   করে টলমল
সহি বীর-পদভার।
হস্তী, উষ্ট্র, খর   আসে যূথে যূথে,
মেঘাকারে ধূলি উঠে ;
এখানে সেখানে   টক্ টকা টক্
অশ্বারোহিদল ছুটে।
নগর সম্মুখে   পড়েছে শিবির,
গণনা না হয় কত ;
সৈন্য সঞ্চালন,   নেতার মন্ত্রণা
দিবানিশি অবিরত।
পৃথ্বীরাজ সনে   এক যোগ হয়ে
সমর্ষি চিতোর পতি
নিজ সেনা গণে   সাজিতে সমরে
করেছেন অনুমতি।
তিন রাজ্যে, তাই,   সমব্যস্ত সবে
সমরের আয়োজনে ;
সুহৃদ, সামন্ত   নায়ক, সৈনিক
কার্য্য করে প্রাণপণে।

রাজলিপি লয়ে, বাজাইয়া ভেরী;
দলে দলে দূত ধায়;
গ্রামের প্রধানে দিয়া গুয়া, পান,
অন্য গ্রামে চলি যায়।
কেহ দিবে সাদী, পদাতি কেহ বা;
ভারবাহী কোন জন;
খাদ্যদ্রব্য কেহ, কেহ কাষ্ঠ, তৃণ,
যার সনে যথা পণ।
কৃষকবনিতা, ব্যস্ত যন্ত্র লয়ে,
গোধূম পেষণ করে;
আভীর, তৈলিক লয়ে ঘৃত, তৈল
রাখে চর্ম্মদ্রোণী ভ'রে।
কর্ম্মকারশালে জ্বলে দপ্ দপ্
দিবানিশি হুতাশন;
ব্যস্ত কর্ম্মিদল গড়ে শূল, অসি,
শব্দ উঠে ঠন্ ঠন্।
কোথা হস্তিপক মত্ত করিবরে
যতনে করায়ে স্নান,
পিয়াইয়া তক্র, সুমিষ্ট বচনে
করে যুদ্ধশিক্ষা দান।
জ্বলন্ত কন্দুক নিরখি বারণ
পাছে করে পলায়ন,
তৃণগুচ্ছ জ্বালি সম্মুখে তাহার
করে তাই সঞ্চালন।
অশ্বারোহী কোথা, ছুটাইয়া অশ্ব,
বুঝি দেখে বার বার

ঘুরিতে, ফিরিতে উঠিতে, বসিতে
কেমন অভ্যাস তার।
মহাবীর মূর্ত্তি- অঙ্কিত পতাকা
উড়ে কোথা তরু'পরে
প্রভাতে, সন্ধ্যায় যুবদল, সেথা,
মল্ল-যুদ্ধ শিক্ষা করে।
রণবাদ্যকর দেখে নিজ নিজ
বাদিত্র কেমন বাজে;
প্রতি গ্রামে গ্রামে রত রাজপুত
এইরূপে নিজ কাজে।
অন্তঃপুর মাঝে পশেছে বারতা;
নারীগণ, পরস্পর,
সুধা'ন কৌতুকে; "কেমন তুরুক?
কোথায় তাদের ঘর?
কেহ বলে, "তারা, কলির রাক্ষস,
গিরিশৃঙ্গে বাস করে;
বৃষভের মুণ্ড ভাঙ্গে চিবাইয়া,
রুধিরে উদর ভরে।
নাহি করে স্নান, দেহের দুর্গন্ধে
প্রেত পলাইয়া যায়;
না পারি বুঝিতে ক্যাফ্ গ্যাফ্ করি
কথা কহে কি ভাষায়।"
অন্য কহে তারা নরাকার পশু,
রোমাবৃত কলেবর;
রাজদূতগণে দেখেছিল যারা
তারা শুধু কহে "নর"।

রাক্ষস, পিশাচ যা' হ'ক, তা' হ'ক,
ভাবে কিন্তু সর্ব্বজনে ;
শত যুদ্ধে জয়ী বীর পৃথ্বীরাজ,
কে আঁটিবে তাঁরে রণে।
বড় গর্ব্ব করি রাজা ভোলারায় *
করেছিলা ঘোর রণ ;
দন্তে তৃণ, শেষে, মানি পরাজয়,
করিলেন পলায়ন।
মেবাতি, চন্দেল্ল আসিলা যুঝিতে,
এবে তারা ধ্বংসশেষ ;
চৌহানের অসি বুঝেছে কেমন,
ছাড়ি গেছে রাজ্য, দেশ।
করি রাজসূয় কনোজ-ভূপতি
হয়েছিলা অধিরাজ,
যবন-চরণ শরণে তাঁহার
জীবন বাঁচিছে আজ।
মামুদের কালে জন্মিতেন যদি
পৃথ্বীরাজ মহাবীর
তা' হলে কি হ'ত শক্তি যবনের
লুণ্ঠিবারে আজমীর ? †
এইরূপ কথা নিত্য আলোচনা
করেন রমণীদল।

* গুজরাটের অধিপতি।

† Having passed the desert the army reached the city of Ajmer. Here, finding the Raja and inhabitants had abondoned the place, rather than submit to him, Mahmood ordered it to be sacked, and the adjacent country to be laid waste.

Briggs' Ferista, Vol. I. 69.

"আসিছে তুরুক্"   "আসিছে তুরুক্"
পড়িয়াছে কোলাহল।

যোদ্ধা রাজপুত   অস্ত্রগৃহ হ'তে
লয়ে অসি, শূল, বাণ,
পরীক্ষা করিয়া,   ঘর্ষণে, মার্জ্জনে
যত্নে করে খরশান।
মাজিয়া চন্দ্রক,   তৈলসিক্ত করি
কোন জন রাখে চর্ম্ম;
দেখে কেহ লয়ে   লাগে কিনা দেহে
পিতামহ-ধৃত বর্ম্ম।
পুরনারী যত   পতিপুত্রগণে
গুছাইয়া দেন অস্ত্র;
কেহ বা সীবন   করেন পতাকা,
রঙ্গীণ করেন বস্ত্র।
উষ্ণীষ বাঁধিয়া,   পরায়ে কঞ্চুক,
অসি, চর্ম্ম দিয়া করে,
ডাকি নিজ জনে   দেখান জননী
বীরপুত্রে গর্ব্বভরে।
প্রণমিয়া সুত   কহে জননীরে,
"কর মা! আশিষ দান;
স্বদেশ, স্বধর্ম্ম   রাখিবারে যেন
সঁপিবারে পারি প্রাণ।"
কহেন জননী   "এস, প্রাণাধিক!
জয়ী হয়ে এস রণে,

মৃত্যু যদি হয়, কাপুরুষ তবু
যেন কেহ নাহি গণে।
চন্দনে, সিন্দূরে বিলেপিত ধনু
লয়ে কোন বৃদ্ধ বীর,
প্রণত তনয়ে, করি আলিঙ্গন,
কহেন চুম্বিয়া শির ;
"রুদ্রাগ্নি, বরুণ রক্ষুন তোমারে ;
রক্ষিও রাজার মান
লহ এই ধনু, স্মরি রঘুবীরে,
চড়াইও ইথে বাণ।
এ ধনু মোদের কুলের পূজিত,
দিলাম তোমার করে,
হয়ে রণজয়ী হাতে লয়ে পুনঃ
কুশলে ফিরিও ঘরে।
এ ধনু লইতে আলহা আমারে
হেনেছিল তরবার,
হের বাহুমূলে বিতস্তি প্রমাণ
চিহ্ন আজ(ও) আছে তার।"
কোথা পিতামহী পৌত্রে ডাকি ক'ন,
দোহাতিয়া খড়্গ লয়ে,
"পিতামহ তোর এ খড়্গের গুণে
এসেছিলা জয়ী হয়ে।
বিশাল চৌহান * খেদাইলা যবে
ফেরু সম ম্লেচ্ছগণে ;

* বিশালদেবের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পাদটীকা দেখুন।

এই খড়্গ লয়ে গিয়াছিলা বীর
সমরে তাঁহার সনে।
তোরাও ত বীর, এক হাতে খড়্গ
ভাঁজ দেখি একবার।"
পৌত্র হাসি কয়, "তুমি শক্তিরূপা,
তাই ছিল বল তাঁর।
আমারে দিয়েছ কাঁদুনে বধূটী,
সদা আঁখি ছল ছল;
কেমনে আমার শরীরে, দিদি মা!
হ'বে তবে অত বল?"
শুনি পিতামহী ডাকেন আদরে;
"আয় বউ! কাছে আয়,"
অন্তরাল হ'তে শুনিয়া কিশোরী
লাজে পলাইয়া যায়।
কোথা কোন সতী সাজায়ে পতিরে
গদগদ ভাষে কয়;
"আশাপূর্ণা দেবী * করুন্ মঙ্গল,
রাজার হউক্ জয়।"
পূজা, বলিদান হয় ঘরে ঘরে,
চণ্ডীপাঠ, স্বস্ত্যয়ন;
গ্রহশান্তি তরে বস্ত্র, পঞ্চরত্ন
হয় কত বিতরণ।

---

* চৌহান কুলের শরণ্যা দেবী।
Sakti Devi on her lion armed with the trident descended and bestowed her blessing on the Chohan, and as আশাপূর্ণা or কালিকা promised always to hear his prayer.
Tod's History of Rajastan, Vol. I. P. 102.

শুভ যাত্রাকাল গণিয়া জ্যোতিষী
করি দেন দিন স্থির ;
স্রোত সম সেনা ধায় কলরবে,
বরষায় যথা নীর।

হেথা দিল্লী মাঝে আসি পৃথ্বীরাজ
সমর উদ্যোগে রত,
কভু মন্ত্র-গৃহে, কখন শিবিরে,
করিছেন দিন গত।
বেলা দ্বিপ্রহর, অনলের ধারা
ঢালেন প্রখর রবি ;
ঘর্ম্মসিক্ত দেহ, বহে তপ্তশ্বাস,
রক্তবর্ণ মুখচ্ছবি ;
সৈন্যাবাস হ'তে অন্য সৈন্যাবাসে
ধা'ন অশ্ব আরোহণে ;
ডাকিয়া নায়কে দেন উপদেশ,
কা'র কিবা কার্য্য রণে।
কভু হস্তী 'পরে চালায়ে বাহিনী
দেখান সেনানী দলে,
অরাতির অশ্ব রোধিতে কেমনে
হইবে সঙ্কট স্থলে।
স্বকরে কার্ম্মুক আকর্ষি কখন
দেখান পদাতি সবে,
কিভাবে দাঁড়ালে, ক্ষেপিলে কেমনে,
শায়ক অব্যর্থ হ'বে।
গভীরা যামিনী দিবসের শ্রমে
সুষুপ্ত যখন রায়

"এসেছে সংবাদ", শ্রুতিমাত্র তাঁর
নিদ্রা ক্ষণে ভাঙ্গি যায়।
ভূপতির সাথে সম পরিশ্রমে
গোবিন্দ স্বকার্য্যে রত ;
লইছেন তত্ত্ব, খাদ্য, অস্ত্র, তাম্বু
কোথায় চলেছে কত।
রণস্থলে কোথা দাঁড়াবে পদাতি,
কোথা হস্তী অশ্বগণ ;
উচ্চ, নীচ ভূমি কোথায় কিরূপ,
স্রোত, খাত, গুল্মবন।
রক্ষি জাতি, ধর্ম্ম, রন্ধন, ভোজন
কোথায় কিরূপ হবে,
কোন্ সেনা দল রহিবে দক্ষিণে,
মধ্যে, বামে কা'রা র'বে।
পূর্ণ আয়োজন ; শুভযাত্রা তরে
ব্যগ্র দুই সহোদর ;
একমাত্র চিন্তা তুরুকেরে ক'বে
পাঠাবেন যমঘর।

চিতোর হইতে আগত সমর্ষি *
জ্ঞানে, গুণে অনুপম ;

---

* পৃথ্বীরাজের সহোদরা পৃথাদেবীর স্বামী সমরসিংহ সমর্ষি নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি সম্বন্ধে টড সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন ;—brave, cool and skilful in the fight ; prudent, wise and eloquent in council ; pious and decorous on all occasions ; beloved by his own chiefs and reverenced by the vassals of the Chohan. In the line of march no augur or bard could better explain the omens, none in the field better dress the squadrons for battle, none guide his steed or use his lance with more address.

Tod, Vol. I. p. 277.

কিবা মন্ত্রগৃহে, কিবা রণস্থলে,
নাহি কেহ তাঁর সম।
তুরুকের সেনা হয়েছে বাহির,
সংবাদ এনেছে চর,
পরামর্শ করি করেছেন স্থির,
তাই, তিন বীরবর।
কুরুক্ষেত্র পারে রোধিতে যবনে
না পারিলে হবে লাজ;
হ'বে মহাপাপ গোবধ যদ্যপি
হয় ধর্ম্মক্ষেত্র মাঝ।
চিতোর, আজ্‌মীর, দিল্লী হ'তে সেনা
যাবে সাজি তিন দল;
সরস্বতী-তীরে, তরায়ণে গিয়া,
রোধিবে যবন-বল।
চিন্তাশূন্য সবে, সুদৃঢ় বিশ্বাস
সমরে হইবে জয়;
হাসিয়া সমর্ষি ক'ন পৃথ্বীরাজে;
"একটী কেবল ভয়।
ছোট রাণী যদি না ছাড়েন তোমা
কেমনে হইবে রণ,
তাই বলি আমি, গাঁটছড়া বাঁধি
যুদ্ধে যাও দুই জন।
তুমি মহাবীর, তিনি বীরাঙ্গনা,
তূণে তব তীক্ষ্ণ শর,

আবু পর্ব্বতে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে পৃথ্বীরাজের শত বর্ষ পরের এক সমরসিংহের উল্লেখ আছে। পৃথ্বীরাজরাসোতে চাঁদকবি সমরসিংহকে পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক ও ষম্ভপতি বলিয়া সুস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। আমি তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি।

বধূর নয়নে আছে পঞ্চবাণ
তারও হ'তে তীক্ষ্ণতর।
তব বাণে যদি না মরে যবন,
মরিবে বধূর বাণে,
অতি অল্লায়াসে হ'বে কার্য্যসিদ্ধি,
কাজ কি এ অভিযানে ?"
কহেন ভূপতি ; "করি তপ, জপ
জন্মিয়াছে দিব্যজ্ঞান,
বুঝ, তাই, ভাল কাহার নয়নে
স্থূল, কা'র তীক্ষ্ণ বাণ।
ভাল ভাল বেশ ! প্রাচীন বয়সে,
এখনও, এত রঙ্গ !
আছে অন্য কার্য্য, চলিলাম আমি
রণে দিয়া পৃষ্ঠ ভঙ্গ।"
এতবলি ত্বরা অন্তঃপুর মাঝে
চলিলেন পৃথ্বীরাজ,
দেখেন, সংযুক্তা একাকিনী বসি
কুসুম-উদ্যান মাঝ।
স্বকরে তুলিয়া অর্দ্ধস্ফুট কলি
গাঁথিছেন চারুহার ;
পার্শ্বে পড়ি তাঁর ধনুর্ব্বাণ, শূল,
চর্ম্ম, অসি খরধার।
আলোলিত কেশ, অংস, গ্রীবা ঢাকি,
পড়িয়াছে পৃষ্ঠ 'পরে ;
বদনমণ্ডল কি শোভা বিকাশে
অস্তগামী রবিকরে।

মোহিত ভূপতি, একদৃষ্টে চাহি
রহিলেন বহুক্ষণ ;
কহিলেন পরে ; "একি প্রিয়ে ! আজ
হেরি একি আয়োজন !
এক দিকে দেখি কোমল অঙ্গুলে
গাঁথিছ কুসুমহার,
অন্য দিকে কেন সাজায়েছ বল
চর্ম্ম, শূল, তরবার ?
কাহারে শাসিতে ধরিবে এ ধনু ?
কাহারে বাঁধিবে হারে ?
এক সাথে, প্রিয়ে ! নাহি পায় শোভা
ফুল, শূল, তরবারে।
কহিলেন সতী ; "কৈশোর হইতে
বড় সাধ আছে মনে ;
আপনার হাতে সাজায়ে তোমারে
পাঠাইয়া দিব রণে।
তাই নিজ করে শাণিত করিয়া
রেখেছি এ অসি, শূল ;
যাত্রাকালে কাল পরাব এ মালা,
তুলিয়াছি তাই ফুল।
কটিবন্ধে তব বাঁধিব এ অসি,
করে দিব এই চর্ম্ম ;
বাঁধিয়া কিরীট ললাটে তোমার,
পরাইব এই বর্ম্ম।
দাসীর এ সাধ, বীর চূড়ামণি !
মিটাইতে কাল হ'বে ;

পলা'লে তুরুক্ আবার এদিন
না জানি আসিবে কবে।"
"এত সাধ যদি মিটাইও কাল"
হাসি ক'ন নৃপমণি ;
"কিন্তু বহুবার হবে সাজাইতে,
মনে রেখ, সুবদনি !
আর্য্যাবর্ত্ত মাঝে রাজ্য সংস্থাপিতে
চাহে এই তুর্কদল ;
বুঝিয়াছে তারা, জাতি-জ্ঞাতি-বৈরে
মোরা এবে হীনবল।
সমূলে উচ্ছেদ না করিলে তুর্কে
শান্তি নাই কদাচন ;
ভাবিয়াছি তাই র'ব রণক্ষেত্রে,
যত দিন প্রয়োজন।
রাজকার্য্য-ভার সঁপিনু তোমারে ;
যুক্তি করি নিজ মনে,
কর্ত্তব্য যা' বুঝ, করিও আদেশ,
বিশ্বস্ত সচিবগণে।
জননী হইয়া অনাথ, আতুরে
কোলেতে লইও তুলে ;
ব্যথিতের দেহে বুলাইও হাত,
মর্য্যাদা, গৌরব ভুলে।
ললাটে তোমার নিরখি ভ্রুকুটী
বুঝে যেন দুষ্ট জন,
স্নিগ্ধ কাদম্বিনী বজ্রাগ্নি হৃদয়ে
ধরি রাখে অনুক্ষণ।

শৈশব হইতে গুরুদেব দোঁহে
করিলা যে শিক্ষাদান
দেখা'ব তাঁহারে হয় নাই বৃথা,
স্বকার্য্যে সঁপিয়া প্রাণ।"
"কৃতার্থা কিঙ্করী, পালিব আদেশ,"
সংযুক্তা কহিলা হাসি ;
"চল এবে, দোঁহে দেবালয়ে গিয়া,
প্রণাম করিয়া আসি।
সন্ধ্যার প্রদীপ যমুনার তটে
অই দেখ জ্বলে দূরে,"
হেরি ব্যস্ত ভূপ সায়াহ্নিক তরে
পশিলেন অন্তঃপুরে।

ত্রয়োদশ সর্গ।

না ফুটিতে ঊষালোক
কড়্ কড়্ কড়্ রব
পূর্ণ করিয়াছে তরায়ণ। *
দম্ দম্ দম্ দম্
বাজিছে দামামা ঘন,
ধাইতেছে পদাতিকগণ॥
ঠন্ ঠন্ ঠন্ ঠন্
গলঘণ্টা দোলাইয়া
যূথে যূথে ধায় গজবর।
ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ গঙা গঙা
ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ গঙা গঙা
রণশিঙা তুলে তীব্রস্বর।
টক্ টক্ খটাখট্
তুরগের খুরধ্বনি
অবিরাম পশিছে শ্রবণে;
রণশঙ্খ, তুরী, ভেরী,
বধির করিয়া কর্ণ,
ঘন বাজে গভীর নিঃস্বনে।

* সাধারণের নিকট এই যুদ্ধ থানেশ্বরের বা তিরোরীর যুদ্ধ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু প্রাচীন লেখকগণ যুদ্ধক্ষেত্রকে তরায়ণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার অবস্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে;—Village in the district and tahsil of Karnal Punjab * * 14 miles south of Thaneswar and 84 north of Delhi, on the Delhi Umbala Kalka Railway.

Imperial Gazetteer. Vol. XXIII. P. 390.

পত্ পত্ পত্ পত্
প্রভাত সমীর ভরে
উড়িছে পতাকা অগণন ;
বালেন্দু তুর্কের ধ্বজে
রহিয়াছে বিরাজিত,
হিন্দুধ্বজে শোভে সুদর্শন।
মধ্যস্থলে পদাতিক,
অবস্থিত দুই পার্শ্বে
তুরঙ্গ, মাতঙ্গ মহাবল ;
সাজাইয়া এইরূপে
প্রান্তরের পূর্ব্বভাগে
দাঁড়ায়েছে হিন্দু সেনাদল।
পশ্চিমে তুরুক্ সেনা,
অশ্বারোহী মধ্যস্থলে,
দুই দিকে দাঁড়ায়ে পদাতি ;
ভাবিছে উভয় দল
এইরূপ সন্নিবেশে
ছিন্ন, চূর্ণ হইবে অরাতি।
সমর্ষি, গোবিন্দ দোঁহে
গজপৃষ্ঠে দুই দিকে ;
নায়ক, সেনানী যত আর
আদেশ অপেক্ষা করি
উপবিষ্ট অশ্ব 'পরে,
স্থির শিলামূর্ত্তির আকার।
দেখিতে দেখিতে অই
তরুণ-অরুণ-ভাতি
দেখা দিল পূরব আকাশে ;

পথ, ঘাট, জল, স্থল,
তরু, লতা, গুল্ম, বন
উজলিল সুবিমল ভাসে।
মহাগজে আরোহিয়া
আসি পৃথ্বীরাজ বীর
দাঁড়ালেন রণক্ষেত্র মাঝ ;
কি সৌন্দর্য্য, কিবা বীর্য্য,
কি সাহস, কি দৃঢ়তা
বক্ত্রে, নেত্রে করিছে বিরাজ।
শাল-সমুন্নত দেহ,
পরিঘ-সদৃশ বাহু,
মাংসল, বিশাল বক্ষঃস্থল ;
উৎসাহে প্রদীপ্ত মুখ,
ললাট ভ্রুকুটী-ভীম,
নেত্র হ'তে নিঃসরে অনল।
রাজ-ছত্র শোভে শিরে,
পৃষ্ঠে বাণপূর্ণ তূণ,
সুদৃঢ় কার্ম্মুক ধৃত করে ;
সগর্ব্বে দুলিছে গজ,
পৃষ্ঠে বহি মহারাজে,
উল্লসিত জয় জয় স্বরে।
নিরখিয়া পৃথ্বীরাজে
কোষমুক্ত করি অসি
দাঁড়াইল অশ্বারোহিগণ ;
বাড়াইয়া বাম পদ
দাঁড়াইল পদাতিক,
কার্ম্মুক করিয়া আকর্ষণ।

নায়ক, সেনানী যত
নৃপতির মুখপানে
বদ্ধদৃষ্টি, রহে সবে স্থির ;
সহস্র সহস্র বক্ষে
স্পন্দন উঠিল বেগে,
শিরা মাঝে ছুটিল রুধির।
বাজিল নৃপের তুরী ;
ধনুর্ম্মুক্ত বাণ সম
অমনি ছুটিল সেনাদল।
মিলিল তুর্কের সনে
পরস্পর প্রতিঘাতে
উঠিল তুমুল কোলাহল।
বিজলীর ঝলা সম
সঘনে চমকে অসি,
শূল, বাণ ছুটে শন্ শন্ ;
দেখিতে দেখিতে কত
হিন্দু মুসলমান বীর
ধরাপৃষ্ঠে করিল শয়ন।
আরোহী পড়িল রণে,
শরাঘাতে ধৈর্য্যহীন
তুরঙ্গম ছুটে বেগভরে ;
আহত, ব্যথিত গজ
না মানে অঙ্কুশাঘাত,
শত্রু, মিত্র বিদলিত করে।
পৃথ্বীরাজ, মহম্মদ
খুঁজিছেন পরস্পর ;
কিন্তু উভয়ের সেনাগণ

না দেয় মিলিতে দোঁহে,
দাঁড়ায় ঘিরিয়া আসি,
করি শত শত প্রসরণ।
ভূপের অব্যর্থ শরে
তুরুক্ সেনানী কত
মরিল যে না হয় গণন;
"অই আসে হিন্দরাজ"
শুনিলে চকিত তুর্ক
ব্যূহ ভাঙ্গি করে পলায়ন।
এই গজপৃষ্ঠে বীর,
এই অশ্ব আরোহণে,
এই পুনঃ দাঁড়ায়ে ভূতলে,
যেখানে সঙ্কট, সেথা,
সজল-জলদ-মন্দ্রে
আশ্বস্ত করেন সেনাদলে।
কোথা হিন্দু গজ-যূথ,
ভাঙ্গি তুরুকের চমূ,
নিস্পেষিত করে সেনাগণ;
কোথা তুর্ক অশ্বারোহী,
মথি হিন্দু পদাতিক,
রণক্ষেত্রে করে বিচরণ।
কভু হিন্দু অগ্রসর,
তুর্ক যায় পলাইয়া,
হিন্দু ব্যূহ কভু ভগ্ন হয়;
দ্বিপ্রহর ক্রমে গত,
পশ্চিমে নামেন রবি,
অনিশ্চিত জয়, পরাজয়।

শিরে বিকম্পিত জটা,
করে ধৃত মহাশূল,
সমর্ষি যথায় অগ্রসর,
দ্বিগুণ উৎসাহে সেথা
ধায় হিন্দু সেনা যত,
উচ্চারিয়া "হর হর হর।"
হতাহতে পরিপূর্ণ,
আর্ত্তনাদে মুখরিত,
শোণিত-রঞ্জিত রণস্থল ;
তথাপি বিশ্রাম নাই,
উন্মত্ত অসুর সম
মহাযুদ্ধে রত দুই দল।
সমর্ষি, গোবিন্দ দোঁহে,
দুই পার্শ্ব হ'তে, ক্রমে,
বেষ্টন করিলা তুর্কগণে ;
অভিজ্ঞ সেনানী যত
বুঝিল নিস্তার নাই,
তুর্ক আজ ধ্বংস হবে রণে।
তরুণ শার্দ্দূল সম,
সঙ্কটে ভ্রুক্ষেপহীন,
যুঝিছেন ঘোরী বীরবর।
ইঙ্গিতে, নিমেষ মাঝে,
সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে
তুরগ হইছে অগ্রসর।
সর্ব্বাঙ্গ আবৃত বর্ম্মে,
শিরে লৌহ শিরস্ত্রাণ,
মহাশূল উত্তোলিত করে ;

নিরখি সে বীরমূর্ত্তি
ত্রস্ত হিন্দু পদাতিক,
ভাঙ্গি শ্রেণী, ধায় বেগভরে।
বিচ্ছিন্ন কৃপাণাঘাতে,
শূলে বিদারিত দেহ,
পড়ে কত হিন্দু বীরবর;
"দিন্ দিন্" ঘন ঘন
পূর্ণ করি রণস্থল
তুরুকের উঠে জয়স্বর।
অগ্রসর পৃথ্বীরাজ,
নিরখি গোবিন্দ ক'ন,
"দাদা! তুমি জয়ী শত রণে;
দাও আজ অনুমতি,
ঘোরী যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী;
আমি আজ যুঝি তার সনে।"
কোষবদ্ধ করি অসি,
অনুমতি দিলা ভূপ,
গোবিন্দের বুঝি অভিপ্রায়,
ঘোরীরে অদূরে হেরি,
গোবিন্দ চালায়ে গজ,
বজ্ররবে কহিলা তাঁহায়।*

* তবকাৎ ই নাসিরী গ্রন্থে এই যুদ্ধের বিবরণ নিম্নলিখিত রূপ প্রদত্ত হইয়াছে;—
When the ranks were duly marshalled, the Sultan seized a lance and attacked the elephant on which Gobind Rai of Delhi was mounted and on which elephant he moved about in front of the battle. The Sultan i Ghazi, who was the Haidar of the time, and a second Rustam, charged and struck Gobinda Rai on the mouth with his lance with such effect that, two of the accursed one's teeth fell into his mouth. He launched a

"ধর অস্ত্র, বীরবর !
মাগিতেছি রণ আমি ;"
শ্রুতিমাত্র শূল লয়ে করে
নিক্ষেপিলা মহম্মদ,
চর্ম্মে হয়ে প্রতিহত
পশিল তা' বদন-বিবরে।
ভাঙ্গিল দশনদ্বয়,
মুহূর্ত্তে সম্বরি ব্যথা
নিজ শূল করিয়া গ্রহণ
"যাও এবে যমালয়"
বলিয়া বিদ্যুৎ বেগে
গোবিন্দ করিলা নিক্ষেপণ।
অব্যর্থ সে মহাশূল,
বিদারিয়া বর্ম্ম, কক্ষ,
প্রবেশ করিল মর্ম্মস্থলে ;
নিদারুণ বেদনায়
অশ্বপৃষ্ঠ হ'তে বীর
মূর্চ্ছিত পড়িলা ভূমিতলে।

javelin at the Sultan of Islam and struck him in the upper part of the arm and inflicted a very severe wound. The Sultan turned his charger's head and receded, and from the agony of the wound he was unable to continue on horseback any longer. Defeat befell the army of Islam so that it was irretrievably routed and the Sultan was very nearly falling from his horse. Seeing which a lion-hearted warrior, a Khalji stripling, recognised the Sultan and sprang up behind him, and supporting him in his arm, urged the horse with his voice and brought him out of the field of battle.

Major Raverty's translation, pp. 459-60.

অমনি সহস্র কণ্ঠে
উঠে জয় জয় নাদ ;
পৃথ্বীরাজ দাঁড়ান তথায়।
খাল্‌জী সৈনিক এক,
কাছে আসি, করজোড়ে,
সম্বোধিয়া কহিল তাঁহায়।
"মূর্চ্ছিত, আহত জনে
শুনিয়াছি, মহারাজ!
প্রহার ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম নয় ;
বাঁচিবে না তুর্করাজ,
দেহমাত্র আছে পড়ি,
লইব, আদেশ যদি হয়।"
গোবিন্দের অভিপ্রায়
বুঝি, কহিলেন ভূপ ;
"লয়ে যাও ঘোরী বীরবরে,
যদিও অরাতি তিনি,
তথাপি বিক্রমে তাঁর
তুষ্ট মোরা হয়েছি অন্তরে।" *

* এ সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমান লেখকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। চাঁদ বরদাই বলেন মহম্মদ ঘোরী বন্দীরূপে দিল্লীতে আনীত হইয়াছিলেন এবং পরে উপযুক্ত নিষ্ক্রয় দানে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। মুসলমান লেখকগণ বলেন, তিনি গোবিন্দের প্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার কোন খালজী সৈনিক তাঁহাকে রণক্ষেত্র হইতে লইয়া আসেন। এই যুদ্ধে মুসলমানদিগের যেরূপ পরাজয় ঘটিয়াছিল, তাহাতে পৃথ্বীরাজের অনুমোদন ব্যতীত মহম্মদ যে পলায়ন করিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। আমি তাহাই কাব্যোচিত-ভাবে ব্যক্ত করিয়াছি। টড্‌ সাহেব হিন্দু লেখকদিগের মত সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন : He (Mahammad Ghoory) had been often defeated and twice taken prisoner by the Hindu sovereign of Delhi who, with a lofty and blind arrogance of the Rajput character, set him at liberty.

Quoted at Page 153, Ajmer Historical and Descriptive.

"মরিয়াছে তুর্করাজ"
মুহূর্ত্তে পড়িল রব ;
জয়োল্লাসে মত্ত হিন্দুগণ,
দ্বিগুণ উৎসাহ ভরে,
ভগ্নোদ্যম মুসল্‌মানে
সবলে করিলা আক্রমণ।
বিপর্য্যস্ত, বিশৃঙ্খল
ছুটিল তুরুক সেনা,
মত্ত হিন্দু পশ্চাৎ ধাবনে ;
বহু ক্রোশ পিছে ছুটি,
ভগ্ন, চূর্ণ, পিষ্ট করি,
শিবিরে ফিরিলা হৃষ্টমনে।
অবতরি গজ হ'তে
পৃথ্বীরাজ মহা হর্ষে
গোবিন্দে দিলেন আলিঙ্গন ;
সমর্ষি মিলিলা আসি,
আসে সৈনাধ্যক্ষ যত,
কোলাকুলি করে সর্ব্বজন।

মুসলমান লেখকদিগেরও মধ্যে এ সম্বন্ধে যে মতভেদ ছিল তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে প্রতীয়মান হইবে :—He had almost fallen when some of his chiefs advanced to his rescue. This effort to save him gave an opportunity to one of his faithful servants to leap up behind Muhomed Ghoory, who faint from loss of blood had nearly fallen from his horse but was carried triumphantly off the field though almost wholly deserted by his army which was pursued by the enemy nearly forty miles. * * The author of Huheeb-oos-Seer relates contrary to all my other authorities that when Mahomed was wounded he fell from his horse, and lay upon the field among the slain till night. And that in the dark a party of his own body-guard returned to search for his body, and carried him off to his camp. Briggs' Ferista p 173.

দিল্লীতে চলিল দূত
বিজয়-বারতা লয়ে,
কোন দূত চলে আজমীরে ;
তুর্কের বিধ্বংস শুনি
প্রাণে শান্তি লভে লোক,
কত নেত্র আর্দ্র হর্ষনীরে।
শুভক্ষণ দেখি সবে
ফিরিলেন দিল্লীপানে ;
সেথা যত নাগরিকজন,
রণজয়ী বীরগণে
অভ্যর্থিতে, মহোৎসাহে,
করিল বিবিধ আয়োজন।
পত্র, পুষ্প, মাল্য দিয়া
সাজাইল রাজপথ,
বিরচিল বিজয়-তোরণ।
তুলি ধ্বজ গৃহচূড়ে,
পূর্ণ কুম্ভ সপল্লব
দ্বারদেশে করিল স্থাপন।
নগরের চতুষ্পথে
নির্ম্মাণ করিল মঞ্চ,
বাজে বাদ্য তাহার উপরে ;
পূজা, হোম, বলিদান
হয় প্রতি গৃহে গৃহে,
বৈতালিক জয়গান করে।
রাজ-অন্তঃপুর মাঝে
উথলে আনন্দ-সিন্ধু ;
তুরুকে করিয়া পরাজয়

আসিছেন মহারাজ ;
লইব বরণ করি,
নারীগণ পরস্পর কয়।
বাজায়ে বিজয়শঙ্খ,
আরোহিয়া গজবরে,
পৃথ্বীরাজ পশেন নগরে ;
অগ্রে ধায় পদাতিক,
তুরগ, বারণ পিছে,
রাজপথ কাঁপে পদভরে।
কেশে বাঁধা কঙ্কপুচ্ছ,
কণ্ঠে ত্রিধা গুঞ্জাহার,
কটিদেশে কিঙ্কিণী মুখর,
ঢক্কারবে নৃত্য করি,
বাজাইয়া রণশিঙা,
সাথে সাথে ধায় বাদ্যকর।
ধ্বজবাহী অগণন
চলে যুগ্ম শ্রেণী গাঁথি,
পতাকা কাঁপিছে বায়ুবলে ;
পৃষ্ঠে বহি জয়ভেরী,
তালে তালে ফেলি পদ,
হেলিতে দুলিতে গজ চলে।
খুলিয়া গবাক্ষদ্বার,
পুষ্প বরষণ করি,
কৌতুকে হেরেন নারীগণ।
কার(ও) পুত্র, কার(ও) পতি,
নৃপতির সাথে সাথে,
কি গৌরবে করিছে গমন।

ছিন্ন যার নাসা, কর্ণ
তুরুকের অস্ত্রাঘাতে ;
চক্ষু যার শোণিতাক্ত শরে,
গৌরবে বনিতা তার
কহে, “সখি ! হের অই
রণজয়ী মোর প্রাণেশ্বরে।”
পথপার্শ্বে দেবালয়ে,
দ্বার উন্মোচন করি,
দাঁড়াইয়া পূজক ব্রাহ্মণ,
নির্ম্মাল্য, প্রসাদ আনি,
রণজয়ী বীরগণে
আনন্দে করেন বিতরণ।
বিপণি সজ্জিত করি
দাঁড়াইয়া শ্রেষ্ঠী যত,
কার(ও) করে স্ুবর্ণের থালা ;
তাম্বুল, গুবাক তাহে
রহিয়াছে স্তূপীকৃত,
কার(ও) হাতে কুসুমের মালা
জনপূর্ণ রাজপথ,
নারীপূর্ণ বাতায়ন,
জয়নাদে পূর্ণিত অম্বর ;
নগরি ভ্রমিয়া, ক্রমে,
রাজপুরী পানে সবে,
ধীরে ধীরে, হন অগ্রসর।
নৃপতির রাজ্ঞী যত,
পরি চারু বেশ, ভূষা,
মাঙ্গলিক দ্রব্য সাজাইয়া,

বরণ করিতে ভূপে
পুরীর অঙ্গন মাঝে
বসেছেন মিলিতা হইয়া।
সংযুক্তা সপত্নীগণে
কহেন ; "কি দিন আজ !
আমাদের সার্থক জীবন ;
মিলেছিত মোরা সবে,
কিন্তু বড় দিদি কোথা ?
কেন তাঁর না পাই দর্শন ?"
ব্যগ্র হয়ে গুণবতী,
পশি সপত্নীর গৃহে,
হেরিলেন সেথা একাকিনী,
আলোলিত কেশজাল,
কাঁদিয়া রেঙেছে আঁখি
ধরাসনে বসিয়া ইঙ্গিনী।
আদরে ধরিয়া কর
সংযুক্তা কহেন ; "দিদি !
তুমি কেন বসি হেন আজ ?
অই শুন বাজে ভেরী,
বরণ করিবে চল,
অন্তঃপুর-দ্বারে মহারাজ।"
এত বলি যত্নে তাঁর
কেশগুলি বিনাইয়া
করিলেন কবরী বন্ধন,
খুলি নিজ কণ্ঠহার
পরায়ে দিলেন গলে,
অঙ্গে দিলা সুচারু বসন।

ইঞ্জিনী সরলা অতি,
আদরে গলিল প্রাণ,
বলে ; "বোন ! কেন অকারণে
সাজাইছ তুমি হেন ?
আমি প্রৌঢ়া এবে ; মোরে
প্রাণেশের আছে কি স্মরণে ?
আমি ভার্য্যামাত্র তাঁর,
আছি পরিতুষ্টা হয়ে
লভি ভোজ্য, বসন, ভূষণ ;
নাহি সাধ লোক মাঝে
দেখা'তে এ পোড়া মুখ,
প্রিয়া যারা করুক্ বরণ।"
সংযুক্তা বুঝায়ে ক'ন ;
"যদি, দিদি ! রূপমোহে
থাকে অন্যে আসক্তি তাঁহার,
কি ক্ষোভ তোমার তাহে ?
যজ্ঞে, ব্রতে, পুণ্যকর্ম্মে
জ্যেষ্ঠা তুমি, তব অধিকার।
হ'ক না অপর কেহ,
ক্রীড়ায়, কৌতুকে, রঙ্গে,
ভূপতির ভোগের সঙ্গিনী ;
কিন্তু, দিদি ! ধর্ম্মে, কর্ম্মে
তোমার(ই) প্রথম স্থান"
শুনি হর্ষে উঠিলা ইঞ্জিনী।
বড় রাণী, ছোট রাণী
একত্র চলিলা দোঁহে,
হাতে হাতে ধরি পরস্পর ;

সবে ভাবে, এ কি দৃশ্য !
সপত্নীগণের মাঝে
এত প্রেম, লোকে অগোচর।
হেনকালে পৃথ্বীরাজ,
গজ হ'তে অবতরি,
দাঁড়ালেন অন্তঃপুরদ্বারে।
উচ্চে উঠে উলুধ্বনি,
বাজে শঙ্খ মহানাদে,
কি উল্লাস কে বর্ণিতে পারে।
প্রথমে ইঞ্ছিনী গিয়া,
করি নৃপে প্রদক্ষিণ,
চন্দনের টিপ দিলা ভালে,
লয়ে পরে ধূপ, দীপ,
আদরে আরতি করি,
কণ্ঠ সুশোভিলা পুষ্পমালে।
এইরূপে ভূপতির
অন্য রাজ্ঞী ছিলা যত
যথাক্রম করিলা বরণ ;
নৃপতির নেত্র শুধু
খুঁজিছে আকুল হয়ে
ছোটরাণী আসিবে কখন।
ইঞ্ছিনী, বুঝিয়া ত্বরা,
সংযুক্তার হাত ধরি
লয়ে গেল নৃপতির বামে,
রাখি সেথা, উলু দিয়া,
কহে সবে, হাসিমুখে,
"রণজয়ী হের সীতারামে।"

সংযুক্তা, সবার শেষে,
বরণ করিলা ভূপে ;
কি যে হর্ষ সতীর অন্তরে,
সুব্যক্ত করিল তাহা
নয়নের মুক্তাফল,
মৃদু হাস্য ফুটিয়া অধরে।
আসি পৃথা গুণবতী
বরিলেন সমর্ষিরে,
গোবিন্দে বরিলা জায়া তাঁর
এইরূপে নারীগণ
বরণ করিলা, ক্রমে,
আদরের পাত্র যিনি যাঁর।
ঘন ঘন বাজে শঙ্খ,
ঘন উঠে উলুধ্বনি,
রাজভট্ট গায় জয়গান ;
বিশাল নগর ব্যাপি
উঠে শুধু এক সুরে
"জয় জয় জয় জয়" তান।
কিন্তু এ সুখের দিনে
এ কি দৃশ্য মর্ম্মভেদী
আকর্ষিল সবার নয়ন !
করুণ রোদন-ধ্বনি,
উঠি সেথা, অকস্মাৎ,
সবাকার ব্যথিল শ্রবণ।
রাজ-কুটুম্বিনী এক,
অতি দীনা, বিমলিনা,
এক দিকে ছিলা দাঁড়াইয়া,

পৃথ্বীরাজ, সংযুক্তারে
হেরি "তোরা কোথা গেলি"
বলি উচ্চে উঠিলা কাঁদিয়া।
কাঁপে পদ থর থর,
না পারি দাঁড়াতে নারী,
অবসন্না, পড়িলা অঙ্গনে ;
হেরি, সংযুক্তারে লয়ে,
কাছে গিয়া নরপতি
অভাগীরে তুলিলা যতনে।
কহিলা ; "স্বদেশ তরে
বীরপুত্র দেছে প্রাণ ;
কাঁদিস্ না, জননি গো ! মোর।
এই তোর পুত্রবধূ,
ধৈর্য্য ধরি দেখ্ চেয়ে,
আজ হ'তে আমি পুত্র তোর।"
স্তব্ধা নারী, রহে চাহি,
গণ্ড বহি পড়ে জল,
পৌরজন সবে সবিস্ময় ;
ভাঙ্গিল চমক, ক্ষণে,
উঠে শব্দ শত কণ্ঠে,
"জয় জয় পৃথ্বীরাজ জয়।"
ক্ষণমাত্রে সে সংবাদ
পশিল নগর মাঝে,
কত নেত্রে ঝরে হর্ষজল ;
"জন্মে জন্মে আমাদের
রাজা তুমি হও, বীর !"
আশিষিয়া কহে প্রজাদল।

বিষাদে ভাবিছে কবি,
আর কি তেমন দিন
আসিবে এ ভারত ভিতরে ;
বীর পতিপুত্রগণে
মিলি মাতা, জায়া সবে
বরণ করিবে সমাদরে।
চলিয়া গিয়াছে দিন,
স্মৃতিমাত্র ছিল তার,
তা'ও, বুঝি, ক্রমে, লুপ্ত হয় ;
ভারতের কবিগণ
গাইছেন অন্য গান,
বীরকীর্ত্তি গেয় কারও নয়।
শয্যা এবে রণক্ষেত্র,
নূপুরে দুন্দুভি-ধ্বনি,
অবিরাম ছুটে ফুলবাণ ;
তার(ই) অনুকূল কথা
শুনি প্রীত সর্ব্বজন,
কে শুনিবে আমার এ গান ?
নিঃসঙ্গ বিহগ সম,
গাইব আপন মনে,
ডাকিয়া শুনা'ব আপনারে ;
সার্থক হইবে শ্রম,
এক জন(ও) শ্রোতা যদি
পাই এই ভারত মাঝারে।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

বৎসর বিগতপ্রায় ; বিজয়-উৎসব,
তথাপি, হয়নি শেষ দিল্লী, আজমীরে।
নিত্য নৃত্য, গীত, নিত্য পূজা, বলিদান
চলিয়াছে ; জয়গর্ব্বে গর্ব্বিত চৌহান।

অজেয় তুরুক বলি আছিল বিশ্বাস,
ভেঙ্গেছেন ভ্রম রণে বীর পৃথ্বীরাজ ;
সবে কহে, পূর্ব্বাচলে উদিলে তপন
ধরণী মাঝারে তম রহে কতক্ষণ ?

কাসিম, সবুক্তজীন, মামুদের ভয়ে
সন্ত্রাসিত ছিল লোক। কি জানি কখন্
আসে কোন্ তুর্কবীর ছিল এই ভয় ;
যদি আসে, চিন্তা নাই, জন্মেছে প্রত্যয়।

ভগ্ন দেবমূর্ত্তি নব হ'তেছে স্থাপিত,
পূত করিছেন বিপ্র অশুচি মন্দির ;
কুণ্ঠাশূন্য লোক দেবে দেয় অলঙ্কার,
ভাবি মনে, তুর্কদস্যু না আসিবে আর।

পৃথ্বীরাজ নিজ মনে করেন বিচার ;
হিন্দুস্থান নিরাপদ হয়নি এখন(ও) ;
তবরহিন্দেতে তুর্ক লয়েছে আশ্রয়, *
নাহি শান্তি, তা' সবারে না করিলে জয়।

* তবরহিন্দের অবস্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বর্ত্তমান সর্হিন্দকেই তবরহিন্দ্ বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু Imperial Gazetteer এর (Vol. VIII p 19) মতে

ভাবিছেন জয়চন্দ্র কি ঘটিল, হায় !
অজেয় তুরুক্-সেনা হ'ল পরাজিত !
চৌহান কনোজ যদি করে আক্রমণ,
গেছে মান, এই বার, যাইবে জীবন।

চৌহান-বিদ্বেষী যারা ভাবে মনে মনে,
না থাকিবে আমাদের স্বাধীনতা আর ;
পৃথ্বীরাজ, আনি সবে একচ্ছত্র তলে,
চৌহান-দাসত্বপাশ পরাইবে গলে।

নিশ্চিন্তা সংযুক্তা হর্ষে যাপিছেন দিন ;
হিন্দুর গৌরব-রবি বীর পৃথ্বীরাজ
বাঁধা তাঁর প্রেমডোরে। বিচারেন সতী,
ধরাতলে মোর সম কেবা ভাগ্যবতী।

আনন্দে, গৌরবে স্ফীত যদিও চৌহান,
তথাপি বিষাদবহ্নি জ্বলে বহু গৃহে ;
এখন(ও) আহত যোদ্ধা হয়নি সবল,
ক্ষতরোগে বহুনেত্র ঝরে অবিরল।

সহমৃতা রমণীর এখন(ও) বালক
কাঁদে "মা মা মা মা" বলি। লয়ে পুত্র-নাম
এখন(ও) ভবনে কত কাঁদেন জননী ;
অন্ধ কেহ হারাইয়া নয়নের মণি।

আর্য্যভূমে এই দৃশ্য ! চল, হে পাঠক !
চল যাই একবার তুরুকের মাঝে ;

পাতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত ভাটিণ্ডাই প্রাচীন তবরহিন্দ্। মহম্মদ ঘোরীর আদেশে তুলাকের কাজি এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ মাস অবরোধের পর পৃথ্বীরাজ তাহা অধিকার করেন। স্বতন্ত্র পাদটীকা দেখুন।

দেখি ঘোরী বীরবর কি করে এক্ষণে,
প্রতিবিধিৎসিতে রত কিবা আয়োজনে।

বসিয়াছে মন্ত্রসভা ঘোরীর শিবিরে ;
ভূপতির মূর্ত্তি হেরি ত্রস্ত, অধোমুখ
দলপতি কয় জন। কঠোর ভাষায়
কহিছেন ভূপ সম্বোধিয়া তা' সবায়।

"ভীরু, কাপুরুষগণ! রণক্ষেত্র হ'তে
এসেছিলে পলাইয়া ? না হইল লাজ ?
কেন মুসল্‌মান কুলে লভিলে জনম,
মুসল্‌মান ধর্ম্ম যদি রাখিতে অক্ষম ?

ভাবিলে না, একবার, এই পলায়নে
কত গর্ব্ব, কত স্পর্দ্ধা হ'বে কাফেরের ?
এত দিন ছিল তারা নত করি শির,
এখন ভাবিছে মোরা প্রতিদ্বন্দ্বী বীর।

মূর্চ্ছাপন্ন হেরি মোরে পলাইলে যদি
কাফেরে, মস্‌লিমে তবে কি রহিল ভেদ ?
মরিতাম আমি যদি কি হইত ক্ষতি ?
কেন না যুঝিলে কেহ হয়ে সেনাপতি ?

ধিক্ ধিক্ তোমা সবে, ধিক্ শতবার!
কি বলিব, সংজ্ঞা মোর না ছিল তখন,
তা' না হ'লে কাপুরুষ রণ-দূত প্রায়
তোমাদের(ও) ছিন্ন মুণ্ড লুটিত ধরায়। *

* Mahomed Ghoory * * was advised to provide for his own safety. Enraged at this counsel he cut down the messenger.
Briggs Ferista p 172.

পেয়েছ ত শিক্ষা সবে? * বল এইবার
কি করিবে যুদ্ধে গিয়া; পলা'বে কি পুনঃ?
করহ প্রতিজ্ঞা সবে, স্পর্শিয়া কোরাণ,
না পলা'বে যতক্ষণ র'বে দেহে প্রাণ।

একে একে, সর্ব্বজন, হয়ে অগ্রসর,
লইল শপথ; ঘোরী পরিতুষ্ট হ'য়ে
কহিলেন কোষাধ্যক্ষে, "লয়ে প্রতিজনে
কর তুষ্ট যোগ্য পরিচ্ছদ বিতরণে। †

আজ্ঞা দিলা মহম্মদ যাইতে সবায়;
রহিলেন বক্তিয়ার, কুতব কেবল।
কহিলেন ঘোরী; "হিন্দুস্থান আক্রমণে
আমার উভয় হস্ত তোমরা দু'জনে।

বল, শুনি, কেবা কোন্ করিয়াছ কাজ;
কুতব! যুদ্ধাশ্ব, অস্ত্র বাকী আর কত?
সংবৎসর যদি মোরা রহি হিন্দুস্থানে
অভাব না হয় যেন বর্ম্ম, অসি, বাণে।

আচরিব যে কৌশল এবার সমরে
বলেছি তোমারে তাহা; রাখিও স্মরণে;
বহু গজ, পদাতিকে ফল কিছু নাই;
বায়ুবেগ, সুশিক্ষিত অশ্ব আমি চাই।"

কহিলা কুতব; "প্রভো! হয় নাই ত্রুটী
আয়োজনে; সার্দ্ধলক্ষ অশ্ব, বর্ষকাল,

* এই শিক্ষা বা শাস্তি সম্বন্ধে পঞ্চদশ সর্গের পাদটীকা দেখুন।

† They all accordingly joined the camp, ond each received a rob of honour, according to his rank.

Briggs Ferista P 174.

হইতেছে সুশিক্ষিত। ভূমণ্ডলে আর,
হেন অশ্ব, অশ্বারোহী নাহি অন্য কা'র।

হিন্দুর সমররীতি লয়েছি বুঝিয়া;
অস্ত্র, শস্ত্র, তন্ন তন্ন, করেছি দর্শন;
দেখা'ব এবার যুদ্ধে মোদের বিক্রম;
দেখা'ব কি বল দেয় ইস্‌লাম ধরম।

পূর্ব্বযুদ্ধে রণভূমি আছিল অজ্ঞাত
আমাদের, তাই, হিন্দু লভেছিল জয়;
পারি নাই উপযুক্ত অশ্ব সঞ্চালনে,
দেখিব, এবার, কা'রা জয় লভে রণে।

একবার জয়ী তারা হ'য়ে তরায়ণে,
ভাবে, কুসংস্কারে, সেথা, লভিবে বিজয়;
গজসৈন্য তাহাদের, কহিয়াছে চর,
অচিরাৎ পুনঃ তথা হ'বে অগ্রসর।

অনুকূল এ সংবাদ; অজ্ঞাত প্রদেশে
হ'লে যুদ্ধ আমাদের ঘটিত সঙ্কট;
কিন্তু ধ্বংস তাহাদের ইচ্ছা বিধাতার,
তাই তরায়ণে তারা ছুটিছে আবার।

নিশ্চিন্ত থাকুন, প্রভো! হ'ক
মহাবীর, হ'ক দক্ষ বাহিনী-চালনে,
কিন্তু না পাইবে রক্ষা প্রভুর কৌশলে,
মরে সিংহ পশুরাজ জালবদ্ধ হ'লে।"

কহিলেন মহম্মদ; "বল, বক্তিয়ার!
এত দিন রহি পুনঃ হিন্দুস্থান মাঝে

কি করিয়া এলে তুমি ? পিশাচী তোমার
যুদ্ধের কি ফল হ'বে বলেছে এবার ?

পূর্ব্ব যুদ্ধে বাক্য তার হ'য়েছে সফল,
সত্যই কাফের দল লভেছে বিজয় ;
কিন্তু ভবিষ্যতে মোরা জয়ী হ'ব রণে,
বলেছিল সে যে ; তার কি বলে এক্ষণে ?

"বলিয়াছে ;" বক্তিয়ার কহিলা বিনয়ে ;
"সব কথা তার আমি না পারি বুঝিতে,
পূর্ব্বে নাকি কেন্দ্রস্থিত ছিল বৃহস্পতি,
এবে রন্ধ্রগত শনি বক্র তার প্রতি।

যাবে রাজ্য, যাবে প্রাণ, ধ্বংস সুনিশ্চিত।
শুনি আমি অনুরোধ করেছিনু তায়,
করে যেন এই কথা সর্ব্বত্র প্রচার ;
ক্রোধবশে মায়াবিনী করেছে স্বীকার।"

প্রীত মহম্মদ ক'ন ; "উত্তম ! উত্তম !
হ'বে হিন্দু শঙ্কাযুক্ত এ কথা শুনিলে ;
কিন্তু, বল, পিশাচী যে সদয়া তোমায়,
প্রতিদানে সে কি কিছু পুরস্কার চায় ?"

কহিলেন বক্তিয়ার ; "অন্য কিছু নয়,
শুধু চাহে, পৃথ্বীরাজ মরিলে সমরে
ল'বে তার দেহ।" ঘোরী জিজ্ঞাসিলা তাঁয়,
"কি বলিলে ? হিন্দুরা কি নরমাংস খায় ?"

উত্তরিলা বক্তিয়ার ; "খায় না সকলে ;
কিন্তু তাহাদের মাঝে আছে এক দল,

অঘোরী সন্ন্যাসী নামে ; করেছি দর্শন
চিতা হ'তে দগ্ধ মাংস করিছে ভক্ষণ। *

না জানি এ মায়াবিনী কি করিবে শবে,
জিজ্ঞাসিলে, একদিন, বলেছিল মোরে ;
"তরুণ, সুন্দর, শূর মরে যদি রণে
শব তার সুপ্রশস্ত শ্মশান-সাধনে।" †

"ধিক্ ধিক্ !" ক্রোধভরে কহিলেন ঘোরী ;
"ধিক্ হিন্দুদের শাস্ত্র ! ধিক্ বীরপণা !
শাস্তিদানে যোগ্য শুধু মোরা মুসল্‌মান,
প্রেরক মোদের সেই ঈশ্বর মহান্।

রাজ্য আমাদের যবে হ'বে প্রতিষ্ঠিত
দুই কার্য্য ইস্‌লামের রাখিও স্মরণে ;
প্রথম, অস্পৃশ্য হিন্দুজাতির উদ্ধার,
দ্বিতীয়, বিনাশ হেন ভ্রম, কুসংস্কার।

অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য জাতি যারা হিন্দুস্থানে,
শুনিয়াছি, মনস্তাপে জর্জ্জরিত তারা।
মোরা গিয়া ভাই বলে করিলে আহ্বান
দলে দলে আসি সবে হ'বে মুসল্‌মান। ‡

---

* ইহারা নিতান্ত অপরিষ্কার, নির্ঘৃণ ও বিকাররহিত। মদ্য, মাংস এমন কি নিজের মল মূত্র পর্য্যন্ত খাইয়া থাকে। ** কোথাও শবদাহ হইলে অঘোরপন্থীরা মদ্যের সঙ্গে সেই মনুষ্য-মাংস তুলিয়া ভক্ষণ করে। বিশ্বকোষ, ১ম ভাগ, ৬১ পৃষ্ঠা।

† সাধনযোগ্য শব সম্বন্ধে ভাবচূড়ামণি গ্রন্থে লিখিত আছে ;—
তরুণং সুন্দরং শূরং রণে নষ্টং সমুজ্জ্বলম্।
বিশ্বকোষ ২০ ভাগ, ২৫১ পৃষ্ঠা।

‡ মুসলমান তরবারির সাহায্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ; কিন্তু তরবারীর অপেক্ষা অপর কারণ তাঁহাদিগের সহায় হইয়াছিল। হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীর হীনাবস্থা ও তাহাদিগের সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্যই তাহাদিগকে মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। ১৯০১ সালের বঙ্গদেশের জনসংখ্যা গণনার রাজকীয় বিবরণীতে এ

শুনেছি ধর্ম্মের নামে মূঢ় হিন্দুগণ
পাপাচার, কদাচার করে শত শত ;
বুঝাইলে শাস্ত্রবাক্যে করে যুক্তিদান,
আমাদের যুক্তি সেথা করাল কৃপাণ।

পূর্ব্বপুণ্য তাহাদের আছিল কিঞ্চিৎ,
তাই এতদিন তারা ইস্‌লামের বল
করিতেছে প্রতিহত। * কিন্তু একবার
পড়ে যদি, শত বর্ষে উঠিবে না আর।"

সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ভারতের সর্ব্বদেশ সম্বন্ধেই এই উক্তি প্রযোজ্য। The Musalman religion with its doctrine that all men are equal in the sight of God, must necessarily have presented far greater attractions to the Chandals and Koches who were regarded as outcastes by the Hindus than to the Brahmans, Baidyas and Kayasthas who in the Hindu caste system enjoy a position far above their fellows. The convert to Islam could not of course expect to rank with the higher classes of Muhammadans, but he would escape from the degradation which Hinduism imposes upon him ; he would no longer be scorned as a social leper ; the mosque would be open to him ; the Mullah would perform his religious ceremonies and when he died he would be accorded a decent burial.

Report Part I. P. 384.

খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের সম্বন্ধে অবিকল এই কথাই বলেন :

The converts to christianity are recruits almost entirely from the classes of Hindus which are lowest in the social scale. These people have little to lose by forsaking the creed of their forefathers. As long as they remain Hindus they are daily and hourly made to feel that they are of commoner clay than their neighbours. Any attempts which they may make to educate themselves or their children are actively discouraged by the classes above them : caste-restrictions prevent them from quitting the toilsome, uncertain and undignified means of subsistence, to which custom has condemned them, and taking to a handicraft or a trade : they are snubbed and repressed on all public occasions : are refused admission even to the temples of their Gods * * But once a youth from among these people becomes a Christian his whole horizon changes.

Ibid—P. 389.

The armies of Islam had carried the crescent from the Hindukush

কহিলা কুতব ; "প্রভো ! সন্দেহ কি তায় ?
পাপ বিনা, হয়ে তারা, বীর, বুদ্ধিমান্,
হ'বে কেন মতিভ্রান্ত ? কেন অকারণ
করিবে স্বজাতিধ্বংসে 'পরে নিমন্ত্রণ।

মুসল্‌মানে মুসল্‌মানে সত্য ঘটে বাদ,
কিন্তু মোরা যুদ্ধ করি নিজেদের মাঝে ;
অন্য ধর্ম্মী শত্রু কভু না করি আহ্বান ;
হিন্দু ডাকে ; "ভায়ে মোর কাট মুসল্‌মান !"

কহিলেন ঘোরী ; "সত্য বুঝেছ, কুতব !
জাতিবৈর-পাপে ধ্বংস হবে হিন্দুজাতি ;
বিশেষতঃ যুদ্ধ জয় করি তরায়ণে
জন্মেছে যে গর্ব্ব, নাই বিলম্ব পতনে।

যে যে আয়োজন মোরা প্রতিশোধ তরে
করিতেছি, পৃথ্বীরাজ শুনেছে সকল ;
ফকীরের বেশ ধরি আসি তা'র চর
দেখে গেছে কতদূর মোরা অগ্রসর।"

দর্প করি পৃথ্বীরাজ লিখিয়াছে মোরে,
"জীবনে অসাধ থাকে যদ্যপি তোমার
দয়া করে রক্ষা তবু কোরো সৈন্যগণে
জীবন সুখের বলি ভাবে তারা মনে।*

westward, through Asia, Africa, and Southern Europe to distant Spain and France before they obtained a foothold in the Punjab.

Hunter's Indian Empire P. 321.

* পৃথ্বীরাজের লিখিত পত্রের উল্লিখিত অংশ এইরূপ :—

If you are wearied of your own existence, yet have pity upon your troops, who may still think it a happiness to live.

Brigg's Fersita P. 775.

দেখি'ছ ত আমাদের অশ্ব-গজ-বল ?
বুঝে ছ ত চৌহানের কৃপাণ কেমন ?
পাইয়াছ তরায়ণে শিক্ষা একবার,
ফিরে যাও, ফিরে যাও দেশে আপনার।"

এ গর্ব্বের প্রতিশোধ লইব নিশ্চিত,
দেখাইব বাহুবল নহে মাত্র বল ;
পত্রের উত্তর আমি রেখে'ছি ভাবিয়া,
উপযুক্ত কাল বুঝি দিব পাঠাইয়া।

বলে মাত্র পৃথ্বীরাজ না হ'বে বিজিত ;
চাহি অন্য অস্ত্র তার বিনাশের তরে ;
ভেদনীতি আমাদের হয়েছে সফল,
বাকী যাহা আছে, তাহা সাধিবে কৌশল।

জানিছ, কুতব ! তুমি, কি তীব্র দহনে
দগ্ধ হইতেছি আমি। পরাজয় হ'তে
নাহি নিদ্রা নেত্রে, নাহি শান্তি জাগরণে ;
যুদ্ধে জয়, কিম্বা মৃত্যু, দৃঢ়পণ মনে। *

আমিই বিজিত মাত্র নহি তরায়ণে,
সমগ্র মস্‌লিম সেথা হয়েছে বিজিত ;
রাজ্যবৃদ্ধি, আমাদের ধর্ম্মের বিস্তার
হ'বে শেষ, যদি নাহি হয় প্রতীকার।

---

* মহম্মদ ঘোরী কোন প্রবীণ মুসলমানকে আপনার মনের অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন ; know old man ! that since the time of my defeat in Hindoostan, notwithstanding external appearances, I have never slumbered in ease, or waked but in sorrow and anxiety. I have therefore determined, with this army, to recover my lost honour from those idolators or die in the attempt

Briggs' Ferista P. 174.

অধিক কি কব আর এই অভিযানে
বীর্য্য, ধর্ম্ম মস্‌লিমের হ'বে পরীক্ষিত ;
পৌত্তলিক হিন্দু, সত্যধর্ম্মী মুসলমান,
কেবা শ্রেষ্ঠ, সাক্ষী তার র'বে হিন্দুস্থান। *

চূর্ণিব চৌহানে এই প্রতিজ্ঞা আমার,
নামমাত্র র'বে তার ইতিহাস মাঝে ;
বিনষ্ট, বিধ্বস্ত আমি করিব আজ্‌মীর, †
বুঝে যেন হিন্দু কিবা সামর্থ্য ঘোরীর।

সাধু মৈনুদ্দীনে আমি বসা'ব তথায়,
আজ্‌মীর ইস্‌লাম তীর্থে হ'বে পরিণত ;
আসিবে যখন হিন্দু, হেরিতে পুষ্কর,
শুনিবে মোঝিন ডাকে আল্লা হু আক্‌বর।‡

নহে এ প্রতিজ্ঞা মোর রাজ্য অভিলাষে,
চাহি আমি হিন্দুস্থানে ইস্‌লামের জয় :

---

* যদি কোন হিন্দু ইহাতে ব্যথিত হইবার কারণ পান তাহা হইলে নিরপেক্ষ ইংরাজ ঐতিহাসিকের লিখিত হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষের পরিণাম ফল তাঁহাকে আলোচনা করিতে বলি :

The Hindu chivalry of Rajputana was closing in upon Delhi from the south, the religious confederation of the Sikhs was growing into a military power on the north-west. The Marathas had combined the fighting powers of the lowcastes with the statesmanship of the Brahmans and were subjecting the Muhammadan kingdoms throughout all India to tribute. As far as can now be estimated the advance of the English power alone saved the Moghal Empire from passing to the Hindus.

Hunter's Indian Empire P. 323.

হিন্দুর কর্ম্মফলে যাহা হইয়াছিল, আমি তাহা দেখাইয়াছি। হিন্দু, মুসলমান উভয়ের কর্ম্মফলে যাহা হইয়াছে কোন ভবিষ্যৎ-কবি তাহা দেখাইবেন।

† মহম্মদ ঘোরী যে এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন, মুসলমান ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে ;—Mahomed Ghoory in person went to Ajmer, of which he also took possession, after having put some thousands of the inhabitants, who opposed him to the sword, reserving the rest for slavery.

Briggs' Ferista, P. 177.

‡ আজমীর ও মৈনুদ্দীন সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পাদটীকা দেখুন।

কুতব ! এ কার্য্যে হ'লে সহায় আমার
ইহলোকে, পরলোকে পা'বে পুরস্কার।

রণক্ষেত্রে রহি তব নাহি প্রয়োজন,
অবরোধ করি পথ রহিও পশ্চাতে ;
যখনি বুঝিবে কেহ পলাইতে চায়,
অসঙ্কোচে মুণ্ড তার লুটা'বে ধরায়।

যা' বলিনু তোমা দোঁহে, অন্য সর্ব্বজনে
বল গিয়া বুঝাইয়া। সৈন্য, অস্ত্র, কোষ
পরীক্ষা করিয়া দেখ। দিলাম বিদায়,
মনে রেখ "জয়লাভে ঈশ্বর সহায়।" *

* The Sultan's august motto. "Victory through God"
The Tabakat-i Nasiri. P. 489.

পঞ্চদশ সর্গ।

অগস্ত্য-উদয় এবে সৌর ভাদ্রপদে ; *
তাই, আজমীরবাসী বহু নর, নারী
মিলিত অগস্ত্যাশ্রমে। পূর্ণ নাগগিরি
জনসংঘে, কোলাহলে। বরষার শেষে
সুস্নিগ্ধ, শ্যামল কান্তি প্রকাশে অচল।
নিবিড় সরসপত্রে মহীরুহ যত
সুসজ্জিত ; শষ্পদলে সুখস্পর্শ সানু।
মৃদু কল কল নাদে নির্ঝরিণী এক,
প্রক্ষালি সে পুণ্যাশ্রম, বহে গিরিদেহে। †
আরণ্যকপোত, কোথা, বসি তরুশাখে,
গায় সুগম্ভীর গীত, উড়ে প্রজাপতি,
চিত্রিত বিবিধ বর্ণে। গুল্ম অন্তরালে
তিত্তির, ময়ূর দল বিহরে কৌতুকে,
শীকর-সংস্পৃষ্ট বায়ু বহে ধীরে ধীরে।

* মহর্ষি অগস্ত্য, স্বোপার্জ্জিত পুণ্যফলে, ধ্রুবের ন্যায়, নক্ষত্রলোক লাভ করিয়াছেন। প্রাচীন আর্য্যঋষিদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। অনার্য্য বাতাপি ও আতাপিকে এবং আর্য্যবংশোদ্ভূত দর্পী নহুষকে তিনিই শাসন করিয়াছিলেন। নির্ব্বাসিত রামচন্দ্র তাঁহারই অস্ত্র, শস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিদর্ভরাজকুমারী লোপামুদ্রা দেবী তাঁহার সহধর্ম্মিনী ছিলেন। বিন্ধ্য পর্ব্বতের গর্ব্ব (দুর্ল্লঙ্ঘ্যতা) চূর্ণ করিয়া তিনিই প্রথমে দক্ষিণাপথে প্রবেশ করেন। দক্ষিণাপথে তিনি তামিলমুনি নামে খ্যাত। তামিল ভাষায় বহু গ্রন্থ মহর্ষি অগস্ত্য ও তাঁহার শিষ্যদিগের প্রসাদে লিখিত বলিয়া উল্লেখ আছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ; The Vindhya mountains, it is said, prostrated themselves before Agastya 'still fondly remembered as the Tamirmuni, preeminently the sage to the Tamil race. He introduced philosophy at the court of the first Pandyan king, wrote many treatises for his royal disciple and now lives for ever in the heavens as Canopus, the brightest star in the Southern Indian hemisphere. Hunter's Indian Empire P. 387.

† কয়েক বৎসর অবধি এই নির্ঝরিণীটী শুষ্ক হইয়া অগস্ত্যাশ্রমের সৌন্দর্য্য হানি করিয়াছে।

করি স্নান যাত্রিদল, দক্ষিণাস্য হ'য়ে,
শঙ্খের মাঝারে রাখি সলিল, চন্দন,
অক্ষত, কুসুম সনে, জোড় করি কর,
করিছেন মন্ত্রপাঠ ; "নমো নম ঋষি !
কাশপুষ্প-শুভ্র-তনু, হে মৈত্রাবরুণি !
হে অগ্নিমারুতোদ্ভব ! বিনাশিলে তুমি
আতাপি, বাতাপি দোঁহে ; শোষিলে সাগর,
লহ এই অর্ঘ্য, হও প্রসন্ন ভকতে।
পতিব্রতে ! মহাভাগে ! হে রাজনন্দিনি।
লোপামুদ্রে ! অর্ঘ্য মম করহ গ্রহণ।" *
নারীগণ পরস্পর কহিছেন সবে
লোপামুদ্রা-কথা। হ'য়ে রাজার নন্দিনী
কেমনে পুলকে কাল কাটাইলা দেবী
তপোবন-ক্লেশ সহি। ত্যজি আর্য্যভূমি,
পতির সঙ্গিনীরূপে অনার্য্যের মাঝে,
করিলা জীবনপাত ; শতধন্যা সতী।
এইরূপে যাত্রিদল ঋষি দম্পতীরে
করি অর্ঘ্যদান, পূজি অগস্ত্যেশ শিবে, †
হৃষ্টচিত্তে, অপরাহ্নে, ফিরিলা ভবনে।

* শঙ্খে তোয়ং বিনিক্ষিপ্য সিতপুষ্পাক্ষতৈর্যুতম্
মন্ত্রেণানেন বৈ দদ্যাৎ দক্ষিণাশামুখস্থিতঃ।
কাশপুষ্প-প্রতীকাশ অগ্নিমারুতসম্ভব
মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুম্ভযোনে নমোস্তুতে।
আতাপির্ভক্ষিতো যেন বাতাপিশ্চমহাসুরঃ
সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মেগস্ত্যঃ প্রসীদতু।
লোপামুদ্রে মহাভাগে রাজপুত্রি পতিব্রতে।
গৃহাণার্ঘ্যংময়াদত্তং মৈত্রাবরুণিবল্লভে।

† অগস্ত্যাশ্রমে একটী শিবলিঙ্গ এখনও বর্ত্তমান আছে। ১২ই ভাদ্র (সুদি) এখনও তথায় একটী মেলা বসিয়া থাকে।

অতিক্রান্তা সন্ধ্যা ; স্তব্ধ জনকোলাহল ;
নীরব বিহগকণ্ঠ। শুধু একতানে
ঝিল্লীকুল ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ তুলিছে সঙ্গীত।
শুধু কোথা, নিম্নভূমে, বরষা-সঞ্চিত
সলিল সমীপে বসি, গুহাচর ভেক
গ্যাঁ গোঁ গ্যাঁ গোঁ তীব্র রবে ডাকে অবিরাম।
মাঝে মাঝে নিশাপ্রিয় পতঙ্গনিচয়,
বোঁ বোঁ চোঁ চোঁ রবে, উড়ে ভৃঙ্গাচার্য্য যথা,
জ্বালি অগ্নিকুণ্ড, বসি শিলাপট্ট'পরে।
অগস্ত্য-উদয়কালে, কহে জনশ্রুতি,
ব্রতনিষ্ঠ কেহ যদি কাটান যামিনী,
পূজা, জপ, ধ্যান লয়ে, সে আশ্রম মাঝে,
প্রসন্ন অগস্ত্য আসি দেখা দেন তাঁরে ;
তাই বসেছেন গুরু অগস্ত্যদর্শনে।
নাহি অন্য কেহ সেথা ; শুধু আচার্য্যের
শিষ্য এক, করজোড়ে, বসিয়া নীরবে।
সম্বোধিয়া শিষ্যে গুরু কহিলেন ধীরে :
"কহ, বৎস! গজনীর কি সংবাদ এবে।
বিনয়ে কহিলা শিষ্য ;—
"মহা আয়োজন
করিছে তুরুকদল ; নানা দেশ হ'তে
সৈন্য, অস্ত্র, তুরঙ্গম করিছে সংগ্রহ।
কঠোরপ্রতিজ্ঞ বীর মহম্মদঘোরী,
মৃত্যু-শয্যা হ'তে উঠি, সেনাপতিগণে
করিয়াছে শাস্তিদান ; বাঁধি গলদেশে
অশ্ব-খাদ্য-পূর্ণ গোণী, নগরীর পথে,

করায়েছে প্রদক্ষিণ।* তীব্র অপমানে
করেছে প্রতিজ্ঞা তারা মরিবে এবার,
তবু না ছাড়িবে যুদ্ধ"।
কহিলেন গুরু ;
"দেখ, বৎস! কি পার্থক্য হিন্দু, মুসল্‌মানে।
পরাজিত জয়পাল, অভিমান জ্বরে,
পশিলা অনলে ;† আর পরাজিত ঘোরী
করিয়াছে প্রাণপণ জিনিতে হিন্দুরে!
না পারি বুঝিতে, বৎস! শিরোদেশে যার
দাঁড়াইয়া হিমাচল মহারুদ্ররূপী,
পদপ্রান্তে গর্জ্জে সিন্ধু তাণ্ডবলীলায়,
যে দেশে জনমে সিংহ, শার্দ্দূল, গণ্ডার,
যে দেশে জনমে শাল, তাল বজ্রবপু,
সে দেশে জনম লভি কেন আর্য্যসুত
হেন লঘুচেতা, স্থৈর্য্য-দৃঢ়তা-বিহীন!
পুরুষ ত তিনি, যিনি সঙ্কটে, বিপদে
অটল, অচল, ধীর ; পরাজয়ে জয়ী।
আত্মহত্যা আচরিয়া নিষ্কৃতি-প্রয়াস
নহে রাজ-ধর্ম্ম! নহে শাস্ত্রার্থ-সম্মত!
বল এবে, অন্য যাহা পেয়েছ সংবাদ।"

* At Ghoor, he (Mahammad Ghory) disgraced all those officers who had deserted him in the battle and compelled them to walk round the city with their horses' mouthbags, filled with barley hung about their necks, at the same time forcing them to eat the grain like brutes.

Briggs Ferista Vol. I. p. 173.

† Jaipal * * resigned his crown to his son, and having ordered, a funeral pile to be prepared, he set fire to it with his own hands, and perished therein.

Brigg's Ferista Vol. I. p. 38.

নিবেদিলা শিষ্য ;
"দেব ! করিনু শ্রবণ
ছদ্মবেশে আসি বহু যবনের চর
আমাদের বলাবল লইছে সন্ধান।
শুনিলাম, বহু রাজা হিন্দুস্থানবাসী,
চৌহানের জয়লাভে হয়ে ঈর্ষান্বিত,
করিয়াছে বাক্যদান সাহায্যের তরে।
বলেছেন জয়চন্দ্র, পৃথ্বীরাজ যবে
পশিবেন রণক্ষেত্রে, রাঠোর সৈনিক,
হয়ে সম্মিলিত জম্মুসেনাদল সনে,
আক্রমিবে ভীমবলে দিল্লীর বাহিনী।*
দেখিয়াছি ছদ্মবেশে তুরুকের সেনা
শার্দ্দূল সদৃশ মূর্ত্তি ; ভক্ষ্য তাহাদের
অর্দ্ধপক্ক শূল্য মাংস, কলির রাক্ষস।
ডামাস্কস, ইস্পাহান, খোরাসান, হ'তে
আনায়েছে ঘোরীরাজ শূল, বাণ, অসি।
রুমবাসী কর্ম্মিদল করিছে গঠন
লৌহবর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ অভেদ্য শায়কে।
তাতার, তুরুক, বল্ক, আরব হইতে,
আনিয়াছে বহু অশ্ব ; অচিরাৎ তারা
পঙ্গপাল সম আসি গ্রাসিবে ভারত ;
না জানি, এবার, দেব ! কি হইবে গতি।"
কহিলেন গুরু, "বৎস ! সত্য যা বলিলে,
আছে ভয় বটে, আছে চিন্তার কারণ।

* The troops of Jammu and Kanauj were to oppose Khandi Rai (Gobinda Rai) of Delhi, while the Sultan with his own forces encountered Rai Pithora. Tabakati Nasiri Footnote p. 467.

এখনও বর্ষকাল হয়নি বিগত ;
আহত সেনানী, বহু প্রবীণ সৈনিক
লভে নাই পূর্ণস্বাস্থ্য। পূর্ব্বযুদ্ধে ক্ষীণ
রাজকোষ, অস্ত্রাগার হয়নি পূরিত।
ঘটিবে সঙ্কট যদি করে ঘোরীরাজ
অতর্কিত আক্রমণ। যুদ্ধ, রক্তপাত
হইয়াছে তুরুকের ব্যবসায় এবে ;
নররক্তে লব্ধস্বাদ শার্দ্দূলের প্রায়
না পারে রহিতে স্থির! সেনা তুরুকের
অভ্যস্ত সমরক্লেশে, সঙ্কটে, বিপদে।
কিন্তু আমাদের সেনা নহে যুদ্ধজীবী ;
হালিক, তৈলিক, গোপ। রাজার আদেশে
ধরে আসি অস্ত্র ; নহে বীরত্বে, সাহসে
ন্যূন তুর্ক হ'তে ; কিন্তু কি শক্তি তাদের
যুঝে দীর্ঘকাল যুদ্ধ-ব্যবসায়ী সনে।
নানা দেশে যুদ্ধরীতি নিরখি যবন
লভেছে যে জ্ঞান, তাহা না আছে মোদের ;
চির দেশবদ্ধ মোরা। নবরীতি-ক্রমে
আক্রমিলে তুর্কদল ঘটিবে সঙ্কট।
বিশেষতঃ যবনের অশ্বারোহিগণ,
সমরে দুর্জ্জয়, ছুটে পবনের বেগে,
না পারিবে হিন্দু সৈন্য রোধিতে তা'সবে।
পূর্ব্বযুদ্ধে ঘোরীবীর লয়েছে শিখিয়া
আমাদের যুদ্ধরীতি। নিশ্চিত এবার
আরম্ভ করিবে যুদ্ধ নবরীতিক্রমে।
অনভ্যস্ত হিন্দু পাছে হয় বিশৃঙ্খল

আছে সেই চিন্তা, মোর আছে সেই ভয়।
তথাপি ভরসা আছে হিন্দুগণ যদি
রহে সম্মিলিত, এই তুরুক-ঝটিকা
চলি যাবে, শক-হূণ-ঝটিকার প্রায়।
দেখিয়াছ তুমি, যবে বহে মহাঝড়
কত তরু, কত শাখা যায় ভগ্ন হয়ে,
কিন্তু বেণু-পুঞ্জ, বদ্ধ প্রেমে পরস্পর,
অভিন্ন, অচ্ছিন্ন রহে। হিন্দুও তেমতি
রহিবে দাঁড়ায়ে যদি বাঁধা থাকে প্রেমে।
বল, বৎস! শুনি এবে, কোথা কোথা তুমি
গিয়াছিলে; মনোভাব কি বুঝিলে কা'র?"
কহিলেন শিষ্য;
"দেব! হইল বাসনা,
বুঝিতে প্রথমে, যত সাধারণ লোক
কিভাবে দেশের কথা, কি চায় তাহারা;
চলিলাম, তাই, গঙ্গা-গণ্ডকী-সঙ্গমে;
কার্ত্তিকপূর্ণিমা দিনে বসে তথা "মেলা"।
নানা স্থান হ'তে যত কৃষিজীবী জন
গবী, বলীবর্দ্দ ক্রয় বিক্রয়ের তরে,
হয় তথা সম্মিলিত। যোজনান্তব্যাপী
দেখিলাম জনসংঘ, বিপনীর শ্রেণী;
হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, গবী, বৃষভ, মহিষ,
নানারূপ পণ্যদ্রব্য, আসিয়াছে যত,
গণনা না হয় তার। কৃষক, বণিক
নানা দেশ হ'তে আসি মিলিয়াছে তথা।
মেলার পঞ্চম দিনে, গোহট্টের মাঝে,

লোহিত পতাকা লয়ে, বটবৃক্ষমূলে
দাঁড়াইনু। কৌতূহলে ঘিরিয়া আমায়
সহস্র সহস্র জন দাঁড়াইল আসি।
কেহ ফল, মূল আনি করিল অর্পণ,
কেহ দিল তাম্রখণ্ড ; প্রণমিয়া কেহ
দাঁড়াইল করজোড়ে। কহিলাম আমি ;
"শুন, দেশবাসি ! মহা সঙ্কট সময়
উপস্থিতপ্রায়। ম্লেচ্ছ তুরুকের সেনা,
শুনিয়াছ, সোমনাথ ভেঙ্গেছিল যারা,
আসিছে আবার। যথা পড়ে পঙ্গপাল,
পত্র, পুষ্প, ফল কিছু না রহে সেখানে।
তেমতি এ তুর্কদল পড়িবে যথায়
উচ্ছিন্ন করিবে দেশ। এ সময় কেহ
রহিওনা উদাসীন ; নিজ নিজ ভূপে
করিও সাহায্য দান। রাজার বিপদে
প্রজার বিপদ সদা রাখিও স্মরণে।
ডাকিবেন যবে রাজা সাহায্যের তরে
দাঁড়াইও অস্ত্র লয়ে। দেবী দেশমাতা,
বাস্তুভূমি বলি যাঁরে পূজা কর সবে,
ডাকিছেন আজ রাজা, প্রজা সর্ব্বজনে"।
হেরি মোর বেশ, শুনি আকুল আহ্বান,
চাহিয়া রহিল সবে, বিমূঢ়ের প্রায়,
অবাক্, বিস্মিত হয়ে ; না বুঝিল কেহ
কিবা অভিপ্রায় মোর, কেন ডাকি আমি।
হেরিলাম পরস্পর জিজ্ঞাসিছে সবে,
কে তুরুক, কেন আসে ? কৃষী একজন,

গ্রামের মণ্ডল বলি বোধ হ'ল তারে.
বুদ্ধিমান শুক্লকেশ, হয়ে অগ্রসর,
কহিল সে নমি মোরে ;
"সন্ন্যাসী ঠাকুর !
কি বলিছ ? কেন হেন দেখাইছ ভয় ?
আসিবে তুরুকসেনা, কি ক্ষতি মোদের ?
জন্মে ছাগ মাংস দিতে ; নর দেয় বলি,
ব্যাঘ্র করে বিদারিত, গ্রাসে অজগর,
এই মাত্র ভেদ ; কিন্তু মৃত্যু প্রতিস্থলে।
পিতৃ-পিতামহ হ'তে শুনিতেছি মোরা,
যে হ'ক সে হ'ক রাজা, আমরা কৃষক
সকলের ভক্ষ্য। মোরা কি জানি যুদ্ধের ?
নহি রাজপুত, নাহি অস্ত্রের অভ্যাস ;
বহি ভার, কর্ষি ভূমি। রাজার প্রহরী
ধরে আসি, যাব যুদ্ধে, যা'জানি করিব।
হ'ন জয়ী মহারাজ দিব পূজা. বলি ;
জয়ী হয়ে তুর্করাজা বসে সিংহাসনে,
দিব কর ; বাস্তুমাতা থাকুন মস্তকে।
হেরিলাম অন্য সবে আকারে, ইঙ্গিতে.
সমর্থিলা বাক্য তার। ব্যথিত অন্তরে
উত্তীর্ণ হইয়া গঙ্গা আসিলাম আমি
পুষ্পপুরে ; * হেরিলাম শ্রীহীনা, মলিনা
এবে পুরী। নেত্রে ধারা বহিল আমার,
স্মরি মনে কোথা সেই চন্দ্রগুপ্ত ভূপ,
কোথা সেই প্রিয়দর্শী অশোকনৃপতি।

* পুষ্পপুর প্রাচীন পাটলীপুত্র, বর্ত্তমান পাটনা।

দেখিলাম বৌদ্ধধর্ম্মী, পালবংশোদ্ভূত,
নৃপ এক অধিষ্ঠিত রাজসিংহাসনে।
করি পরিতোষ কোন অমাত্যপ্রধানে,
লভি অনুমতি, আমি রাজসভা মাঝে
দাঁড়াইনু ; ছিল যত শ্রমণ তথায়
ঈর্ষানেত্রে মোর পানে রহিল চাহিয়া।
কহিলেন ভূপ ; "বিপ্র ! কি প্রার্থনা তব
কহিলাম আমি ;

"নৃপ ! দেবী দেশমাতা,
আসমুদ্র হিমাচল বক্ষ প্রসারিয়া
রহেছেন যিনি লয়ে আমা সবাকারে,
বিপন্না, ব্যাকুলা এবে। আসিছে তুরুক
চির-অধীনতা-পাশে বাঁধিতে তাঁহারে।
ধর্ম্মভেদ, জাতিভেদ ভুলি এ সময়
পশুন সংগ্রামক্ষেত্রে। বীর পৃথ্বীরাজ
স্বদেশ, স্বধর্ম্ম তরে প্রাণ আপনার
করেছেন যুদ্ধে পণ। হিন্দু, বৌদ্ধ সবে
হয় যদি সম্মিলিত, কখন যবন
পারিবে না প্রবেশিতে আর্য্যাবর্ত্ত মাঝে।
কিন্তু যদি পরাজিত হন দিল্লীশ্বর
কনোজ, মগধ, বঙ্গ না র'বে স্বাধীন ;
ভাঙ্গে যদি স্রোতে শিলা না রহে বালুকা।
বসে যদি তুর্করাজ দিল্লী-সিংহাসনে
দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হ'বে আর্য্যভূমি ;
তাই, দেশমাতা মোরে দেছেন পাঠায়ে।"

হাসিয়া কহিলা রাজা ;

"বুঝেছি, ব্রাহ্মণ !
চৌহানের চর তুমি ; এসেছ কৌশলে
সেনা, অর্থবল মোর করিতে নিয়োগ
চৌহানের শত্রুজয়ে ; বরিতে আমারে
দিল্লীর সামন্তপদে ; বৃথা এ প্রয়াস।
নহি অর্ব্বাচীন আমি, নহি অবিবেকী ;
না আছে বিবাদ মোর তুরুকের সাথে ;
চৌহানের পক্ষ লয়ে তবে অকারণে
কেন ঘাঁটাইব তায় ? ভুলি নাই মোরা,
অহিংসক বৌদ্ধ প্রতি যত অত্যাচার
করিয়াছে হিন্দুগণ। আছে মর্ম্মে গাঁথা
বোধি-দ্রুম-উৎপাটন, পদাঙ্ক-ভঞ্জন,
সঙ্ঘারাম-ধ্বংস ; * তবে, লজ্জাহীন হয়ে,
বৌদ্ধের সাহায্য হিন্দু চাহে কোন্ মুখে ?
বসে যদি তুর্করাজ দিল্লী-সিংহাসনে
কি ক্ষতি মোদের তাহে ? সমান উভয়,
পার্থক্য না হেরি মোরা তুয়ারে, তুরুকে।" †

---

* মধ্যবঙ্গের অধিপতি শশাঙ্ক কর্ত্তৃক বৌদ্ধদিগের উপর অত্যাচার সম্বন্ধে ইতিহাসে এইরূপ লিখিত আছে।

"The King of Central Bengal, Sasanka * * dug out and burnt the holi Bodhitree at Budh Gaya, on which, according to legend, Asoka had lavished inordinate devotion ; broke the stone marked with the foot-prints of Buddha at Pataliputra ; destroyed the convents and scattered the monks, carrying his persecutions to the foot of the Nepalese hills.

V. Smith's The Early History of India p. 346.

† চৌহানদিগের পূর্ব্বে তোমর বা তুয়ার রাজপুতগণ দিল্লীতে রাজত্ব করিতেন। পৃথ্বীরাজের মাতামহ অনঙ্গপাল তুয়ার বংশীয় ছিলেন।

According to tradition the ruler of Magadha at the time of the Mahammadan conquest was Indradyumnapala.

All the Pal Kings without exception were zealous Bhuddhists.

"ত্যজিয়া মগধ আমি, বিষাদিত মনে,
আসিলাম, দেব! পুণ্য ত্রিবেণী-সঙ্গমে।
হেরিনু মকরস্নানে নানাদেশ হ'তে
নানাপন্থী, নানাবেশী সাধুজন কত
মিলিত সঙ্গমক্ষেত্রে। কত শাস্ত্রপাঠ,
কত হোম, কত যজ্ঞ চলিয়াছে সেথা।
বুঝিয়া সুযোগ আমি, কৃতাঞ্জলি হয়ে,
কহিলাম একদিন,

"নমঃ সাধুগণ!
আসিছে তুরুকসেনা। এ সঙ্কটকালে
কাতরে ভারতমাতা ডাকেন সবারে,
দীনা, অশরণা হয়ে। আপনারা সবে
মাতার সুপুত্র; নিজ নিজ শিষ্যগণে
বলুন বুঝায়ে, দেশ, ধর্ম্ম রক্ষা তরে,
হইবারে সম্মিলিত। বসিলে তুরুক
আর্য্যাবর্ত্তে, আর্য্যধর্ম্ম না থাকিবে আর।"

"রহিলা নীরব সবে। সাধু একজন,
শিরে কুণ্ডলিত জটা, ভস্মাবৃত তনু,
কহিলেন ডাকি মোরে, "কে ভারতমাতা
কা'রে উদ্ধারিতে তুমি কহিছ সবায়।"

কহিলাম্ আমি;

"তিনি দেবী দেশমাতা;
যাঁর অঙ্কে আশৈশব লালিত আমরা,
মিলিবে অন্তিমে ভস্ম যাঁর দেহ সনে,

All the sena kings (of Bengal) were Brahmanical Hindus and so had a special reason for hostility to the Bhuddhist Palas.

V. Smith's The Early History of India (extracted).

বক্ষ-জাত শস্যরসে জীবন মোদের
বাঁচান সতত যিনি, জননী যেমতি
স্তন-দুগ্ধ-দানে সুতে। শুন, সাধুগণ!
তিনিই ভারতমাতা; রক্ষুন তাঁহারে।”
কহিলেন সাধু;
“মোরা সংসার-বিরাগী
সন্ন্যাসী, সম্বন্ধহীন পৃথিবীর সনে।
কি ক্ষতি মোদের যদি আসে তুর্কসেনা?
নাহি আমাদের গৃহ, নাহি ধন, ভূমি,
কি লইবে তা'রা? মোরা রহেছি যেমন
তেমনি রহিব। র'বে চন্দ্র, সূর্য্য, তারা,
র'বে তরুমূল, র'বে পর্ব্বত-কন্দর;
তৃপ্ত, সুখী র'ব তাহে। শিষ্য, ভক্তজনে
রক্তপাতে উত্তেজনা করিব কিহেতু?
কোন্ পন্থী সাধু তুমি? শুন নাই কভু
রাজ্য, ধন, দারা, পুত্র অনিত্য সকল,
ধর্ম্মমাত্র নিত্য? ত্যজি পূজা, পাঠ, যোগ,
বিসর্জ্জিব নিত্য কি সে অনিত্যের তরে?”
নীরব রহিনু আমি। “সাধু সাধু” বলি
সমবেত সর্ব্বজন প্রশংসিলা তাঁরে;
বুঝি অভিপ্রায় আমি লইনু বিদায়।
ত্যজি আর্য্যাবর্ত্ত, পরে, দেবের আদেশে,
প্রবেশিনু দাক্ষিণাত্যে। কি বলিব, দেব!
শতগুণ ঔদাসীন্য হেরিনু তথায়।
তুর্কের বিক্রম, বল, হিন্দুধর্ম্ম দ্বেষ
না ভাবে, না বুঝে লোক। হয়েছে বিস্মৃত

সোমনাথ-ধ্বংস। গর্ব্বে কহে কোন জন
“কার শক্তি বিন্ধ্যগিরি পারে লঙ্ঘিবারে ?
মরিবে তুরুক যদি প্রবেশে এদেশে”।
কেহ কহে, “জাতিগর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তবাসী
অবজ্ঞা, উপেক্ষা করে দাক্ষিণাত্যজনে ;
কিষ্কিন্ধ্যানিবাসী বলি করে উপহাস ;
হয় যদি নিগৃহীত তুরুকের হাতে
কি ক্ষতি মোদের তাহে ? ভাঙ্গুক্ গরব”।
এইরূপ নানা জন কহে নানা কথা ;
উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য, পূরব, পশ্চিম
সর্ব্বদেশে সমভাব ; উদাসীন সবে।
স্বদেশ বলিলে বুঝে গ্রাম আপনার,
স্বজাতি বলিলে বুঝে মৈথিল, দ্রাবিড় ;
ভারত-সন্তান বলি নাহি বুঝে কেহ।
রাজা ভাবে নিজ রাজ্য ; প্রজা ভাবে নিজ
শস্যক্ষেত্র ; ভাবে শ্রেষ্ঠী নিজ ব্যবসায়।
আসমুদ্র হিমাচল স্বদেশ সবার,
আচণ্ডাল দ্বিজ সবে স্বধর্ম্মী, স্বজাতি,
একের বিধ্বংসে হ'বে ধ্বংস সকলের,
সে কথা বারেক কার(ও) না পড়ে স্মরণে।
দেশমাতা শব্দ আমি কহিতাম যবে,
নির্ব্বাক্, বিস্মিত লোক রহিত চাহিয়া।
একদিকে তুরুকের সঙ্কল্প কঠোর,
ধর্ম্মোৎসাহ, সুবিপুল যুদ্ধ-আয়োজন,
অন্যদিকে আমাদের শৈথিল্য, জড়তা,
ধর্ম্মালস্য, অপকর্ষ সমরপ্রথায়,

দেখি, শুনি সদা মোর শঙ্কা হয় মনে,
অনিবার্য্য দাস্য, দৈন্য ভারতমাতার।”
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলেন গুরু;
“বুঝিলাম, বৎস! দৈব বটে প্রতিকূল।
যবনের আয়োজনে নাহি ছিল ভয়;
ভয় এই দেশব্যাপী ঔদাস্যে হিন্দুর।
বল তুমি, এবে মোরে, বল বিস্তারিয়া,
দিল্লীর সংবাদ; বল, কোথা পৃথ্বীরাজ।”
বিনয়ে কহিলা শিষ্য;
“করিনু শ্রবণ
এখনও তবরহিন্দ্ হয়নি বিজিত;
ঘোরীর আদেশে তথা যবন সেনানী,
দুর্দ্ধর্ষ বিক্রমে প্রায় সংবৎসরকাল,
করিতেছে আত্মরক্ষা।* তাই পৃথ্বীরাজ,
দুর্গ করি অবরোধ, আছেন তথায়;
রাজকার্য্য তরে কভু আসেন দিল্লীতে।
আদেশে ভূপের দিল্লী দুর্ভেদ্য প্রাচীরে
হইয়াছে সুবেষ্টিত; নগরীর মাঝে
সুরম্য প্রাসাদ, বাপী, দেবালয় কত
হয়েছে আরব্ধ। বীর দাঁড়াইয়া নিজে
বুঝাইয়া শিল্পিগণে করেছেন দৃঢ়
নগরতোরণদ্বার অধৃষ্য শত্রুর।†

* The Kazi of Tulak was left in charge of the fortress of Tabarhindah and Rai Pithora appeared before the walls of that stronghold and fighting commenced. For a period of thirteen months and a little over the place was defended.

The Tabaka ti Nasiri p. 464.

† Prithwiraj or Rai Pithora ruled both Delhi and Ajmer, and built

প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা সমভাবে বীর
নিযুক্ত কঠোর শ্রমে। নাহি ক্লান্তিবোধ,
না আছে মমতা প্রাণে। রণক্ষেত্রে কভু
সিংহনাদে অগ্রসর করিছেন চমূ,
কখনও শিবিরে ডাকি সেনাপতিগণে
করিছেন যুক্তিদান। এ হেন সাহস,
এ হেন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা হেরে নাই কেহ।
শুনিনু তবর্ হিন্দে খণ্ডযুদ্ধে এক,
নিরখি মূর্চ্ছিত কোন চৌহান-নায়কে,
যবন সৈনিক দুই ব্যাঘ্রের সমান
পড়েছিল আসি তার দেহের উপরে।
করের অঙ্গুরী আর কর্ণের কুণ্ডল
না পারি খুলিতে দোঁহে করিল উদ্যম
কাটিতে অঙ্গুলি, কর্ণ ছুরিকা আঘাতে।
হেরি পৃথ্বীরাজ, ভূমে পড়ি লম্ফ দিয়া,
উভয়ের সম্মুখেতে দাঁড়াইলা আসি।
শূলাঘাতে বধি একে, অসির প্রহারে
করি ছিন্নশির অন্যে, তুলিলা চৌহানে
আপন অশ্বের 'পরে। দুর্গের প্রহরী
হানিল অজস্র অস্ত্র লক্ষ্য করি তাঁরে;
কিন্তু অবিচল বীর, অশ্ব-বল্গা ধরি,
আনিয়া চৌহানে দিলা রাজবৈদ্য করে।*

the city which bore his name at the former place. The walls of this city may still be traced for a long distance round the Kutab Minar.

Imperial Gazetteer Vol. XI. p. 234

* রাজবৈদ্যগণ যে রণক্ষেত্রে উপযুক্ত ঔষধ ও উপকরণাদি লইয়া উপস্থিত থাকিতেন তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়।

কি বিস্ময় সেনাগণ পূজিবে তাঁহারে
দেবতা সমান জ্ঞানে! কি বিস্ময়, দেব!
মূর্চ্ছিত সৈনিক, শুনি কণ্ঠস্বর তাঁর,
উঠিবে বসিয়া "জয় পৃথ্বীরাজ" বলি।
আনন্দে কহিলা গুরু; বল, বৎস! এবে
কোথা ছোট রাণী? তার জান কি সংবাদ?"
উৎসাহে কহিলা শিষ্য;
"জানি, দেব! জানি।
আসে নাই হেন বধূ চৌহানের কুলে;
যোগ্যের সুযোগ্যা পত্নী। দয়া মূর্ত্তিমতী,
কর্ম্মিষ্ঠা, প্রবীণা জ্ঞানে। সমাপিয়া পূজা
সংযুক্তা বসেন, নিত্য, সভাপার্শ্বগৃহে,
যবনিকা-অন্তরালে। সচিব-প্রধান
অনুষ্ঠেয় রাজকার্য্য শুনান তাঁহারে;
কোষাধ্যক্ষ আসি কহে আয়, ব্যয়, স্থিতি;
সেনাধীশ আসি কহে সামন্ত, সৈনিক
কত হতাহত, কত সক্ষম সমরে,
নিযুক্ত কে কোন্ কার্য্যে। করিয়া শ্রবণ
যথাযোগ্য উপদেশ দেন প্রতি জনে।*
আদেশে তাঁহার বহু অস্ত্রচিকিৎসক
রাজবৈদ্য, গ্রামে গ্রামে করিছে ভ্রমণ
ঔষধ, প্রলেপ লয়ে। রাজভৃত্য শত

স্কন্ধাবারে চ মহতি রাজগেহাদনন্তরং
ভবেৎ সন্নিহিতো বৈদ্যঃ সর্ব্বোপকরণান্বিতঃ।
সুশ্রুতঃ চতুস্ত্রিংশোৎধ্যায়ঃ।

* হিন্দুরমণীর পক্ষে এরূপভাবে রাজকার্য্য পরিচালন কল্পনামাত্র নহে। গড়মণ্ডলের রাজ্ঞী দুর্গাবতী এবং প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাঈ হিন্দুমহিলার অন্তর্নিহিত শক্তির ঐতিহাসিক প্রমাণ দেখাইয়াছেন।

নিযুক্ত ঔষধিমূল কর্ত্তনে, পেষণে।
মৃতের স্ত্রীপুত্র তরে, আহত-সেবায়
মুক্ত রাজকোষ। শুনি, কোষাধ্যক্ষ আসি
বলেছিল একদিন; "হতাহত তরে
এত অর্থব্যয় কভু নাহি ছিল রীতি।"
শুনি রাজ্ঞী, খুলি নিজ গাত্র-অলঙ্কার,
পাঠায়ে তাঁহার কাছে, করিলা আদেশ।
"রাজরীতি ভঙ্গে মোর নাহি অধিকার;
কিন্তু অধিকার আছে নিজের স্ত্রীধনে;
যত দিন কণামাত্র রহিবে ইহার,
ত্রুটী যেন নাহি হয় আহত-সেবায়।"
লজ্জানত কোষাধ্যক্ষ কহিল আসিয়া:
"অপরাধী আমি, মাতঃ! হয়েছিল ভ্রম,
যা ইচ্ছা করুন, হেন লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী
বিরাজিতা যথা, তথা কিসের অভাব?

সায়াহ্নে সংযুক্তা, নিত্য শিবিকারোহণে,
সঙ্গে প্রিয়ব্রতা সখী, পৌরজন-গৃহে
করেন দর্শন দান। শুনেন যথায়
রণে মৃত পুত্র তরে কাঁদেন জননী,
করেন সান্ত্বনা গিয়া। শুনেন যেখানে
রাখি শিশুপুত্র কোন সৈনিক-রমণী
পশিয়াছে চিতানলে, লয়ে ক্রীড়ণক
হ'ন সেথা উপনীত। সে শান্ত মূরতি;
নিরখি বালক, তাঁর চিবুক ধরিয়া,
ডাকে "মা মা মা মা" বলে; কোলে লয়ে তারে
ফিরেন প্রাসাদে অশ্রু মুছিতে মুছিতে।

ভাবি যবে, গুরুদেব ! এ দোঁহার কথা
ডুবিবে হিন্দুর নাম না হয় বিশ্বাস।"
কহিলেন গুরু ;
"বৎস ! বিধি বিধাতার
দুর্জ্জেয়। যে বংশ মহাপাপে কলঙ্কিত,
ললাম তাহার মরে সকলের আগে।
হয়ত এ যুগ্ম পুষ্প, সুরভি, নির্ম্মল,
আর্য্যসুত-পাপানলে হবে ভস্মীভূত।
ভেবেছিনু উভয়ের সম্মিলন হ'তে
ফলিবে অমৃতফল—প্রজার কল্যাণ।
রাঠোর, চৌহান হ'লে বদ্ধ সখ্যডোরে
অজেয় হইবে হিন্দু। বহুদিন হ'তে,
তাই, আয়োজন নানা রেখেছিনু করি ;
পৃথায় সঁপিয়াছিনু সমর্ষির করে।
ছিল আশা, আর্য্যাবর্ত্তে কনোজ, আজমীর
দিল্লী, চিতোরের সনে হলে সম্মিলিত
না হবে তুর্কের শক্তি পশিতে তথায়।
কিন্তু হের, কর্ম্মবশে, অমৃতের সনে
উঠিয়াছে হলাহল। রাঠোর, চৌহান,
বদ্ধবৈর, পরস্পর চাহে ধ্বংসিবারে ;
কি ঘটিবে পরিণামে না পারি বুঝিতে।
কিন্তু ভবিষ্যৎ চিন্তা কেন করি মোরা ?
কার্য্যে মাত্র অধিকারী ; ফলদাতা বিভু।
করিয়াছ বহু শ্রম, যাও তুমি এবে,
লভহ বিশ্রাম ; আমি রহিব হেথায়।"
প্রণমি চলিলা শিষ্য। তুঙ্গাচার্য্য তবে

নিরখিলা চারিদিক বসিয়া আসনে ;
কি শান্ত প্রকৃতি তথা ! শির'পরে তাঁর
শরদের মেঘহীন, সুনীল আকাশ,
প্রোজ্জ্বল নক্ষত্রপূর্ণ ; বিরাজিত তাহে
কত তারা, কত গ্রহ, উপগ্রহ কত।
নিম্নে স্থিরা বসুমতী, ভাষাস্পন্দহীনা,
ধ্যানস্থা তাপসী সম। দাঁড়ায়ে চৌদিকে
বিশাল অশ্বত্থ, নিম্ব আরও তরু কত,
নিশ্চল গম্ভীর, যেন গঠিত তিমিরে।
শাখাপত্র মাঝে তার হইয়া নিলীন,
অসংখ্য খদ্যোৎ কভু উঠিছে জ্বলিয়া,
এক সাথে, পুনঃ সবে হইছে নির্ব্বাণ।
বহে স্নিগ্ধ নিশানিল, আর্দ্র হিমপাতে,
শেফালি-সৌরভে দেশ করি আমোদিত।

এক দৃষ্টে গুরু চাহি আকাশের পানে
রহিলেন বহুক্ষণ ; উল্কাপিণ্ড কত,
হেরিলেন, নীল নভ করি বিদারিত,
ছুটিতেছে মহাবেগে। ভাবিলেন গুরু,
অতীতের সাক্ষী এই জ্যোতিষ্কমণ্ডল
কত লক্ষ বর্ষ হতে রহেছে চাহিয়া
এমন(ই) ভারত পানে। হেরিয়াছে এরা
কত কুরুক্ষেত্র, কত যজ্ঞ বিশ্বজিৎ,
কত তপ জপ, কত উত্থান পতন,
ধর্ম্মের, রাজ্যের ; আর(ও) কত দিন হেন
রহিবে চাহিয়া। সেই জ্যোতির্ম্ময় দেবে
পারে না কি জানাইতে কি ঘোর তিমির

আসিছে ঘনায়ে এবে ? দক্ষিণ আকাশে
হেরিলেন গুরু দীপ্ত অগস্ত্য তারকা,
স্থিরদৃষ্টি, তাঁর পানে রহেছে চাহিয়া।
নমি করযোড়ে গুরু কহিলা উদ্দেশে ;
"হে আর্য্য ! অনার্য্য-বন্দ্যো ! সুধন্য তাপস !
ভারতের আজ এই সঙ্কট সময়ে
বিতর আশিষ তব ; মগ্নপ্রায় দেশ,
উঠিবে আবার কবে বল কৃপাগুণে।"
বিগত তৃতীয় যাম ; তবু স্থিরআঁখি
আচার্য্য সে তারা পানে। চিন্তাক্লিষ্ট তনু
ক্রমে হ'ল অবসন্ন ; এল তন্দ্রাবেশ।
হেরিলেন গুরু দূর তারালোক হ'তে
শান্তোজ্জ্বল মূর্ত্তি এক পুরুষপ্রবর
হইছেন অবতীর্ণ। আসিয়া সমীপে
কহিলেন তিনি ধীর, মধুর বচনে।
"তুঙ্গাচার্য্য ! ধ্যানে তব হয়ে বিচলিত
আসিলাম মর্ত্ত্যলোকে। জ্ঞানী, সাধু তুমি,
নহে অবিদিত তব, না পারি আমরা,
বিধির আদেশ বিনা, করিতে প্রকাশ
ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান পারি দেখাইতে।
দেখাইব তাহা, তুমি বিচারিয়া মনে,
কি সম্বন্ধ পরস্পর কার্য্যকারণের,
ভবিষ্যৎ অনায়াসে পারিবে বুঝিতে।
বল, এবে, কি দেখিছ সম্মুখে তোমার।"
কহিলেন তুঙ্গাচার্য্য ;
"দেখিতেছি ; দেব !

হিমাচল হ'তে অই রজতপ্রবাহে
নামিছেন ভাগীরথী। লক্ষ নর, নারী
দাঁড়াইয়া উভ তটে ; স্তব করে কেহ,
কেহ বাজাইছে শঙ্খ, কেহ দেয় দীপ,
কেহ দাঁড়াইয়া জলে করিছে তর্পণ।
পরশি সলিল অই "মাতর্গঙ্গে" বলি
করে লোক জয়ধ্বনি। কিন্তু একি, দেব!
কোথা হ'তে উঠে এই বিকট হুঙ্কার
কে ওরা আসিছে ছুটি "হর হর হর"
"নমো নরসিংহরূপ" গর্জ্জি ভীম রবে।
উত্তোলি ত্রিশূল তীক্ষ্ণ, আস্ফালি কৃপাণ,
সহস্র সহস্র অই আসিয়া সন্ন্যাসী
দাঁড়াইল শ্রেণীবদ্ধ জাহ্নবীর তটে।
কার (ও) কণ্ঠে শোভা পায় মাল্য তুলসীর,
অঙ্গে হরিনাম-ছাবা ; শোভে কণ্ঠে কার (ও)
রুদ্রাক্ষের মাল্য, দেহ বিভূতি-ভূষিত।
মাতিছে সে দুই দল তুমুল সংগ্রামে ;
অসিঘাতে ছিন্ন কেহ, বিদীর্ণ ত্রিশূলে,
পড়িছে ধরণী 'পরে ; রুধিরের ধারা
বরষার স্রোত সম চলেছে বহিয়া ;
ভাসিতেছে শব কত জাহ্নবী-সলিলে।
পরাজিত হ'ল ক্রমে বৈষ্ণবের দল ;
শৈবগণ, মহা হর্ষে, বিঁধিয়া ত্রিশূলে
নরমুণ্ড, নাচে অই "হর হর" রবে।" *

---

* শৈব এবং বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদিগের বিবাদ স্মরণাতীত কাল হইতে ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। আকবরনামায় ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

কহিলা অগস্ত্য ;
"বৎস ! বুঝিলে ত তুমি
কেন এই রক্তপাত ? কুম্ভযোগদিনে
ব্রহ্মকুণ্ড-স্নানে কার অগ্রে অধিকার,
শ্রেষ্ঠ কেবা হরি, হর উভয়ের মাঝে,
এই লয়ে বিসংবাদ। কহে হিন্দুশাস্ত্র
নাহি ভেদ হরি, হরে ; ভক্ত উভয়ের
কি ভেদ সৃজেছে দেখ। ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত
বিশ্বপ্রেমে ; নাহি প্রেম হিন্দুতে হিন্দুতে।
কি দেখিছ বল এবে ?" কহিলেন গুরু ;
"দেখিতেছি শ্রাদ্ধসভা ; ঘিরি যজ্ঞবেদী,
বসেছেন বিপ্রগণ ; দ্রব্য নানাবিধ
রহিয়াছে সুসজ্জিত। মুণ্ডিত-মস্তক,
কৌষেয়বসনধারী, শ্রাদ্ধকর্ত্তা দ্বিজ
করিছেন মন্ত্রপাঠ ; "নাহি যার পিতা,
নাহি মাতা, নাহি বন্ধু, অন্ন, অন্নসিদ্ধি,
তার তৃপ্তিহেতু এই পিণ্ড করি দান।" *
কিন্তু একি ! অকস্মাৎ উঠি অই রোষে
দাঁড়াইলা শ্রাদ্ধকর্ত্তা ; স্থূল লোষ্ট্র লয়ে

আকবর নিজের সৈনিকদিগের দ্বারা বিজয়ীপক্ষকে অপরপক্ষ ধ্বংস হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন। কাপ্তেন রোজার (Asiatic Researches Vol. 11 p. 455) এইরূপ একটী বিবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। At the great fair at Hardwar in 1760, an affray or rather a battle took place between the Nagas of Siva and those of Visnu in which it was stated on the spot that 18000 persons were left dead on the field. The amount must, doubtless, have been absurdly exaggerated but it serves to give an idea of the numbers engaged.

Elphinstone's History of India p. 65.

* পিণ্ডদান-মন্ত্র অবলম্বনে লিখিত। ওঁং যেষাং ন মাতা, ন পিতা, ন বন্ধু, নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্ন মস্তি, তত্তৃপ্তয়েন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়াতু লোকায় সুখায় তদ্বৎ।

নিক্ষেপিলা, বসি যথা চণ্ডালিনী এক
তরুতলে, পুত্রে তার লয়ে ক্রোড়দেশে।
পাপিনীর পাপদৃষ্টি শ্রাদ্ধদ্রব্যে যদি
পড়ে দৈবে, অপবিত্র হইবে সকল;
তাই উত্তেজিত বিপ্র খেদাইছে তারে।*
তরুস্কন্ধে বাজি লোষ্ট্র, বিচূর্ণ হইয়া,
মাতাপুত্র উভয়ের বিন্ধিল ললাট;
চীৎকার করিয়া শিশু উঠিল কাঁদিয়া;
অশ্রুসিক্তা চণ্ডালিনী, ত্যজি তরুতল,
বসিল সুদূরে গিয়া প্রখর আতপে।

শ্রাদ্ধ শেষ; দলে দলে বিপ্রগণ অই
বসিছেন ভোজনার্থী। সুখাদ্য, সুপেয়
পরিচর্য্যাকারী যত ছুটিতেছে লয়ে;
নিরখিয়া, দূর হ'তে, মাতৃমুখপানে
চাহিছে ক্ষুধার্ত্ত শিশু, সান্ত্বনিছে নারী।

উঠিলেন একদল; ভৃত্যগণ অই
করে স্থান সম্মার্জ্জন; পাত্রশেষ লয়ে
নিক্ষেপ করিছে গর্ত্তে। করজোড় করি
ইঙ্গিতে চণ্ডালী সেই উচ্ছিষ্ট হইতে
মাগিছে কিঞ্চিৎ; ভৃত্য কহিছে প্রভুরে।
মহারোষে শ্রাদ্ধকর্ত্তা কহিছে কিঙ্করে;
"এখন(ও) অভুক্ত বিপ্র রহেছেন কত,

* ভোজ্যদ্রব্যে দূরে থাকুক, রন্ধনগৃহে তাহাদিগের দৃষ্টি পড়িলে পাকার্থ স্থালী পর্য্যন্ত ভগ্ন করিতে হয় বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। If they are employed in any work, a door is purposely made for them; but they must work with their eyes on the ground; for if it is perceived they have glanced at the Kitchen, all the utensils must be broken. Castes and Tribes of Southern India by Edgar Thurston Vol. VI p. 79.

চণ্ডালীরে দিবি অগ্রে ? ধিক্ ধিক্ ধিক্।" *
সান্ত্বনা করিতে আর না পারি তনয়ে,
তাড়ায়ে কুক্কুরদলে, অই অভাগিনী
কুড়ায়ে লইছে খাদ্য। পরিতুষ্ট শিশু ;
কিন্তু তৃষ্ণা নিবারিতে করে "জল জল"।
সম্মুখে নির্ম্মল বাপী ; ত্যজি তবু নারী,
না জানি কি হেতু, অই বুকে তুলি সুতে,
ছুটেছে বালুকাপথে মধ্যাহ্ন-আতপে
দূরবর্ত্তী কর্দ্দমাক্ত নদী অভিমুখে। †
কহিলা মহর্ষি ;
"বৎস ! অস্পৃশ্যা পারিয়া
বিপ্রগ্রামে কিবা শক্তি স্পর্শে বাপী, কূপ ;
তাই ছুটিয়াছে নারী নদী-জল-পানে। ‡
জান কি এ পারিয়ায় ? এই জাতি মাঝে
জন্মেছিল তিরুবল্ল, জ্ঞানে ঋষি সম ;

---

* উত্তরকালে মহারাষ্ট্রদেশের প্রসিদ্ধ সাধু একনাথ স্বামী তাঁহার পিতৃ শ্রাদ্ধে, ব্রাহ্মণদিগের ভোজন শেষ হইবার পূর্ব্বে, চণ্ডালকে কিঞ্চিৎ খাদ্য দিয়াছিলেন বলিয়া নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

† অল্পদিন পূর্ব্বে পারিয়াগণ মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা লর্ড পেণ্টল্যাণ্ডের নিকট যে আবেদন পত্র দিয়াছিল, তাহার নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী পংক্তি হইতে তাহাদিগের অবস্থা সুব্যক্ত হইবে ;—

We are not allowed to use public wells. For a little water for cooking purposes, we, who live by day-labour, have to wait for the pleasure of a higher caste cooly, who often happens to be our rival in profession, to draw water for us in his vessel and then pour it from a height into our earthen pots. Mangalore Depressed Classes Mission Report for 1914.

‡ তিরুবল্ল ও তাঁহার সহোদরা আবেয়া তামিল ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতালেখক ও উপদেষ্টা। তিরুবল্লের গ্রন্থ কুরাল Imperial Gazetteer লেখকের মতে It is the acknowledged masterpiece of Tamil composition (Vol. II p. 435) আবেয়ার রচনা সম্বন্ধে W. W. Hunter সাহেব লিখিয়াছেন compositions of the highest moral excellence, and of undying popularity in Southern India.

Indian Empire p. 389.

এই জাতি সমুদ্ভূতা, ভক্তি মূর্ত্তিমতী,
আবেয়া, কবিতামৃত বিতরি, দ্রবিড়
করেছিল মধুময় ; তবু দশা হেন। *
"দয়ামূল ধর্ম্ম" এই শাস্ত্রের বচন ;
কিন্তু বল কোথা দয়া ? কুক্কুর-ভোজন
নহে দূষ্য, দূষ্য নরশিশুর ভোজন ;
বিশ্ববন্ধু বিপ্র, হের ব্যবহার তার।
সর্ব্ব জীবে আত্মা রূপে বিরাজিত যিনি,
দেখ ভাবি, কি বেদনা লাগে তাঁর প্রাণে
হেন বৃথা জাতিদর্পে, নির্ম্মম আচারে।
দর্পহারী তিনি, বৎস! মহাগদা তাঁর,
হয়ত, কখন্ আসি পড়িবে সহসা
চূর্ণিতে দর্পীরে, বংশ-পরম্পরাক্রমে। †

* If the fathers cause others to eat bitter bread, the teeth of their own sons shall be set on edge. Roosevelt.

† ইংরাজ-অধিকারে, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের চেষ্টায়, দাক্ষিণাত্যের পারিয়া প্রভৃতি অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য জাতির অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত হইয়াছে। হিন্দুরাজত্বকালে তাহাদিগের অবস্থা যাহা ছিল তাহা বুঝিবার জন্য হিন্দুরাজ্য ত্রিবাঙ্কুরে তাহাদিগের সমজাতীয়গণ এখনও যে অবস্থায় আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, ইহা অতিরঞ্জিত নয়!

He must not wear shoes or use an umbrella ; and his wife must only decorate herself with brass ornaments and beads. In speaking he must not say "I" but "your slave" ; must not call his own rice by its proper name, but as dirty gruel ; must not talk of his children by this appellation, but as monkeys and calves ; must live in a small hut without furniture and built in a certain miserable situation far from the habitations of the upper castes ; and in speaking must place the hand over the mouth, lest the breath should go forth and pollute the person whom he is addressing. He is not allowed to use the public road when a Brahman or Sudra walks on it. The poor slave must utter a warning cry, and hasten off the road, lest the high caste man should be polluted by his near approach or by his shadow. The law is, that a Pulayan must not approach a Brahman nearer than sixty-six paces, and must remain at about half that

দেখিয়াছ হরিদ্বার ভারত উত্তরে ;
দেখিলে দ্রবিড় এই ভারত দক্ষিণে,
দেখাব পশ্চিম। 'হের গুর্জ্জর প্রদেশ;
বল সেথা কি দেখিছ ?" কহিলেন গুরু ;
"দেখিতেছি, দেব ! এক বিশাল মন্দির ;
সন্ধ্যার আরতি এবে আরব্ধ তথায় ;

distance from a Sudra. He could not, until lately, enter a court of justice, but was obliged to shout from the appointed distance, and took his chance of being heard and receiving attention. A policeman is sometimes stationed, half way between the Pulayan witness or prisoner and the high caste magistrate, to transmit the questions and answers, the distance being too great for hearing. As he can not enter a town or village no employment is open to him except that of working in rice-fields and such kind of labour. He can not even act as a porter, for he defiles all that he touches. He can not work as a domestic servant, for the house would be polluted by his entrance. * * Caste affects even his purchases and sales. The Pulayans manufacture umbrellas and other small articles, place them on the highway, and retire to the appointed distance shouting to the passers-by with reference to the sales. If the Pulayan wishes to make a purchase, he places his money on a stone, and retires to the appointed distance. Then the merchant or seller comes, takes up the money, and lays down whatever quantity of goods he chooses to give for the sum received—a most profitable way of doing business for the merchant (Land of Charity pp. 45-47). Such is the position of the Pulayan and of the other slave tribes—a scandal to the semicivilized Government of Travancore, and by no means honourable to the British Government of India, by which it is controlled.

Hindu Tribes and Castes by Rev. M. A. Sherring Vol. III. pp. 187-88

পুলেয়ার জাতির এই অবস্থা। In rank and habits the Pariahs are considered to be a shade lower than the Pulayans (Ibid p. 189) সুতরাং পারিয়াগণের অবস্থা অনুমেয়, বর্ণনীয় নয়।

হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হইয়াও অন্ত্যজ জাতির হিন্দুরাজ্যে এই অবস্থা আর সুচতুর ইংরাজ বীর ক্লাইভ তাহাদিগকে সেনাদলভুক্ত করিয়া ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, The Pariahs supplied a notable proportion of Clive's sepoys, and are still enlisted in the Madras sappers and miners.

Encyclopaedia Britanica Vol. XX p. 802.

৩০

ধূপ গুগ্গুলের গন্ধ আমোদিছে পুরী ;
বিগ্রহ শৃঙ্গারবেশে কিবা সুশোভিত ;
পূজকে, দর্শকে পূর্ণ মন্দির-প্রাঙ্গন।
সুবেশা, সুরূপা কত রমণী তথায়
করিতেছে নৃত্যগীত ; কিবা তান, লয়,
কি মধুর রস গীতে। মুগ্ধ শ্রোতৃগণ,
ফেলিছে প্রেমাশ্রুধারা ; ভাবাবেশে কেহ
নাচিতেছে বাহুতুলি। সমাপ্ত আরতি,
নিবিল আলোক। হায় ! একি দৃশ্য, দেব !
দর্শক, পূজক আর নর্ত্তকীর দল,
জোড়ে জোড়ে, অন্ধকারে মিলাইল কোথা !”*
কহিলা মহর্ষি
“বৎস ! দেবদাসী এরা,
চির ব্রহ্মচর্য্য লয়ে সেবা দেবতার
ব্রত ইহাদের। কিন্তু পাপাসক্ত নর
ডুবিতেছে নিজে, আর ডুবাইছে এই
অভাগিনী নারীগণে। শাস্ত্র আমাদের
শিখায়েছে সুকঠোর ইন্দ্রিয়-সংযম,
প্রতিপদে, প্রতিশ্বাসে, বাক্যে, কার্য্যে মনে ;
কিন্তু দেখ, পরিণাম কি হয়েছে তার।
বল, এবে, ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে তুমি
যা দেখিছ, বঙ্গ আর বিহারের মাঝে।”

* ভারতবর্ষের বহু প্রধান দেবমন্দিরেই এক সময়ে দেবদাসীদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল। ফেরিস্তা বলেন (Vol I p. 74) সোমনাথ মন্দিরে ৫০০ দেবদাসী বা নর্ত্তকী ছিল। প্রাচীন শিলালিপি অবলম্বনে লিখিত মান্দ্রাজের সেন্‌সস্ রিপোর্টে (p. 141 for 1901) দেখা যায় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঞ্জোরের প্রসিদ্ধ মন্দিরে ৪০০ দেবদাসী ছিল। বিশ্বকোষে (৮ম ভাগ ৭২২ পৃষ্ঠা) লিখিত হইয়াছে যে কামাখ্যার মন্দিরে ৫০০০ দেবদাসী ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। দাক্ষিণাত্যের বহু মন্দিরে এখনও তাহারা বিরল হয় নাই।

বিষাদে কহিলা গুরু ;

কি বর্ণিব দেব !

বিদরে হৃদয় খেদে ; দেখিতেছি আমি

সু প্রশস্ত সঙ্ঘারাম ; অদূরে তাহার

দেখিতেছি শক্তিপীঠ। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ;

গুপ্ত সিদ্ধিতরে অই বসেছে বিরলে

চণ্ডালকুমারী লয়ে ; করিছে মিশ্রিত,

কি বীভৎস ! বিষ্ঠা, মূত্র আহার্য্যের সনে।*

অদূরে তাদের অই চক্র বিরচিয়া

ভৈরব, ভৈরবীদল বসেছে গোপনে :

কি যে পূজা বিধি, দেব ! পারিনা বর্ণিতে ;+

---

* বৌদ্ধগণের ব্যবহার সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধতন্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন :

অন্নং বা অথবা পানং যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষয়েৎ ব্রতী।
বিণ্মূত্র মাংস যোগেন বিধিবৎ পরিকল্পয়েৎ।
বিণ্মূত্রং তু সদা ভক্ষ্যমিদং গুহ্যং মহাদ্ভুতং।

এই ত গেল আহারের কথা। গুহ্য সিদ্ধিলাভ করিতে গেলে বিষ্ঠা, মূত্র নিশ্চয়ই খাওয়া চাই, নহিলে কিছুতেই সিদ্ধিলাভ হইবে না। অন্য কথা বলিতে গেলে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করা হয়। * * * তবে একটা কিছু না বলিলে নয় তাই একটা নমুনা দিতেছি।

দ্বাদশাব্দিকাং কন্যাং চণ্ডালস্য মহাত্মনঃ
সেবয়েৎ সাধকো নিত্যং বিজনেষু বিশেষতঃ।

বুদ্ধদেবের শীলরক্ষা, উচ্চাসন ও মহাসনত্যাগ, মাল্যগন্ধবিলেপনাদি ত্যাগ, নৃত্যগীত-বাদিত্রাদি ত্যাগ প্রভৃতি কঠোর নিয়ম কোন কাজেরই নয়, কেবল যথেচ্ছাচার কর, যথেচ্ছাচার কর, যথেচ্ছাচার কর। অধঃপাতের আর বাকি কি ?

নারায়ণ আশ্বিন ১৩২২

+ এই পূজাবিধি-প্রসঙ্গে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে এইরূপ লিখিয়াছেন ; "তন্ত্রের লতাসাধনাদি অধিকতর * লজ্জাকর। পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করা কোনরূপেই শোভা পায় না।"

ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার ও সুরাপান কিরূপ প্রশ্রয়লাভ করিয়াছিল, বিভিন্ন তন্ত্র হইতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি তাহার সাক্ষ্য দিবে।

আগোমক্ত পতিঃ শম্ভু রাগমোক্ত পতিগুরুঃ
স পতিঃ কুলজায়াশ্চ ন পতিস্তু বিবাহিতঃ

নিরুত্তর তন্ত্র।

নাহি লজ্জা, নাহি ভয়। অই অন্য দিকে
ঢালিতেছে সুরা কেহ কপাল ভরিয়া;
বীরাচারে কেহ, নরমুণ্ড ধৃত করে,
রক্তের তিলক ভালে নাচিছে উল্লাসে। *
বুঝিয়াছি, দেব! তব কিবা অভিপ্রায়,
চাহিনা দেখিতে আর, বিদরে হৃদয়।"
কহিলা মহর্ষি;
"বৎস! হয়োনা অধীর,
না চিনিলে রোগ বল কি দিবে ঔষধ?
আচারে রক্ষিত ধর্ম্ম এই শাস্ত্রবাণী:

বিবাহিতপতিত্যাগে দূষণং ন কুলাচ্চনে
ঐ
পূজাকালে চ দেবেশি! বেশ্যেব পরিতোষয়েৎ
উত্তর তন্ত্র
মুখে সংপূর্য্য মদিরাং পায়য়ন্তিস্ত্রিয়ঃপুমান
কুলার্ণবতন্ত্র
মত্তা স্বপুরুষং মত্বা কান্তান্যমবলম্বতে।
ঐ

এই সকল তন্ত্রের ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের কোন কোনটী মুসলমান অধিকারের পর প্রচলিত হইলেও তন্ত্রাচার যে তৎপূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইয়াছিল, শাস্ত্রে ও সাধারণ সাহিত্যে তাহার প্রমাণাভাব নাই। কোন একটী অনুষ্ঠান সমাজে প্রচলিত হইলে উত্তরকালে তাহা বিধিবদ্ধ হইয়া গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট হয়। তন্ত্রাচারও তাহাই হইয়াছিল। বৌদ্ধতন্ত্র ও হিন্দুতন্ত্র কোনটী কাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাহা মীমাংসা-সাপেক্ষ।

* শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কর্ণাটদেশে গমন করিলে কাপালিকগণ তাঁহার সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইহাদিগের বেশভূষা ও ব্যবহার এইরূপ বর্ণিত আছে:—

"কাপালিকদিগের প্রধান গুরু ক্রকচ আচার্য্যকে দেখিতে আসিল। ক্রকচের সর্ব্বাঙ্গ শ্মশান-ভস্মে পরিলিপ্ত, এক হস্তে নরকপাল, অপর হস্তে সুতীক্ষ্ণ শূল। সঙ্গে আত্মতুল্য বেশধারী অসংখ্য অনুচর। ক্রকচ সগর্ব্বে আচার্য্যকে বলিতে লাগিল; "সর্ব্বাঙ্গে শ্মশানভস্মলেপন অতি সৎকার্য্য। আমার হস্তস্থিত নরকপাল অতি পবিত্র। না জানিয়া তোমরা এ সকল ছাড়িয়া অপবিত্র মৃন্ময় খর্পর (ভিক্ষাপাত্র) হস্তে বহন করিয়া থাক। তোমরা কপালী-ভৈরবের পূজা কেন কর না? সদ্যকৃত্য রুধিরাক্ত নরমুণ্ড দ্বারা ভৈরবের পূজা না করিলে তিনি কিরূপে তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন? কপালীভৈরব নিয়ত কমলনয়না উমার সহিত বিহার করিয়া থাকেন। মদ্য দ্বারা পূজা না করিলে তিনি কিরূপে প্রসন্ন হইবেন?

শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত প্রণীত শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শঙ্করদর্শন ২য় ভাগ ১৮৪ পৃষ্ঠা।

অনাচারে, কদাচারে রক্ষিত তা' এবে।
স্বভাব-করুণদেব সহেন সতত
সেবকের অপরাধ, কিন্তু না সহেন
অধর্ম্ম, ধর্ম্মের নামে। আর্য্য-সুতগণ
আচরিছে দেবদ্রোহ, না হ'বে মঙ্গল।
স্বদেশবৎসল তুমি, স্বধর্ম্ম নিরত ;
বুঝিতেছি প্রাণ তব হ'তেছে ব্যাকুল
উভয়ের দশা হেরি ; কিন্তু না দেখিয়া
কি করিবে ? মর্ম্মদেশ বেদনয়ে যদি
স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব তবু উপযুক্ত নয়।
ক্লেশ যদি হয় তব শেষ দৃশ্য দেখ।"
কহিলেন গুরু ;
"আমি দেখিতেছি, দেব !
শোভাময় দেশ এক সম্মুখে আমার,
নন্দনকানন সম। বহে প্রবাহিনী
কল কল রবে অই ; বিলাস-তরণী
শোভে কত নদী-বক্ষে পতাকাশোভিত।
দেখিতেছি নদীতটে রাজ-অন্তঃপুর,
রাজ্ঞী, রাজসুতাগণ নিবসেন তাহে।
কিন্তু একি, দেব ! সেই শুদ্ধান্তের মাঝে *
গণিকা, পুনর্ভূ আর নাটকীয়া তরে,
শোভে গৃহ সারি সারি ! রাজা, রাজসুত

* শুদ্ধান্ত অন্তঃপুর।
সাধারণতঃ রাজান্তঃপুরে চারিশ্রেণীর স্ত্রীলোক বাস করিতেন—রাজার পরিণীতা পত্নী বা মহিষী, পুনর্ভূ, বেশ্যা ও নাটকীয়া। ব্যাৎস্যায়ন বলেন, "যে বিধবা ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য বশতঃ গুণ ও ভোগসম্পন্ন পুরুষকে আশ্রয় করে সে পুনর্ভূ।" রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুরের সাহিত্যসংহিতায় লিখিত প্রবন্ধ।

রঙ্গরসে, হাস্যে রত তা' সবারে লয়ে।
দেখিতেছি, দেব! আমি সম্মুখে আমার
মৃত্যু উদ্বন্ধনে কার(ও), কার(ও) শিরশ্ছেদে।
কি গভীর আর্ত্তনাদ বিদারে শ্রবণ;
অশ্রুপূর্ণ নেত্র, দৃষ্টি নাহি চলে আর।"
কহিলা মহর্ষি!—

"বৎস! দেখিলে যে দেশ
কাশ্মীর উহার নাম সৌন্দর্য্যে, শোভায়
অনুপম ধরামাঝে! কিন্তু পাপাচারে
নরক হইতে ঘৃণ্য। যে লালসা-বহ্নি
জ্বলিয়াছে, এক দিন, এ দেশের মাঝে,
কি ভীষণ! নাহি ভাষা পারি বর্ণিবারে।
বিমাতা, সোদরা, সুতা, স্নুষা, কুটুম্বিনী
পায় নাই রক্ষা তাহে।* কিন্তু কি বলিব,
শত রাজ-অন্তঃপুর আছে এ ভারতে
কলঙ্কিত এইরূপ। হেরিলে ত তুমি
ভারতের পূর্ব্বোত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম,

---

* কাশ্মীরের ইতিহাসলেখক কহলন ইহার প্রত্যেকটীর উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সকল মহাপাপের সমর্থক মূল উদ্ধৃত করিবার স্থান এবং প্রবৃত্তি নাই। কৌতূহলী পাঠক রাজ-তরঙ্গিণীর ষষ্ঠতরঙ্গে ক্ষেমগুপ্তের ও সপ্তম তরঙ্গে কলশ ও তৎপুত্র হর্ষের এবং তাহাদিগের অনুচরবর্গের ব্যবহার পাঠ করুন। সীতা, সাবিত্রীর দেশে নারীর কিরূপ পতন হইতে পারে, রাজ্ঞী দিদ্দার চরিত্রে তাহাও দেখিতে পাইবেন। প্রামাণিক ইতিহাস-লেখক বলেন:--

During the second half of the eleventh century, Kashmir, which has been generally unfortunate in its rulers, endured unspeakable miseries at the hands of the tyrants Kalasa and Harsha. The latter who was evidently insane, imitated Sankarbarman in the practice of plundering temples, and rightly came to a miserable end. Few countries can rival the long Kashmir list of kings and queens who gloried in shameless lust, fiendish cruelty, and pitiless misrule.

V smith's Early History of India P. 375.

রাজ-অন্তঃপুর, তীর্থ, পীঠ, সঙ্ঘারাম ?
বুঝ, বিচারিয়া মনে, কি দশা দেশের,
ধর্ম্মের কি গতি এবে, প্রবৃত্তি লোকের।
ধর্ম্মসংস্থাপক বিপ্র, রক্ষক ক্ষত্রিয়
আছিলা এ আর্য্যভূমে। উভয়ের দশা
নিরখিলে ; পরিণাম করহ গণনা।
ব্যথিত হৃদয় তব, তা' না হলে আমি
দেখাতাম, রাজকুল-দৃষ্টান্ত লক্ষিয়া,
মহামাত্র, সভাসদ, রাজকর্ম্মচারী
কি ভাবে যাপিছে দিন। ভাবে তারা মনে,
অনাথার, দরিদ্রার, সতীত্ব-রতন
মূল্যহীন, বাক্যমাত্রে লভ্য তাহাদের। *

---

* মধ্যযুগে ভারতের কি নৈতিক অধঃপতন হইয়াছিল তাহা বুঝাইবার জন্য, রুচিকর না হইলেও, আমি রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুরের পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্বৃত্ত করিতে বাধ্য হইলাম।

"বাৎস্যায়ন বলেন গ্রামস্ত্রীগণ এক গ্রামাধিপতি বা বহু গ্রামাধিপতি (অর্থাৎ) যাঁহারা রাজার অধীনে এক বা বহু গ্রাম শাসন করেন তাঁহাদিগের) যুবক পুত্রদিগের "বচনমাত্রসাধ্যা" অর্থাৎ ঐ সকল স্ত্রী বশ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। তাহারা প্রস্তাবমাত্রই সম্মতি দান করে। ঐ সকল স্ত্রীলোকেরা মহামাত্র গৃহে বেগার খাটার জন্য সমবেত হয় ; এইরূপে গবাধ্যক্ষের গোপস্ত্রীদিগের, সূত্রাধ্যক্ষের অনাথা, বিধবা প্রব্রাজিতাদিগের সহিত, পণ্যাধ্যক্ষের ক্রয় বিক্রয়কারিণী স্ত্রীদিগের সহিত সমাগম হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই রাজভবনে বিশেষ বিশেষ অধিকারে নিযুক্ত থাকিত ও ইহাদের অধীনে অনেক গ্রাম্য স্ত্রী কার্য্য করিত। সেই সুযোগে ঐ সকল কর্ম্মচারী স্ব স্ব লালসা চরিতার্থ করিতেন। কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীগণ বোধ হয় তত সুখসাধ্য ছিল না। তাহাদের জন্য বিশিষ্ট উপায় অবলম্বিত হইত। উৎসব উপলক্ষে স্ত্রীগণ রাজভবনে সমবেত হইত। রাজদাসী যাহার উপর রাজার লক্ষ্য পড়িয়াছে রাজার যে যাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে তাহার লল্লেখ করিত। ইহাতেও যদি সে স্বীকৃতা না হইত তাহা হইলে রাজা স্বয়ং আসিয়া তাহাকে নানা উপহারাদি দ্বারা বিসর্জ্জন করিতেন। কোন কোন স্থানে আবার মহামাত্রদিগের দ্বারা উৎপীড়িত ব্যক্তি, অথবা যিনি রাজ্যমধ্যে একজন প্রধান পুরুষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, অথবা যিনি স্বজাতি কর্ত্তৃক উৎপীড়িত অথবা যিনি স্বজাতির উৎপীড়ন করিতে ইচ্ছুক, এরূপ ব্যক্তির স্ত্রীগণ স্ব স্ব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রাজভবনে সমবেত হইয়া চরিত্র বিক্রয় করিত।

এ পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্ন ব্যভিচারের কথা উক্ত হইয়াছে। ইহার উপর আবার প্রকাশ্য ব্যভিচার ছিল। দেশভেদে ঐ ব্যভিচার ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। অন্ধ্রদেশে জনপদ-

ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যে, গুপ্ত, ব্যক্ত ব্যভিচারে
সারশূন্য হইয়াছে আর্য্যসুতগণ।
দশ হ'তে দুইবার লহ যদি পাঁচ
কিবা রহে শূন্য বিনা? মানব হইতে
যায় যদি নীতি, ধর্ম্ম কিবা রহে তার?
উপেক্ষিত, অশিক্ষিত হীনবর্ণ হেথা,
পরিণাম, হিতাহিত না পারে বুঝিতে;
হারাইয়া জাতিগত মর্য্যাদা, সম্মান
আছে কাষ্ঠ-লোষ্ট্রবৎ। উচ্চবর্ণ যারা,
কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, শত সম্প্রদায়ে
বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন, নাহি প্রেম পরস্পরে;
জাতিগর্ব্বে, জ্ঞাতিবৈরে, ইন্দ্রিয়জ সুখে
নয়ন থাকিতে অন্ধ। বল, বৎস! তুমি
কেমনে কল্যাণ তবে হবে এ দেশের?
জ্ঞানী তুমি, অনায়াসে পারিবে বুঝিতে,
ভৌতিক শকতি নহে নিয়ন্ত্রী বিশ্বের;
রহি অন্তরালে তার শক্তি আধ্যাত্মিকী
শাসন, পালন বিশ্ব করেন সতত।

কন্যারা বিবাহের পর দশম দিবসে কিছু উপায়ন হস্তে করিয়া রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিত ও উপভুক্ত হইয়া বিসৃষ্ট হইত। দক্ষিণাপথে বৎস ও গুল্মনামক সহোদরদ্বয় দ্বারা অধ্যাসিত দেশে মহামাত্র ও ঈশ্বরদিগের স্ত্রীগণ সেবার নিমিত্ত রাত্রিতে রাজার সহিত মিলিত হইত। বিদর্ভদেশে অন্তঃপুরিকাগণ প্রীতিচ্ছলে রূপবতী জনপদস্ত্রীদিগকে মাস বা মাসার্দ্ধ রাজভবনে বাস করাইত। অপরান্তদেশে (সহ্যাদ্রির সমীপবর্ত্তী পশ্চিম সমুদ্র তীরস্থ দেশে, কঙ্কন প্রদেশে) লোকে নিজ ভার্য্যাগণকে মহামাত্র ও রাজগণের নিকট প্রীতিদায়স্বরূপ উপহার প্রদান করিত সৌরাষ্ট্র দেশে নগর ও জনপদ স্ত্রীরা দলে দলে রাজকুলে প্রবেশ করিত। সাহিত্য-সংহিতা বৈশাখ ১৯২১।

বাৎস্যায়ন পৃথ্বীরাজের পূর্ব্বকালবর্ত্তী এবং কল্হন তাঁহার প্রায় সমকালবর্ত্তী অবস্থা (১১৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) বিবৃত করিয়াছেন। উত্তর কালবর্ত্তী অবস্থা আমাদিগের সুবিদিত। এই দীর্ঘকালব্যাপী নৈতিক পতন যে রাজনৈতিক পতন আনয়ন করিয়াছিল তাহা বলা অতিরিক্ত।

কদাচারে, পাপাচারে সঙ্কুক্ষিত যথা
বিধিরোষ, নিঃসন্দেহ, জানিও তথায়
নিষ্ফল পুরুষকার, দৈব বলবান।
স্বজাতিবৎসল তুমি, হৃদয় তোমার
হইবে ব্যথিত শুনি নিন্দা স্বজাতির ;
কিন্তু যদি নিরপেক্ষ না কর বিচার
জাতিগত দোষ হবে শোধিত কেমনে ?
নিরখিলে বর্ত্তমান, স্মরহ অতীত ;
দেখ ভাবি হতশেষ অনার্য্য-সন্তানে
কে বাঁধিল হীনতার দুর্ম্মোচ্য শৃঙ্খলে
অযাজ্য, অস্পৃশ্য করি ? অসংখ্য মানবে
অবজ্ঞায়, ঔদাসীন্যে কে রাখিল হেন
পঙ্গু, জড়বৎ করি, বাঁধি জ্ঞানসীমা
মুষ্টিমেয় নরমাঝে ? নিরুত্তর তারা
আহ্বানে তোমার, নাহি বুঝে ধর্ম্ম, দেশ ;
কি বিস্ময় ভাষাহীন রহে মূক যদি ?
বল তুমি, বিচারিয়া, বীরত্বাভিমানে,
রাজসূয়ে, অশ্বমেধে, স্বয়ংবরকালে
অকারণে সর্ব্বধ্বংসী বিগ্রহ-অনল
জ্বালিয়াছে কারা হেন ? যুগ যুগ কাল
যে দারুণ দ্বেষানল জ্বলিয়াছে প্রাণে,
কেমনে সহসা তাহা হ'বে নির্ব্বাপিত ?
সত্য বটে এ ভারত ছিল, একদিন,
গুণে, জ্ঞানে অদ্বিতীয় ; কিন্তু অভ্যন্তরে
স্বার্থ-দ্বেষ-পাপ-বীজ ছিল লুক্কায়িত।
বিরচি কুসুমোদ্যান গৃহস্থ যদ্যপি

কণ্টকীগুল্মের বীজ রাখেন প্রমাদে,
বংশধর তাঁর বিদ্ধ হইবে কণ্টকে।
জাতিগত কর্ম্মফল, পাপপুণ্যময়,
হইবে ভুঞ্জিতে, তার না হ'বে অন্যথা।
নির্ব্বেদ, নৈরাশ্য কিন্তু আনিও না মনে ;
আছে পাপ সত্য ; কিন্তু পায় নাই লোপ
পুণ্য এ ভারত হ'তে। সাধু, সাধ্বী কত,
তীর্থে, তপোবনে, গৃহে, রাজসভা মাঝে,
এখন(ও) নিষ্কাম ধর্ম্ম সাধিছেন হেথা।
এখনও পৃথ্বীরাজ, সংযুক্তার সম
জন্মিতেছে রাজা,রাণী ; তোমার সদৃশ
জন্মিতেছে বিপ্র। বৎস ! বিশ্বপাতা যিনি
ন্যায়বান, দয়াময়। একাধারে তিনি
শাস্তিদাতা, পরিত্রাতা। সুনিয়মে তাঁর
না ঘটে অনন্ত শাস্তি সান্ত পাপ তরে।
আছে প্রায়শ্চিত্ত আর্য্যশাস্ত্রের বিধান,
পাপ অনুসারে, বৎস ! রাখিও স্মরণে,
সুদীর্ঘ সঞ্চিত এই মহাপাপরাশি,
জ্ঞানাজ্ঞানকৃত, কভু না পাইবে ক্ষয়
তুষানল বিনা। যাবে চলি বহু যুগ ;
বহু অন্তর্দ্দাহ, বহু মর্ম্মনিকৃন্তন
ঘটিবে ; উঠিবে বহু "ত্রাহি ত্রাহি" ধ্বনি।
গুণে, জ্ঞানে ভারতের শ্রেষ্ঠ নরনারী,
যুগে যুগে, বলিরূপে দিবে শির পাতি,
তবে হ'বে প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু যেই ক্ষণে
হ'বে শুদ্ধ, পাপমুক্ত আর্য্যসুতগণ,

আবার নূতন সৃষ্টি ঘটিবে এদেশে।
ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, রণবীর কত
জন্মিবে আবার ; পুনঃ জ্ঞানে, শৌর্য্যে, প্রেমে
সূচীভেদ্য তম এই করি দূরীকৃত
উদিবে তরুণ রবি ভারত-আকাশে,
যথা দিনমণি, এবে, পূর্ব্বাচল-ভালে,
হইছেন সমুদিত ;— চলিলাম আমি।

হেরিলেন তুঙ্গাচার্য্য ত্যজি ভূমিতল,
উঠি সে পুরুষবর নীলাম্বর-পথে
অদৃশ্য হইলা ক্রমে ; ক্ষীণরশ্মি যত
তারাদল, একে একে, মিলাইল সাথে।
স্বপ্নোত্থিত রাজগুরু, উন্মীলি নয়ন,
দেখিলেন রবিকর, মহীরুহ-শির
করি আরঞ্জিত, করি মুকুতা ভূষিত
দূর্ব্বাদল, উজলিছে সুনীল আকাশ।
ভাবিলেন গুরু, এ কি নিশার স্বপন,
অথবা মহর্ষি, সত্য হয়ে আবির্ভূত,
দেখাইলা স্বপ্নচ্ছলে দশা ভারতের।
স্বপ্ন হ'ক, সত্য হ'ক, কর্ত্তব্য আপন
সাধিব, বিধাতঃ! বিশ্বে ফলদাতা তুমি।
যাইব কনোজে ; পুনঃ, দেখিব বুঝায়ে
জয়চন্দ্রে, যদি তাহে ফলে কিছু ফল।
"নমঃ সূর্য্য নারায়ণ"! বলি ভক্তিভরে
প্রণমি চলিলা গুরু স্নান-অভিলাষে।

ষোড়শ সর্গ।

কনোজের অন্তঃপুরে নৃসিংহ-মন্দির
গঙ্গাগর্ভ হতে ঊর্দ্ধে তুলিয়াছে শির।
শিলাখণ্ডে দৃঢ় গাঁথা বিশাল সোপান
অলিন্দ হইতে জলে করেছে প্রয়াণ।
সোপানের শিরোদেশে, রচিত মর্ম্মরে,
সুপ্রশস্ত শিলাবেদী চারু শোভা ধরে।
নানাবর্ণ, সুচিক্কণ শিলায় রচিত
পত্র, পুষ্প কত তাহে আছে বিরাজিত।
প্রতিদিন জয়চন্দ্র, লয়ে পুরজনে,
বসেন তথায় আসি গঙ্গা দরশনে।
উড়ায়ে কেতন কত তরী বহে যায়,
কচ্ছপ, শিশুক জলে শরীর ভাসায়;
পালিত মরালগুলি খেলে কুতূহলে,
বক, হংস, চক্রবাক ভ্রমে দলে দলে;
হেরেন কৌতুকে রাজা; সন্ধ্যা হ'লে শেষ,
সায়াহ্নিক সারি, পুরে করেন প্রবেশ।
কতদিন ভূপ, রাজকার্য্যে শ্রান্ত হয়ে,
বসিতেন সেথা, সুতা, মহিষীরে লয়ে।
সংযুক্তা বাজায়ে বীণা, বসি জ্যোছনায়,
মধুর সঙ্গীত কত শুনাইত তাঁয়।
শুনি সে অপূর্ব্ব গীত পুলকিত মন
আদরে সুতারে রাজা দিতেন চুম্বন।

গোধূম-পিষ্টক-খণ্ড লয়ে কুতূহলে
সংযুক্তা মৎস্যের তরে দিত কভু জলে।
দলে দলে মহাশোল, মৃগাল, রোহিত্
খাইত আসিয়া, জল করি আলোড়িত্।
সংযুক্তার কর হ'তে যেত মুখে লয়ে,
রাজারে দেখিলে কিন্তু ডুবে যেত ভয়ে।
নিরখি বালিকা হাসি কহিত পিতায়,
"তুমি বাবা রাগী, মাছ তাইত পলায়।"
স্বয়ংবর দিন হ'তে নৃপতির মনে
না হয় পূর্ব্বের শান্তি গঙ্গা দরশনে।
তথাপি অভ্যাসবশে, আসেন তথায়,
মুছি অশ্রু, পাছে কেহ দেখিবারে পায়।
 গেছে চলি অন্য সবে, সমাপ্ত আরতি;
জ্যোৎস্নালোকে বেদী'পরে আসীন ভূপতি।
রাজমাতা, রাজ্ঞী দোঁহে, স্বতন্ত্র আসনে,
বসেছেন পার্শ্বে তাঁর বিষাদিত মনে।
চিন্তামগ্ন তুঙ্গাচার্য্য, অদূরে বসিয়া,
নৃপতির মুখপানে আছেন চাহিয়া।
নির্ব্বাক হইয়া রাজা রহি কতক্ষণ
 কহিলেন;
 "গুরুদেব! করুন্ শ্রবণ।
বুঝিতেছি তুরুকের লইলে আশ্রয়
দাসত্ব-শৃঙ্খল শেষে পরিব নিশ্চয়;
তথাপি যদ্যপি পারি গর্ব্বিত চৌহানে
শাস্তি দিতে, নাহি ক্ষোভ সেই অপমানে।
যে অনল দিবানিশি দহিছে অন্তর,

ব্রহ্মাণ্ডে তা' হ'তে কিছু নাহি ক্লেশকর।
আছি ভস্মমাত্র আমি, পুড়ে গেছে প্রাণ,
কি যাতনা, জানেন তা' মাত্র ভগবান।"
কহিলেন গুরু;
"তুমি পার কি আমায়
বুঝাইতে, কেন হেন তীব্র বেদনায়
ব্যথিত অন্তর তব? সভায় যখন
সংযুক্তা চরণ তব করিল বন্দন
"লভ যোগ্য পতি" তুমি কহিলে তাহায়;
বল তুমি, যোগ্যতর কে ছিল সভায়
পৃথ্বীরাজ হ'তে? বালা করেছে পালন
আদেশ তোমার, তবে কোপ কি কারণ?"
কহিলা ভূপতি;
"সত্য! যোগ্য পৃথ্বীরাজ।
কিন্তু সে আসিয়া কেন রাজসভা মাঝ
না বসিল? কেন আসি তস্কর যেমন
লয়ে গেল সংযুক্তায় করিয়া হরণ?
সভায় সংযুক্তা যদি বরিত তাহারে
না থাকিত ক্ষোভ, নাহি দূষিতাম তারে।"
কহিলেন গুরু;
"তুমি বালকের প্রায়
কি বলিছ? কত আমি বুঝাব তোমায়?
এসেছেন দ্বারদেশে পাণ্ডুরাজ্যেশ্বর,
শুনি, তুমি দিয়াছিলে বল কি উত্তর।
"থাকুন বাহিরে তাঁর যথা অভিপ্রায়"
কেন এ সম্মতি তুমি জানাইলে তায়?

দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্যরাজ্য করিয়া শ্রবণ
পাণ্ডু-রাজ্য দিল্লী তব না হ'ল স্মরণ ?
পৃথ্বীর কি হ'ল দোষ ? সংযুক্তা স্বেচ্ছায়
বরিল মূরতি তার প্রকাশ্য সভায়।
ধর্ম্মপত্নী ত্যজি সে কি যাবে চলি ঘরে ?
কোন্ ক্ষত্র বল হেন অপকর্ম্ম করে ?
আকৈশোর সংযুক্তারে সবে শত বার
শুনায়েছ, পৃথ্বীরাজ যোগ্য পতি তার।
কত দিন কাছে কাছে রাখিয়া উভয়ে
দেখেছ কেমন শোভে, কৌতূহলী হয়ে।
আজ সে বরেছে পতি নিজ মনোমত,
তবে তার প্রতি তব ক্রোধ কেন অত ?
জিজ্ঞাসিনু আমি যবে, আছে ত স্মরণ ?
বুঝেছ ত দুই জন সংযুক্তার মন,
কারে ভালবাসে বালা ? কহিলে তখন
"সংযুক্তার মন বুঝি কিবা প্রয়োজন ?
আসিবেন কত রাজা স্বয়ংবর স্থলে,
যারে ইচ্ছা মাল্য বালা দিবে তার গলে।"
নিজে করিয়াছ ভ্রম, তবে অকারণ
কন্যা, জামাতার প্রতি কেন রুষ্ট মন।"

"ধিক্ মোরে ! ধিক্ মোরে !" ক্রোধে নৃপবর
কহিলা ; "বুঝা'ল ভাট পাণ্ড্যরাজ্যেশ্বর ;
তাই বলেছিনু আমি। করি প্রবঞ্চন
পাপিষ্ঠ সুতারে মোর করিল হরণ।
ছদ্মবেশে ভাণ্ডাইল সভাসদগণে,
মিত্র-সৈন্যচ্ছলে সেনা রাখিল গোপনে।

কত দোষ আমি, দেব! বর্ণিব তাহার?
প্রতিকার্য্যে প্রকাশিত খল ব্যবহার।
বৃদ্ধ মাতামহে তুষ্ট করিয়া সেবায়
লইল সে দিল্লীরাজ্য বঞ্চিয়া আমায়!
জানিয়া, শুনিয়া, দেব! তবু কি কারণ
পক্ষপাতে হেন অন্ধ আপনার মন?"

হাসিয়া কহিলা গুরু;

"এত দিন পরে
পক্ষপাতী আমি, স্থির করিলে অন্তরে?
যা ইচ্ছা করিতে পার, ক্ষতি মোর নাই;
তুমি সুখী হও, আমি এইমাত্র চাই।"

কহিলা ভূপতি;

"দোষ হয়েছে আমার,
করুন মার্জ্জনা; ভিক্ষা মাগি বার বার।
কিন্তু, দেব! দগ্ধ যার হতেছে হৃদয়,
শ্বাস তার হ'বে উষ্ণ কি তাহে বিস্ময়?
আপনি সন্ন্যাসী, জ্ঞাত হ'বেন কেমনে
সংসারের কত সাধ, কত আশা মনে?
আদরের সুতা; তারে, জামাতারে ল'য়ে
ভেবেছিনু র'ব মোরা কত সুখী হয়ে।
গৌরবে দোঁহারে লয়ে দেখা'ব সবায়,
তরণী-বিহারে যাব, যাব মৃগয়ায়;
ভক্ষ্য, ভোজ্য কতরূপ বসন, ভূষণ
রেখেছিনু, গুরুদেব! করি আহরণ।
সব বৃথা হ'ল? আশা পুড়ে হ'ল ছাই?
মুখ দেখাইতে পারি হেন স্থান নাই?

ভুলিতেছিলাম, ক্রমে, দিল্লীরাজ্যদান
হেনকালে, দুষ্ট মোর টুটিল সম্মান।
উপহাস করি মোর বলে শত্রুজন,
"সার্ব্বভৌম জয়চন্দ্র, প্রতাপে তপন;
তাই, অনায়াসে আসি, উল্লঙ্ঘিয়া গড়,
কন্যা লয়ে গেল শত্রু গালে দিয়া চড়।"
ধিক্ ধিক্ ধিক্ মোরে, ধিক্ শতবার!
বৃথা জন্ম, প্রতিফল না দিলে ইহার।
সংযুক্তারে কত ভাল বাসিতাম আমি',
জানেন তা' এক মাত্র দেব অন্তর্য্যামী।
ছিল সে অন্ধের যষ্টি, নয়নের মণি;
ভাবিতাম আমি পুত্র, সে মোর জননী।
প্রতি পদে, প্রতি কার্য্যে স্থধা'তাম তারে
দিয়াছিনু শিক্ষা ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সদাচারে।
তথাপি পাপিষ্ঠা, মোর করি অপমান,
রাঠোরের চির শত্রু বরিল চৌহান!
বন্দিনী করিয়া যদি পারি আনিবারে,
বেত্রাঘাতে শিখাইব পিতৃভক্তি তারে।"
হেরিলেন সবে, দুটী গণ্ডে নৃপতির
রোষে, ক্ষোভে দরদর প্রবাহিল নীর।
কহিলা মহিষী;
"প্রভো! করে থাকে দোষ,
যা' হ'বার হয়ে গেছে; কেন এবে রোষ?
সুখী ত হয়েছে তারা; তবে কেন আর
অশ্রুপাতে অমঙ্গল করেন দোঁহার?
পৃথ্বীরাজ, সবে আসি আমারে জানায়,

প্রাণের অধিক ভালবাসে সংযুক্তায়।
রণক্ষেত্রে যবে রাজা করেন গমন,
সংযুক্তা আমার করে রাজ্য সংরক্ষণ।
রাজকোষ, ধন, রত্ন সব হাতে তার,
প্রজার বিবাদে করে সংযুক্তা বিচার।
সুশীলা, সরলা বলি জানিতাম তারে,
এত গুণ ছিল, কভু দেখায়নি কা'রে।
পুরুষের বল, বুদ্ধি ধরে হ'য়ে নারী,
সবে বলে, "ধন্যা ধন্যা রাঠোর-কুমারী।"
উজ্জ্বল এ দুই বংশ তার ব্যবহারে,
কেন, প্রভো! অকারণ নিন্দিছেন তারে?

কহিলা ভূপতি;

"রাজ্ঞি! যাও নিজ কাজে;
কেন কথা কও তুমি আমাদের মাঝে?
পূজা, পাঠ লয়ে তুমি থাক আপনার,
রাজকার্য্যে নাহি তব কোন অধিকার।
অনেক বলেছ, আমি সহেছি সকল,
কি বুঝিবে, কেন মোর ঝরে আঁখিজল?
জন্মে ছিলে অন্নহীন দরিদ্রের ঘরে,
রূপ দেখি মাতৃদেবী আনিলা আদরে।
শুনেছ সংযুক্তা বহু পেয়েছে ভূষণ,
তাই একেবারে তব গলে গেছে মন।
বংশের গৌরব মোর নাহি ভাব মনে,
তুমি যে রাঠোর-রাজ্ঞী পড়ে না স্মরণে।
জগতের এই রীতি, না দূষি তোমায়;
রবিপ্রিয়া পঙ্কজিনী পঙ্ক মাত্র চায়।

কিন্তু, রাজ্ঞি! ত্যক্ত যদি কর বার বার,
পাঠাইব পিত্রালয়ে, আনিব না আর।"
কহিলেন গুরু;
"বৎস! হয়ো না অধীর,
বলি যে দু'একটী কথা, শুন হয়ে স্থির।
ক্রোধবশে, দেখিতেছি, লুপ্ত তব জ্ঞান,
দুর্ব্বাক্যে ব্যথিলে, তাই, মহিষীর প্রাণ!
ভুলিয়াছ শাস্ত্র-বাক্য, মহাজন-কথা,
সংসার-আশ্রমে নারী প্রত্যক্ষ দেবতা। *
সে নারীরে মোহবশে করি হীন জ্ঞান
পাপস্পৃষ্ট হইতেছে ভারত-সন্তান।
সহধর্ম্মিণীরে তব হেন অনাদর?
বুঝাইলে হিত, তার এই কি উত্তর?
হয়েছ প্রবীণ, আমি কি বুঝাব আর?
জিজ্ঞাসি যা' সদুত্তর দাও এবে তার।"
"বলিয়াছে পৃথ্বীরাজ সুধা'তে তোমায়,
কি করিলে ঘুচে বাদ, রোষ তব যায়।
সংযুক্তা ব্যাকুলা সদা তোমার কারণে;
পতি, পত্নী চাহে ক্ষমা তোমার চরণে।
চৌহানের মান মাত্র রক্ষা যদি হয়,
যা' বলিবে, পৃথ্বীরাজ করিবে নিশ্চয়।
বল, বৎস! কিসে তব হয় পরিতোষ,
মনে পাও শান্তি, তব দূর হয় রোষ।"

* প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন!
মনুসংহিতা।

কহিলা ভূপতি ;

"রোষ ঘুচিবে তখন,

"সংযুক্তা বিধবা" আমি শুনিব যখন।

বুকে মোর জ্বলিতেছে যে বাড়বানল,

নিবিবে না, ঢালিলেও সপ্ত সিন্ধু-জল।"

রাজমাতা আছিলেন মালাজপ লয়ে,

"সংযুক্তা বিধবা" শুনি, চমকিতা হয়ে,

কহিলেন রোষে ;

"ধিক্ ! ধিক্ তোরে, জয় !

যবন তুরুক্ হ'তে তুই নিরদয়।

শুনিয়াছি সাপ, বাঘ নিজ শিশু খায়,

তার(ও) চেয়ে খল তুই ? হায়, হায়, হায় !

লয়ে তোর জন্মপত্রী, অন্তিম-শয্যায়,

স্বর্গগত মহারাজ কহিলা আমায়।

"শুন, রাজ্ঞি ! জন্মিয়াছে এই যে কুমার,

ধরাতলে দুর্য্যোধন এসেছে আবার।"

সাধু তিনি, বাক্য তাঁর নিষ্ফল কি হয় ?

তোর হ'তে রাজ্য, ধর্ম্ম, যাবে সমুদয়।

ভূপতি বৈকুণ্ঠবাসী হইলেন যবে,

জ্ঞাতি, বন্ধু আসি মোরে বুঝাইল তবে।

"এ সময়, রাণি ! তুমি উঠিলে চিতায়,

রাঠোরের রাজ্য, ধন রক্ষা হবে দায়।"

বাঁচিয়া রহিনু আমি রক্ষিবারে তোরে,

দেখিতে এ সর্ব্বনাশ হ'ল তাই মোরে।

পৃথ্বীরাজে উপযুক্ত পাত্র করি জ্ঞান,

যাঁর রাজ্য, তিনি তারে করিলেন দান ;

তোর তাহে কোপ এত হ'ল কি কারণে ?
অন্ন, জল, ত্যজি তুই রহিলি ভবনে।
তোর উপরোধে আমি, সভামাঝে গিয়া,
পূজ্য, বৃদ্ধ জনকেরে আসিনু ভৎর্সিয়া।
তোর তরে করিলাম অযোগ্য আচার,
তোর(ই) হাতে হ'ল আজ প্রতিফল তার”
“সংযুক্তা বিধবা” মোরে শুনা'লি কেমনে ?
থাকিব না আমি তোর এ পাপ ভবনে।
মাতার অধিক মোরে মানে পৃথ্বীরাজ,
র'ব সংযুক্তার কাছে, কি আমার লাজ ?”
এত বলি দাঁড়াইলা উঠি রোষভরে,
মহিষী, অমনি আসি, ক'ন ধরি করে ;
“যেও না, মা ! যেও না মা ! কেন কর রোষ ?
আমি ত, মা ! পদে কিছু করি নাই দোষ।
যদি মহারাজ তব না রাখেন মান,
আমি, মা ! গঙ্গার জলে ত্যজিব পরাণ।
গিয়াছে সংযুক্তা, যদি তুমি যাও চলে.
কার কাছে কাঁদিব, মা ! বুকে ব্যথা পেলে।
যেও না, মা ! মুছে ফেল নয়নের জল,
যেখানে পড়িবে, সেথা, জ্বলিবে অনল।
নিতান্তই যদি তুমি না থাক ভবনে,
যেথা যাবে, এ দাসীরে রেখ শ্রীচরণে।”
কহিলেন গুরু ;
“বৎস ! দেখ একবার.
কি অনল জ্বালায়েছ গৃহে আপনার।
এখনও আছে পথ ; একটী কথায়

ধর্ম্ম, দেশ, জাতি, কুল সব রক্ষা পায়।
তোমার সাহায্য পা'বে এই আশা লয়ে,
আসিতেছে তুর্কদল সুসজ্জিত হয়ে।
তুমি যদি আনুকূল্য না কর স্বীকার,
কি সাহসে তুর্ক পুনঃ আসিবে আবার ?
তবরহিন্দেতে যত ছিল সৈন্যগণ
শুনেছ ত করিয়াছে আত্ম-সমর্পণ ?*
পৃথ্বীরাজ নেতা আর রাঠোর, চৌহান
মিলে যদি, তুর্কদল হবে খান খান।
কিন্তু পৃথ্বীরাজ হ'লে পরাজিত রণে,
কি দশা হিন্দুর হ'বে, দেখ ভাবি মনে।
এই তব কুলপূজ্য দেব নরহরি,
অই অবিদূরে মোর মাতা শুভঙ্করী,
কনোজে অস্তিত্ব মাত্র না রবে দোঁহার ;
ক্ষত্র হয়ে উপলক্ষ্য হবে কি তাহার ?
শুনেছ ত সোমনাথ হয়ে বিখণ্ডিত
যবনের পদে এবে হ'তেছে দলিত। †
সম্মুখে নৃসিংহ, গঙ্গা, ইনি তব মাতা,
এই তব ধর্ম্মপত্নী, আমি দীক্ষাদাতা ;

---

* When the Sultan i Ghazi with such like organization and such a force arrived near unto Rai Kolah Pithora he had gained possession of the fortress of Taharhind by capitulation.

Tabakat i Nasiri P 466.

† He (Sultan Mahmood) ordered two pieces of the idol to be broken off and sent to Ghizny, that one might be thrown at the threshold of the public mosque and the other at the court-door of his own palace.

** Two more fragments were reserved to be sent to Mecca and Medina.

Briggs' Ferista Vol. I. p. 72.

বল তুমি শেষ কথা সম্মুখে সবার,
কি করেছ স্থির ; মোরে না পাইবে আর।
বুঝিতেছি রুষ্ট বিধি আর্য্যসুত প্রতি,
নহে তব হবে কেন এ হেন দুর্ম্মতি।"
মৌনী হয়ে জয়চন্দ্র রহি বহুক্ষণ
কহিলেন ছাড়ি শ্বাস ;
"করুন শ্রবণ ;
না আছে উপায় এবে। নৃসিংহ গোচর
আপন শোণিতে নাম করেছি স্বাক্ষর
যবনের সন্ধিপত্রে। না হবে লঙ্ঘন
করেছি যা' সত্য, যদি যায় এ জীবন।
আপন প্রতিজ্ঞা আমি ভঙ্গ যদি করি
চিরিবেন বক্ষ মোর দেব নরহরি।
এই মাত্র পারি আমি করিতে স্বীকার
নিজ হস্তে না ধরিব যুদ্ধে তরবার।
কিন্তু সেনাবল মম করিব প্রদান,
জম্মুসেনা সনে মিলি রোধিবে চৌহান।
ঘোরীর তুরগ আছে, না আছে বারণ,
সে অভাব মম গজ করিবে পূরণ।*
বুঝিতেছি ধর্ম্মে, দেশে করি দ্রোহাচার
ইহকাল, পরকাল ঘুচিল আমার।
তথাপি আপন বাক্য করিব পালন,
উপরোধ, অনুরোধ নিষ্ফল এখন।

* দ্বিতীয় তরায়ণের যুদ্ধে জম্মুরাজ নরসিংহ রায় গোবিন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু জয়চন্দ্রের নাম দেখা যায় না। প্রথম যুদ্ধে ঘোরীর পক্ষে হস্তি বলের উল্লেখ নাই, দ্বিতীয় যুদ্ধে আছে।

ক্ষম রাজ্ঞি! কুসন্তানে ক্ষম, মা জননি!
গুরুদেব! ক্ষমা মোরে করুন আপনি।
যতদিন হিন্দু জাতি থাকিবে ভূতলে,
জানিতেছি, ধিক্ মোরে কহিবে সকলে।
তথাপি করিব নিজ প্রতিজ্ঞা পালন;
চূর্ণিব চৌহানে, শেষে, ত্যজিব জীবন।*

* জয়চন্দ্রের কথা ব্যর্থ হয় নাই। বৎসর গত না হইতে হইতেই তাঁহাকে আত্ম-কৃতকার্য্যের ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। মুসলমান ঐতিহাসিক তাঁহার পরিণাম সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন;—

The Rai of Benares (Jaichand) who prided himself on the number of his forces and war-elephants seated on a lofty howda received a deadly wound from an arrow and fell from his exalted seat to the earth. His head was carried on the point of a spear to the commander and his body was thrown to the dust of contempt.

Tajul Maasir Elliot's History of India Vol. II. p. 223.

সপ্তদশ সর্গ।

আবার তুরুক-সেনা
পশিয়াছে আর্য্যাবর্ত্তে,
দেশে, দেশে হয়েছে প্রচার ;
মাতিয়া সমররঙ্গে
সাজিছে চৌহান দল,
রাজার আদেশে পুনর্ব্বার।
বাজিছে সমর-বাদ্য,
ধাইছে পদাতি, সাদী,
মদগর্ব্বে ধায় গজবর ;
অস্ত্রাগার হ'তে পুনঃ
রাজপুত যোদ্ধা যত
বাহির করিছে ধনুঃশর।
অযুত সৈনিক ল'য়ে,
সমর্সি, আসিয়া পুনঃ,
বসেছেন যমুনার তীরে ;
কভু পরামর্শ দানে
কভু ব্যঙ্গে, উপহাসে
তুষিছেন পৃথ্বীরাজ বীরে।
আবার আসিছে তুর্ক
শুনি দিল্লীবাসী যত
এই কথা কহে পরস্পর ;
"লাঙ্গুলে আঘাত করি,
চূর্ণ না করিয়া শির,
ছাড়িতে কি আছে বিষধর ?

গোবিন্দ ঘোরীরে যদি
বধিতেন সেই দিন,
তা' হলে কি ঘটিত এমন ?
গেল প্রাণভিক্ষা লয়ে,
আবার আসিছে সাজি,
ক্ষত্রধর্ম্ম কি বুঝে যবন ?
এবার পাবেন শিক্ষা,
না হ'বে ফিরিতে দেশে,
থাকিবেন সরস্বতী-তীরে ;
মুক্তি হ'বে ম্লেচ্ছজন্মে,
হয় যদি অস্থিগুলি
ধৌত সেথা পূত নদী-নীরে
সাধারণ লোক যত
এইরূপ নানা কথা
আলোচনা করে পরস্পর ;
উদ্বিগ্ন সর্ম্মধি কিন্তু,
চিন্তাযুক্ত পৃথ্বীরাজ,
বিচারেন দুই বীরবর।
প্রবীণ সৈনিক বহু
মরেছে প্রথম যুদ্ধে,
নবাগত এই সৈন্যগণ,
এখনও অশিক্ষিত ;
না জানি কি করে শেষে,
হয় ত করিবে পলায়ন।
তবরহিন্দের যুদ্ধে
বর্ষব্যাপী অবরোধে,
বহু বীর হইয়াছে ক্ষয়,

আজমীর বর্ত্তমান দৃশ্য ; পশ্চাতে তারাগিরি ও তদুপরিস্থ চৌহান দুর্গ।

কে জানিত কুজ্ঝটিকা
হইতে না হ'তে শেষ,
গগনে হইবে মেঘোদয়।
অরক্ষিতা বুঝি পুরী,
রাঠোর যদ্যপি আসি,
রাজধানী করে আক্রমণ,
হবে মহা পরমাদ ;
রাখিতে হইবে সেথা
রক্ষা হেতু শ্রেষ্ঠ সেনাগণ।
তারাগড় অবরোধে
তুরুক্ সুদৃঢ়মতি,
চর এক এনেছে বারতা ;
মন্ত্রণা হয়েছে স্থির,
খাদ্য, অস্ত্র, বীর যোদ্ধা
রাখিতে হইবে বহু তথা।
বিভাগ করিলে হেন
সেনাসংখ্যা পাবে হ্রাস,
না থাকিবে উপযুক্ত বল
রোধিতে তুরুকগণে ;
অথচ উপায় নাই ;
চিত্ত, তাই, দোঁহার চঞ্চল। *

* কোন কোন মুসলমান ঐতিহাসিক স্বীকার না করিলেও, পৃথ্বীরাজ যে উপযুক্ত আয়োজন করিতে পারেন নাই, আবুলফাজল তাঁহার আকবর নামায় তাহার উল্লেখ করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন।

Prithwiraj, says Abul Fazal, hurriedly "collected together only a small number of troops and with these he marched out to attack the Sultan. But the heroes of Hindustan had all perished in the manner described above, besides Jaichand who had been his ally was now in league with

অন্তঃপুরে নারীগণ
কহেন আনন্দে সবে,
"আবার হইবে নৃত্য, গীত ;
হ'বে হোম, বেদপাঠ,
শতাষ্ট মহিষ বলি,
রাজপুরী হবে সুসজ্জিত।"
সংযুক্তার মনে শুধু
কি যেন বিষাদচ্ছায়া,
পড়িয়াছে অতি সুগভীর ;
নিদ্রিত পতিরে হেরি
চমকি উঠেন সতী,
আঁখি মাঝে দেখা দেয় নীর।
দুঃস্বপ্ন হেরিয়া কভু
অনিদ্রায় শয্যা'পরে
রজনী করেন অবসান ;
দেবপদে অর্ঘ্য দিতে
কাঁপি যেন উঠে বুক,
কর তাঁর হয় কম্পমান।
আঁধার নিশীথে যবে
পুরবাসী নর, নারী,
শয্যা'পরে, নিদ্রা যায় সুখে,

---

his enemy." Another of his Vassals, the Haoli Rao Hamir turned traitor and joined the Sultan. Prithwiraj was defeated and taken prisoner and was killed. Ajmer Historical and Descriptive pp. 153-54.

ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেবও এই মতের সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন :—

These Rajput states formed the natural breakwaters against invaders from the North-West. But their feuds are said to have left the king of Delhi and Ajmir, then United under one Chauhan Overlord, only sixty-four out of his one hundred and eight warrior-chiefs.

The Indian Empire p. 329.

চকিতা পেচকরবে
সংযুক্তা রহেন জাগি,
বাম হস্ত চাপি নিজ বুকে।
কভু অমানিশাকালে,
সিক্ত বস্ত্রে, একাকিনী,
মুক্ত করি কবরীবন্ধন,
লয়ে সচন্দন জবা,
বসি তারাপীঠতলে,
পতিপ্রাণা করেন অর্পণ।
প্রণমি দেবীর পদে
করজোড়ে ক'ন সতী,
আঁখি দুটী ঝরে অবিরল;
"লহ মা! জীবন মম,
দাসীরে প্রসন্না হও,
প্রাণেশের কর, মা! মঙ্গল।"
অন্তরে আনন্দশূন্যা,
কিন্তু পুরনারী সবে
হেরে তাঁরে প্রফুল্লবদনা,
নিযুক্তা আপন কার্য্যে,
পরিজনসেবারতা,
রঙ্গরসে, কৌতুকে মগনা।
বিরলে পতির সনে
তুর্কের সমর-প্রথা
সংযুক্তা করেন আলাপন;
উদ্বেগ, আশঙ্কা চাপি,
গুছায়ে রাখেন অস্ত্র,
শূল, বাণ, অসি, শরাসন।

জ্যোতিষী গণিলা দিন,
একসাথে দুইজনে
পূজা দিতে যান দেবালয়ে ;
সহসা হুঁছট লাগি
ভূতলে পড়েন সতী,
পূজাদ্রব্য পড়ে ভ্রষ্ট হয়ে।
পতিরে চিন্তিত হেরি
সংযুক্তা বুঝায়ে ক'ন,
"উদ্বেগের না হেরি কারণ ;
শুনিয়াছি শুভদিন
প্রহর অবধি আছে,
এখন(ই) করিব আয়োজন।"
পূজাশেষে পতিপ্রাণা,
অন্তঃপুর মাঝে গিয়া
পতিরে সাজান সযতনে ;
কিন্তু, অন্যমনা হয়ে,
দক্ষিণে বাঁধেন অসি,
বামে না বাঁধিয়া সারসনে।
বর্ম্ম বাঁধিবার কালে
অঙ্গুলি কাঁপিয়া উঠে,
গ্রন্থিগুলি হয় শিথিলিত ;
কণ্ঠে পরাইতে মালা
সূত্র তার যায় ছিঁড়ি,
খসি ফুল হয় ভূপতিত।
তথাপি ধৈরয ধরি,
পতিরে সাজায়ে সতী,
প্রাণভরি করেন দর্শন ;

সে প্রসন্ন বীরমূর্ত্তি
নিরখি সতীর নেত্রে
আনন্দের ঝরে প্রস্রবণ।
প্রসারিয়া বাহু দুটী
পতিরে জড়ায়ে ধরি
সংযুক্তা কহেন, "প্রাণেশ্বর!
এস যুদ্ধে জয়ী হয়ে,
করুন্ তোমারে রক্ষা
চক্রপাণি দেব গদাধর।
সংযুক্তার ভাগ্যদোষে
ঘটে যদি অমঙ্গল,
হেথা আর দেখা নাহি হয়,
অই সূর্য্যলোকে গিয়া
মিলিব আবার দোঁহে,
বিচ্ছেদ যেখানে নাহি রয়।"*
সাশ্রুনেত্রে বীরবর
প্রিয়ারে হৃদয়ে ধরি
প্রেমভরে করেন চুম্বন;
যাত্রার দামামাধ্বনি
বাজি উঠে হেন কালে,
শুনি, দ্বারে করেন গমন।

---

* এই শেষ বিদায় সম্বন্ধে টড্ পৃথ্বীরাজরাসো অবলম্বনে এইরূপ লিখিয়াছেন:—

The sound of the drum reached the ear of the Chouhan: it was a death-knell on that of Sanjukta: and as he left her to head Delhi's heroes, she vowed that henceforward water only should sustain her. "I shall see him again in the region of Surya, but never more in Yoginipur" (Delhi).

Tod vol. I pp. 658-59.

গজে আরোহণ করি,
গোবিন্দ, সমর্ষি সহ,
প্রস্থান করেন তরায়ণে ;
সরস্বতী দুই পারে
হেরেন উভয় দল
নিয়োজিত ব্যূহ সংগঠনে।

সায়াহ্নে শিবির মাঝে
বসেছেন পৃথ্বীরাজ,
সমর্ষি গোবিন্দ দুই ধারে ;
সামন্ত নৃপতি যত
উপবিষ্ট চারি দিকে,
রক্ষিগণ দাঁড়াইয়া দ্বারে।
কিরূপে হইবে যুদ্ধ,
কোথা র'বে কোন্ দল,
আলোচনা হয় পরস্পর ;
হেন কালে রক্ষী এক
সম্ভ্রমে কহিলা ভূপে,
"দ্বারে যবনের অনুচর।
পত্রের উত্তর এই
পাঠায়েছে তুর্করাজ"
এত বলি পত্র দিল করে ;
সমর্ষি সে পত্র লয়ে,
পাঠ করি মনে মনে,
শুনাইলা পরে নৃপবরে।
লিখেছে তুরুক পতি ;
"আমি সেনাপতি মাত্র,
প্রভু মোর জ্যেষ্ঠ সহোদর,

তাহার(ই) আদেশ বহি,
রাজসেনাগণে লয়ে,
আসিয়াছি ভারত ভিতর।
যাহে তাঁর হয় হিত
তাহাই কর্ত্তব্য মম,
তাই আমি করিব সাধন ;
অনুমতি বিনা তাঁর,
ত্যজি এই অভিযান,
না পারি ফিরিতে কদাচন।
লভিব সন্তোষ আমি,
যদি উভয়ের মাঝে
কিছু দিন যুদ্ধ ক্ষান্ত রয় ;
জানাইয়া নিজ ভূপে
ফিরিয়া যাইব চলি,
অনুমতি যদি তাঁর হয়”। *

* মহম্মদঘোরীর পত্র এই :—

I have marched into India at the command of my brother, whose general only I am. Both honour and duty bind me to exert myself to the utmost in his service. I cannot retreat, therefore, without orders. But I shall be glad to obtain a truce till he is informed of the situation of affairs and till I have received his answer.

Brigg's Ferista p. 176.

এই পত্র ও তাহা প্রেরণের পর অতর্কিত আক্রমণ সম্বন্ধে তাজুল মহসির প্রণেতা হাসন নিজামী এইরূপ লিখিয়াছেন :—

The Sultan in order to deceive him (Rai Pithora) and throw him off his guard replied : It is by command of my brother, my Sovereign, that I come here and endure trouble and pain ; give me a sufficient time that I may despatch an intelligent person to my brother to represent to him an account of thy power and that I may obtain his permission to conclude a peace with thee.** The leaders of the infidel forces, from this reply, accounted the army of Islam as of little consequence and

সমাপ্ত হইল পাঠ ;
সমর্ষি কহিলা ভূপে
"বিবেচনা করি দেখ, ভাই !
নহে এ সরল লিপি,
অভিসন্ধি আছে কিছু,
তুর্কেরে বিশ্বাস মোর নাই।"
গোবিন্দ কহেন শুনি,
"কি করিতে পারে তুর্ক ?
পূর্ব্ব যুদ্ধে বুঝিয়াছি বল ;
চাহে সন্ধি কয় দিন,
কি ক্ষতি মোদের তাহে ?
বিশ্রাম করুক সেনাদল।
মোদের সগর্ব্ব লিপি
হয় নাই বৃথা, হের,
তুর্কদল পাইয়াছে ভয় ;
অসম্পূর্ণ আয়োজন
লইব সম্পূর্ণ করি,
পক্ষমাত্র পাইলে সময়।

without any care or concern, fell into the slumber of remissness. That same night the Sultan made his preparations for battle, and, after the dawn of the morning when the Rajputs had left their camp for the purpose of obeying the calls of nature and for the purpose of performing their ablusions, he entered the plain with his ranks marshalled. Although the unbelievers were amazed and confounded, still, in the best manner, they stood to fight and sustained a complete overthrow. Khandirao (the Gobinda Rae of our author) and a great number besides of the Raes of Hind were killed and Pithora Rae was taken prisoner within the limits of Sursuti, and put to death.

- The Tabakat-i Nasiri Foot note p. 466.

কুলাঙ্গার জয়চন্দ্র
পাঠায়েছে নিজ সেনা,
জম্মুরাজ এসেছে সদলে ;
আমাদের বন্ধু যারা
এখনও অনাগত,
অচিরাৎ আসিবে সকলে।
সুদূর তুর্কের রাজ্য,
খাদ্য, অস্ত্র, নব সৈন্য
পাইবে না আর তুর্কপতি ;
স্বদেশ, স্বজাতি মাঝে,
আমাদের বলবৃদ্ধি
হবে ; আমি নাহি দেখি ক্ষতি।"
সেনাধ্যক্ষ একজন,
উভয়ের কথা শুনি,
হেনকালে করে নিবেদন।
"যে দিন হইতে মোরা
আসিয়াছি তরায়ণে,
সঙ্গে ফিরে নারী এক জন।
বিকটা, বিকৃতবেশা,
নৃমুণ্ডে কন্দুক খেলে,
অস্থিমাল্য পরিহিত গলে :
ডাকিয়া সৈনিকগণে,
তর্জ্জন গর্জ্জন করি,
নানা অমঙ্গল কথা বলে।
কহে ; "তোরা কেন এলি ?
জানিস্ না শনি বাম ?
যাবে রাজ্য, মরিবে চৌহান" ;

কেহ যদি কহে কিছু,
ধায় চিতাকাষ্ঠ লয়ে,
শক্তি তার হস্তিনী সমান।
শুনি, সে পিশাচমন্ত্রে
করিয়াছে সিদ্ধিলাভ,
সুনিপুণা শবসাধনায় ;
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে
অব্যাহত গতি তার,
ভূত, ভাবী দেখিবারে পায়।
অমঙ্গল বাক্যে তার
সন্ত্রস্ত সৈনিক বহু,
মহারাজ! চায় অনুমতি ;
নিজ নিজ দলে সবে
পূজিবে দক্ষিণাকালী,
প্রীত যাহে শনি গ্রহপতি।" *
শুনি ক'ন পৃথ্বীরাজ ;
"আপত্তি না হেরি আমি,
সন্ধি মাগিয়াছে তুর্করাজ ;
থাকে দুষ্ট অভিসন্ধি,
যা' হয় করিবে পরে ;
নিঃসন্দেহ, করিবে না আজ।

* শনিগ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দক্ষিণাকালী। অতএব কালী পূজা করিলে শুভ হয়। বিশ্বকোষ ২০ ভাগ ১৮৩ পৃষ্ঠা।

সম্ভবতঃ এইরূপ পূজানুষ্ঠানকেই মুসলমান ঐতিহাসিক "the enemy spent the night in riot and revelry" (Brigg's Ferista Vol. I. P. 176.) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অই দূরে তুরুকের
শিবিরে জ্বলিছে আলো, *
স্তব্ধ, স্থির আছে সর্ব্বজন ;
আক্রমণে অভিপ্রায়
থাকিত যদ্যপি মনে
ঘুরিত, ফিরিত সেনাগণ।”
দূতে ডাকাইয়া ভূপ
কহিলেন ; “বল গিয়া
যত দিন না আসে উত্তর,
থাকুন নিশ্চিন্ত তিনি,
করিব না আক্রমণ”
শুনি, চলি গেল তুর্কচর।
সমর্ষি কহেন ; “সবে
তথাপি সতর্ক থাক,
গ্রামমাঝে ব্যাঘ্র যদি রয়,
মুক্ত করি গৃহদ্বার
নিদ্রা য়াওয়া গৃহস্থের
কখনও উপযুক্ত নয়।”
সৈন্যাধ্যক্ষ নতশিরে
“পালিব আদেশ” বলি
করিলেন বিদায় গ্রহণ ;

* আলোক প্রজ্বলিত রাখিয়া হিন্দু সেনাদিগকে বিভ্রান্ত করা সম্বন্ধে কোন মুসলমান ঐতিহাসিক এইরূপ লিখিয়াছেন।

At night he (Mahammad Ghory) directed a party of soldiers to remain in the camp and keep fires burning all the night so that the enemy might suppose it to be their camping ground. The Sultan then marched off in another direction with the main body of his army. The infidels saw the fires and felt assured of their adversaries being there encamped. The Sultan marched all night and got in the rear of kola. At dawn he made his onslaught upon the camp-followers and killed many men.

Jampu L. Hikayat Elliot's History of India vol II p. 200.

বিশ্রামার্থ যান ভূপ ;
সেনাগণ মহোল্লাসে
পূজাহেতু ক'রে আয়োজন।
প্রান্তরের একদিকে
বিরাজিছে ভূপতির
সুবিশাল, দৃঢ় স্কন্ধাবার ;
সহস্র চৌহান বীর
ভ্রমে তথা দিবানিশি,
কোষমুক্ত করি তরবার।
ভূপের বিরাম-কক্ষ
শোভে তার মধ্যস্থলে,
মেঘনীল বসনে রচিত ;
রজত প্রদীপালোকে
এবে তাহা সমুজ্জ্বল,
রাজশয্যা মধ্যে প্রসারিত।
একাকী প্রবেশি তাহে,
উষ্ণীষ খুলিয়া, বীর
বসিলেন খট্টার উপরে ;
উপাধানে অঙ্গ ঢালি
রহিলেন আঁখি মুদি,
ক্ষণকাল বিশ্রামের তরে।
সংযুক্তার কর হ'তে
যে দিন পূজার অর্ঘ্য
পড়েছিল খসি ভূমি'পরে,
সে দিন হইতে যেন
কি এক অশুভচ্ছায়া
ভূপতির পড়েছে অন্তরে।

কিন্তু তাঁরে ধৈর্য্যহীন
হেরিলে অপর সবে
পাছে হয় চিন্তায় কাতর,
তাই, বাক্যে, কার্য্যে, মনে,
যথাশক্তি ধৈর্য্য ধরি
রহিতেন সদা বীরবর।
আজ, তরায়ণে আসি,
নিরুদ্ধ সে চিন্তাস্রোত
সহসা হয়েছে উচ্ছ্বসিত ;
ভাবিছেন বীরবর,
হিন্দুর গৌরবরবি
সত্য কি হইবে অস্তমিত ?
তাড়ায়ে যবনগণে
একদিন চন্দ্রগুপ্ত *
রক্ষিলেন যে দেশের মান ;
দুর্দ্দান্ত মিহিরকুলে
যশোধর্ম্ম মহারাজ †
যে দেশে করিলা শাস্তিদান।
স্বর্গাদপি গরীয়সী
সেই পূজ্যা জননীরে
করিব কি অর্পণ যবনে ?

---

* When the shock of battle came, the hosts of Chandragupta were too strong for the invader, and Seleukos was obliged to retire and conclude a humiliating peace. Not only was he compelled to abandon all thought of conquest in India, but he was constrained to surrender a large part of Ariana to the West of the Indus.

V. Smith's The Early History of India p. 119.

† পূর্ব্ববর্ত্তী পাদটীকা দেখুন।

ধিক্ তোমা জম্মুপতি!
শত ধিক জয়চন্দ্র!
পরিণাম গণিলে না মনে!
খেদাইয়া ম্লেচ্ছদলে
আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যভূমি
করেছিলা বিশাল ভূপতি; *
জন্মি তাঁর মহাকুলে
রক্ষিতে আর্য্যের মান
বিধাতঃ! কি হবেনা শকতি?
একে ত অশান্ত চিত্ত,
তাহে সৈন্য-কলরবে
নাহি হয় নিদ্রার সঞ্চার:
নৃপতি প্রান্তর পানে
র'ন চাহি অনিমেষে,
মুক্ত করি শিবিরের দ্বার।
সহস্র সহস্র বর্ত্তি
জ্বলিতেছে চারিদিকে,
ইতস্ততঃ ধায় সেনাগণ;
কোথা শিলাস্তূপ সম
দাঁড়াইয়া গজযূথ
করিতেছে কর্ণ সঞ্চালন।

* দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ শিবালিক স্তম্ভে (ফিরোজ সাকী লাটে) পৃথ্বীরাজের পিতামহ (কাহারও মতে জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য) বিগ্রহরাজ বা বিশাল দেবের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, তিনি ম্লেচ্ছদিগকে বিদূরিত করিয়া আয্যাবর্ত্তকে পুনর্ব্বার প্রকৃতই আয্যভূমি করিয়াছিলেন:—

আয্যাবর্ত্তং যথার্থং পুনরপি কৃতবান্ ম্লেচ্ছবিচ্ছেদনাভি।
র্দ্দেবঃ শাকম্ভরীন্দ্রো জগতি বিজয়তে বীসল ক্ষৌণিপালঃ।

The Indian Antiquary vol xix p. 219.

প্রান্তরের নানা স্থানে
সম্মিলিত সেনাগণ,
ব্যস্ত সবে পূজা আয়োজনে ;
কেহ কাটে হোমকুণ্ড,
নৈবেদ্য সাজায় কেহ,
কেহ জবা মাখায় চন্দনে।
ঘট সংস্থাপন করি,
দক্ষিণ কালিকা-মূর্ত্তি
সিন্দূরে অঙ্কিত করি তায়,
করে ছাগ বলিদান,
কেহ করে মন্ত্র পাঠ,
নাচে কেহ, কোন জন গায়।
উদ্দেশে প্রণাম করি,
নৃপতি দেবীরে ক'ন ;
"হে জননি ! বল, একবার,
ছাগশিশু বলি লয়ে
তৃপ্ত কি রহিবে তুমি ?
করিবে এ সঙ্কটে উদ্ধার ?
অথবা অগস্ত্য যাহা
কহিলেন গুরুদেবে,
চাহ তুমি সেই বলিদান ?
এসেছি প্রস্তুত হয়ে,
লহ, মা দক্ষিণাকালি !
দেশহিতে আমার এ প্রাণ।
পাপাচারে, কদাচারে
বুঝিতেছি বিধিরোষ
জ্বলিতেছে দাবানল প্রায় ;

নিবিবে না, যত দিন
শাস্তিলাভে হিন্দু জাতি
পাপমুক্ত নাহি হয়, হায় !
তা' না হলে আর্য্যসুত,
ঈর্ষাবশে অন্ধ হয়ে,
বিজিত, বিধ্বস্ত শত্রুজনে,
করি নিজ সেনা দান,
কেন ডাকিবেন পুনঃ
স্বজাতি, স্বধর্ম্ম বিধ্বংসনে।
কে যেন অস্ফুট ভাষে
কহিছে শ্রবণে মোর,
নাহি এবে আর্য্যের কল্যাণ :
দারুণ দাসত্ব-পাশ
সুদীর্ঘ রহিবে গলে,
চূর্ণ হবে দর্প, অভিমান।
প্রলয়-প্লাবন যবে
গ্রাস করে বসুধায়,
কার শক্তি করে নিবারণ ?
একা আমি কি করিব ?
জানিছ, মা, জন্মভূমি !
মাতৃদ্রোহী তব পুত্রগণ।
তথাপি রক্ষিতে তোমা
করিব শোণিত দান,
যতক্ষণ থাকিবে জীবন ;
মাতৃ-ক্রোড়ে শিশুসম
জননি ! তোমার অঙ্কে
চিরতরে করিব শয়ন।"

এইরূপে সারানিশা
অনিদ্রায় নরপতি
নানা চিন্তা করেন অন্তরে ;
না জানে অপর কেহ,
নিদ্রাগত কোন জন,
ব্যস্ত কেহ পূজা, পাঠ তরে।
নিশা ক্রমে হয় শেষ,
জাগরণে ক্লান্ত সৈন্য
স্নান হেতু যায় নদীকূলে ;
কেহ শৌচ অভিলাষে,
সুদূর প্রান্তরে ধায়,
অস্ত্র, বস্ত্র রাখি তরুমূলে।
হেন কালে ভীম রবে
বাজিল তুর্কের ভেরী,
শ্রুত হয় অশ্বপদ-ধ্বনি ;
অস্ত্রের ঝঞ্চনা উঠে,
তুলি ঘন ঘণ্টারব
ধায় গজ কাঁপায়ে অবনী।
"আসিছে তুরুক্" রব
পশিল নৃপের কর্ণে ;
মুহূর্ত্তে সাজিয়া বীরবর,
"গোবিন্দে সংবাদ দাও"
আজ্ঞা দিয়া প্রহরীরে,
গজপৃষ্ঠে হন অগ্রসর।
জলদ-গম্ভীর স্বরে
তুরী লয়ে সেনা দলে
সঙ্কেতে কহেন বাজাইয়া,

"দাঁড়াও বাহিনী বাঁধি,
ধর আকর্ষিয়া ধনু,
যুঝ সবে নিশ্চিন্ত হইয়া।
গজদল অগ্রে করি
দাঁড়াও প্রাচীর সম
রোধ করি তুর্ক অশ্বগণে,
এখনি অপর সবে
দাঁড়াবে সাজিয়া আসি,
দণ্ড মাত্র যুঝ প্রাণপণে।"
ঘন বাজে রণশঙ্খ,
ঘন উঠে সিংহনাদ,
চারি দিকে মহা কোলাহল,
দূর হ'তে শুনি শব্দ
ছুটি নিজ নিজ স্থানে
দাঁড়ায় আসিয়া যোদ্ধৃ দল।
ঘিরিয়া তুরুকগণে
শূল, বাণ, অসি ঘাতে
আরম্ভ করিল মহামার;
সঙ্কট বুঝিয়া মনে
ঘোরী কহিলেন ডাকি,
"পূর্ব্বাদেশ পালহ আমার *

* এই যুদ্ধ সম্বন্ধে মুসলমান ঐতিহাসিক এইরূপ লিখিয়াছেন :—

If hard pressed they had orders to give ground, gradually, as the enemy advanced with their elephants. In this manner he fought, retreating in good order, till sunset, when thinking he had sufficiently worn out the enemy and deluded them with a hope of victory he put himself at the head of 12000 of 'his best horse whose riders were covered with

সতর্ক হইয়া সবে
পশ্চাতে সরিয়া যাও,
যদি পিছে ধায় হিন্দুগণ,
আবার পশ্চাতে যাবে,
কার্ম্মুকে যুড়িয়া বাণ
দূর হ'তে করিবে ক্ষেপণ।"
সেনাগণ আজ্ঞামত
পশ্চাতে সরিয়া যায়
হিন্দু পিছে হয় অগ্রসর;
আলেয়ার আলো সম
তুরুক্ পলায় ছুটি,
যেন ক্রীড়া, নহে এ সমর।
ক্বচিৎ কোথাও কভু
না পারি এড়াতে তুর্ক
যদি আসি সম্মুখেতে পড়ে,
হিন্দু গজারোহী গিয়া
করে ক্ষণে ভূমিসাৎ,
কদলী যেমন মহা ঝড়ে।
কিন্তু শ্রেষ্ঠ তুর্ক বীর
দেখা কার(ও) নাহি সেথা,
যেন তারা নাহি রণস্থলে;
"পশ্চাৎ পশ্চাৎ" শুধু
সঙ্কেত-ভেরীর রব
উঠে ঘন তুরুকের দলে।

---

steel armour and making one desperate charge carried death and destruction throughout the Hindoo ranks.

Briggs Ferista P. 177.

এরূপে মধ্যাহ্নগত,
বার বার সেই খেলা,
পৃথ্বীরাজ মানেন বিস্ময় ;
গোবিন্দ কহেন "দাদা !
একি এ অদ্ভুত যুদ্ধ !
দেখ, বেলা ক্রমে শেষ হয়।
নহে এ বীরের রীতি,
জম্বুক-চাতুর্য্য মাত্র,
ক্ষত্র নাহি চাহে হেন রণ ;
বৃথাশ্রমে ক্লান্ত সাদী,
ঘর্ম্মসিক্ত পদাতিক,
তৃষ্ণার্ত্ত, অস্থির করিগণ।
পশ্চাতে যদ্যপি ধাই
ভীত মৃগযূথ সম
তুর্কগণ ধায় উল্লম্ফনে ;
রক্তহীন অসি, শূল,
সমর করেছি জয়
লোকমাঝে কহিব কেমনে ?
না যুঝিবে তুর্ক যদি
কেন এসেছিল রণে ?
কিন্তু, দাদা ! ওকি মেঘাকার !
পশ্চিমে উড়িছে ধূলি,
সর্ব্বনাশ ! সর্ব্বনাশ !
রক্ষা নাহি হেরি এইবার।
দোঁহার অভিজ্ঞ নেত্র
বুঝিল মুহূর্ত্ত মাঝে,
আসিতেছে অশ্বারোহিদল ;

অশ্বের কি স্ফূর্ত্তি! তেজ!
কি গতি! কি গ্রীবাভঙ্গী!
স্বেদহীন, অশ্রান্ত, সবল।
আবৃত আয়স বর্ম্মে
সৈনিক বসিয়া পৃষ্ঠে,
মহাশূল করিয়া প্রণত;
দ্বাদশ সহস্র হেন
ছুটিয়াছে দলে দলে,
ক্ষিপ্ত সিন্ধু-তরঙ্গের মত!
কার শক্তি করে রোধ?
শ্রান্ত, ক্লান্ত হিন্দুসৈন্য
ভাসিল সে প্রচণ্ড প্লাবনে;
সম্মুখে আছিল যারা
না পারি সহিতে বেগ
অদৃশ্য হইল তারা ক্ষণে। *

প্রবল ঝটিকামুখে
শুষ্ক পত্ররাশি যথা
উড়ি যায় দিক্‌দিগন্তরে;
তেমতি পদাতিদল,
শ্রেণীভগ্ন, চূর্ণ হয়ে,
ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে।

* এই আক্রমণ সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিকয়টী উল্লেখযোগ্য। অর্দ্ধশিক্ষিতপদাতিদিগের পক্ষে সুশিক্ষিত অশ্বারোহিগণের :বেগ নিবারণ করা যে:অসম্ভব, ইতিহাস ভূয়োভূয়ঃ তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে :—

A vigorous charge by twelve thousand Musalman horsemen repeated the lesson given by Alexander, long ages before, and demonstrated the inability of a mob of Indian Militia to stand the onset of trained cavalry.

V. Smith's The Early History of India P 388

শ্রান্ত হিন্দু অশ্বারোহী,
যুঝি দণ্ডমাত্র কাল,
অবসন্ন পড়ে ধরাতলে ;
দূর হ'তে তুর্কপতি,
হেরি, দুই বীরবরে
আজ্ঞা দিলা ঘিরিতে স্বদলে
নিরখি কিরাতগণে
দাঁড়ায় মৃগেন্দ্র যথা
অগ্নিনেত্রে ফুলায়ে কেশর,
কার্ম্মুকে যুড়িয়া বাণ
তেমতি সে মহাহবে
দাঁড়াইলা দুই সহোদর।
"ল'ব আজ প্রতিশোধ,
অই নরসিংহ রায়
জম্মুপতি হিন্দু-কুলাঙ্গার" ;
বলি, টোয়াইয়া করী,
গোবিন্দ ধাইলা বেগে,
কোষমুক্ত করি তরবার। *
নৃপের ইঙ্গিত লভি,
শিক্ষিত বারণবর,
শুণ্ডে ধরি ভীষণ মুদ্গর,

* জম্মুরাজমালায় বর্ণিত আছে যে গোবিন্দ জম্মুপতি নরসিংহ রায়ের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন :—

It is related that Khandi Rai (Gobinda Rai) fell by the sword of Narsing Deo of Jammu.

Tabakat-i Nasiri Foot note P. 467.

তুর্ক-অশ্বারোহিগণে,
প্রহার করিয়া শিরে,
প্রেরিতে লাগিল যমঘর।
ভূপতির শরাঘাতে
বিদ্ধ, ভগ্ন অগ্রপদ
কত অশ্ব লুটিল ভূতলে;
প্রচণ্ড কৃপাণাঘাতে
মরিল কতই সাদী,
আর্ত্তনাদ উঠে তুর্কদলে।
হেরি গজরাজে বেড়ি
পঞ্চাশৎ তুর্কবীর
দাঁড়াইল ল'য়ে মহাশূল;
কেহ আঘাতিল শুণ্ডে,
উদর ভেদিল কেহ,
কেহ বিদারিল কর্ণমূল।
সহিতে না পারি ব্যথা,
বিকট চীৎকার করি,
করিবর ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়;
হেরি অসি, চর্ম্ম লয়ে,
পৃষ্ঠ হ'তে লম্ফ দিয়া,
ভূমিতলে পড়িলেন রায়।
সঘনে ঘুরায়ে চর্ম্ম,
নিবারিয়া অসি, শূল,
রণক্ষেত্রে দাঁড়াইলা বীর;
নিমেষে দক্ষিণে, বামে
হ'ল ধূলি-বিলুণ্ঠিত
কত বাহু, কত অরি-শির।

দলিত করিতে শূরে,
পৃষ্ঠে কশাঘাত করি,
চালাইল কেহ অশ্ববর ;
ত্রস্ত অসি-বিঘূর্ণনে,
উর্দ্ধে যুগ্মপদ তুলি,
তুরগ না হয় অগ্রসর।
মাতঙ্গ-বেষ্টিত সিংহ
যুঝে যথা বনভূমে,
ঝড়বেগে অরিমাঝে ধায় ;
তেমতি যুঝেন ভূপ,
মুহূর্ত্ত নহেন স্থির,
ক্ষণ কেহ দেখা নাহি পায়।
চমকে বিদ্যুৎ অসি,
কার শক্তি আসে কাছে ?
বাহু-যুগে ঐরাবত বল ;
শরে বিদারিত অঙ্গ,
তথাপি বিরাম নাই ;
শত্রু, মিত্র নেহারে নিশ্চল।
কিন্তু যবে গিরিস্রোত,
মেঘ-মন্দ্রে গরজিয়া,
মহাবেগে নিম্ন মুখে ধায়,
বিশাল পাষাণ-স্তূপ
পড়ে উৎপাটিত হয়ে,
নাহি পারে রোধিবারে তায়।
ভূতলে পড়িলা বীর,
ক্ষণমাত্রে রণভূমি
পূরিল যে তীব্র হাহাকারে,

আজ(ও) প্রতিধ্বনি তার
উঠিতেছে দেশে দেশে,
প্রতি হিন্দু-হৃদয় মাঝারে।
কি যে হ'ল পরিণাম
কি আর বর্ণিবে কবি,
চূর্ণ, ধ্বস্ত হিন্দু সেনাগণ ;
আহতের আর্ত্তনাদ,
বিজয়ীর জয়রব
ধ্বনিত করিল তরায়ণ।
লুণ্ঠনে, শোণিতপাতে
পূর্ণ হ'ল প্রতিশোধ,
তুরুকের স্বতৃপ্ত অন্তর ;
লোহিত রুধির-ধারে
হ'ল সরস্বতী-নীর,
মৃত দেহে পূরিল প্রান্তর।
সে দৃশ্য দেখিতে আর
না পারি তপন যেন
অস্তাচলে করিলা প্রয়াণ ;
আইল তিমির নিশা,
কে জানে, কখন তাহা
হ'বে কি না হ'বে অবসান।

অষ্টাদশ সর্গ। *

অৰ্দ্ধ পথে তরায়ণ দিল্লী উভয়ের
বিজন প্রান্তর এক। দূর প্রান্তে তার
শ্যাম পত্রাবৃত ঘন তরুশ্রেণী মাঝে,

---

* পৃথ্বীরাজের মৃত্যু সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমান লেখকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। হিন্দুদিগের মত তবকাৎ-ই নাশিরীর অনুবাদক রিভার্টি এইরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন:—It is stated that after Rai Pithora was made captive and taken to Ghazni one Chanda * * proceeded to Ghazni to endeavour to get information respecting his unfortunate master. By his good contrivances he managed to get entertained in Sultan Maizzuddin's service and succeeded in holding communication with Rai Pithora in his prison. They agreed together on a mode of procedure and one day Chanda succeeded by his cunning in awakening the Sultan's curiosity about Rai Pithora's skill in archery which Chanda extolled to such a degree that the Sultan could not restrain his desire to witness it and the captive Rajah was brought out and requested to show his skill. A bow and arrow were put into his hands, and, as agreed upon, instead of discharging the arrow at the mark he transfixed the Sultan and he died on the spot and Rai Pithora and Chand were cut to pieces then and there by the Sultan's attendants. Tabakat-i Nasiri P. 486.

পৃথ্বীরাজ বন্দী অবস্থায় গজনীতে নীত হইবার পর মহম্মদ ঘোরীর কোন কর্ম্মচারী প্রভুকে বলে যে, পৃথ্বীরাজের দৃষ্টি অতি উগ্র, তাহা হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। এই শুনিয়া মহম্মদ ঘোরী তাঁহার চক্ষু বিনষ্ট করিতে আদেশ দেন। পৃথ্বীরাজ অন্ধ অবস্থায় উপরি উল্লিখিত উপায়ে ঘোরীকে বধ করিয়া স্বয়ং নিহত হন। পৃথ্বীরাজ ধনুর্ব্বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন, এই ঐতিহাসিক সত্যমাত্র ইহা হইতে জানা যায়; অপর কথাগুলি অলীক কবিকল্পনা মাত্র। মহম্মদঘোরী যে গক্করদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন ইহা মুসলমান লেখকগণ এক বাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পৃথ্বীরাজের মৃত্যু সম্বন্ধে তবকাৎ-ই নাশিরী প্রণেতা মিনহাজ এইরূপ লিখিয়াছেন:—

Rai Pithora who was riding an elephant, dismounted and got upon a horse and fled from the field until in the neighborhood of the Sursooty he was taken prisoner and they despatched him to hell.

Tabakat-i Nasiri P. 468.

পৃথ্বীরাজের গজনীতে অন্ধাবস্থায়. মৃত্যু সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন;—

ক্বচিৎ কৃষকপল্লী। উষর প্রান্তর,
শস্যহীন, শষ্পহীন; মাঝে মাঝে শুধু
বিরাজে কণ্টকী গুল্ম, পলাশ, বাবুল।
না আসে রাখাল সেথা গোচারণ তরে,
না আসে কৃষক কভু। লুপ্ত বালুকায়,
শীতাগমে শুষ্ককায়া, স্রোতস্বতী এক
বহে সে প্রান্তর মাঝে। তটদেশে তার
সাধু মহাজন কেহ, হ'ল বহু দিন,
রোপণ করিয়াছিলা অশ্বত্থ পাদপ,
এবে তাহা মহাকায়; লভি স্রোত-জল
নিরন্তর সুশোভিত শ্যাম পরিচ্ছদে।
অশ্বত্থের মূলে শাখা, পল্লবে গঠিত
অতি ক্ষুদ্র, কদাকার বিরাজে কুটীর।
অসি, চর্ম্ম হস্তে দুই চৌহান সৈনিক
দাঁড়ায়ে দুয়ারে তার; শোণিত-কর্দ্দমে
কলঙ্কিত পরিচ্ছদ, শুষ্ক, ম্লান দোঁহে।
কভু এক দৃষ্টে দোঁহে দেখিতেছে দূরে;
তরুস্কন্ধে উঠি কভু করে নিরীক্ষণ;
কভু কুটীরের মাঝে চাহিয়া বিষাদে
মুছিতেছে অশ্রু-ধারা। পড়ি ভূমিতলে
শুষ্কতৃণময় শয্যা। শয্যার উপর

The story is on the face of it unhistorical because the Mahamadon Historian says that Prithwiraj was murdered in cold blood in the battle field.

Bardic Chronicle P. 25.

"He was taken prisoner and they despatched him to hell" কথাগুলিতে যে ঘটনা ব্যক্ত করে, আমি তাহাই কাব্যোচিত বর্ণে চিত্রিত করিয়াছি।

লম্বমান পৃথ্বীরাজ ; শোণিতাক্ত তনু ;
ললাট, কপোল, বাহু ক্ষত শরাঘাতে ;
বিদারিত বাম বক্ষ ; না বহে নিঃশ্বাস ;
নিমীলিত আঁখিযুগ। শিরোদেশে তাঁর
উপবিষ্ট তুঙ্গাচার্য্য ; স্থির, অবিচল ;
নাহি নেত্রে বারি ; নহে বিশুষ্ক বদন ;
কিন্তু তাঁর বক্ষ হ'তে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস
বাহিরিছে বার বার। কমণ্ডলু হ'তে
লয়ে বারি, মুহুর্মুহু, আহত বীরের
ললাটে, অধরে গুরু সিঞ্চিছেন ধীরে।
মধ্যাহ্ন বিগত। ভূপ মেলিয়া নয়ন
দেখিলেন চতুর্দ্দিক। নেত্র উভয়ের
হ'ল সম্মিলিত। গুরু মধুর বচনে
কহিলেন ; "রহ, বৎস ! স্থির ক্ষণকাল।"
হেনকালে আসি এক কৃষক-রমণী,
মৃন্তাণ্ডে লইয়া দুগ্ধ, দাঁড়াল দুয়ারে।
তুঙ্গাচার্য্য, লয়ে দুগ্ধ, অতি সাবধানে,
ভূপের অধর, ওষ্ঠ করি প্রসারিত,
অঙ্গুলির অগ্রভাগে বিন্দু বিন্দু করি
লাগিলা ঢালিতে ; কিন্তু সৃক্কণী বহিয়া
পড়িতে লাগিল দুগ্ধ ; অল্প মাত্র তার
পশিল উদরে। বীর ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,
কহিলা, অঙ্গুলি হতে খুলি অঙ্গুরীয়,
দিতে পুরস্কার সেই কৃষক-নারীরে।
কহিলা রমণী ;
"রাজা ! না চাই অঙ্গুরী ;

চরণের ধূলি শুধু দাও একটুকু,
লয়ে যাব, দিব মোর পৌত্রের মাথায়,
যেন সে বাপের মত পারে প্রাণ দিতে
রাজকার্য্যে ; এই তুমি কর আশীর্ব্বাদ।"
প্রহরী, লইয়া ধূলি, লইয়া অঙ্গুরী,
দিল রমণীরে ; নারী গেল গৃহে চলি।
কুটীরের এক দিকে আছিল সঞ্চিত
বনজ ঔষধি, লতা, পত্র, নানারূপ।
তুঙ্গাচার্য্য লয়ে তাহা, নিষ্পেষিয়া করে,
বীরের বক্ষের ক্ষতে প্রলেপ আকারে
দিলা রস। অনুভবে পারিলা বুঝিতে
যাতনার উপশম হ'তেছে কিঞ্চিৎ ;
জিজ্ঞাসিলা ; "প্রলেপ কি দিব পুনর্ব্বার" ?
উত্তরিলা বীর ;
"দেব ! বৃথা এ প্রয়াস।
আকৈশোর সহিয়াছি শত অস্ত্রাঘাত ;
জানি, কোথা আঘাতের কিবা পরিণাম ;
হৃদয়ে পশেছে বাণ, ছিঁড়িয়াছে শিরা।
অস্ত্রাঘাতে আর্ত্তনাদ অযোগ্য অস্ত্রীর,
তাই এ দারুণ ব্যথা রহেছি সহিয়া ;
কিন্তু, দেব ! শরীরের প্রতি গ্রন্থি যেন
হতেছে চর্ব্বিত, দেহে জ্বলিছে অনল।
বাঁচিব না বহুক্ষণ, চাহি জিজ্ঞাসিতে
দু' একটী কথা, যদি হয় অনুমতি।"
বীরের বিশুষ্ক ওষ্ঠে কমণ্ডলু হ'তে
সিঞ্চি বারি, ছাড়ি শ্বাস, কহিলেন গুরু।

"বল, বৎস! কিবা তব ইচ্ছা জানিবারে।"
কহিলা ভূপতি;
"দেব! গোবিন্দ কোথায়?
কোথায় সমর্ষি?" গুরু অঙ্গুলি-সঙ্কেতে
দেখায়ে কহিলা;
"বৎস! অই পুণ্যলোকে।"
নেত্রে, বক্ষে তপ্ত অশ্রু, শোণিতের ধারা
প্রবাহিল যুগপৎ। কহিলা ভূপতি;
"পেয়েছে কি এ সংবাদ সংযুক্তা আমার?"
কহিলেন গুরু;
বৎস! না পারি বলিতে;
কিন্তু জনশ্রুতি ধায় বায়ু হ'তে বেগে;
সম্ভব পশেছে বার্ত্তা রাজধানী মাঝে।
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলা ভূপতি;
"বুঝিতেছি, দেব! মোর অন্তিম সময়
উপস্থিত; একবার দিন পদধূলি
শিরে, বক্ষে; শেষ কথা নিবেদি চরণে।
তুঙ্গাচার্য্য লয়ে ধূলি দিলেন মস্তকে
ধীরে বুলাইয়া হাত; কহিলেন ভূপ;—
"দেখা যবে হ'বে, দেব! সংযুক্তার সনে
কহিবেন, "সতীবাক্য না হ'বে নিষ্ফল,
মিলিব আবার দোঁহে সূর্য্যলোকে গিয়া,
জ্যোতিকণারূপে সেই পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়ে।
যেন সে চিতায় মোর পশে একাকিনী;
জ্ঞানকৃত পাপ আর না পড়ে স্মরণে

বহুপত্নীকতা বিনা ; করিয়াছি ভ্রম
ইহলোকে, পরলোকে করিব না আর।" *
রহি স্তব্ধ ক্ষণকাল, ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস,
পুনঃ আরম্ভিলা বীর, অতি ধীরে ধীরে :—
"প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ বহু দিন, দেব!
রেখেছিল অন্ধ করি ; বীরত্বাভিমান,
রূপতৃষা রাজধর্ম্মে দিয়াছিল বাধা।
সংযুক্তারে যোগ্যা পত্নী লভি, অবশেষে,
ভেবেছিনু, দোঁহে মিলি, প্রজার কল্যাণে
সমর্পিব দেহ, মন , না পূরিল আশা ;
অসমাপ্ত রাখি কর্ম্ম ত্যজিনু পৃথিবী।
সাক্ষী অন্তর্য্যামী কিন্তু, পরিণাম এই
নহে রণ-কণ্ডূয়ণে, পররাজ্য-লোভে।
স্বদেশ, স্বধর্ম্ম তরে ত্যজিতেছি প্রাণ,
রাখি পূর্ণ ভক্তি, প্রেম উভয়ের প্রতি।
যদি নররূপে পুনঃ জন্মি ভূমণ্ডলে,
এই আশীর্ব্বাদ, দেব! করুন আমারে,
প্রজার মঙ্গল-ব্রতে সংযুক্তারে লয়ে,
জন্মি যেন ভারতের রাজা, রাণী রূপে ;
পাই যেন গুরুরূপে পুনঃ আপনারে।
হেরি এ যুদ্ধের ফল আর্য্যসুত যেন
ত্যজে জাতি-জ্ঞাতিদ্বেষ ;—কি দারুণ তৃষা,—

---

* স্বামীর সহিত চিতারূঢ়া পত্নী পরলোকে স্বামিসঙ্গ লাভ করেন, এই বিশ্বাসে মৃতের একাধিক পত্নী স্বামীর চিতায় আরোহণ করিতেন। রাজপুতদিগের মধ্যে এই প্রথা অতি প্রবল ছিল। উত্তরকালে চিতোরাধিপতি মহারাণা সংগ্রাম সিংহের ২৫টী, মারওয়ারের রাজা অজিতসিংহের ৫২টী এবং অম্বরাধীশ্বর মানসিংহের (পনর শত পত্নীর মধ্যে) ৬০টী স্ব স্ব স্বামীর চিতায় আরোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

পারি না কহিতে আর।" কমণ্ডলু-জল
আবার সিঞ্চিলা গুরু অধরে, ললাটে।
ছাড়ি শ্বাস, ঊর্দ্ধনেত্রে, কৃতাঞ্জলি হ'য়ে,
ধীরে কহিলেন বীর: "অন্তকালে আজ
চাহি, দেব! হ'ক এই বিশ্বের কল্যাণ;
নাহি শত্রু, মিত্র, এবে; ঘুচে গেছে ভেদ;
স্থাবর, জঙ্গম আজ লুপ্ত প্রেমময়ে।"

নীরব হইলা ভূপ! হেরিলেন গুরু
নিমীলিত হ'ল আঁখি, মৃদু হ'ল শ্বাস।
কহিলেন; "এইরূপ রহ, বৎস! স্থির।
এখন(ও) প্রহরাধিক রহিয়াছে বেলা,
দেখি আমি অন্বেষিয়া, পাই যদি খুঁজি,
গাঙ্গেরুকী-মূল, * ক্লেশ হবে উপশম;
পারিব লইতে তোমা রাজধানী মাঝে।"

বাহির হইলা গুরু; তন্ন তন্ন করি
অন্বেষিলা চারিদিক্। প্রবেশিয়া গ্রামে
কৃষকে, গৃহস্থে, বৈদ্যে সুধাইলা কত।
বহু শ্রমে, অবশেষে, ঈপ্সিত ঔষধ
লভি, ছুটিলেন, হর্ষে, প্রান্তরাভিমুখে।

অকস্মাৎ কর্ণে তাঁর করিল প্রবেশ
তুরুকের জয়রব। অশ্বারোহিদল,
দেখিলেন, মহাবেগে ছুটিতেছে দূরে;
অন্যদিকে হেরিলেন, স্কন্ধে তুলি শব,

* খড়্গাদিচ্ছিন্নগাত্রস্য তৎকালপূরিত ব্রণঃ
গাঙ্গেরুকী-মূলরসৈস্তারতে গতবেদনঃ। বনৌষধিদর্পণম

"গাঙ্গেরুকী নাগবলা" বাঙ্গালা নাম গোরক্ষচাকুলী।

ভীমকায়া, রুদ্রমূর্ত্তি কাপালিকা এক
ছুটিয়াছে ঝড়বেগে। চিন্তান্বিত গুরু,
ফিরিলেন দ্রুতপদে অশ্বত্থের মূলে।
কিন্তু কোথা পৃথ্বীরাজ ? চূর্ণিত কুটীর,
তৃণ, পত্র চারিদিকে রহেছে ছড়ায়ে ;
রক্ষক প্রহরিদ্বয়, ছিন্নশির হয়ে,
রহিয়াছে ভূপতিত। স্পন্দহীন গুরু,
ললাটে রাখিয়া কর লাগিলা কহিতে,
"এই কি করিলে, দেব ! এই হ'ল শেষে !
ডুবিল হিন্দুর নাম এত দিন পরে !
পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হ'ল কি বিধান ?"
ইতস্ততঃ অন্বেষণ আরম্ভিলা গুরু,
সহসা পড়িল দৃষ্টি দিল্লীগামী পথে ;
হেরিলেন ঘনীভূত রক্ত বিন্দু বিন্দু
আছে পড়ি বহুদূর। চিন্তি ক্ষণকাল,
করি পরিমাণ বেলা লক্ষি দিবাকরে,
ছুটিলেন গুরু সেই চিহ্ন অনুসরি। *
ত্যজি সে বিজন দেশ, এস, হে পাঠক !
যাই চলি দিল্লীমাঝে, রাজ-অন্তঃপুরে ;
দেখি গিয়া কি করিছে সংযুক্তা মোদের।
তৃতীয় প্রহর নিশা হয়েছে অতীত
সংজ্ঞাহীন, স্তব্ধ দিল্লী। এসেছে সংবাদ,

* Man can walk (record) one mile in 6 minutes 29 1/5 seconds. Man can run (record) one mile in 4 minutes 15 3/5 seconds. The Calcutta University Magazine Science notes—Nov, 1915.

এই গণনা অনুসারে দিল্লী ও তরায়ণের অর্দ্ধপথ, ন্যুনাধিক ৪২ মাইল, কাব্যোক্ত সময়ের মধ্যে অতিক্রম করা সম্পূর্ণ সম্ভাব্য।

তরায়ণে তুরুকের হইয়াছে জয় ;
কিন্তু কেহ নাহি জানে কোথা পৃথ্বীরাজ,
সমর্ষি, গোবিন্দ কোথা। তুরুকের সেনা
পাছে আসি রাজধানী করে আক্রমণ
তাই দিল্লীবাসী যত সতর্ক, শঙ্কিত।
অবরুদ্ধ পুরদ্বার ; গৃহস্থ, বণিক,
নিজ নিজ কক্ষে সবে লাগায়ে অর্গল,
রহেছে নীরব, স্থির। নিদ্রামগ্ন কেহ,
অনিদ্র যে, সেও আছে নিদ্রা-জড়-প্রায়।
গভীর নৈরাশ্য, শোক অমানিশা হ'তে
গাঢ়তর অন্ধকারে ঢাকিয়াছে পুরী।
ত্রস্ত পুরবাসী, যেন, শুনিছে শ্রবণে
কর্কশ যবন-ভেরী, অশ্ব-খুরধ্বনি।
ভাবিতেছে প্রতিজন, দ্বারদেশে আসি,
বিকট রাক্ষস এক রহেছে দাঁড়ায়ে,
বদন ব্যাদান করি। শক্তি নাহি কার(ও),
উচ্চে কহে কথা, শ্বাস নিক্ষেপে সবলে।
রাজপথ জনশূন্য ; নগর-রক্ষক
অস্ত্র লয়ে, দ্বারে দ্বারে রহেছে জাগিয়া,
আলোক নির্ব্বাণ করি ; নিস্তব্ধ নগরী ;
ঘাট, বাট, দেবালয় জনহীন সব।

অগ্রসরি, ধীরে ধীরে, এস, হে পাঠক !
পশি দোঁহে, ক্রমে, রায়পিথোরার মাঝে ;
গৌরবমণ্ডিতাপুরী, নিত্যোৎসবময়ী,
পৃথ্বীরাজ, সংযুক্তার শুভ অধিষ্ঠানে ;
ইন্দ্রশচী-অধিষ্ঠানে অমরার সম।
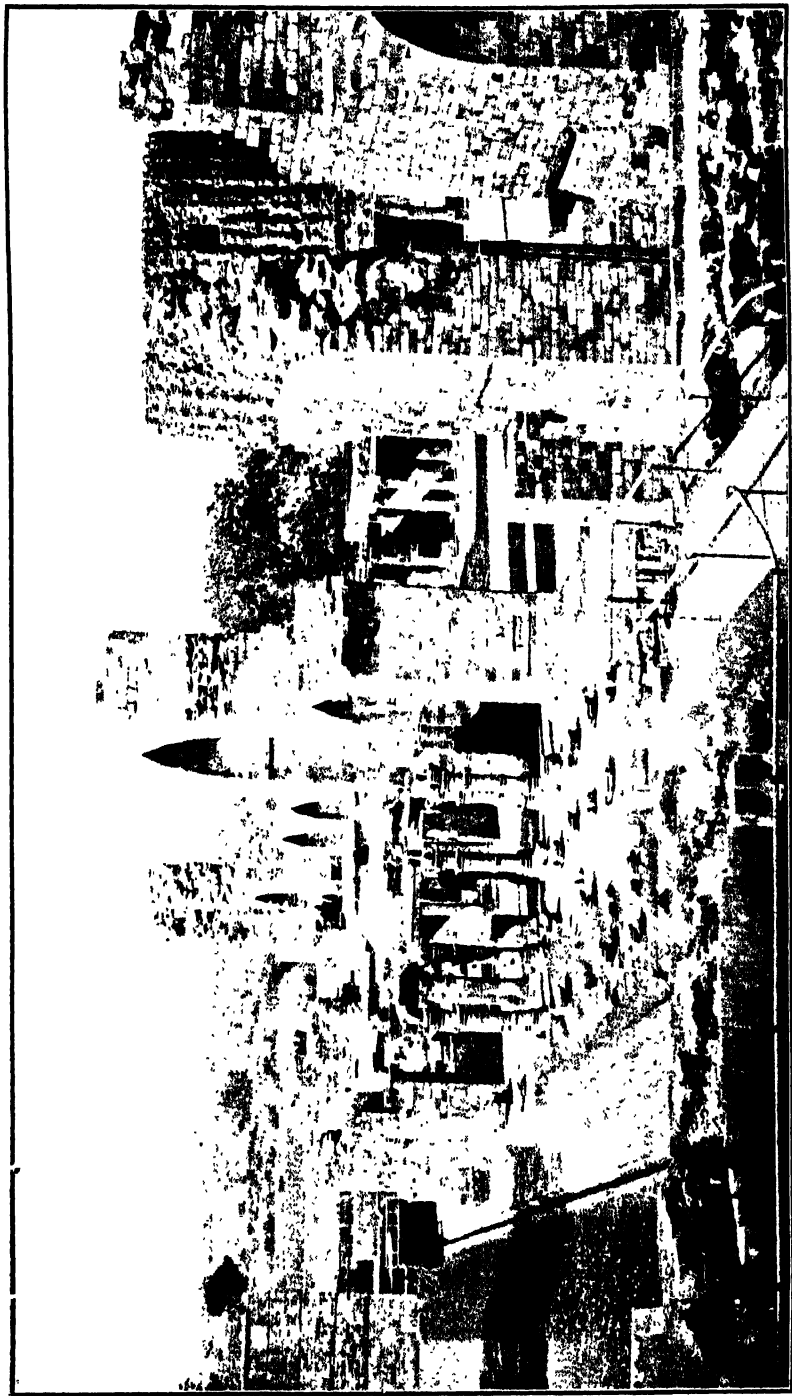
রায়পিথোরা দুর্গের অভ্যন্তরে, কুতবস্তম্ভের সন্নিকটে, হিন্দুদেবমন্দিরের উপাদানে গঠিত মুসলমান কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ

কোথা সেই অন্তঃপুর নূপুর-শিঞ্জিত ;
কোথা সেই দেবালয় সামনিনাদিত ;
কোথা সেই সৈন্যাবাস দুন্দুভিধ্বনিত ;
কোথায় সে সুখধাম ? ধ্বংসশেষ তার, *
দুষ্প্রবেশ্য মানবের বৃশ্চিকে, ভুজগে,
মুখরিত পেচকের অশুভ নিনাদে,
আকীর্ণ কণ্টকী গুল্মে, জুষ্ট ফেরুপালে,
হিন্দুর নয়ন করে বাষ্পায়িত এবে।

নিভৃত প্রকোষ্ঠ মাঝে, রাজ-অন্তঃপুরে,
আসীনা সংযুক্তা, পৃথা ; বাক্যহীনা দোঁহে ;
কিন্তু মুখপানে দোঁহে চাহি পরস্পর
করিছেন অশ্রুপাত। উঠি মাঝে মাঝে,
সংযুক্তা, গবাক্ষ খুলি, দেখিছেন চাহি
ফুটেছে কি উষালোক পূরব আকাশে।

অন্তঃপুররক্ষী, এক প্রাচীন সৈনিক,

---

* পৃথ্বীরাজের নির্ম্মিত দুর্গ ও প্রাসাদ রায়পিথোরা নামে পরিচিত। কুতব মিনারের সন্নিকটে ইহার যে ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহার এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।—

The Fort of Rai Pithora,' which surrounds the citadel of Lalkot on three sides, would appear to have been built to protect the Hindu city of Delhi from the attacks of the Musalmans. The wall of the city is carried from the north bastion of Lalkot, called Fateh Burj, to the north-east for three quarters of a mile where it turns to the south-east for $1\frac{1}{2}$ mile to the Dumdama Burj. From this bastion the direction of the wall for about one mile is south-west and then north-west for a short distance to the south end of the hill on which Azim Khan's tomb is situated * * The Fort of Rai Pithora or Delhi proper is said to have had nine gates besides the Ghazni gate most of which can still be traced ** The circuit of its walls was nearly $4\frac{1}{2}$ miles * * It possessed 27 Hindu Temples, of which several hundreds of richly carved pillars still remain to attest both the taste and the wealth of the last Hindu rulers of Delhi.

Cunningham's Archaeological Report 1862-63 pp 183-84.

আসি, হেনকালে, নমি সংযুক্তার পদে,
কহিল বিনয়ে ;
"মাতঃ ! ক্ষমুন দাসেরে,
আনিয়াছি কুসংবাদ। গুপ্ত দ্বারে আমি
আছিলাম দাঁড়াইয়া ; শুনি করাঘাত,
হেরিলাম ছিদ্রপথে। যে ভীমা পিশাচী,
আসি, মাঝে মাঝে, মাতঃ ! ভ্রমিত নগরে ;
কহিল সে নাম ধরি উচ্চে ডাকি মোরে,
না জানি সে নাম মোর জানিল কেমনে,
"পজ্জুন ! রাণীরে তোর বল্ গিয়া ত্বরা,
শ্মশানে রাজার দেহ রহেছে পড়িয়া,
না করে অন্ত্যেষ্টি যদি করিব ভক্ষণ।"
চকিতা সংযুক্তা, পৃথা দাঁড়াইলা উঠি ;
চাহি প্রহরার পানে কহিলা সংযুক্তা ;—
"শুনেছ কি স্পষ্টবাক্য, দেখেছ কি তারে ?
হয়নি ত ভ্রম তব বার্দ্ধক্যে, তন্দ্রায় ?"
কহিলা প্রহরী ;
"মাতঃ ! হয় নাই ভ্রম ;
শুনেছি, দেখেছি স্পষ্ট। সে মূর্ত্তি বিকট
ভুলিবার নহে কভু। নিরখিয়া তারে
এখন(ও) কাঁপিছে বুক, মুষ্টি শিথিলিত,
না পারি ধরিতে অসি ; কি ক'ব অধিক।"
কহিলা সংযুক্তা ; "আমি যাইব শ্মশানে,
চল, দেখাইবে পথ ; তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
আসিতেছি আমি" বলি পশি কক্ষান্তরে
ত্যজি সে বসন সতী পরিলা আঁটিয়া

লোহিত কৌষিক বাস, দিব্য অলঙ্কার।
পূজাপাত্র হ'তে লয়ে সিন্দূর, চন্দন
বিলেপিলা ভালে, মাল্য পরিলেন গলে।
লয়ে অসি, চর্ম্ম সতী কহিলা পৃথায় ;
"চল, দিদি ! ইচ্ছা যদি দেখিবে আমার
নব স্বয়ংবর, নহে এই শেষ দেখা।"
কহিলেন পৃথা ;
"বোন ! চিন্তা ছিল মোর,
পাছে ছাড়ি মোরে তুমি যাও একাকিনী ;
কি সাধে রহিব গৃহে ? চল যাব, সাথে।"
জোড় করি কর রক্ষী কহিলা উভয়ে ;
"রুদ্ধ এবে সিংহদ্বার। নগররক্ষক
খুলিবে না যতক্ষণ না হ'বে প্রভাত।
রাজপথে পদশব্দ শুনিলে প্রহরী
আঁধারে হানিবে অস্ত্র। পারি নিরজন
যমুনার তট দিয়া লইতে শ্মশানে। *
কিন্তু, মাতঃ, শুনিতেছি তুরুকের সেনা
আসিতেছে দিল্লীমুখে। একাকী কেমনে
রোধিব, সহসা যদি পড়ে আসি তারা ?"
কহিলা সংযুক্তা ;
"রক্ষি ! নাহি চিন্তা, ভয় ;
থাকে যদি তরবারী ক্ষত্রিয়ার করে
কার হেন শক্তি যে সে স্পর্শে দেহ তার,
যতক্ষণ থাকে প্রাণ ? আসে তুর্কসেনা
অকস্মাৎ, মৃতদেহ স্পর্শিবে মোদের।"

* যমুনা এখন রায় পিথোরা হইতে দূরবর্ত্তী হইয়াছে, পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী ছিল।

নিস্ক্রমিয়া গুপ্তদ্বারে তিন জন দ্রুত
ছুটিলা শ্মশান পানে। জনশূন্য পথ,
না ডাকে কুক্কুর, যেন, তারাও শঙ্কিত।
দুর্ভেদ্য আঁধার শুধু, ঘিরি জল, স্থল,
রহিয়াছে পরিব্যাপ্ত। দেখায়ে শ্মশান
দূর হ'তে, রক্ষী দোঁহে কহিলা বিনয়ে ;—
"অই জ্বলিতেছে আলো ; শক্তি নাহি আর
হইবারে অগ্রসর, মরিব যদ্যপি
আবার নিরখি তারে, ক্ষমুন কিঙ্করে।"

সংযুক্তা, পৃথারে ল'য়ে, পশিলা শ্মশানে :
কি ভীষণ দৃশ্য সেথা ! চিতাশায়ী শব
ত্যজি শববাহী ভয়ে গিয়াছে পলায়ে,
শুনি পিশাচীর স্বর। তাই চিতালোকে
বিকট, ব্যাদত্ত মুখ, অর্দ্ধ দগ্ধ দেহ
লক্ষিত হইছে কোথা। পড়ি নানাস্থানে
ভগ্নকুম্ভ, খট্টা, কন্থা, অস্থিভস্মরাশি।
কোথায় বাবুল, শমী অস্পষ্ট আলোকে
আন্দোলিছে বাহু, শির প্রেতমূর্ত্তি সম।
কোথা গুল্ম-অন্তরালে আবরিয়া দেহ
ডাকিছে শৃগালদল খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্ ;
বহিছে দুর্গন্ধ বায়ু ; ফাটিছে কোথায়
ফট্ ফট্ চিতাকাষ্ঠ। অনভ্যস্তা দোঁহে
এ হেন ভীষণ দৃশ্যে, ত্রাসহীনা তবু।

অগ্রসরি দুই জন হেরিলা, অদূরে,
জ্বলিছে আলোক এক দপ্ দপ্ দপ্ ;
সুবিপুল চিতা তথা রহেছে সজ্জিত।

সম্মুখে তাহার, দীর্ঘ জটা এলাইয়া,
বসেছে পিশাচী, নেত্রে জ্বলিছে অনল।
শোণিতাক্ত, মুক্তকেশ, লম্বমান পড়ি
পৃথ্বীরাজদেহ তথা। হেরিছে পিশাচী
স্থিরনেত্রে, মুহুর্ম্মুহু ফুটিছে ভ্রুকুটী।
স্তম্ভিতা সংযুক্তা, ক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধাপ্রায়,
নিরখিলা; অশ্রুহীন আঁখিযুগ হ'তে
ঝরিল স্ফুলিঙ্গ; তনু কুসুম-কোমল
পাষাণ-মূরতি সম হইল কঠিন
সহসা; সুদৃঢ়পদে হ'য়ে অগ্রসর,
কোষমুক্ত করি অসি, কহিলা গম্ভীরে:—
"দানবী, মানবী তুমি যে হও, সে হও
চাহি না জানিতে আমি। পতিদেহ মম
কর ত্যাগ অবিলম্বে; নহে অসিঘাতে
লুটাইব শির তব পতিপদতলে।"
দাঁড়াইল নিশাচরী, ঘুরাইয়া করে
প্রজ্বলিত চিতাকাষ্ঠ; দন্ত কড়মড়ি,
কহিল গর্জ্জন করি;
"কি বলিলি তুই?
কি বলিলি, অসিঘাতে লুটাইবি শির?
চিনিস্‌না আমি মেঘা? না—না থাক্ থাক্,
পেয়েছিস্ বড় ব্যথা, বলিব না কিছু।
কে আমি কহিব শোন্; আলহ, উদাল
ছিল দুই মহাবীর, শুনেছিস্ নাম?
(পিশাচী উন্মত্তাপ্রায় লাগিল ডাকিতে
"আয় আয় আয়" বলি) কহিল আবার,

দুই হাতে আপনার স্তন দুটী ধরি,
তারা পুত্র মোর, এই স্তন দিয়া দোঁহে
মানুষ করিয়াছিনু। যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ
বধ করেছিল দোঁহে। তুই হতভাগী
তাদের মৃত্যুর কথা শুনি ভাটমুখে
দিয়াছিলি কণ্ঠহার। করেছিনু পণ,
সেই দিন, দু'জনারে এক চিতা'পরে
উঠাইব; পণ মোর পূর্ণ এত দিনে।
এই তোর স্বামিদেহ ছাড়িলাম আমি,
সাজায়ে রেখেছি চিতা, মর্ তারে লয়ে।"
সংযুক্তা পৃথার পানে কহিলা চাহিয়া;
"সময় হয়েছে, দিদি! কি বলিব আর?
যাঁর তরে সংযুক্তারে স্বজেছিলা ধাতা,
চলিল সে তাঁর সঙ্গে। সতী, সাধ্বী তুমি,
যাবে যবে স্বর্গলোকে, দেখা হবে সেথা।"
সম্বোধিয়া পিশাচীরে জিজ্ঞাসিলা পৃথা;
"পার কি বলিতে তুমি চিতোরের পতি
জীবিত কি মৃত? তাঁর জান কি সংবাদ?
মৃত যদি, দেহ তাঁর পার কি দেখাতে?"
কহিলা পিশাচী;
"আহা! পৃথা বুঝি তুই?
বড় ভাল মেয়ে; তোর স্বামী ছিল ভাল;
পড়ে আছে তরায়ণে, সরস্বতী-তীরে।
শকুনি, শৃগালে যাহা রাখিয়াছে শেষ,
পাবি তাই, আয় তুই, আয় মোর সাথে।"*

* পৃথার সম্বন্ধে রাজস্থানের ইতিহাস লেখক টড এইরূপ লিখিয়াছেন:

ছুটিল পিশাচী ; পৃথা উন্মাদিনীপ্রায়
ছুটিলা পশ্চাতে। সেই ভীষণ শ্মশানে
একাকিনী এবে সতী ; পতিত সম্মুখে
শোণিতাক্ত পতিদেহ, বিবর্ণ, বিকৃত ;
চারিদিকে ভ্রমে শিবা ; পক্ষ ঝাপটিয়া
উড়ে নিশাচর পাখী ; শোঁ শোঁ বহে বায়ু।
নাহি হেন জন তুলে চিতার উপরে
ধরি শবে ; চতুর্দ্দিক নেহারি বারেক
কাতর হইয়া সতী, যোড় করি কর,
লাগিলা ডাকিতে সেই অনাথবৎসলে,
বিপন্নের বন্ধু যিনি ; শুনিলা সহসা
কে যেন কহিছে, "বৎসে ! আসিয়াছি আমি।"
ফিরিয়া পশ্চাতে সতী হেরিলা বিস্ময়ে
দাঁড়াইয়া ভুঙ্গাচার্য্য, কমণ্ডলু করে,
শ্রান্ত, অবসন্ন, শ্বাস বহিতেছে ঘন।
কহিলেন ভুঙ্গাচার্য্য ;
"সংযুক্তে ! তোমায়
কি বুঝাব ? গুণে, জ্ঞানে নিরুপমা তুমি।
স্বদেশ, স্বধর্ম্ম তরে চিরপ্রিয় তব
করিয়াছে প্রাণদান ; ভাগ্যবতী তুমি।
শেষ কথা তোমারে সে বলেছে জানাতে,
যেন একাকিনী তুমি উঠ তারে লয়ে
চিতায়, মিলন পুনঃ হ'বে সূর্য্যলোকে।"

His (Samorshi's) beloved Pritha on hearing the fatal issue, her husband slain, joined her lord through the flame.

Rajastan Vol. I. P. 277.

কহিলেন সতী;
"দেব! সুসজ্জিতা চিতা,
দি'ন্ অনুমতি, আমি করিব প্রবেশ।
ক্ষণমাত্র প্রাণেশ্বর না হেরিলে মোরে
হ'তেন ব্যাকুল, তবে বিলম্বে কি কাজ?"
কহিলেন তুঙ্গাচার্য্য;
"জান, বৎসে! তুমি
আত্মহত্যা মহাপাপ; সে পাপ আচারে
দিতে অনুমতি চিত্ত হয় সঙ্কুচিত;
কিন্তু শাস্ত্র, সদাচার কহে রমণীর
সতীত্ব-রক্ষণ শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব ধর্ম্ম হ'তে।
আসিছে তুরুক্, এই দিব্য কান্তি তব
করিবে বিপন্না তোমা; সতীত্ব রক্ষণে
না থাকে উপায় অন্য, বিচারিয়া তুমি,
কর যা' কর্ত্তব্য তব, ক্ষমিবেন ধাতা।"
ধরাধরি করি শবে তুলিলা চিতায়
দুই জনে। লয়ে সতী কমণ্ডলু-জল
সিঞ্চিলা পতির শিরে; বসন-অঞ্চলে
দেহের শোণিত-পঙ্ক ফেলিলা মুছিয়া;
কণ্ঠ হ'তে লয়ে মালা পরাইয়া গলে,
অসি, চর্ম্ম দিয়া করে প্রণমিলা পদে।
তুঙ্গাচার্য্য পদে পরে প্রণমিয়া সতী,
উদ্দেশে প্রণাম করি মাতৃপিতৃপদে,
স্মরি ইষ্টদেবে, প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে,
বসিলা চিতায় উঠি; স্থাপি ক্রোড়দেশে
পতিশির, নিজকরে জ্বালিলা অনল।

দেখিতে দেখিতে শিখা উঠিল আকাশে,
ভস্ম হ'ল দুই তনু প্রহরের মাঝে। *
নীরব, নিস্পন্দ গুরু দেখিলা দাঁড়ায়ে,
নির্ব্বাণ হইল অগ্নি; কমণ্ডলু-জল
সিঞ্চি চিতাভস্ম মাঝে কহিলা কাতরে;
"যাও পৃথ্বীরাজ! যাও সংযুক্তাসুন্দরি!
সেই পুণ্যলোকে, যথা, নাহি পাপ, তাপ;
নাহি জাতিধর্ম্মদ্বেষ, পররাজ্যলোভ;
নিত্যানন্দ, নিত্যপ্রেম বিরাজে যেখানে।
আসিও আবার কিন্তু মিলিয়া উভয়ে
রাজরাজেশ্বর, রাজরাজেশ্বরীরূপে
এই আর্য্যভূমি মাঝে; করিও ঘোষণা
দাঁড়ায়ে এ চিতাভূমে প্রজার কল্যাণ,
অভয়-আশ্বাসবাণী। ভারত-সন্তান,
লভে যেন, জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে,
সুখ, শান্তি উভয়ের রাজছত্রতলে।"
বদ্ধাঞ্জলি তুঙ্গাচার্য্য, নতজানু হয়ে,
চাহিয়া আকাশপানে কহিলেন পুনঃ;
"হে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-পতি! অন্তর্য্যামী তুমি;
জানিছ অন্তর-কথা। ছিল অভিমান,
পৃথ্বীরাজ, সংযুক্তারে লয়ে, পুনর্ব্বার,

---

* সংযুক্তার পৃথ্বীরাজের সহিত চিতারোহণ পৃথ্বীরাজ রাসো-সম্মত নহে। তাহাতে আছে যে সংযুক্তা স্বপ্নে এক ডাকিনীর মুখে পৃথ্বীরাজের পরাজয় ও কারারোধ শুনিয়া সহসা প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রামাণিক ইতিহাস আমার কল্পনা সমর্থন করে হণ্টর সাহেব তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন:—In 1193, the Afgans again swept down on the Panjab. Prithwiraj of Delhi and Ajmer was defeated and slain. His heroic princess burned herself on his funeral pile. The Indian Empire PP. 329-330.

পৃথ্বীরাজ-রাসোর ডাকিনীকে আমি আমার উদ্দেশ্যানুরূপ মানবীয় আকার প্রদান করিয়াছি।

রাম-সীতা-বশিষ্ঠের দেখাব মিলন ;
ভাঙ্গিলে সে দর্প, দেব ! দর্পহারী তুমি।
কিন্তু যদি কর্ম্মার্জ্জিত থাকে পুণ্য কোন(ও),
তবে, এ বাসনা মোর পূর্ণ কোরো, দেব !
পতিতপাবন তুমি, করেছ উদ্ধার
কতই পতিত জাতি, পতিত ভারতে
উদ্ধার করিও তবে। হিন্দু নর, নারী
দ্বিধাহীন হয়ে যেন পারে বুঝিবারে,

হিন্দুর দুর্গতি-মূলে দুর্ম্মতি হিন্দুর ;
প্রায়শ্চিত্ত-অন্তে দুঃখ, দৈন্য হ'বে দূর।

সম্পূর্ণ।

পৃথ্বীরাজ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু-বিরচিত কয়েকখানি
পুস্তক সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন।

গীতার সঙ্গে নিত্য পঠনীয়।

কবিতানুবাদ **কঠোপনিষৎ।** মূল ও ব্যাখ্যা সম্বলিত।

উপনিষৎ হিন্দুশাস্ত্রের সার। এমন হিন্দুসন্তান কেহ নাই, উপনিষদের মর্ম্ম অবগত হইতে যাঁহার ইচ্ছা না হয়। কিন্তু ইহার ভাব সহজে বোধগম্য নয় ভাবিয়া অনেকেই ইহার আলোচনায় সঙ্কুচিত হন। গৃহী এবং সন্ন্যাসী, জ্ঞানী এবং ভক্ত, ভাবুক এবং কর্ম্মী সর্ব্বশ্রেণীর লোক এই অনুবাদ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন ;—

শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ;—"এই অনুবাদ যেমন সরল ও সুমিষ্ট তেমনই আবার মূলের সম্পূর্ণ অনুগামী। এরূপ রচনা কেবল আপনার সিদ্ধ হস্ত দ্বারাই সাধ্য। এই কবিতানুবাদ বঙ্গসাহিত্যের গৌরব ও সৌষ্ঠব বিশেষরূপে বর্দ্ধিত করিয়াছে। এই গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারের একটী মহামূল্য রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ স্বরূপ ;—"আশা করি, গীতার ন্যায় ইহা বঙ্গের গৃহে গৃহে প্রত্যহ পঠিত হইবে।"

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ;—"পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম ; বেশ সুপাঠ্য হইয়াছে।"

শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ ;—আপনার প্রাঞ্জল ও মধুর অনুবাদে বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে।"

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, M. A.—"আপনার অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে।"

স্বর্গীয় হৃষীকেশ শাস্ত্রী ভাটপাড়া ; "উপনিষদের ভাষার যে এরূপ সরল বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ হইতে পারে, ইহা আমি আদৌ কল্পনা করিতে পারি নাই! পাঠ করিবার সময় উপনিষৎ পড়িতেছি, কি কাব্য পড়িতেছি, অনেকস্থলেই, তাহা স্থির করিতে পারি নাই। এত সুন্দর ও মনোরম হইয়াছে যে, অনেক মন্ত্রের অনুবাদ দুই তিনবার পড়িতে ইচ্ছা হইয়াছে।"

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত M. A., বরিশাল। "আপনার কঠোপনিষৎ সুন্দর হইয়াছে।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য M. A., প্রয়াগ। "আপনার অনুবাদ অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ অনুবাদ দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্য সম্পত্তিশালী হইবে।"

শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন; "অদ্যাপি কেহই দুরধিগম আগমসাগরে সেতু বাঁধিতে পারেন নাই, আজ তুমি তাহার সূত্রপাত করিলে।"

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায়, ঢাকা। "আপনি এই দুরূহ কার্য্য যেরূপ হৃদয়গ্রাহী ভাবে সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই বিস্ময়রঞ্জনক। সুকঠিন আবরণযুক্ত, দুর্ভেদ্য উপনিষৎরূপ অমৃতফলকে বিদীর্ণ করিয়া আপনি তাহা সাধারণের আস্বাদনের উপযোগী করিয়া দিয়াছেন। আপনাকে ধন্যবাদ!"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মূলাজোড়। "বেদাঙ্গীভূত এই শাস্ত্র হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণের দুরূহ বলিয়া আমার ধারণা। এই দুরূহ গ্রন্থের অর্থসম্পদ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আপনি যে ইহার জটিলতা নিরাসে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহাই আপনার অনুবাদের প্রশংসা।"

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—"ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল; অনুবাদ সর্ব্বাংশে সুখপাঠ্য।"

নব্যভারত—কঠিন দুরূহ উপনিষদের কথা এমন সরল, প্রাঞ্জল, স্নিগ্ধ, সুললিত বাঙ্গালায় প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহা কল্পনায়ও ভাবিতে পারা যায় না। যোগীন্দ্রবাবুর লেখনীধারণ ধন্য!

সঞ্জীবনী—কোনও বৈদিক গ্রন্থের এরূপ অনুবাদ আমরা এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। জটিল ভাব যে এত সুখবোধ্য, সরল করা যাইতে পারে তাহা আমাদের ধারণা ছিল না।"

হিতবাদী—"অনুবাদ বেশ প্রাঞ্জল হইয়াছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠক এই পুস্তক পড়িয়া উপকৃত হইবেন।"

Dr. Sir Rash Behary Ghose D. L. T. It is a most valuable contribution to Bengali literature and will be welcomed by every student of Hindu Philosphy.

BABU BHOOPENDRA NATH BOSE M.A. That such an abstruse and speculative treatise on one of the most difficult branches of human knowledge, written in a language and for a period both of which have receded into the darkness of the past, could be brought forward into the light of the living day dressed in a garb which retains the charm of the archaic simplicity of the original while revealing the spirit within, is almost a marvel to me.

THE BENGALEE. "The translation is elegant and faithful and combines the grandeur of the epic with the melody of the lyric."

The INDIAN MESSENGER. The translation has been happy and all but literal reflecting no small credit on the translator.

হুরপে ছাপা, রেসমী কাপড়ে বাঁধান, মূল্য ।।৵০ ডাক মাসুল ৴০ ।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত।

অপ্রকাশিত কবিতা, পত্র এবং গ্রন্থাবলীর সমালোচনা সম্বলিত।

সম্বর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ।

এই গ্রন্থের পরিচয়-প্রদান নিষ্প্রয়োজন। ইহার ভাষা যেমন বিশুদ্ধ ও মধুর, ইহার বর্ণিত বিষয়ও তেমনি শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক। মধুসূদনের জীবনবৃত্তান্তের সহিত তাঁহার সমসাময়িক ঘটনাবলীর ইতিহাস ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। মধুসূদনের, ভূদেব বাবুর, রাজনারায়ণ বসুর, মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের এবং রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রভৃতির লিথোচিত্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের, মধুসূদনের পৈতৃক ভবনের, তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ীর, এবং তাঁহার খ্যাতনামা শিক্ষক ডি এল্ রিচার্ডসনের হাফটোন চিত্র ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। টেক্‌স্‌টবুক-কমিটী কর্ত্তৃক ইহা পুরস্কার দানের ও পুস্তকালয়ের জন্য অনুমোদিত।

গ্রন্থ সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.—"The book before us is the first regular biography in the Bengali Language, and

it may compare favourably with some of the best biographical works of the west.

THE HINDOO PATRIOT.—It is one of the first class biographical works that have yet made their appearance in our language.

THE INDIAN DAILY NEWS.—The work has supplied a desideratum in the Bengali Language and ought to be in every Bengali library, private and public.

THE INDIAN MIRROR.—Like the subject of the memoir Babu Jogindra Nath Bose has immortalised himself by being the writer of the first biography, properly so called, in the Bengali Language.

THE INDIN MESSENGER.—The author's diction is chaste and elegant, his powers of narration of a high order. The Book is altogether the best biography in the Bengali Language.

THE BENGALEE.--It is a noble monument of the great poet. Every Bengali, every lover of his country and his country's literature, should provide himself witn a copy of the Book.

THE UNIVERSITY MAGAZINE—The biography is one of the best written in India. The style is beautifully simple and the spirit appreciative.

THE ENGLISHMAN—The work has been most carefully prepared and reflects great credit upon its author who has done an important service to Bengal and to her great poet.

THE STATESMAN—In the performance of his self-imposed task, which we can well believe was also a labour of love, the author has exhibited a conscientiousness which would have done credit to a German Savant.

LATE BABU RAJ NARAYAN BOSE.—It is destined to be as immortal as the principal productions of the poet himself. I greatly rejoice at the appearance of such a work in the Language.

সঞ্জীবনী—কি ভাষা, কি চিন্তাশীলতা, কি পাণ্ডিত্য, কি মনোহারিত্ব, সর্ব্ব বিষয়েই ইহা বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবন-চরিত। যিনি এই পুস্তক পাঠ না করিবেন, তিনি বঙ্গসাহিত্যের একটী উজ্জ্বল রত্নের পরিচয় পাইবেন না। তাঁহার বঙ্গসাহিত্যের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

বঙ্গবাসী।—যোগীন্দ্র বাবুর এই গ্রন্থের সমকক্ষতা করিতে পারে, এমন পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় কেন, বোধ করি, অন্য ভাষাতেও অতি অল্পই থাকিবার সম্ভাবনা। গ্রন্থখানি যে কেবল উপাদেয় এবং মনোহর হইয়াছে তাহা নহে; এই গ্রন্থ অনেক অংশেই বাস্তবিক অপূর্ব্ব হইয়াছে।

নব্যভারত।—পৃথিবীর যে কোন ভাষায় এমন গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে দেশবাসীর গৌরব হয়।

হিতবাদী।—ইহা কেবল জীবন-চরিত নয়, একখানি উৎকৃষ্ট সমালোচনা-গ্রন্থ এবং কবির সময়ের একখানি উৎকৃষ্ট আলেখ্য। মাইকেলের সৌভাগ্য যে, তিনি যোগীন্দ্র বাবুর ন্যায় জীবন-চরিত লেখক পাইয়াছিলেন।

মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহনঠাকুর।—"আপনার এ গ্রন্থ অনেকাংশে অপূর্ব্ব; ইতিপূর্ব্বে বা ইহার পরে এরূপ জীবন চরিত বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। জীবন-চরিতের সহিত তীক্ষ্ণ সমালোচনা এবং কবির সময়ের যথাযথ চিত্র সন্নিবিষ্ট হওয়ায় গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে।

নবীনচন্দ্র সেন।—এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন-চরিত বাঙ্গালায় আর কখনও বাহির হয় নাই। আপনি মধুসূদনের দোষগুণ, প্রতিভা, অপ্রতিভা, নিরপেক্ষ ভাবে অঙ্কিত করিয়া, পাঠকের নয়নের সম্মুখে মধুসূদনের একটী জীবিত আলেখ্য প্রকটিত করিয়াছেন। ইহাতে আপনি কি শক্তি, কি ক্লেশসহিষ্ণুতা, কি উদ্যম দেখাইয়াছেন, তাহা যিনি এই অপূর্ব্ব জীবন-চরিত পড়িবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। মধুসূদনের এবং তৎসঙ্গে বঙ্গকাব্য-সাহিত্যের এমন অন্তরদর্শী, কাব্যরসজ্ঞ, নিরপেক্ষ সমালোচনা বঙ্গদর্শন বান্ধব-যুগের পর আর যে পড়িয়াছি, স্মরণ হয় না।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।—চরিতবর্ণনের গ্রন্থরচনায় কোন ব্যক্তি, কোন ভাষায়, আপনার অপেক্ষা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।—আপনার পুস্তক, সর্ব্বাংশে, বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একদিকে একখানি আদর্শ পুস্তক হইয়াছে।

চন্দ্রনাথ বসু।—এমন প্রাণপণে, এরূপ সরল ও বিশুদ্ধ মনে, এদেশে, এপর্য্যন্ত, কেহ কাহারও জীবন-চরিত লেখে নাই। জীবন-চরিত-লেখকদিগের মধ্যে এমন ধর্ম্মভীরু, পক্ষপাতশূন্য ভক্ত বড়ই কম দেখিয়াছি।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।—কবিবর মধুসূদন যেমন কবিতারাজ্যে নবভাব ও নবশক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, তুমিও তেমনি জীবন-চরিতের নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যে কীর্ত্তিস্থাপন করিলে।

বিস্তৃত সংস্করণের সঙ্গে এই গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত, সুলভ সংস্করণ আছে। মূল্য যথাক্রমে ২৷৷০ ও ।৵০ ডাক মাসুল ।০ ও /০।

অহল্যাবাইয়ের জীবন চরিত।

শিবপূজানিরতা অহল্যাবাইএর, তাঁহার সমাধিমন্দিরের নর্ম্মদাতীরস্থ
দুর্গের, গয়া বিষ্ণুপদ-মন্দিরের, কাশীর ঘাটের
ও বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের চিত্র সম্বলিত।

সংবর্দ্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণ মূল্য আট আনা।

অহল্যাবাইএর ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না মহিলা পৃথিবীর ইতিহাসে অতি দুর্ল্লভ। বীরাঙ্গনার শৌর্য্যের সঙ্গে নারীজনোচিত কোমলতার এবং ভগবদ্ভক্তির সম্মিলনে তাঁহার চরিত ভারত-রমণীর আদর্শ। মূল মহারাষ্ট্রীয় বখর ও প্রামাণিক ইংরাজী গ্রন্থ সমূহ অবলম্বনে ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে।

গ্রন্থসম্বন্ধে অভিপ্রায়।

সার রমেশ চন্দ্র মিত্র।—এরূপ সরল ও সুমধুর ভাষায় লিখিত পুস্তক বাঙ্গালায় কম আছে। অহল্যাবাইএর জীবন-চরিত হিন্দু মহিলার উৎকৃষ্ট আদর্শ। সেই চরিত্র আপনি অতি সুন্দরবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। চিত্রপট যেন জীবিত ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন।—অহল্যা পাঠ করিয়া উহার ভাষার প্রাঞ্জলতায় ও ভাবের মধুরতায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি। অহল্যা নারীদেবী। তাঁহার নারীদেবীত্ব আপনার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রতিভাসিত।

বাবু রাজনারায়ণ বসু।—অহল্যাবাই হিন্দু জাতির এক অতি মহৎ ব্যক্তি। দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদিগের দেশের সকল রমণীর যথাসাধ্য অনুকরণ করা কর্ত্তব্য। এই পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ঐতিহাসিক গবেষণা, প্রাঞ্জলতা, প্রসাদ এবং এক রকম কোমল ওজস্বিতা এই সকল গুণ দেদীপ্যমান।"

নব্যভারত।—ইহাতে গ্রন্থকারের অসাধারণ ভাষানৈপুণ্য ও লিপিচাতুর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। যে সকল পুণ্যবতী আদর্শ ভারত-রমণীর নাম প্রাতঃস্মরণীয় অহল্যা বাই তাঁহাদের অন্যতম। পবিত্রতা ও ভগবদ্ভক্তিতে এই মহিলা কেবল যে মহারাষ্ট্র জাতির রমণী কুলের সম্মান বাড়াইয়াছেন, তাহা নহে, ভারতের সকল দেশের নারীজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। অহল্যার পুণ্যকাহিনী পাঠ করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়; শৌর্য্য ও কোমলতায়, দয়ায় ও পবিত্রতায়, পুণ্য ও ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হয়। এই পুস্তকখানি প্রত্যেক বঙ্গ মহিলার একবার পাঠ করা উচিত।"

বামাবোধিনী।—"পুণ্যশ্লোক অহল্যাবাই একজন আদর্শ ভারতরমণী। তাঁহার চরিত্রে ভগবদ্ভক্তি, দয়াদাক্ষিণ্য এবং স্ত্রীশোভন সমুদয় গুণ যেমন জাজ্বল্যমান, সাহস শৌর্য্য, বীর্য্যও সেইরূপ। চরিতাখ্যায়ক * * সহৃদয়তার সহিত অতি সুললিত ভাষায় গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। ইহা প্রত্যেক রমণীর পাঠ ও বিশেষ অনুশীলনের যোগ্য।

হিতবাদী।—"অহল্যাবাইয়ের ন্যায় ভারতললনার জীবন বৃত্তান্ত যে বঙ্গে সর্ব্বজন সমাদৃত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গুরুজনে ভক্তি, সর্ব্বজীবে করুণা, বিপৎকালে ধৈর্য্যাবলম্বন, নারীজনসুলভ কোমলতার সহিত কর্ত্তব্য-পরায়ণতার সম্মিলন প্রভৃতি বিবিধ গুণের জন্য অহল্যার চরিত্র ললনাকুলের আদর্শ স্থল।

প্রবাসী।—এইরূপ পুস্তক পড়িলে আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ উপকৃত হইবেন। কন্যাগণ মহৎ চরিত্রের আদর্শ পাইয়া ভবিষ্যগৃহিণী পদের উপযুক্ত হইতে পারিবেন, এবং অতি দুর্ব্বিনীত, অবিশ্বাসী পুরুষচিত্তও নারী মহিমায় শ্রদ্ধান্বিত হইবে। এইরূপ চরিতাখ্যান আত্মার স্বাস্থ্য, গৃহের কল্যাণ। তেজস্বিতায় উগ্র অথচ দয়াতে কোমল এমন করুণ-কঠোর চরিত্র সংসারে দুর্ল্লভ, সকলের অনুধ্যানের সামগ্রী।

এডুকেশন গেজেট।—এরূপ সুন্দর স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক আমাদিগের অধিক নাই।

THE AMRITABAZAR PATRICA.—"As a noble Hindu Lady Ahalya Bai has claims upon every Hindu, but she has claims also upon humanity in general as one of the most

wonderful women that were ever born. The book has been very well written and will prove useful reading not only to men and women but boys and girls too.

পতিব্রতা গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলীতে ভারতীয় পতিব্রতাকুলের অগ্রগণ্যা মহিলাগণের চরিত্র, অভিনব প্রণালীক্রমে, উপন্যাসাকারে, বর্ণিত হইয়াছে।

১। প্রথম ভাগ:—সতী, শকুন্তলা, দময়ন্তী এবং শৈব্যা একসঙ্গে বাঁধাই; মূল্য সাধারণ ১৲ উৎকৃষ্ট ১।০।

২। দ্বিতীয় ভাগ:—গান্ধারী, সুনীতি, সাবিত্রী এবং সীতা একসঙ্গে বাঁধাই মূল্য সাধারণ ১৲ উৎকৃষ্ট ১।০।

৩। সীতা (স্বতন্ত্র)—মূল্য ॥০

বিবাহে, জন্মদিনে, উৎসবে, নববর্ষে, বিদ্যালয়ের পরীক্ষান্তে প্রিয়পাত্রীকে কোন পুস্তক উপহার দিতে হইলে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গুণজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন:—

শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।—"আপনার পবিত্র সিদ্ধ হস্তে চিত্রাঙ্কনের পারিপাট্য পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।"

প্রবাসী:—"পাঠ করিলে নারীগণ যে বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন ও নির্ম্মল আনন্দ লাভ করিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

নব্যভারত:—"গৃহপঞ্জিকার ন্যায় বঙ্গগৃহে প্রচারিত হউক, আর ঘরে ঘরে অমৃত ফল ফলুক।"

সঞ্জীবনী:—"অতি সুন্দর, অতি মধুর হইয়াছে; আমরা সকলকে অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

হিতবাদী:—"এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।"

THE BENGALEE:—We believe every home will be the better and the happier for its perusal.

আর কিছু বলিবার প্রয়োজন আছে কি? উত্তেজনাপূর্ণ উপন্যাসপাঠের ফল হিন্দুসংসারে অনেকেই ভোগ করিতেছেন, এখন এই শ্রেণীর গ্রন্থপাঠ কর্ত্তব্য কিনা বিবেচনা করুন।

যোগীন্দ্র বাবুর সকল পুস্তকই আমাদিগের নিকট পাওয়া যায়।

অধ্যক্ষ সংস্কৃত-প্রেস-ডিপজিটারী, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা